

মধ্য-লীলা ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচর্যামৃতানি ।

গৌরাক্ষিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জঙ্ঘরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥১॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সঞ্চার্য্যোতি । গৌরপ্রেমসমুদ্রঃ রামাভিধভক্তমেঘে রামানন্দঃ অভিধা নাম যন্ত স এব ভক্তো মেঘ স্তস্মিন্
স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচর্যামৃতানি স্বকীয়-ভক্তিসিদ্ধান্তানাং দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসসিদ্ধান্তানাং চর্যাঃ সমূহা স্তএবামৃতানি
বারিতুল্যানি সঞ্চার্য্য সঞ্চারণং কৃন্তা অমুনা রামানন্দ-মেঘেন বিতীর্ণৈঃ কৃতৈঃ এতৈ উক্তিসিদ্ধান্তময়জলৈঃ তজ্জঙ্ঘ-
রত্নালয়তাং তেবাং সিদ্ধান্তানাং জঙ্ঘং বোধ স এব রত্নং তন্ত্রালয়তাং প্রয়াতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ । যথা সমুদ্রজল-
প্রদানেন মেঘ স্তস্মিন্ বর্ষন্তি শঙ্খমুক্তাদিষু রত্নাদি সম্ভবতি অতএব সমুদ্রো রত্নালয়তাং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ । শ্লোকমালা । ১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জয় শ্রীরাধাগিরিধারী । মধ্যলীলার এই অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণোপলক্ষ্যে গোদাবরী-
তীরস্থিত বিষ্ণানগরে রায়-রামানন্দের সহিত মিলন এবং তাঁহার সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাদির আলোচনা
বিবৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ১। অবয়ব । গৌরাক্ষিঃ (গৌর-সমুদ্র) রামাভিধ-ভক্তমেঘে (ভক্ত-রায়রামানন্দরূপ মেঘে) স্বভক্তি-
সিদ্ধান্তচর্যামৃতানি (স্ববিষয়ক-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহরূপ অমৃত) সঞ্চার্য্য (সঞ্চার করিয়া) অমুনা (তৎকর্তৃক—সেই রামানন্দরূপ
মেঘকর্তৃক) বিতীর্ণৈঃ (বর্ষিত) এতৈঃ (এসমস্তদ্বারা—সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃতদ্বারা) তজ্জঙ্ঘরত্নালয়তাং (সিদ্ধান্তের
অমুভবরূপ রত্নের আলয়ত্ব) প্রয়াতি (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ।

অনুবাদ । শ্রীগৌরাক্ষরূপ সমুদ্র ভক্ত-রামানন্দস্বরূপ মেঘে স্ববিষয়ক-ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চার
করিয়া তৎকর্তৃক (সেই রামানন্দরূপ মেঘ কর্তৃক) বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তরূপ অমৃতদ্বারা সিদ্ধান্তের অমুভবরূপ রত্নসমূহের
আলয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১

কথিত আছে, বৃষ্টির জল না পড়িলে সমুদ্রের শুষ্ক-শঙ্খাদিতে রত্ন জন্মে না ; বৃষ্টির জল পড়িলেই সমুদ্রে রত্নাদির
উৎপত্তি হয় । সমুদ্র সর্বপ্রথমে বাষ্পরূপে নিজের জল মেঘে সঞ্চারিত করে ; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে ঐ জল
পতিত হয় ; তখন সমুদ্র সেই বৃষ্টির জল গ্রহণ করিলেই তাহাতে রত্নাদি জন্মে এবং সেই রত্ন ধারণ করিয়াই
সমুদ্র তখন রত্নাকর নামে পরিচিত হয় । গ্রহকার এই ব্যাপারের সঙ্গে রামানন্দরায়ের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনের
তুলনা করিয়াছেন । মহাপ্রভুকে সমুদ্রের সঙ্গে রামানন্দরায়কে মেঘের সঙ্গে, দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসাস্রিত
ভক্তি-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে জলের বা অমৃতের সঙ্গে এবং রামানন্দ-রায়ের মুখে ঐ সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাহাদের
উপলক্ষ্যকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । সমুদ্র যেমন নিজের জলই মেঘে সঞ্চারিত করিয়া পুনরায় মেঘ হইতে
তাহা গ্রহণ করে, মহাপ্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক (স্ববিষয়ক) ভক্তিরস-সিদ্ধান্ত সমূহ পরমভক্ত-রামানন্দ-রায়ের সঞ্চার
করিয়া তাঁহার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করান এবং স্বয়ং ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত রামানন্দ-রায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া
উপলক্ষ্য লাভ করেন ।

গৌরাক্ষিঃ—গৌররূপ অক্ষি (সমুদ্র) । সমুদ্র হইতেই অদৃশ্য বাষ্পরূপে জল উঠিয়া যেমন মেঘে সঞ্চারিত

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

হয় এবং সেই মেঘ হইতে সেই বাষ্পই আবার যেমন বৃষ্টিরূপে সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল নিধান শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে তাঁহারই রূপাশক্তির যোগে^১ অপরের অদৃশ্যভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ রায়রামানন্দে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধান্ত-প্রকাশে সমর্থ করিয়াছিল—জলীয় বাষ্প যেমন মেঘকে বর্ষণের উপযোগী করে। এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অন্ধি বা সমুদ্র বলা হইয়াছে। অপ্ (জল) + ধি—অন্ধি, জলধি, সমুদ্র। সমুদ্রই মেঘে জল সঞ্চারিত করে; কিন্তু কিভাবে করে, তাহা কেহ দেখেনা; সূর্যের কিরণে সমুদ্রের জল বাষ্পরূপ ধারণ করে; এই বাষ্প বায়ুর মতন; তাই কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই বাষ্পই আকাশে উপরে উঠিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এইরূপে, সূর্য্যকিরণ যেমন সমুদ্রের জলকে বাষ্পের রূপ দিয়া মেঘে সঞ্চারিত করে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপাশক্তিও তেমনি সর্বজ্ঞ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত হইতে সিদ্ধান্তসমূহকে রায়-রামানন্দের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়াছিল। সমুদ্র যেমন অপরিমিত জলের আধার, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও অনন্তজ্ঞানের আধার—শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ বলিয়া। জ্ঞানবিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু সমুদ্রের তুল্য। যাহা হউক, প্রভুর রূপাশক্তি যে রায়রামানন্দে সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন, তাহা অপরের—এমন কি রায়রামানন্দেরও—অদৃশ্যভাবে; মুখের উপদেশাদি দ্বারা নহে। রায়ের চিত্তে প্রভু সমস্ত তত্ত্ব স্মৃতি করিয়াছিলেন—একথা রায়রামানন্দের নিজমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। “এত তত্ত্ব মোর মুখে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ২৮।২১৮-৯ ॥” ঈশ্বর অন্তর্যামী; তিনি অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, প্রত্যেককেই উপদেশ দেন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নহে, কথাবার্তা বলিয়া নহে। উপদেশের মর্ম্ম তিনি নীরবে জীবের চিত্তে স্মৃতি করেন; নির্মলচিত্ত লোকই তাহা বুঝিতে পারে। এই ভাবেই তিনি ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন—বেদের মর্ম্ম ব্রহ্মার চিত্তে স্মৃতি করিয়া। “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে। শ্রীভা. ১।১।১ ॥” রামাভিধ-ভক্তমেঘে—রাম (রামানন্দ) নামক ভক্তরূপ মেঘে। মেঘে যেমন বাষ্প যায়, তদ্রূপ রায়-রামানন্দে প্রভুর রূপাশক্তিপ্রেরিত সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞান আসিয়াছে বলিয়া রায়-রামানন্দকে মেঘ বলা হইল। রামাভিধ ভক্তমেঘে-শব্দের অন্তর্গত ভক্ত শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তব্যতীত অপর কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশের শক্তি ধারণ করিতে পারে না, অপর কাহারও চিত্তে ভক্তিতত্ত্ব স্মৃতিও হইতে পারে না। স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচরিতামৃতানি—স্বভক্তি (স্ববিষয়ক—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি) সন্থকীয় সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃত। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে ভক্তি, তাহাই এস্থলে স্বভক্তি-শব্দে বুঝাইতেছে; সেই ভক্তি সন্থকীয় সিদ্ধান্তসমূহকে অমৃত বলা হইয়াছে। এস্থলে সিদ্ধান্ত-শব্দে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস সন্থকীয় সিদ্ধান্তই সূচিত হইতেছে; রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল রসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল রস পরম-আশ্বাচ্ছ, পরম-রমণীয়। তাই এই সকল রসসন্থকীয় সিদ্ধান্তকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অমৃত-শব্দের একটা অর্থ জলও হয়। জল-অর্থ ধরিলে বুঝিতে হইবে, ভক্তিসন্থকীয় সিদ্ধান্তসমূহকে জলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—সমুদ্র হইতে বাষ্পরূপে জল যেমন মেঘে যায়, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে রূপাশক্তির যোগে এসকল সিদ্ধান্ত রায়-রামানন্দে গিয়াছে বলিয়া। কিন্তু এস্থলে অমৃত-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ই—পরম আশ্বাচ্ছ এবং পরম লোভনীয় বস্তুবিশেষরূপ অর্থ ই—অধিকতর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ এই। প্রথমতঃ, স্বরূপতঃই ভক্তি পরম আশ্বাচ্ছ, আনন্দস্বরূপ। রতিরানন্দরূপৈব (ভ. র. সি.)। তাই পরম লোভনীয়ও বটে। ভক্তিসিদ্ধান্তও তদ্রূপ পরম মনোহর, সর্কচিৎকার্কষক, পরম লোভনীয়। তাই অমৃতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে আধারে যে বস্তু থাকে, সেই আধার হইতে সেই বস্তুই পাওয়া যায়। সমুদ্রে আছে জল, তাই সমুদ্র হইতে মেঘ জল পায়, অমৃত পাইতে পারে না। কিন্তু রসবনবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে সমুদ্রের ছায় লোনা জল নাই, আছে অপূর্ণ অপ্রাকৃত অমৃত, যেহেতু তিনি অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি; তাই তাঁহা হইতে অমৃতই পাওয়া যাইবে; রায়রামানন্দের চিত্তে পরম-আশ্বাচ্ছ, পরম-লোভনীয়, পরম-চিৎকার্কষক ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ

গৌর-রূপা তরঙ্গিণী টীকা ।

অপূর্ব অমৃতই প্রভুর রূপাশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল । (অমৃতও জলেরই ছায় তরল) । গৌরাক্ষিতে প্রাকৃত সমুদ্রের ছায়—লবণাক্ত জল নাই, আছে অমৃতবিনিদ্রি পরমাশ্রয় রস ; মকর-হাস্যরাদি ভয়াবহ হিংস্রজন্তু নাই, আছে পরম-চিত্তাকর্ষক অনন্ত রসবৈচিত্রী ; আতঙ্কজনক উত্তাল তরঙ্গ নাই, আছে পরম-লোভনীয় এবং অনির্বাচ্য-চমৎকৃতজনক অসমোর্ক্য মাধুর্যের উত্তুঙ্গ হিলোল ; হৃদয়বিদারি ভীষণ গর্জন নাই, আছে সর্কার-স্বপন করুণার সাদর আহ্বান । অমৃত-শব্দের জল-অর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ নয় ; যেস্থলে অতিপ্রসিদ্ধ অর্থের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, অর্থবোধের জন্ত সেস্থলেই অপ্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে । এই শ্লোকে অমৃত-শব্দের অতিপ্রসিদ্ধ অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না ; তাই জল অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ।

অমুনা বিতীর্ণঃ ইত্যাদি—অমুনা—ইহা কর্তৃক অর্থাৎ রায়রামানন্দ-কর্তৃক, বিতীর্ণ—বর্ষিত । রায়রামানন্দরূপ মেঘ এসমস্ত সিদ্ধান্তরূপ-অমৃত মহাপ্রভুরূপ সমুদ্রে বর্ষণ করিয়াছেন ; মহাপ্রভুর রূপায় তাঁহার চিত্তে ক্ষুরিত সিদ্ধান্ত-সমূহ রায়রামানন্দ আবার প্রভুর নিকটে প্রকাশ করিলেন । প্রভু যে রামানন্দের চিত্তে সিদ্ধান্তসমূহ ক্ষুরিত করাইয়াছেন, ইহা কেহ জানিত না । লোকে জানিত—প্রভু প্রশ্ন করিয়াছেন, রায় উত্তর দিয়াছেন । তাই লৌকিক দৃষ্টিতে, রামানন্দের মুখে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত শুনিয়াই যেন প্রভু সে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়াছেন, প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইয়াছেন, সিদ্ধান্তরূপ রত্নসমূহ ধারণ করিতে পারিয়াছেন । তাই বলা হইয়াছে, রায়-রামানন্দের মুখে সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়াই গৌররূপ সমুদ্রে তজ্জ্ঞ-রত্নালয়তাং প্রয়াতি—তৎ (তাহা—সে সমস্ত সিদ্ধান্ত) জানেন যিনি, তিনি তজ্জ্ঞ—সিদ্ধান্তজ্ঞ ; তাঁহার ভাব হইল তজ্জ্ঞত্ব ; তজ্জ্ঞত্বরূপ রত্নের আনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন (গৌরাক্ষি) । সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞানকেই এস্থলে রত্ন বলা হইয়াছে । সমুদ্রের জলই মেঘের ভিতর দিয়া বৃষ্টিরূপে যখন সমুদ্রে ফিরিয়া আসে, তখন সমুদ্রে রত্ন জন্মে । তদ্রূপ প্রভুর সিদ্ধান্তই রামানন্দরায়ের অন্তঃকরণে প্রেরিত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে আবার যখন প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, লৌকিক দৃষ্টিতে তখনই প্রভু ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত যেন জানিতে পারিলেন, তখনই যেন প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন, তখনই যেন প্রভুর সিদ্ধান্তজ্ঞ জন্মিল ; তাই এই সিদ্ধান্তজ্ঞত্বকে (সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে) রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । প্রভু এই রত্নের আনয়ন বা আধার হইলেন । কিন্তু এই লৌকিক-দৃষ্টিমূলক অর্থ শ্লোকের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না । শ্লোকে বলা হইয়াছে—প্রভু রামানন্দরায়ের প্রথমে স্বভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সঞ্চারিত করিলেন ; তারপরে, রায়ের মুখে সে সমস্ত সিদ্ধান্তই শুনিয়া প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন । প্রথমে যখন তিনি সিদ্ধান্তসমূহ রামানন্দরায়ের সঞ্চারিত করিলেন, তখনই যে তিনি সে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানিতেন, অর্থাৎ তখনই যে সে সমস্ত সিদ্ধান্তের জ্ঞান তাঁহার ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায় ; না জানিলে রামানন্দ-রায়ের চিত্তে তিনি কিরূপে সে সমস্ত সিদ্ধান্ত ক্ষুরিত করিলেন ? নারায়ণ যদি বেদ না জানিতেন, তাহা হইলে তাহা তিনি ব্রহ্মার চিত্তে কিরূপে প্রকাশ করিলেন ? কিন্তু সমস্ত হইতেছে পরের ব্যাপার লইয়া । রামানন্দরায়ের মুখে শুনিয়া প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন—ইহার তাৎপর্য কি ? পূর্বেই যদি তাঁহার সিদ্ধান্তের জ্ঞান থাকিয়া থাকে, পরে আবার সিদ্ধান্তজ্ঞ হওয়ার—সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার—কথাই উঠিতে পারে না । ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয় । পূর্বেরটী জ্ঞান, পরেরটী বিজ্ঞান । পূর্বেই সিদ্ধান্তসম্বন্ধে প্রভুর জ্ঞান ছিল ; রামানন্দরায়ের মুখে শুনার পরে সেই সিদ্ধান্তসমূহের বিজ্ঞান জন্মিল । বিজ্ঞান বলিতে অল্পভব বুঝায় । জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এক বস্তু নহে । ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—“জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমম্বিতম্ । সরহস্তং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩০ ॥—আমার সহকীয় পরমরহস্যময় যে জ্ঞান, বিজ্ঞানসমম্বিত সেই জ্ঞান—আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ।” এস্থলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইবস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে । একথা বলার পরেই শ্রীভগবান্ আবার বলিতেছেন—“যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ । তথৈব তদ্বিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩১ ॥—আমার যে স্বরূপ, আমার যে লক্ষণ, আমার যে রূপ গুণ-কর্মাদি আছে, আমার অন্তর্গত সে সমস্তের তদ্বিজ্ঞান (যথার্থ অনুভব) তোমার হউক ।” এস্থলে বিজ্ঞানের কথা বিশেষরূপে বলা হইল । কাহারও মুখে শুনিয়া, কিম্বা গ্রন্থাদি দেখিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

কিছু যে জানা, তাহাকে বলে জ্ঞান ; ইহা পরোক্ষ জ্ঞান । কিন্তু জানা-বিষয়ের অনুভবকে, হৃদয়ে উপলব্ধিকে, বলে বিজ্ঞান । সন্ন্যাসের পূর্বে প্রভু যখন অধ্যাপনা করিতেন, তখন একবার পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে গিয়াছিলেন । পদ্মাতীরে তপনমিশ্রকে তিনি সাধ্যসাধনের কথা বলিয়াছিলেন ; মিশ্রও তাহা জানিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন । তথাপি কিছু প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি তারকব্রহ্ম-নাম জপ কর । “জপিতে জপিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে । সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব তবে সে বুঝিবে ॥” প্রভুর মুখে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা শুনিয়া তপনমিশ্র যাহা জানিয়াছিলেন, তাহা ছিল তাঁহার জ্ঞান ; আর, নামজপের ফলে প্রেমাস্কুর হইলে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবার কথা প্রভু বলিলেন, তাহা হইতেছে—বিজ্ঞান, অনুভব ; অপরোক্ষ জ্ঞান । রায়-রামানন্দপ্রসঙ্গেও—রায়ের চিন্তে প্রভু যখন সিদ্ধাস্তজ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন, সিদ্ধাস্তসম্বন্ধে তখন তাঁহার “জ্ঞান” ছিল । রামানন্দের মুখেই আবার সে সমস্ত সিদ্ধাস্ত শুনিয়া সিদ্ধাস্তবিষয়ে তাঁহার বিজ্ঞান বা অনুভব জন্মিল । প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি সর্বজ্ঞ ভগবান্, ষাঁহার অনুগ্রহে অপরের—এমন কি, ব্রহ্মারও—অনুভব জন্মিতে পারে, তাঁহার অনুভবের অভাব কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ? উত্তরে বলা যায়—ভগবান্ পূর্ণতম বস্তু হইলেও, রস-আস্বাদন-ব্যাপারে, লীলার ব্যাপারে, লীলাশক্তিই কোনও কোনও ব্যাপারে অপূর্ণতার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রকটিত হয়েন—তাঁহার লীলারস আস্বাদনের পরিপোষণার্থ । আর এস্থলে প্রসঙ্গ হইতেছে—স্বভক্তিসিদ্ধাস্তসম্বন্ধে ; শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভক্তির বিষয়, সেই ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধাস্ত-সম্বন্ধে । এই ভক্তি কি বস্তু, কিরূপ এই ভক্তির সাধন, নিজের উপর ভক্তির কিরূপ প্রভাব—তাহা ভগবান্ জানেন । তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে পারিয়াছেন—“ভক্ত্যা মামভিজানাতি”, “মমুনা ভব মদভক্তঃ” ইত্যাদি । ভক্তির বিষয়রূপে ভক্তির বা ভক্তিসিদ্ধাস্তাদির অনুভব ভগবানের আছে । যেহেতু, সর্বত্রই তিনি ভক্তির বিষয় । কিন্তু ভক্তির আশ্রয়ের উপর ভক্তির প্রভাব কিরূপ, তাহার সাধারণ জ্ঞান তাঁহার থাকিতে পারে,—অনুভব বা বিজ্ঞান তাঁহার থাকিবার কথা নয় ; কারণ, তিনি ভক্তির আশ্রয় নহেন ; তিনি ভক্ত নহেন । আশ্রয়জাতীয় প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অনির্বচনীয় আনন্দ পাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানমাত্র জন্মিয়াছিল ; কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব না জন্মাতেই তাহার আস্বাদনের (অনুভবের বা উপলব্ধির বা বিজ্ঞানের) জন্ম তাঁহার লোভ যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । কিন্তু ব্রজে আশ্রয়জাতীয় প্রেম তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি তাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই—শ্রীরাধার আনন্দের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই । তাই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণপূর্বক তিনি শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইয়া—ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, গৌর হইলেন এবং তখনই তিনি স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে—আশ্রয়জাতীয় ভক্তির বিজ্ঞান বা অনুভব লাভ করিতে সমর্থ হইলেন । আশ্রয়-জাতীয় ভক্তির অনুভব (বা বিজ্ঞান) একমাত্র ভক্তের পক্ষেই সম্ভব এবং ভক্তের রূপাতেই এই অনুভব সম্ভব হইতে পারে । ষাঁহার চিন্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহার পক্ষে এই অনুভব লাভের সম্ভাবনাও কম । ভক্তের প্রেমপরিপ্লুত চিন্তের ভক্তিরস-মণ্ডিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধাস্তসম্বন্ধিণী কথা যখন ভক্তির রূপাপ্রাপ্ত কোনও ভাগ্যবানের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে, তখন সেই ভাগ্যবানের হৃদয়স্থিত ভক্তিই সেই কথাকে যেন তাঁহার কর্ণকূহর হইতে আকর্ষণ করিয়া মরমে নিয়া উপস্থিত করায় এবং সেই ভাগ্যবানের অনুভবের বিষয়ীভূত করাইয়া থাকে । ভক্তি এবং ভক্তিরস-পরিষিক্ত সিদ্ধাস্তকথা একই চিহ্নভিন্ন বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই, সজাতীয় বস্তু বলিয়াই, একের পক্ষে অপরের আকর্ষণ, এককর্তৃক অপরের আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব । শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ক্ষুরিত সিদ্ধাস্ত-সমূহ রামানন্দরায়ের চিত্তস্থিত ভক্তিরসে পরিণিষিক্ত হইয়া যখন প্রভুর কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল, তখন শ্রীরাধার নিকট হইতে গৃহীত প্রভুর হৃদয়স্থিত আশ্রয়জাতীয় ভক্তিই যেন সেই সমস্ত সিদ্ধাস্তকে প্রভুর মরমে আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাঁহার অনুভবের—বিজ্ঞানের—বিষয়ীভূত করিয়া দিল, তখনই প্রভু সিদ্ধাস্তজ্ঞ (সিদ্ধাস্তবিজ্ঞ, সিদ্ধান্তের বিজ্ঞানসম্পন্ন) হইলেন । সিদ্ধাস্তজ্ঞ-শব্দের অর্থ সিদ্ধাস্তবিজ্ঞ, সিদ্ধান্তের অনুভবসম্পন্ন । এই অনুভবকেই রত্নের

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

পূর্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে ।

জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কথোদিনে ॥ ২

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি ।

প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি—॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ; তাহার সার্থকতা এইরূপ । রত্নের উপাদান সমুদ্রেই থাকে ; বৃষ্টির জল হইতে কোনও উপাদান পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় একটা প্রভাব বা শক্তি, যাহা ঐ উপাদানকে রত্নে পরিণত করে । অমৃতবের উপাদানও গৌরাক্ষিতে ছিল—সিদ্ধান্তের জ্ঞানই এই উপাদান । পরম-ভাগবত রায়রামানন্দের কথার সহযোগে তাঁহার ভক্তিপ্লুত চিত্ত হইতে যে প্রভাব বা শক্তি আসিয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে বিজ্ঞান বা অমৃতবে পরিণত করিয়াছে । এই অমৃতবরূপ রত্ন লাভ করিয়াই প্রভু রত্নালয় হইয়াছেন ।

রায়রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন-তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনাই যে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে, এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত করা হইল ; আরও ইঙ্গিত করা হইল যে, এই আলোচনায় রায়রামানন্দ বক্তা এবং প্রভু শ্রোতা । শ্লোকস্থ “গৌরাক্ষি”-শব্দদ্বারা, প্রভুর গৌরবের (গৌরবর্ণ-প্রাপ্তির) রহস্যও যে এই পরিচ্ছেদে উদ্ঘাটিত হইবে (২২০-৩৯ পয়ারে), তাহারও একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ।

রায়রামানন্দের সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে প্রভু রায়ের মুখে বৃক্ষতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-তত্ত্বাদিও প্রকাশ করাইয়াছেন । এই লীলাদ্বারা প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন যে—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় তত্ত্বের কথা ভক্তিরসায়িত চিত্তে ভক্তের মুখে শুনিলেই অমৃতব লাভ হইতে পারে ।

ভগবন্তত্ত্বের কথা, তাঁহার লীলাদির কথা স্বভাবতঃই মধুর ; যেহেতু এসমস্তই চিদানন্দময় । ভক্তচিত্তের প্রেমরস-পরিণিষিক্ত হইয়া এসমস্ত কথা যখন ভক্তের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তখন তাহাদের মাধুর্য অত্যধিক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—ক্ষীরের পিষ্টকে অমৃতের পূর দিলে তাহার আশ্বাদন-চমৎকারিতা যেমন বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ । এই অনির্কচনীয় মাধুর্যের আশ্বাদন-চমৎকারিত্বের লোভেই প্রভু পরম-ভাগবত রায়-রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিবার জগু আগ্রহাষিত হইয়াছিলেন ।

২। পূর্বরীতে—পূর্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে ; যেখানেই যান, সেখানেই সকলকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সকলের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচারের শক্তিসঞ্চার করিয়া । আগে—সম্মুখে ; পূর্ববর্ণিত স্থানসমূহে যাওয়ার পরেও । জিয়ড় নৃসিংহ—জিয়ড় নামক কোনও ভক্তের প্রতি বিশেষ রূপা দেখাইয়াছেন বলিয়া এই নৃসিংহ-বিগ্রহের নাম হয় জিয়ড়-নৃসিংহ (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষ খণ্ড) ।

৩। প্রেমাবেশে—ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্তন করিলেন এবং নৃসিংহদেবের বহু স্তব স্তুতি করিলেন । কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু তো শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ; শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেই তিনি আবিষ্ট থাকেন, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইহাই বুঝা যায় । ঐশ্বর্য্যাস্কর স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেশের হেতু কি হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, স্বীয় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য আশ্বাদনের নিমিত্তই প্রভুর অবতার । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃত-বারিধি ; তাঁহাতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী । প্রত্যেক রস-বৈচিত্রীর আশ্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদনের পূর্ণতা । ভূমিকায় “শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রসাস্বাদন,” “শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব” প্রভৃতি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন অখিল-রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রীর এবং অনন্ত ভাব-বৈচিত্রীর মূর্ত রূপ । এই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কাস্তাশক্তিরূপ পরিকর অনন্ত লক্ষ্মীরূপে শ্রীরাধা তত্ত্ব-ভগবৎ-স্বরূপের মাধুর্য (অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনন্ত রসবৈচিত্রী পৃথক পৃথক ভাবেও) আশ্বাদন করিতেছেন । শ্রীনৃসিংহদেবও এইরূপ এক ভগবৎ-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের এক রসবৈচিত্রীর বা মাধুর্য্যবৈচিত্রীর মূর্ত রূপ ; তাঁহার মাধুর্য তাঁহার নিত্যকাস্তা লক্ষ্মীরূপে শ্রীরাধা আশ্বাদন

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ ! ।

প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ ! ॥ ৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১ শ্লোকঃ)

স্বামিটীকায়াম্)—

উগ্রোহপ্যনুগ্রহ এবাং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ।

কেশরীব স্বপোতানামন্তেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অয়ং দৃশ্যমানঃ নৃকেশরী নৃসিংহদেবঃ ভক্তবিরোধিনামুগ্রোহপি স্বভক্তানাং মুগ্রহঃ শাস্ত্ররূপঃ যথা কেশরী সিংহঃ স্বপোতানাং নিজপুত্রাণাং সম্বন্ধে অনুগ্রোহপি অন্তেষাং স্বপোতবিরোধিনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ মহাক্রুর ইত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

করিতেছেন এবং রাধাতাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও আশ্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্যকরূপে আশ্বাদন-লিপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তে—শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্যবৈচিত্রীর মূর্ত রূপ, সেই মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আশ্বাদনের বাসনাও আছে। তাই শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন মাত্রে সেই মাধুর্য্য-বৈচিত্রী আশ্বাদনের বাসনাও তাঁহার চিত্তে উদ্ভূত হইয়া প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই তিনি নৃত্য-কীর্তনাদি করিয়াছেন। প্রভুর এই প্রেমাবেশও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবেশ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের মাধুর্য্যের আশ্বাদনও শ্রীকৃষ্ণেরই এক মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আশ্বাদন।

পরবর্তী বর্ণনা হইতে জানা যাইবে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে প্রভু প্রত্যেক দেবালয়ে যাইয়াই প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছেন—কৃষ্ণ-মন্দির, বিষ্ণু-মন্দির, ভগবতীর মন্দির, ভৈরবী-মন্দির, কোনও মন্দিরই প্রভু বাদ দেন নাই। এসকল বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণেরই কোনও না কোনও এক রস-বৈচিত্রীর বা মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর মূর্ত রূপ। তাই যে কোনও স্বরূপের দর্শনেই সেই স্বরূপে রূপায়িত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আশ্বাদন-বাসনা উদ্ভূত হইয়া প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে এবং এই প্রেমের আবেশেই প্রভু সেই ভগবৎ-বিগ্রহের সাক্ষাতে নৃত্য-কীর্তনাদি করিয়াছেন।

আর, তাঁহার এই লীলাদ্বারা পরম-দয়াল প্রভু জগতের জীবকে জানাইয়া দিলেন—স্বীয় উপাশ্রয় স্বরূপ ব্যতীত অণু ভগবৎ-স্বরূপও উপেক্ষণীয় নহেন; কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, অথবা বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে ভেদবুদ্ধি পোষণ করিলে অপরাধ হয়। “ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ২।৯।১৪০ ॥” পরতত্ত্ববস্তু একেই বহু। “একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি ॥ শ্রুতি ॥” আবার বহুতেও তিনি এক। “বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ শ্রীভাগবত ॥”

৪। প্রহ্লাদেশ—প্রহ্লাদের ঈশ্বর। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়াই নৃসিংহকে প্রহ্লাদেশ বলা হইয়াছে। পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ—পদ্মার (লক্ষ্মীর) মুখরূপ পদ্মের (কমলের) সম্বন্ধে ভৃঙ্গ (ভ্রমর সদৃশ) ; ভ্রমর যেমন সর্বদা কমলের মধু পান করে, শ্রীনৃসিংহদেবও সর্বদা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বদনের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে লক্ষ্মী-শব্দে শ্রীনৃসিংহদেবের কান্ত্যশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে বুঝাইতেছে।

শ্লো। ২। অম্বর। অন্তেষাং (অপরের সম্বন্ধে) উগ্রবিক্রমঃ (উগ্রবিক্রম) স্বপোতানাং (নিজের সন্তানগণের পক্ষে) [অনুগ্রহঃ] (শাস্ত্র) কেশরী ইব (সিংহতুল্য) অয়ং (এই) নৃকেশরী (নৃসিংহদেব) উগ্রঃ (ভক্তদোহীদের সম্বন্ধে উগ্র) অপি (হইলেও) স্বভক্তানাং (নিজের ভক্তদের সম্বন্ধে) অনুগ্রহ এব (অনুগ্রহ—শাস্ত্রই) ।

এইমত নানাপ্রকার পঢ়ি স্তুতি কৈল ।
 নৃসিংহদেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ ৫
 পূর্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ।
 সেই রাত্রে তাই রহি করিলা গমন ॥ ৬
 প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে ।
 দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে ॥ ৭
 পূর্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্বলোকগণে ।
 গোদাবরীতীরে চলি আইল কথোদিনে ॥ ৮
 গোদাবরী দেখি হইল যমুনা-স্মরণ
 তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ৯
 সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য-গান ।
 গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাই স্নান ॥ ১০

ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল-সন্নিধানে ।
 বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ ১১
 হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দরায় ।
 স্নান করিবারে আইলা—বাজনা বাজায় ॥ ১২
 তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
 বিধিমত কৈল তেঁহো স্নান-তর্পণ ॥ ১৩
 প্রভু তাঁরে দেখি জানিল—এই রামরায় ।
 তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥ ১৪
 তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া ।
 রামানন্দ আইলা অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৫
 সূর্য্যশতসম কান্তি—অরুণ বসন ।
 সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

অনুবাদ । সিংহ যেমন অন্নের (শাবকদ্রোহীর) নিকটে উগ্র হইয়াও আপনার সম্মানগণের প্রতি অমুগ্র অর্থাৎ শান্ত, সেইরূপ নৃসিংহদেবও হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতি ভক্তদ্রোহীর প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি-ভক্তগণের প্রতি অমুগ্র (স্নেহপূর্ণ) । ২

৬। **পূর্ববৎ**—কূর্ম্মক্ষেত্রে যেমন কূর্ম্ম-নামক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোনও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ এখানেও নিমন্ত্রণ করিলেন । সর্বত্রই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রণ করিতেন ।

৭। **রাত্রি দিবসে**—দিবা কি রাত্রি সেই জ্ঞানও নাই ।

৯। **গোদাবরী-নদী** দেখিয়া তাঁহার যমুনার কথা মনে হইল এবং **গোদাবরী-তীরস্থিত বন** দেখিয়া বৃন্দাবনের কথা মনে হইল ।

১২। **দোলায়**—চতুর্দোলায় বা পাঙ্কীতে । **বাজনা বাজায়**—বাগ্‌করগণ বাগ্‌ বাজাইতেছিল । ইহা ঐ দেশবাসী ধনী লোকের চিহ্ন ।

১৩। **বৈদিক**—বেদজ্ঞ । **তেঁহ**—রামানন্দ-রায় । **বিধিমত**—শুদ্ধাভক্তির অমুকুল বিধি-অমুসারে ; বর্ণাশ্রমের অমুকুল-বিধি-অমুসারে নহে ; কারণ, রামানন্দ-রায় শুদ্ধ-প্রেমভক্তির যাজন করিতেন ; তাদৃশ ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম অবশ্য-কর্তব্য নহে ; “ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্কান্ মাং ভজেৎ স চ সন্তমঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২ ; যিনি সর্কধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজেন, তিনি উত্তম ভক্ত ।” এস্থলে সর্কধর্ম্ম-শব্দের অর্থ ক্রমসন্দর্ভে এরূপ লিখিত হইয়াছে :—“সর্কান্ এব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ তদ্বপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনচ্যুতভক্তি-বিঘাতকতয়া সংত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সন্তমঃ ॥” সুতরাং অনন্তভক্তির হানি হয় বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জ্ঞান বর্জনীয় ।

বিশেষতঃ, সাধাসাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রামানন্দ-রায় নিজেই বলিয়াছেন “সেই গোপীভাবায়ুতে যার লোভ হয় । বেদধর্ম্ম সর্ক ত্যজি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ২।৮।১।৭ ॥” ইহা হইতেও বুঝা যায়, রামানন্দ-রায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না ।

১৪। **উঠি ধায়**—ব্যগ্র হইল ।

১৬। **সূর্য্যশতসমকান্তি**—প্রভুর অঙ্গের কান্তি (তেজ) শতসূর্য্যের কান্তির দ্যায় উজ্জ্বল । **সুবলিত**—

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার ।
 আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৭
 উঠি প্রভু কহে—উঠ, কহ ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ।
 তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ১৮
 তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ ? ।

তঁহো কহে—সেই হও দাস শূদ্র মন্দ ॥ ১৯
 তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ।
 প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দৌহে অচেতন ॥ ২০
 স্বাভাবিক প্রেম দৌহার উদয় করিলা ।
 দৌহা আলিঙ্গিয়া দৌহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সুগঠিত । প্রকাণ্ড দেহ—অতি দীর্ঘ বা আজামুলম্বিতভুজযুক্ত দেহ ; নিজের হাতের চারিহাত পরিমিত দেহ ।
 ১৩৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । কমললোচন—পদ্মের পাপড়ির ছায় আয়ত চক্ষু ।

১৭ । চমৎকার—অলৌকিক তেজ, রূপ ও দেহ দেখিয়া রায় রামানন্দ বিস্মিত হইলেন । দণ্ডবৎ
 নমস্কার—দণ্ডের ছায় ভূপতিত হইয়া নমস্কার করিলেন ।

১৮ । তাঁরে আলিঙ্গিতে ইত্যাদি—রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু উৎকণ্ঠিত হইলেন ।

১৯ । সেই হও দাসশূদ্র মন্দ—আমিই সেই রামানন্দ, তোমার দাস ; আমি মন্দভাগ্য শূদ্র । অথবা, আমি
 শূদ্র হইতেও মন্দভাগ্য । দৈন্তবশতঃ তিনি বলিলেন—আমি শূদ্র বটি ; কিন্তু শূদ্রোচিত কর্ম করিতেছি না বলিয়া
 আমি শূদ্র হইতেও অধম ।

২০ । শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামি-সঙ্কলিত বৃহদভাগবতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গোপকুমার এবং জনশর্মনামক
 মাথুরবিপ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণচরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাতের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাঁহারা ধাবিত
 হইতেছিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণ-সান্নিধ্যে পৌছিবার পূর্বেই অত্যধিক প্রেমানন্দভরে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা
 সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন । এদিকে প্রিয়প্রেম-পরবশ শ্রীকৃষ্ণও দূর হইতে তাঁহার প্রিয়ভক্তদ্বয়কে দেখিয়া
 তাঁদের সহিত মিলনের আগ্রাহাতিশয্যে দৌড়াইয়া আসিতেছিলেন ; কিন্তু হর্ষভরে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া
 তিনিও তাঁহার মহাভুজদ্বয়-দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সংজ্ঞাহীনভাবে তাঁহাদের উপরেই পতিত
 হইলেন । “স চ প্রিয়প্রেমবশঃ প্রধাবন্ সমাগতো হর্ষভরেণ মুগ্ধঃ । তয়োরুপর্য্যেব পপাত দীর্ঘমহাভুজাত্যাং
 পরিরভ্য তৌ যৌ ॥ ২।৭।৩৪ ॥”

২১ । স্বাভাবিক প্রেম—যে প্রেম সাধনাদি দ্বারা লব্ধ নহে, পরন্তু যে প্রেম স্বভাবসিদ্ধ । নিত্যসিদ্ধভক্তের
 হৃদয়েই এই স্বভাবসিদ্ধ প্রেম অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্তমান থাকে । এই প্রেমের আশ্রয় নিত্যসিদ্ধ-ভক্ত, আর বিষয়
 ভগবান্ । ভগবানের দর্শনমাত্রেই এই প্রেমের উৎস ছুটিতে থাকে । আবার ভক্তের প্রতি ভগবানের যে প্রেম
 থাকে, তাহাকে ভক্তবাৎসল্য বলে, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ ; ভক্তের দর্শন পাইলেই এই ভক্তবাৎসল্যের উৎস ছুটিতে
 থাকে । এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দের দর্শনে নিত্যসিদ্ধভক্ত রামানন্দ-রায়ের হৃদয়ে স্বভাব-সিদ্ধ প্রেম এবং
 রামানন্দ-রায়ের দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য উচ্ছলিত হইয়াছে ।

গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে জানা যায়—পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, ললিতা ও ব্রজের অর্জুণীয়া নামী গোপী
 এই তিনজনের মিলিতস্বরূপই রায় রামানন্দ (১২০-১২৪) । কোনও কোনও যোগপীঠের চিত্রে তাঁহাকে বিশাখা
 রূপেও দেখান হইয়াছে । মহাপ্রভু নিজে রাধাভাবে আবিষ্ট ; সুতরাং রামানন্দে ললিতা (অথবা বিশাখা) কিম্বা
 অর্জুণীয়া গোপীর ভাবই মহাপ্রভুর ভাবের অঙ্গকূল ; এইরূপে, উভয়ের “স্বাভাবিক ভাব” বলিতে এস্থলে—প্রভুর
 রাধাভাব এবং রায়-রামানন্দের গোপীভাব (ললিতা, বিশাখা বা অর্জুণীয়ার ভাবই) বুঝাইতেছে । পরবর্তী পয়ারে
 উল্লিখিত—“দৌহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণা”-বাক্য হইতেও তাঁহাদের উক্তরূপ ভাবের আবেশই যুক্তিসঙ্গত
 বলিয়া মনে হয় ।

স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
 দৌহার মুখেতে—শুনি গদগদ কৃষ্ণ-বর্ণ ॥ ২২
 দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
 বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—॥ ২৩
 এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
 শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ? ॥ ২৪
 এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
 সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥ ২৫
 এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনেমন।
 বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সংবরণ ॥ ২৬

সুস্থ হৈয়া দৌহে সেই স্থানেতে বসিলা।
 তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ২৭
 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
 তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন ॥ ২৮
 তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
 ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ ২৯
 রায় কহে—সার্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
 পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩০
 তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন।
 আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা।

২২। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ ২২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। দৌহার মুখেতে ইত্যাদি—ইহা স্বরভেদের লক্ষণ। গদগদ কৃষ্ণবর্ণ—গদগদ স্বরে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করিতেছেন।

২৩। হৈল চমৎকার—বিস্মিত হইলেন। রামানন্দ রায় শূদ্র; সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের স্পর্শ নিষিদ্ধ; এই সন্ন্যাসী অত্যন্ত তেজীয়ান হইয়াও কেন শূদ্র রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। আর রায়-রামানন্দও স্বভাবতঃ পরম-গম্ভীর; তিনিই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে উন্মত্তের ছায় চঞ্চল হইলেন। এই সমস্তই ছিল বৈদিক-ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসের হেতু।

২৫। মহারাজ—শ্রীরামানন্দ-রায়। ইনি প্রতাপরুদ্র-রাজার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন এবং বিজ্ঞানগরের রাজা ছিলেন; এজন্য মহারাজ বলা হইল।

২৬। বিজাতীয়—যাহাদের মত ও ভাব সম্পূর্ণরূপে নিজের মত ও ভাবের বিরোধী, তাহাদিগকে বিজাতীয় বলে। কৈল সংবরণ—প্রভু তাব সম্বরণ করিলেন।

২৭। সুস্থ হৈয়া—ভাবসম্বরণের পরে স্থির হইয়া।

৩০। ভৃত্যজ্ঞান—ভৃত্য বা দাস বলিয়া মনে করেন। ইহা রায়-রামানন্দের দৈছোক্তি। পরোক্ষেহ—অসাক্ষাতেও। মোর হিতে ইত্যাদি—আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নবান।

৩১। অপর প্রাণী অপেক্ষা, বিচারবুদ্ধি-আদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মানুষের আছে; তাই মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন—“নরতমু ভজনের মূল।” দেবদেহে বা নারকীয় দেহেও মানুষের ছায় জ্ঞানমূলক বা ভক্তিমূলক সাধনের সুযোগ নাই; এই সুযোগ কেবল মানুষেরই। তাই স্বর্গবাসীরা কি নরকবাসীরাও মর্ত্যলোকে নরদেহ কামনা করেন। “স্বর্গিনোহপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িগন্তথা। সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্ ॥ শ্রীভা, ১।১২০।১২ ॥” এই ভজনোপযোগী নরদেহ সুদুর্লভ; ভগবানের কৃপাতেই আমরা তাহা পাইয়াছি। শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধার করিয়া এই দেহতরীকে যদি ভবসাগরে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, জীব অনায়াসেই সেই সাগর পার হইয়া যাইতে পারে। শ্রীগুরুদেব কর্ণধাররূপে তরীকে যদি চালাইয়া নেন, শ্রীভগবানের কৃপারূপ বাতাসে তাহা অতি শীঘ্রই ভবসাগরের অপর তীরে—শ্রীভগবদ্রূপে গিয়া উপনীত হইতে পারে। তাহাতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। “নৃদেহমাগুং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকলং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলে ন ভবতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিঃ ন তরেৎ স আত্মহা ॥ শ্রী, ভা, ১।১২০।১৭ শ্লোকে শ্রীভগবদ্রুক্তি ॥” রায়রামানন্দ আজ স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়া স্বীয় মনুষ্যজন্মকে সফল বলিয়া মনে করিতেছেন।

সার্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন ।
 অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩২
 কাহাঁ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ ।
 কাহাঁ মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৩
 মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয় ।
 মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয় ॥ ৩৪
 তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম ।
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ৩৫

আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন ।
 পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥ ৩৬
 মহাস্তম্ভাব এই—তারিতে পামর ।
 নিজকার্য্য নাই—তবু যান তার ঘর ॥ ৩৭

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
 নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নাত্তথা কচিৎ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

পূর্ণশ্চেৎ কথং ধনিনাং গৃহমাগত স্তত্রাহ মহদ্বিচলনমিতি । মহতাং স্বাশ্রমাদিহীন বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায় । নহু তর্হি ত এব মহদর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুং অশকুবতামিত্যর্থঃ । স্বামী । ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

৩২ । রায় কহিলেন—সার্বভৌমের প্রতি যে তোমার বিশেষ কৃপা আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার অহুরোধে—তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তুমি আমার ছায় অস্পৃশ্যকেও স্পর্শ করিয়াছ । তাঁহার প্রতি তোমার কৃপা না থাকিলে, আমার ছায় অস্পৃশ্যকে তুমি কখনও স্পর্শ করিতে না ।

অস্পৃশ্যতার হেতু পরবর্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে ।

৩৪ । মোর দরশন—আমি রাজসেবী, বিষয়ী, শূদ্রাধম ; আমার দর্শন তোমার পক্ষে বেদনিষিদ্ধ ।

৩৫ । তোমার কৃপায় ইত্যাদি—জীবের প্রতি তোমার যে কৃপা, সেই কৃপার বশীভূত হইয়াই তুমি বেদ-নিষিদ্ধ নিন্দনীয় কার্য্যও করিয়া থাক ।

৩৭ । মহাস্তম্ভ—১০।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । তারিতে—উদ্ধার করিবার নিমিত্ত । তার ঘর—পামরের ঘরে ।

শ্লো। ৩ । অর্থঃ । ভগবন্ (হে ভগবন্) ! গৃহিণাং (গৃহস্থ) দীনচেতসাং (দীনচিত্ত) নৃণাং (লোকদিগের) নিঃশ্রেয়সায় (মঙ্গলের নিমিত্তই) মহদ্বিচলনং (মহাপুরুষদিগের স্বীয় আশ্রম হইতে অছত্র গমন) ; কচিৎ (কোথায়ও) অত্থথা (অত্থরূপ) ন কল্পতে (ঘটে না) ।

অনুবাদ । হে ভগবন্ ! দীনচিত্ত গৃহিণের কল্যাণ সাধনার্থই তাঁহাদিগের গৃহে মহদ্ব্যক্তিদিগের গমন হইয়া থাকে, অত্ৰ কারণে কোথাও তাঁহাদের গমন হয় না । ৩

বস্তুদেবকর্ত্তক আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের নিমিত্ত গর্গাচার্য যখন নন্দমহারাজের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন নন্দমহারাজ স্বীয় দৈত্য়জ্ঞাপন পূর্বক গর্গাচার্যকে এই শ্লোকটি বলিয়াছিলেন । এস্থলে, রায়-রামানন্দও স্বীয় দৈত্য়জ্ঞাপনার্থই এই শ্লোকটি বলিয়াছেন ।

গৃহিণাং—গৃহাসক্ত ব্যক্তিদিগের । দীনচেতসাং—কৃপণচিত্ত ব্যক্তিদিগের । যাহারা জীপুত্রাদির হিতসাধনে ব্যগ্র, যাহারা গৃহাদির সংস্কারে এবং উন্নতিসাধনে ব্যস্ত বলিয়া অছত্র যাইয়া মহাপুরুষাদিকে দর্শন করে না, গৃহে থাকিয়াই যাহারা সংসারাসক্ত জীবের অবশ্য-ভোগ্য দুঃখ-দুর্দশাদি ভোগ করিতেছে, এতাদৃশ লোক সকলের নিঃশ্রেয়সায়—সর্ববিধ মঙ্গলের নিমিত্তই মহদ্বিচলনং—স্বীয় আশ্রমাদি হইতে শ্রীভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ মহাস্তম্ভদিগের অছত্র (সেই সমস্ত হতভাগ্য গৃহীদের গৃহে) গমন । দীনজনের মঙ্গল ব্যতীত—স্বার্থসিদ্ধি আদি—অত্ৰ কোনও কারণেই মহাস্তম্ভগণ অছত্র গমন করেন না ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্রীমন্নন্দমহারাজ (কিষ্কা রায়-রামানন্দ) নিজের দৈচ জ্ঞাপন করিয়া উক্ত শ্লোকটী বলিয়াছেন বলিয়াই “গৃহিণাং ও দীনচেতসাং” শব্দদ্বয়ের উক্তরূপ অর্থ করা হইল ; ঐরূপ না করিলে তাঁহাদের অভিপ্রেত দৈচ প্রকাশ পাইত না । কিন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ের অগ্ররূপ অর্থও হইতে পারে এবং এই অগ্ররূপ অর্থই বোধ হয় নিরপেক্ষ ভক্তদের হৃদে হইবে :—

দীনচেতসাং—দীন হইয়াছে চেতঃ (বা চিত্ত) বাঁহাদের ; ভক্তিপ্রভাবে বাঁহারা নিজেদিগকে নিতান্ত দীন—তৃণ অপেক্ষাও নীচ—দুর্ভাগা মনে করেন—নিজেদিগকে অভিমানী এবং ভক্তিহীন মনে করেন (অভিমানী ভক্তিহীন, জগন্মাতা সেই দীন—শ্রীলঠাকুরমহাশয়), তাঁহারা দীনচেতা ; তাদৃশ লুণাং—মাল্লবদিগের ; দেবতাদির নহে ; মাল্লবদিগের মধ্যে বাঁহারা গৃহী, তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্তই মহদব্যক্তিদেগের আগমন । এতাদৃশ লোক বাঁহারা, তাঁহারা মহৎ-কৃপা ধারণ করিতে—পাওয়া গেলে রক্ষা করিতে সমর্থ । চারি-আশ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র গৃহীদের গৃহেই মহাস্তুদিগের আগমনের বিশেষ কারণ এই যে—ব্রহ্মচর্যাদি অষ্ট তিন আশ্রম এই গৃহস্থাশ্রমের উপরই নির্ভর করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করে বলিয়া গৃহস্থাশ্রমই একভাবে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ কৃপার পাত্র । ভিক্ষাভূজ্য যে কেচিং পরিব্রাজকচারিণঃ । তেহপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠস্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥—যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয় ; সেজন্ত গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ । বি. পু. ৩৯।১১ ॥” পদ্মপুরাণও বলেন—“গার্হস্থ্যানাশ্রমঃ পরঃ ॥—গার্হস্থ্য আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম নাই । পাতাল খণ্ড । ৫৬।৮৮ ॥”

এই শ্লোকসম্বন্ধে একটু বিবেচনার বিষয় আছে । শ্লোকে মহৎ-দিগের পরগৃহে গমনের কথা বলা হইয়াছে । এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী “মহৎ”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“মহতাং শ্রীভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠানাং—ভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তকেই” এস্থলে মহৎ বলা হইয়াছে । গৃহীদের মঙ্গলের নিমিত্ত ইহারা স্বীয় আশ্রম হইতে অস্থিত গমন করেন । শ্রীমন্নন্দমহারাজও এস্থলে শ্রীপাদ গর্গাচার্যকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকটী বলিয়াছেন । পূর্ববর্তী ২।৮।৩৭ পয়ায়ে রায়রামানন্দ “মহাস্তুস্বভাবের” কথাই বলিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন । তবে রায়রামানন্দ কি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভগবৎসেবৈকনিষ্ঠ মহাস্তু—ভক্তবিশেষ বলিয়াই মনে করিয়াছেন ? কিন্তু তাহাও মনে হয় না ; যেহেতু, পূর্ববর্তী ২।৮।৩৩ পয়ায়ে তিনি প্রভুকে “সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ” এবং ২।৮।৩৫ পয়ায়ে “সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি” বলিয়াছেন । আর অব্যবাহিত পরবর্তী ২।৮।৩৮-৪০ পয়ায়ে তিনি প্রভুর স্বয়ংভগবত্ত্বার কথাই বলিয়াছেন । ইহাতে মনে হয়, ২।৮।৩৭ পয়ায়ে এবং এই শ্লোকে রায়রামানন্দের অভিপ্রায় এই যে—ভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণেরই যখন এইরূপ স্বভাব যে, জীবের মঙ্গলের জন্ত তাঁহারা গৃহীদের গৃহেও গিয়া থাকেন, তখন পতিত-পাবন অবতার ভগবানের কথা আর কি বলা যাইতে পারে ? জীবের মঙ্গলের জন্তই প্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি যে গৃহীদের গৃহেও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্ত যাইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ? পূর্বে বলিমহারাজকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহেও গিয়াছিলেন ।

পরবর্তী দশম পরিচ্ছেদেও অগ্ররূপ উক্তি দৃষ্ট হয় । শ্রীপাদ সার্কভৌম-ভট্টাচার্যের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র যখন গুনিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, তখন রাজা বলিলেন—প্রভু “জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা ?” গুনিয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—“মহাস্তর এই একলীলা ॥ তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থপর্যটন । সেই ছলে নিস্তারয়ে সংসারিক জন ॥ ২।১০।৯-১০ ॥” এই উক্তির সমর্থনে ভট্টাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও বলিলেন—“ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো । তীর্থীকুর্কস্তি তীর্থানি স্বাস্তংস্থেন গদাভূতা ॥ শ্রী, ভা, ১।১৩।১০ ॥” এই শ্লোকটী বিদূরের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি । শ্রীপাদ সার্কভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-দেশ-গমন-প্রসঙ্গেই এই কথা বলিয়াছেন । তাহাতে কাহারও মনে হইতে পারে,—তিনি হয় তো প্রভুকেই “মহাস্তু” বা শ্লোকোক্ত “ভাগবত” বলিয়াছেন । এইরূপ সন্দেহ নিরসনের জন্ত শ্রীপাদ সার্কভৌম বলিলেন—“বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল ।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন ।
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন ॥ ৩৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে ।
সভার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে ॥ ৩৯

আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ৪০
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম ।
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ২।১০।১।” তাৎপৰ্য্য—তঁার ভক্তেরই লোক-নিস্তারার্থ অচ্যুত গমন হইয়া থাকে, তঁাহার কথা আর কি বলা যাইবে? তিনি পরম-স্বতন্ত্র ভগবান্ ।

৩৮-৩৯। দ্রবীভূত—আর্দ্র; কোমল । রামানন্দ-রায় বলিলেন—“আমার সঙ্গে প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণাদি লোক আছে; তোমাকে দর্শন করিয়া সকলেরই চিত্ত গলিয়া গিয়াছে, সকলেরই মুখে কৃষ্ণনাম স্মৃতি হইয়াছে এবং সকলেরই অঙ্গে পুলক এবং নয়নে অশ্রু দেখা দিয়াছে; অর্থাৎ সকলেরই চিত্তে প্রেমের উদয় এবং দেহে সাদৃশ্যভাবের উদয় হইয়াছে ।

এই দুই পয়ারে রায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবদ্ভার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন । কারণ, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই কাহাকেও প্রেম দিতে পারেন না । “সত্ত্ববতারো বহবঃ পুঙ্করনাত্ত সর্বতোভদ্রাঃ । কৃষ্ণাদ্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥” প্রভুর দর্শনমাত্রে ব্রাহ্মণাদির চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে; তাই প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন ।

৪০। আকৃত্যে—আকৃতিতে; নিজ হাতের চারি হাত লম্বা দেহ এবং সকল প্রকার স্নলক্ষণযুক্ত । প্রকৃত্যে—প্রকৃতিতে । আকৃতি ও প্রকৃতিতে তোমার যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, এ সকল লক্ষণ ঈশ্বর ব্যতীত অপর সম্ভব নহে । অপ্রাকৃত গুণ—প্রাকৃত জগতে যে সকল গুণ দেখা যায় না; যেমন, দর্শন দ্বারা প্রেমদানাদিরূপ গুণ (৩৮।৩৯ পয়ার) ।

৩৮-৪০ পয়ারে স্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; “আকৃতি-প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ । কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ২।২০।২৯৬ ॥” আলোচ্য ৪০ পয়ারে, প্রভুর আকৃতির না শ্রীঅঙ্গের বিশেষ-লক্ষণাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ এবং ৩৮-৩৯ পয়ারে কার্য্য দ্বারা—কেবলমাত্র দর্শনদানের প্রভাবেই সর্বসাধারণের চিত্তে প্রেম সঞ্চারিত করিবার অলৌকিক সামর্থ্য দ্বারা—ঈশ্বরের তটস্থ-লক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে । এ সকল লক্ষণ জীবের মধ্যে কখনও থাকিতে পারে না; কাজেই এই সকল লক্ষণে লক্ষণাঙ্কিত শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও জীবতত্ত্ব হইতে পারেন না ।

৪১। প্রভু প্রায় সর্বদাই আত্মগোপন করিতে চাহেন; তাই রামানন্দরায়ের কথা শুনিয়া আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে স্বীয় দৈন্ত্যপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—“রামানন্দ! তোমার সঙ্গীয় লোকদের যে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে; তাহা আমাকে দর্শন করিয়া নহে—তোমাকে দর্শন করিয়াই; তোমার কৃপায় সকলের চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাই সকলের চিত্ত গলিয়া গিয়াছে । তুমি মহাভাগবতদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ—তোমার দর্শনে একরূপ হওয়া অসম্ভব নহে ।” মহাভাগবতোত্তম—মহাভাগবতদিগের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ।

যাঁহারা মহাভাগবতোত্তম, তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির পূর্ণ প্রবাহ বিद्यমান; সেই ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ তাঁহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন । ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ শ্রুতি ॥ বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের চিত্তেই অবস্থান করেন—প্রণয়রশনয়া ধ্বতাঙ্‌ষ্পিঙ্গঃ । শ্রীভা । ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—“সাধুভক্তগণ আমাকে তাঁহাদের চিত্তে যেন গ্রাস করিয়া রাখেন । সাধুভির্গ্‌গুহ্যদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা ॥” কৃপাশক্তিকে বাহন করিয়া তাঁহাদের কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে প্রেমভক্তির তরঙ্গ অপরের চিত্তেও সঞ্চারিত হইতে পারে । তাই প্রভু রায়রামানন্দকে বলিয়াছেন—“তুমি মহাভাগবতোত্তম ইত্যাদি ।”

আনের কা কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ।
 আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥ ৪২
 এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে ।
 সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ ৪৩
 এইমত দৌহে স্তুতি করে দৌহার গুণ ।
 দৌহে দৌহার দর্শনে আনন্দিত-মন ॥ ৪৪
 হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ।
 দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ৪৫
 নিমন্ত্রণ মানিল তারে ‘বৈষ্ণব’ জানিয়া ।
 রামানন্দে কহে প্রভু দ্বিষৎ হাসিয়া—॥ ৪৬
 তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন ।

পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥ ৪৭
 রায় কহে—আইলা যদি পামরে শোধিতে ।
 দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুর্ঘটিভে ॥ ৪৮
 দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন ।
 তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুর্ঘটন ॥ ৪৯
 যতপি বিচ্ছেদ দৌহার সহনে না যায় ।
 তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥ ৫০
 প্রভু যাঞা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল ।
 দুইজন্য উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫১
 প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া ।
 একভূত্যসঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৪২ । প্রভু আরও বলিলেন—“অতের কথা কি বলিব, আমি যে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমিও তোমাকে স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছি ।”

তৎকালের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শঙ্কর-সম্প্রদায়ী অদ্বৈতবাদী (মায়াবাদী) ছিলেন; সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে মনে করিত—ইনি অদ্বৈতবাদী; শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ভক্তিবিরোধী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকৃত প্রস্তাবে মায়াবাদী ছিলেন না; তিনি পরমভাগবত শ্রীপাদ দ্বন্দ্ববপুরীর নিকট হইতে দশাঙ্কর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন (লৌকিক-লীলার অন্তর্ভুক্ত)। শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়েও ভারতীর কর্ণে “তত্ত্বমসি”—বাক্যের ভক্তিবাদমূলক অর্থ ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভক্তিমার্গে-আনয়নপূর্বক তাহার পরে তাঁহার নিকটে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সকল সময়েই প্রভু ভক্তিবাদের পোষকতা করিয়া আসিয়াছেন। তথাপি, কেবল আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই এতলে তিনি নিজেকে মায়াবাদী বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে প্রভু নিজেকে মায়াবাদী বলিয়া নিজের হেয়ত্ব জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু সরস্বতী প্রভুর এই হেয়ত্ব সহ্য করিতে পারেন না; তিনি হয়ত মায়াবাদী-শব্দের অগুরুপ অর্থ করিয়া প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবেন। অগুরুপ অর্থ এই :—“মায়াদণ্ডে কৃপায়াঞ্চ—ইতি বিশ্ব। মায়া ভগবদিচ্ছারূপা কৃপাপরপর্যায় চিত্রপা শক্তিঃ—ইতি লঘুভাগবতামৃত কৃষ্ণামৃতের ৪১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।” এসকল প্রমাণে মায়া-শব্দের অর্থ পাওয়া যায়—চিহ্নিতকৃপা কৃপা। তাহা হইলে মায়াবাদী-শব্দের অর্থ হইল—চিহ্নিতবাদী; ব্রহ্মের কৃপাশক্তি আছে, চিহ্নিত আছে—ইহা স্বীকার করেন যিনি, তিনি মায়াবাদী; ইহা ভক্তিমার্গের অস্বীকার অর্থ, অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪৩ । এই জানি—ইহা জানিয়া; তুমি যে পরমভাগবত, তোমার দর্শনে স্পর্শনে যে বহির্গত জীবও কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতে পারে, তাহা জানিয়াই। কঠিন মোর ইত্যাদি—আমার কঠিন চিত্তকে শোধিত করার নিমিত্ত, তোমার কৃপায় চিত্তের কোমলতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। তোমারে মিলিতে—তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

৫১ । দুইজন্য—প্রভু ও রায় রামানন্দের। উৎকণ্ঠায়—পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়। সন্ধ্যাসময়ে উভয়ের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; তাই উভয়েই সন্ধ্যার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন; এইরূপ উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে হইতে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল।

৫২ । স্নানকৃত্য—সন্ধ্যাসময়ের স্নান ও সন্ধ্যাসময়ের নিত্যকৃত্য। আছেন বসিয়া—সেই বিপ্রের গৃহে। রামানন্দ্রায়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। রায়—রামানন্দ।

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে ।

দুইজনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে ॥ ৫৩

প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ।

রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিমুগ্ধভক্তি হয় ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চাঁকা ।

৫৩। রহঃস্থানে—নির্জন স্থানে। নির্জনে বসিয়া প্রভু ও রায়রামানন্দ এইদিন সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলাচনা করিয়াছিলেন।

৫৪। পড় শ্লোক—শ্লোক পাঠ কর। শ্লোক পাঠ করিতে বলার তাৎপর্য এই যে, সাধ্যনির্ণয়সম্বন্ধে রায়রামানন্দ যাহা বলিবেন, তাহা যেন অশাস্ত্রীয় না হয়; সর্বত্রই যেন তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। বস্তুতঃ সাধ্যসাধন-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সাধ্যবস্তু হইল অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্যাপার; জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি, প্রাকৃত যুক্তিতর্ক বা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্যের কোনও ব্যাপার সম্বন্ধেই কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই শাস্ত্র বলেন—“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যাঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্য লক্ষণম্॥—অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে (যাহা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপ কোনও) তর্ক দ্বারা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে যাইবে না; যাহা প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্য।” অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে প্রাকৃত জীবের কোনও অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া কেবলমাত্র প্রাকৃত-বুদ্ধিমূলক বিচার-বিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অনেক সময় শাস্ত্রবিধির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়; কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করে, তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না, সুখলাভও হয় না এবং পরা গতি লাভও হয় না। “যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃশৃঙ্গ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬।২৪ ॥” সুতরাং কোন্ কার্য করণীয়, আর কোন্ কার্য করণীয় নয়, একমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। “তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। গীতা ॥ ১৬।২৫ ॥” এসমস্ত কারণেই রামানন্দরায়কে শাস্ত্রবাক্য উল্লিখিত করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলার কথা প্রভু বলিলেন।

সাধ্য—যে বস্তুটী পাওয়ার জন্ত কোনও উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাকেই বলে সাধ্য। আমাদের অতীষ্ট বা কাম্য বস্তুই হইল আমাদের সাধ্য। আমাদের প্রধান কাম্যবস্তু হইল সুখ এবং সুখ চাহি বলিয়াই আমরা দুঃখ চাহি না। সুতরাং সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তিই হইল আমাদের কাম্য ও সাধ্য। সমস্ত ভাবেই হউক, কি অসমস্ত ভাবেই হউক, সুখের নানারকম ধারণা এই সংসারে আমাদের আছে। এইরূপ ধারণা-অনুসারে আমাদের কাম্যবস্তুকে আমরা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি এবং ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলি। পুরুষার্থ—পুরুষের বা জীবের অর্থ বা কাম্য বস্তু। এই চারিটী পুরুষার্থ এই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভূমিকায় পুরুষার্থ-প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটির বাস্তব-পুরুষার্থতা নাই; যেহেতু এই তিনটির কোনওটীতেই অবিশিষ্ট নিত্য সুখ পাওয়া যায় না, আত্যস্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মোক্ষে আত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং নিত্য অবিশিষ্ট ব্রহ্মানন্দের অমুভব হয়; সুতরাং মোক্ষের (সামুদ্র্য-যুক্তির) পুরুষার্থতা আছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে—মোক্ষের বা সামুদ্র্য-যুক্তির পুরুষার্থতা থাকিলেও ইহা পরম-পুরুষার্থ নহে; যেহেতু, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবদিগেরও ভগবদ্-ভজনের জন্ত লোভের কথা স্মৃতি-শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়; ভগবদ্-ভজনের—ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ীসেবার—একমাত্র উপায় হইল প্রেম। এই প্রেম লাভের জন্ত মুক্ত-পুরুষদেরও বলবতী আকাঙ্ক্ষার কথা শুনা যায়। এবং বাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধীয় সমস্ত অন্তঃকরন পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র ভগবৎ-সুখের উদ্দেশ্যেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-সেবার গৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, অথচ কিছু জন্ত তাঁহাদের লোভের কথাও শুনা যায় না। সুতরাং প্রেমই হইল চরম বা পরম পুরুষার্থ, চরম-তম-কাম্য, চরমতম সাধ্য বস্তু। এইরূপ প্রেম-সেবায়, সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, অসমোক্ষ সাধুর্গম্য শ্রীভগবানের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

সৰ্বচিন্তাকৰ্মি মাধুৰ্য্যেৰ অমুভবে অনিৰ্ব্বচনীয়া আনন্দ লাভ হয়, জীবেৰ চিৰন্তনী স্বথ-বাসনাৰ চৰমা তৃপ্তি লাভ হয় এবং আনুৰাগিক ভাবে আত্মস্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া যায় ।

বস্তুতঃ জীবেৰ স্বৰূপানুবন্ধি কৰ্ত্তব্য-সাধনেৰ পক্ষে যাহা অপৰিহাৰ্য্য, তাহাই হইবে জীবেৰ বাস্তব স্বৰূপগত সাধ্য । জীবেৰ স্বৰূপ হইল কৃষ্ণেৰ নিত্যদাস ; সুতৰাং তাহাৰ স্বৰূপানুবন্ধি কৰ্ত্তব্য হইল শ্ৰীকৃষ্ণেৰ সেবা । সেবাৰ তাৎপৰ্য্য হইল সেব্যেৰ প্ৰীতিবিধান ; এইৰূপ সেবাৰ মध्ये স্বস্বথ-বাসনাৰ স্থান নাই ; স্বস্বথ-বাসনা থাকিলে তাহা হইবে কপট সেবা—নিজেৰ সেবা, সেব্যেৰ সেবা নয় । সুতৰাং জীবেৰ স্বৰূপানুবন্ধি কৰ্ত্তব্য হইল স্বস্বথ-বাসনা-গন্ধলেশ-শূন্য কৃষ্ণস্বথৈক-তাৎপৰ্য্যময়ী কৃষ্ণসেবা । সেবাবাসনাকে কৃষ্ণস্বথৈক-তাৎপৰ্য্যময়ী কৰিয়া তুলিতে পারে একমাত্র প্ৰেম । সুতৰাং জীবেৰ স্বৰূপানুবন্ধি কৰ্ত্তব্য সম্পাদনেৰ পক্ষে প্ৰেম হইল অপৰিহাৰ্য্য ; তাই কৃষ্ণ-প্ৰেমই বাস্তব সাধ্যবস্তু ।

সাধন-ভক্তিৰ অমুষ্ঠানে ভগবৎ-কৃপায় ভগবানেৰ সহিত জীবেৰ সম্বন্ধেৰ জ্ঞান স্কুরিত হইলে সেব্য-সেবকত্বেৰ ভাব জাগ্ৰত হয় এবং আনুৰাগিক ভাবে জীবেৰ সংসায়-নিবৃত্তি হইয়া যায় । সম্বন্ধ-জ্ঞানেৰ দুইটী অঙ্গ—সেব্য-সেবকত্ব-ভাব এবং সেবা-বাসনা । এই সেবা-বাসনা স্বৰূপ-শক্তি কৰ্ত্তক অমুগৃহীত হইলেই (অৰ্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান জাগ্ৰত হওয়াৰ পরে চিন্তে স্বৰূপ-শক্তিৰ বৃত্তিবিশেষ প্ৰেমেৰ আবিৰ্ভাব হইলেই) সেবাবাসনা সাৰ্থকতা লাভ কৰিতে পারে ।

সাধুজ্য-মুক্তিৰ সাধনে সাধক সৰ্বদাই জীব-ব্ৰহ্মেৰ অভেদ চিন্তা কৰেন বলিয়া সেব্য-সেবকত্বভাব—সুতৰাং বাস্তব সম্বন্ধ-জ্ঞান—বিকশিত হুইতে পারে না ; জীব-ব্ৰহ্মেৰ অভেদ-চিন্তাই সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশেৰ অন্তৰায় হয় । সম্বন্ধ-জ্ঞানেৰ-বিকাশ হয় না বলিয়া সাধুজ্য-মুক্তিতে জীবেৰ স্বৰূপানুবন্ধি কৰ্ত্তব্যও সম্পাদিত হইতে পারে না ; তাই সাধুজ্য-মুক্তিতে পুৰুষাৰ্থেৰ পূৰ্ণতম বিকাশ নাই ।

সালোক্যাদি চতুৰ্দ্ধিমা মুক্তিৰ সাধনে সেব্য-সেবকত্ব-ভাব বিকশিত হয় ; কিন্তু সেবাবাসনাৰ সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে না ; যেহেতু, ইহাতে সেবাবাসনাৰ সঙ্গে সালোক্যাদি প্ৰাপ্তিৰ জন্ত বাসনা জড়িত আছে ; সালোক্যাদি প্ৰাপ্তিৰ বাসনা হইল নিজেৰ জন্ত কিছু চাওয়া ; এই বাসনা এবং ভগবানেৰ ঐশ্বৰ্য্যেৰ জ্ঞান কৃষ্ণসেবা-বাসনাৰ সম্যক্ বিকাশেৰ পক্ষে অন্তৰায় হইয়া দাঁড়ায় । সুতৰাং সালোক্যাদি চতুৰ্দ্ধিমা মুক্তিৰও পৰম-পুৰুষাৰ্থতা নাই—পুৰুষাৰ্থতা অবশ্য আছে । এজন্তই “ধৰ্ম্মঃ প্ৰোজ্জ্বলিতকৈতবোহত্র পরমো নিৰ্ম্মৎসরাণাং সত্যামিত্যাदि” শ্লোকেৰ টীকায় শ্ৰীধৰস্বামিপাদ বলিয়াছেন—যে ধৰ্ম্মে মোক্ষবাসনা সম্যক্ৰূপে পৰিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পৰম-ধৰ্ম্ম ; এবং শ্ৰীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—যাহাতে সালোক্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য, সামীপ্য এবং সাধুজ্য, এই পঞ্চবিধা মুক্তিৰ বাসনাই সম্যক্ৰূপে পৰিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পৰম-ধৰ্ম্ম । তাৎপৰ্য্য হইল এই যে, যে ধৰ্ম্মেৰ অমুষ্ঠানে শুদ্ধপ্ৰেম—কৃষ্ণস্বথৈক-তাৎপৰ্য্যময় প্ৰেম—লাভ হইতে পারে, তাহাই পৰম-ধৰ্ম্ম ; সুতৰাং এইৰূপ পৰম-ধৰ্ম্মেৰ লক্ষ্য যে প্ৰেম, তাহাই হইল পৰম পুৰুষাৰ্থ বা পৰম সাধ্য বস্তু । পৰবৰ্ত্তী আলোচনা হইতে জানা যাইবে, শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু ৰায় ৰামানন্দেৰ নিকটে এই সাধ্যেৰ কথাই জিজ্ঞাসা কৰিয়াছেন । “প্ৰভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যেৰ নিৰ্ণয় ।”

সারকথা এই । মায়াবদ্ধ জীবেৰ পক্ষে সাধন থাকিলেই সাধ্য আছে, সাধ্য থাকিলেই সাধন আছে । যাহা তাহাৰ স্বৰূপেৰ সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তাহাই তাহাৰ পক্ষে সত্যিকাৰেৰ সাধ্য । সুতৰাং জীবেৰ সত্যিকাৰেৰ সাধ্য নিৰ্ণয় কৰিতে হইলে তাহাৰ স্বৰূপেৰ কথাই সৰ্বাগ্ৰে বিবেচনা কৰিতে হয় । জীবেৰ স্বৰূপেৰ কথা বিবেচনা কৰিতে হইলে ভগবানেৰ সহিত তাহাৰ নিত্য-সম্বন্ধেৰ কথাও বিবেচনা কৰিতে হয় । কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব ভগবানেৰ সহিত তাহাৰ নিত্য সম্বন্ধেৰ কথা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছে । এই সম্বন্ধ-জ্ঞানেৰ স্কুরণই সাধন-ভজনেৰ লক্ষ্য । জীব স্বৰূপতঃ শ্ৰীকৃষ্ণেৰ নিত্য দাস । সম্বন্ধ-জ্ঞানেৰ দুইটী অঙ্গ—ভগবান্ ও জীবেৰ মধ্যে সেব্য-সেবকত্বেৰ জ্ঞান এবং সেবা-বাসনা । সেব্য-সেবকত্বেৰ জ্ঞান স্কুরিত হইলেই সেবা-বাসনা জাগ্ৰত হয় ।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সম্বন্ধজ্ঞান-স্মরণের অন্তরায় প্রধানতঃ দুইটি—দেহাবেশ (এবং তজ্জনিত ভুক্তি-আদির বাসনা) এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান । এই দুইটি অন্তরায় দূরীভূত হইলেই সম্বন্ধজ্ঞান স্মরিত হইতে পারে । সম্বন্ধজ্ঞানের স্মরণে সর্বপ্রথমেই সেবা-সেবকত্বের জ্ঞান স্মরিত হয়—ভগবান্ সেবা এবং জীব তাঁহার সেবক এইরূপ উপলব্ধি জন্মে । সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বাসনাও উদ্ভূত হয় । কিন্তু সেবা-বাসনার সম্যক বিকাশের পক্ষেও অন্তরায় আছে—ভগবানের সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধাণ্য এবং মুক্তাবস্থায়ও নিজের জ্ঞাত কিছু অনুসন্ধান—এসমস্তই সেবা-বাসনার সম্যক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় । এসমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইলেই সেবাবাসনার সম্যক বিকাশ সম্ভব এবং তখনই জীবের সত্যিকারের সাধ্য প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে ।

সম্যকরূপে বিকশিত সেবাবাসনারও একাধিক বৈচিত্রী আছে এবং সেই অবস্থায় সেবারও অনেক বৈচিত্রী আছে । মুখ্য বৈচিত্রী দুইটি—স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা এবং আনুগত্যময়ী সেবা । জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে তাহার অধিকার নাই । আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার একমাত্র অধিকার ; যেহেতু, আনুগত্যই দাসের ধর্ম্ম । শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত নিত্যপরিকরদেরই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার । সেবাবিষয়ে স্বরূপ-শক্তিরই স্বাতন্ত্র্য আছে । স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত নিত্যপরিকরদের সেবাবাসনা-বিকাশেরও একটা অন্তরায় আছে—শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আন্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের যে সম্বন্ধের অভিমান অনাদি কাল হইতে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অভিমানই তাঁহাদের সেবা-বাসনার সম্যক বিকাশের কিঞ্চিৎ বাধা জন্মাইয়া থাকে । যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে এই অভিমানজাত সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধাণ্য লাভ করে ; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা এই সম্বন্ধের গভীরে অতিক্রম করিতে পারে না । আবার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত এমন পরিকরও আছেন, যাঁহাদের সেবাবাসনাকে প্রতিহত করিবার পক্ষে কোনও কিছুই নাই ; ইঁহাদের সম্যক বিকশিত সেবাবাসনার প্রেরণায় ইঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, ইঁহাদের আনুগত্যে সেই সেবার আনুকূল্য বিধানই জীবের চরমতম সাধ্য বস্তু ।

সাধ্যনির্ণয়-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় নানারকম সাধ্যের কথাই বলিয়াছেন । কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রভু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রামানন্দরায়ের উত্তরের মধ্যে দেহাবেশের বা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, সে পর্য্যন্তই প্রভু বলিয়াছেন—“এহো বাহু ।” যখন দেখিয়াছেন, উত্তরে দেহাবেশের অপেক্ষাও নাই, জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের অপেক্ষাও নাই, শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনার সম্যক বিকাশের ইঙ্গিতই আছে, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—“এহো হয়” এবং যখন দেখিয়াছেন, বিকাশের পথে সেবাবাসনা একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করিয়াছে, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—“এহোত্তম ।” সেবাবাসনাই প্রেম । “কৃষ্ণোদ্ভিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ।”

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবদ্ধ জীব অনেক বস্তুকেই তাহার সাধ্য বলিয়া মনে করে ; সুতরাং সাধ্যেরও অনেক বৈচিত্রী আছে । সেবাবাসনার সম্যক বিকাশে যে সাধ্যবস্তুটি লাভ হয়, তাহাই পরম সাধ্য । রায়রামানন্দ কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটি—পরম-সাধ্য বস্তুর কথাটি—বলিলেন না । বলিলে হয়তো দেহাত্ম-বুদ্ধি আমরা তাহা গ্রহণ করিতাম না । দেহের স্তম্ভকেই আমরা সাধ্যবস্তু বলিয়া মনে করি । আমাদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই রায় রামানন্দ প্রথম পুরুষার্থ—“ধর্ম্ম” হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন ; ক্রমশঃ মোক্ষের কথাও বলিয়াছেন । এইরূপে চতুর্কর্গের কথা শেষ করিয়া শেষকালে পঞ্চম পুরুষার্থ “প্রেমের” কথা বলিয়াছেন । যে পর্য্যন্ত এই পঞ্চম পুরুষার্থের কথা না বলিয়া অল্প কথা বলিয়াছেন, সে পর্য্যন্তই প্রভু কেবল “এহো বাহু, এহো বাহু” বলিয়াছেন । রায়রায় যখন প্রেমের কথা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই প্রভু বলিলেন—“এহো হয় ।” প্রেমের সহিত যে সেবা, প্রেম বিকাশের তাঁরতম্যানুসারে তাহারও অনেক স্তর আছে । রায় রামানন্দের মুখে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তরের কথা প্রকাশ করাইয়া প্রভু সর্বশেষে “সাধ্য বস্তুর অবধির” কথা প্রকাশ করাইয়াছেন । (ভূমিকায় “রায় রামানন্দ ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।)

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ । এই ভূমিকাকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী পয়ার-সমূহের তাৎপর্য আলোচনার চেষ্টা করা হইবে ।

যাহাহউক, প্রভু প্রশ্ন করিলেন—“রামানন্দ ! জীবের সাধ্য বস্তু কি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ তাহা বল ।”

পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়—যদ্বারা সাধ্যবস্তু নির্দ্ধারিত হইতে পারে, একরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলক সিদ্ধান্তের কথা কিছু বল ।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় । **স্বধর্মাচরণ**—বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটি আশ্রম । যিনি যে আশ্রমে বা যে বর্ণে অবস্থিত, সেই আশ্রম ও সেই বর্ণের নিমিত্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্তব্য-কর্মের উপদেশ আছে, সে সমস্ত কর্তব্য-কর্মই হইল তাঁহার স্বধর্ম এবং তাহাদের অনুষ্ঠানই (আচরণই) হইল তাঁহার স্বধর্মাচরণ । শ্রীলরামানন্দ বলিলেন, এই স্বধর্মাচরণেই বিষ্ণুভক্তি হয় । ইহা হইতে বুঝা গেল—বিষ্ণুভক্তিই পুরুষার্থ বা সাধ্য বস্তু ; আর বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান হইল তাহার সাধন (অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি লাভের উপায়) । এই উক্তির প্রমাণরূপে রায়-মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত “বর্ণাশ্রমাচারবতামিত্যাদি”-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন (এই শ্লোকের টীকায় চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের কর্তব্য দ্রষ্টব্য) ।

বিষ্ণুভক্তি—বিষ্ণুবিষয়িণী ভক্তি ; যে ভক্তির বিষয় হইলেন বিষ্ণু । বিষ্ণু-শব্দে সর্বব্যাপক-তত্ত্বকে (ভগবানকে) বুঝায় । ভক্তি-শব্দে সেবা বুঝায় । ভজ্-ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন ; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা । গোপলতাপনী-শ্রুতি বলেন—“ভক্তিরশু ভজনম্ ।—ইহার (ভগবানের) সেবাই ভক্তি । সাধন-ভক্তি এবং সাধ্য-ভক্তি হিসাবে ভক্তি দুই রকমের । ভগবৎ-সেবাই হইল জীবের মূল লক্ষ্য—মূল সাধ্য ; ইহাই হইল সাধ্য-ভক্তি । আর সেই সাধ্য-ভক্তিকে লাভ করিতে হইলে ইচ্ছিয়াদিদ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাদিগকে বলে সাধন-ভক্তি ।

এস্থলে যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল সাধ্য বিষ্ণুভক্তি, আর এই পয়ারের উক্তি অনুসারে তাহার সাধন হইল স্বধর্মাচরণ । সাধ্য বিষ্ণুভক্তি অনেক রকম । প্রথমতঃ শুদ্ধাভক্তি এবং মিশ্রাভক্তি । শুদ্ধাভক্তি বলিতে কৃষ্ণস্বর্গ-তাৎপর্যময়ী সেবা বুঝায়—এই সেবা-বাসনার পশ্চাতে স্বস্ব-বাসনার, বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার, বা স্ব-বিষয়ক কোনও অনুসন্ধানের লেশমাত্রও থাকেনা । শুদ্ধ বলিতে অবিমিশ্র বা মলিনতাহীন বুঝায় ; কৃষ্ণস্বর্গ-বাসনার সঙ্গে অল্প কোনও বাসনার মিশ্রণ থাকিলে তাহা আর অবিমিশ্র বাসনা হইতে পারে না । অল্প বাসনাই হইল কৃষ্ণ-সেবা-বাসনার মলিনতা । অল্প বাসনার লেশমাত্রও যাহাতে নাই, একমাত্র কৃষ্ণস্বর্গের বাসনাই যে সেবার প্রবর্তক, তাহাই শুদ্ধাভক্তি ।

বস্তুতঃ শুদ্ধাভক্তিই হইল পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি । মিশ্রাভক্তিতে একাধিক বাসনার মিশ্রণ থাকে । মিশ্রাভক্তি অনেক রকমের—কর্মমিশ্রা, যোগমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ইত্যাদি । যাহারা কর্মমার্গের (বর্ণাশ্রম-ধর্মাদির) অনুষ্ঠান করেন, কর্মের ফল পাইতে হইলে তাহাদিগকেও ভক্তির সাহচর্য গ্রহণ করিতে হয় । কর্মানুষ্ঠানের সহকারিণী যে ভক্তি, তাহা কর্মের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া কর্মমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয় । কেবল কর্মের অনুষ্ঠান কোনও ফল দিতে পারে না ; কর্মফলদাতা হইলেন ভগবান—বিষ্ণু । কর্মফল-দানের জন্ত তাঁহার রূপাকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভক্তির সাহচর্য প্রয়োজন । এইরূপে, যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠানও ভক্তির সাহচর্যব্যতীত স্ব-স্ব ফল দান করিতে অসমর্থ (ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের সাধনের সঙ্গেই ভক্তি মিশ্রিত থাকে ; পরিণামে ভক্তি থাকে না, অর্থাৎ পরিণামে ভগবৎ-সেবা থাকেনা । কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরিণামেও থাকে । সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি যাহারা লাভ করেন, তাহারাও পরব্যোমে তাহাদের উপাশ্রু ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করেন ; মুক্তাবস্থাতেও ভগবানে তাহাদের ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে ; তাহাদের ভগবৎ-সেবাই ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আর শুদ্ধাভক্তির সাধনকে বলে উত্তমা ভক্তি—উত্তমা সাধন-ভক্তি । ভক্তিরসামুতসিদ্ধিতে উত্তমা সাধন-ভক্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—“অছাভিলাষিতাশূচং জ্ঞানকর্মাগ্ণাবৃতম্ । আহুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরত্তমা ॥” এই শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি লাভের সাধন । কিরূপ অনুশীলন ? আহুকুল্যেন—শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল, তাঁহার প্রীতির অনুকূল অনুশীলন বা চর্চা । যে সমস্ত অনুষ্ঠান বা ভাবনাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল, সে সমস্তই হইল উত্তমা ভক্তি—রাবণ-কংসাদির কৃষ্ণসংস্কীয় আচরণের ত্রায় প্রতি-কূলাচরণ ভক্তির অঙ্গ নহে । শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অনুকূলতা তো থাকা চাই-ই, আরও থাকা চাই—অছাভিলাষিতাশূচতা এবং জ্ঞানকর্মাগ্ণাদি দ্বারা অনাবৃতত্ব । অছা-ভিলাষিতাশূচ-পদের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে শ্রীকৃষ্ণসেবা ও সেবার অনুকূল বিষয় ব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-আদি অণু কোনও বাসনাই থাকিতে পারিবে না । সাধন-কালে একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে শ্রীকৃষ্ণমুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার দিকে । আর ‘জ্ঞান-কর্মাগ্ণাদি দ্বারা অনাবৃত’-বাক্যের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইবে জ্ঞান (নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান), কর্ম (স্বধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম), যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ।

এইরূপে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই উত্তমা ভক্তিতে (শুদ্ধাভক্তি লাভের অনুকূল সাধনে) পর্য্যবসিত হয় (২৯/১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । এইভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবৎ-রূপায় এই ভক্তি-অঙ্গগুলি ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষের সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে ; তখন এই ভক্তি-অঙ্গগুলি অত্যন্ত আশ্বাদনীয় হয় । উত্তমা ভক্তির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল সাধনমাত্রই নহে, পরস্তু ইহা সাধ্যও । ভগবৎ-রূপায় উত্তমা-ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধক সিদ্ধিলাভ করিলে লীলাতে যখন ভগবানের সেবা পাইবেন, তখনও শ্রবণ-কীর্তনাদির বিরাম হইবে না ; তখন এই শ্রবণ-কীর্তনাদি পরম-লোভনীয় হইয়া থাকে—ভগবানের পক্ষেও লোভনীয়, ভক্তের পক্ষেও । তখন এই শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারাই সিদ্ধভক্ত সাক্ষাদভাবে ভগবানের প্রীতি উপাদান করিয়া থাকেন । এইরূপে শ্রবণ-কীর্তনাদি উত্তমা ভক্তির অঙ্গগুলি সাক্ষাদভাবে ভগবৎ-সেবার উপায় বলিয়া ইহারা স্বরূপতঃই ভক্তি, তাই ইহাদিগকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে ।

যাহা হউক উল্লিখিত “অছাভিলাষিতাশূচম্”—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী “জ্ঞানকর্মাগ্ণাবৃতং” শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন :—জ্ঞানমাত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং, নতু ভজনীয়ব্রহ্মানুসন্ধানমপি তত্ত্বাবস্থাপেক্ষণীয়ত্বাৎ । কর্ম স্বতাত্ম্যভাং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন ভজনীয়-পরিচর্যা দি তত্ত্ব তদনুশীলনরূপত্বাৎ । আদি-শব্দেন বৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ । অর্থাৎ জ্ঞান-শব্দের দ্বারা এস্থলে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই বুঝায় ; ভজনীয়-বস্তুর অনুসন্ধান বুঝায় না ; কারণ, ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান অবশ্যকর্তব্য । কর্ম বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রাদিবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মাদিই বুঝায় ; ভজনীয়-বস্তুর পরিচর্যা দিরূপ কর্ম বুঝায় না ; কারণ, এইরূপ পরিচর্যা দিকে অনুশীলন (ভক্তির অঙ্গ) বলা যায় । আদি-শব্দ দ্বারা বৈরাগ্য, যোগ, সংখ্যাজ্ঞানাদির অভ্যাসাদি বুঝায় । উক্ত টীকায়—“কর্ম” শব্দ দ্বারা স্মৃতি-শাস্ত্রাদি-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্মাদিই বুঝায় ; সুতরাং স্বধর্ম বা বর্ণাশ্রমধর্মও এই কর্ম-সংজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া গেল । তাহা হইলে স্বধর্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম ভক্তির অঙ্গ নহে । ভক্তিরসামুত-সিদ্ধির পূর্ব বিভাগের ২য় লহরীর ১১৮শ শ্লোকে স্পষ্টই আছে :—সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্মণাং অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিহিত-কর্মপরম্পরা যে ভক্তির অঙ্গ, ইহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তা পরাশরাদি মুনিগণের সম্মত নহে ।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম যদি ভক্তির অঙ্গই না হয়, তবে রায়-রামানন্দ “স্বধর্মাচরণে বিমুভক্তি হয়”-বলিলেন কেন ? “ভক্ত্যা সঙ্গাতায়া ভক্ত্যা”—শ্রীমদভাগবতের এই উক্তি অনুসারে সাধ্যভক্তি লাভের সাধনও ভক্তিই । রায়-রামানন্দ যখন স্বধর্মাচরণকে বিমুভক্তির সাধন বলিলেন, তখন তিনি স্বধর্মাচরণকেও ভক্তি (সাধনভক্তি) বলিয়াই যেন স্বীকার করিলেন । ইহার হেতু কি ? উত্তর :—ভক্তি তিন প্রকার—আরোপসিদ্ধা, দঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা । যাহা বাস্তবিক স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, অথচ যাহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয়, তাহাকে

গৌরকৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা।

আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির পরিকররূপে নির্দিষ্ট তদন্তঃপাতী জ্ঞান বা কৰ্ম্মাঙ্গভূত বৈরাগ্য বা দানাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। আর শ্রীভগবানের নামগুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণ-মননাদিই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বা স্বরূপতঃ ভক্তি ; স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সিদ্ধাবস্থায়ও থাকে।

বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম আরোপসিদ্ধা ভক্তি মাত্র ; স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয় মাত্র। বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম পুরুষের একটি প্রয়োজন হইলেও ইহা বিষ্ণুভক্তি নহে। আবার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ইহা যদি ভক্তিই না হয়, তবে ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিতই বা হয় কেন ? উত্তর :—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূৰ্ববিভাগে ২য় লহরীর ১১৮শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—“বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধান্ শুদ্ধ-ভক্ত্যানধিকারিণঃ প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।” অর্থাৎ যাহাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং শুদ্ধাভক্তিতে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের জন্মই “বর্ণাশ্রমাচারবতা” ইত্যাদি শ্লোকটী বলা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্তের মালিছজনক রজঃ ও তমোগুণের নাশ হইয়া যখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হইবে, তখন সৌভাগ্যক্রমে কোনও মহৎ-লোকের কৃপায় ভক্তিপ্রাপ্তি হইতে পারে। এই সম্ভাবনাতেই বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মে ভক্তির ভাব আরোপিত হইয়াছে। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অল্প কিছুতেই ভক্তি জন্মিতে পারে না। “কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। ২।২।৪৮ ॥”

বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান লোকই যে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইবে, তাহাও নহে। যাহার শ্রদ্ধা আছে, একমাত্র তিনিই ভক্তির অধিকারী। “শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তির অধিকারী। ২।২।৩৮ ॥” ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও আছে যে, “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া—ইত্যাদি। ১।৪।১১ ॥” এখন “শ্রদ্ধা” কাহাকে বলে ? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তিদ্বারাই যে অল্প সমস্ত কার্যের ফল পাওয়া যায়, এই বাক্যে সূদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। “শ্রদ্ধাশব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সূদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সৰ্বকৰ্ম্ম কৃত হয়। ২।২।৩৭ ॥” এই শ্রদ্ধার হেতুও সাধুসঙ্গ ; অল্প কিছুই নহে। “সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥ ২।২।৩১ ॥” যদি কেহ বলেন, “তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্কিচ্ছেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥ শ্রী ভা. ১।১২।১২ ॥”—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকেই তো, বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে বা বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম-সকল করিবে। তাহা হইলেই বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মের পালনেই যে শ্রদ্ধা ও বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। উত্তর—বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের অচ্ছটান করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে শ্রদ্ধা ও বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিবার সম্ভাবনা মাত্রই আছে, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপৰ্য্য। বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম দ্বারা যে নিশ্চিতই শ্রদ্ধাদি জন্মিবে, ইহা বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন :—“অসংসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণের শরণ ॥ ২।২।৪২-৫০ ॥” এস্থলেও বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম ত্যাগের কথা আছে। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬ ॥”—“সমস্ত ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও।” এস্থলে সমস্ত ধৰ্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মও বলা হইয়াছে। প্রতিও একথাই বলেন। “বর্ণাদি-ধৰ্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি।—বর্ণাদিধৰ্ম্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন। মৈত্রেয় উপনিষৎ।” মুণ্ডক-শ্রুতিও বলেন “প্ৰবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা।—(কৰ্ম্মাঙ্গভূত) যজ্ঞরূপ নৌকা (সংসার-সমুদ্র-তরণের পক্ষে) অদৃঢ়া ॥ ১।২।৭ ॥”

“বর্ণাশ্রমাচারবতা” ইত্যাদি শ্লোকে রামানন্দ-রায় বলিলেন এই যে (১) জীবের সাধ্যবস্ত হইল বিষ্ণুর প্রীতি ; আর (২) তাহার সাধন হইল বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম।

এস্থলে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। রামানন্দ-রায় এস্থলে বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রাধাপ্রেম পর্য্যন্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বলেন—“বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মের আচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সোপানে আরোহণ পূৰ্বক শেষকালে রাধাপ্রেম প্রাপ্ত হইবে। এই সাধন-পর্য্যয়ে

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৩৮৯)—
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্

বিষ্ণুরাধ্যাতে পস্থা নাশ্তস্তোষকারণম্ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বর্ণেতি । বর্ণাশ্রমাচারবতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রজাতীয়ধর্মযুক্তেন পুরুষেণ কর্তৃভূতেন পরঃ পুমান্ প্রধানঃ পুরুষঃ বিষ্ণুরাধ্যাতে তস্তোষকারণং বিষ্ণুসন্তোষহেতুরাশ্রমঃ পস্থা নাস্তীত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

বর্ণাশ্রমধর্ম নিম্নতম-সোপানমাত্র ।” এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । রায়-রামানন্দ বর্ণাশ্রম-ধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়টি সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, সেগুলির এক একটিকে পৃথক পৃথক পুরুষার্থরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন ; পরন্তু সাধ্য-শিরোমণি রাধাপ্রেম-প্রাপ্তির সাধনাসমূহ বিবিধ স্তররূপে বর্ণনা করেন নাই । বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বর্ণাশ্রম-ধর্ম রাধাপ্রেমের একটি সাধন নহে । ইহার পরে যে সমস্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচিত হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে, সেগুলি সমস্তই প্রেমের সাধন নহে, পরন্তু এক একটি স্বতন্ত্র পুরুষার্থ মাত্র ।

শ্লো। ৪ । অর্থঃ । বর্ণাশ্রমাচারবতা (বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানকারী) পুরুষেণ (ব্যক্তিদ্বারাই) পরঃ পুমান্ (পরপুরুষ) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) আরাধ্যতে (আরাধিত হইবে) ; তস্তোষকারণং (তাঁহার—বিষ্ণুর—ভুষ্টির হেতুভূত) অশ্রমঃ (অশ্রম কোনও) পস্থা (পস্থা—পথ—উপায়) ন (নাই) ।

অনুবাদ । পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষকর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন । বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্ৰীতি-সাধনের অশ্রম উপায় নাই । ৪

বর্ণাশ্রমাচারবতা—যাঁহারা বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম পালন করেন, তাঁহাদের দ্বারা । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ ; এ সমস্ত বর্ণের জন্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্তব্য-কর্মের আদেশ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই বর্ণধর্ম । ব্রাহ্মণের ধর্ম—যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ । বৈশ্যের ধর্ম—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, কৃষিকার্য ও বাণিজ্য । শূদ্রের ধর্ম—উক্ত তিনবর্ণের সেবা (কুর্শ-পুরাণ) । আর, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটি আশ্রম ; এই চারি আশ্রমের জন্ত শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মই আশ্রমধর্ম । ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ধর্ম—উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস, শৌচাচার, গুরুসেবা, ব্রতচরণ, বেদপাঠ, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া রবি ও অগ্নির নিকটে উপস্থিতি, গুরুর অভিবাচনাদি । গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম—যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বকর্মদ্বারা ধনোপার্জন, দেব-ঋষি-পিতৃদিগের অর্চনাদি । বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম—পর্ণমূল-ফলাহার, কেশ-শ্রম জটাধারণ, ভূমিশয্যা, মৌনী, চর্ম্ম-কাশ-কুশদ্বারা পরিধান ও উত্তরীয় করণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দেবতার্চন, হোম, অত্যাগত পূজা, ভিক্ষাবলি প্রদান, বহুস্নেহে গাত্রাভ্যঙ্গ, তপস্বী, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতাди । ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম—ত্রিবর্ণত্যাগ, সর্ব্বারম্ভত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরায়ুজ ও অণুজাদির প্রতি কায়মনোবাক্যে দ্রোহত্যাগ, সর্ব্বসঙ্গ বর্জন, অগ্নিহোত্রাদির আচরণ । (বিষ্ণুপুরাণ । ৩৯) । এই সমস্ত স্বশ্রবণ বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম যাঁহারা আচরণ করেন—তাঁহাদের তত্তৎ-বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণেই বিষ্ণু আরাধিত বা সন্তুষ্ট হইবেন ; তাঁহার সন্তোষ সাধনের অশ্রম পস্থা নাই ।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি ? এই শ্লোকে বলা হইল—বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানই বিষ্ণুপ্ৰীতির একমাত্র হেতু ; অশ্রম কোনও উপায়েই বিষ্ণুর প্ৰীতি সাধিত হয় না । বিষ্ণুপ্ৰীতিই যে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু—ইহা ভক্তিমার্গেরই কথা ; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—সেবা ব্যতীত অশ্রম কিছুতেই শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ প্ৰীত হইবেন না । আর বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক বলিতেছে—বর্ণাশ্রমধর্মের পালনেই বিষ্ণু প্ৰীত হইবেন, অশ্রম কিছুতেই বিষ্ণু প্ৰীত হইবেন না । কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম ভক্তির অঙ্গই নহে—অর্থাৎ যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের প্ৰীতির অনুকূল-সেবা পাওয়া যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম

প্রভু কহে—এহো বাহু, আগে কহ আর ।

রায় কহে—কৃষ্ণে কৰ্ম্মার্পণ সাধ্যসার ॥ ৫৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সেই সাধনভক্তির অঙ্গ নহে—বরং তাহার প্রতিকূল ; তাই স্তবিশেষে বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম ত্যাগ করাও ভক্ত-সাধকের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (পূর্ববর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপ্রীতির সাধনসম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণের বর্ণাশ্রমাচারবতা-শ্লোক এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র পরস্পর বিরোধী ; ইহার হেতু কি ?

বিষ্ণুপ্রীতির সাধন-সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধোক্তির হেতু আমাদের এই বলিয়া মনে হয় যে—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে যে জাতীয় বিষ্ণুপ্রীতির সাধনের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণের “বর্ণাশ্রমাচারবতা”-শ্লোকে সেই জাতীয় বিষ্ণুপ্রীতির কথা বলা হয় নাই । “যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্”—ইত্যাদি গীতাশ্লোক হইতে জানা যায়, সাধনের অমুরূপ ফলই ভগবান্ সাধককে দিয়া থাকেন । বিভিন্ন সাধন-পন্থা বিদ্যমান আছে ; বিভিন্ন সাধনের ফলও বিভিন্ন ; কিন্তু ভগবানের রূপা ব্যতীত, ভগবানের তুষ্টি ব্যতীত, কোনও সাধনের ফলই পাওয়া যায় না । সাধনই হইল—ফলদানের নিমিত্ত ভগবানের রূপা প্রাপ্তির জন্ত ; এই রূপা পাইতে হইলে তাঁহার তুষ্টিসাধন প্রয়োজন ; সাধনে তিনি তুষ্ট হইলেই রূপা করিয়া সাধনাধুরূপ ফলদান করিয়া থাকেন । কিন্তু সাধন যেমন বিভিন্ন, সাধনের ফল যেমন বিভিন্ন, সাধনের ফলে ভগবানের তুষ্টিও তদ্রূপ বিভিন্ন ; সকল সাধনেই তিনি যদি সমভাবে তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে সকল রকমের সাধককেই তিনি তুল্য ফল দিতেন ; কিন্তু তাহা তিনি দেন না ; যে ফল পাইতে ভগবানের যতটুকু বা যেরূপ তুষ্টির প্রয়োজন, তাহার সাধনেও তিনি ততটুকু বা সেইরূপই তুষ্ট হইতেন । তাই সাধনভক্তির অমুরূপে তাঁহার যতটুকু এবং যে জাতীয় তুষ্টি উন্মোচিত হয়, বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের অমুরূপে ততটুকু এবং সেই জাতীয় তুষ্টি উন্মোচিত হয় না । সাধনভক্তিতে তিনি এতই তুষ্টিলাভ করেন যে, “বিক্রীণীতে স্বমায়ানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ”—ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্যন্ত যেন বিক্রয় করিয়া ফেলেন—তিনি সর্বতোভাবে ভক্তের বশীভূত হইয়া যান ; তাই তিনি বলিয়াছেন—“অহং ভক্তপরাধীনঃ । শ্রীভা, ৯।৪।৬৩ ॥” কিন্তু বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের অমুরূপে তিনি কখনও এরূপ বশতা স্বীকার করেন না । গীতার ২।৩৭ শ্লোক হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ; বিষ্ণুপুরাণের ৩।৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মাচারের ফলে লোকপ্রাপ্তি—স্বর্গলোক, সত্যলোক প্রভৃতি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত লোকের সুখভোগাদিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । বিষ্ণুপুরাণের যেস্থল হইতে “বর্ণাশ্রমাচারবতা”-শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই স্থলে প্রকরণবলেও উক্তরূপ-ফলের পরিচয়ই পাওয়া যায় । মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—“ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনুষ্যগণ কোন্ ফললাভ করেন ?” তদুত্তরে পরাশর—সগর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুবংশীয় ঔর্য্যের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন—“ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্ধং তথাস্পদম্ । প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্বাণমপি চোত্তমম্ ॥—বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভূমি-সম্বন্ধী সমুদয় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং উত্তমা নির্বাণ-মুক্তিও পাওয়া যায় । বি, পুঃ ৩।৮।৬ ॥” এই সকল ফল পাইতে হইলে কিরূপ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়—“কথমায়াধাতে হি সঃ ?”—এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—“বর্ণাশ্রমাচারবতা” ইত্যাদি । অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধীয় (ঐহিক) মনোরথাদি, কি স্বর্গাদিলোক, কি নির্বাণমুক্তি পাইতে হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরিমাণ তুষ্টিবিধান করা দরকার, বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের আচরণে সেই পরিমাণ তুষ্টিই সাধিত হইতে পারে ।

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ণাশ্রমাচারবতা-ইত্যাদি শ্লোকে যে বিষ্ণুপ্রীতির কথা, কিম্বা পূর্ববর্তী ৫৩ পয়ারে যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের অতীষ্ট বিষ্ণুপ্রীতি বা বিষ্ণুভক্তি নহে—তাহা স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির কি ঐহিক সুখ-সম্পদের, কিম্বা নির্বাণমুক্তির অমুরূপ বিষ্ণুপ্রীতি বা বিষ্ণুভক্তি ।

৫৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৫৫ । রায়ের উত্তর শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“তুমি যাহা বলিলে, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা । ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল ।”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এহো বাহু—তুমি যে বলিলে, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা । বিষ্ণুভক্তি সাধ্যবস্তুর বটে ; কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণে বিষ্ণুর যে প্রীতি জন্মে, তাহা জীবের সাধ্যবস্তুর নহে ; কারণ, তাহার ফলে—ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি সুখভোগ লাভ হইতে পারে, কচিং কোনও ভাগ্যবানের পক্ষে নির্বাণমুক্তিও বরণ লাভ হইতে পারে (বি, পু, ৩৮) ; কিন্তু এসমস্তই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনেক বাহিরের বস্তু । স্বর্গাদি-সুখসম্পদ-ভোগে আছে একমাত্র নিজের সুখ, বাহার অপর নাম কাম ; ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসেবা নাই ; আর নির্বাণমুক্তিতে আছে—নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবকত্বভাবের নিরসন ; ইহার মূলে আছে নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা—নিজের জঘ্ন চিন্তা—কাম ; ইহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের বাহিরে তো বটেই—পরন্তু একেবারে বিরোধী । সুতরাং তুমি যে বিষ্ণুভক্তি বা বিষ্ণুপ্রীতির কথা বলিয়াছ, তাহা স্বর্গাদি-সুখ-ভোগমাত্র দিতে পারে, কিন্তু জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য—শ্রীকৃষ্ণসেবা দিতে পারে না বলিয়া তাহা বাহিরের—জীবের স্বরূপের বাহিরের বস্তু । এইরূপ বিষ্ণুভক্তির ফলে যে স্বর্গাদি সুখভোগ পাওয়া যায়, তাহার স্থানও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ; আর বিশেষস্থলে যে নির্বাণমুক্তি পাওয়া যায়, তাহার স্থানও সিদ্ধলোকে, পরব্যোমের বাহিরে ; উভয়ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবস্তুর স্থান হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার যে স্থান, সেই ব্রহ্মলোকের অনেক বাহিরে । এই জাতীয় বিষ্ণুভক্তি বাহিরের বস্তু হওয়ায়, তাহার সাধন যে স্বধর্ম্মাচরণ, তাহাও তদনুরূপই বাহিরের সাধন ; ইহা জীবের স্বরূপের অনুকূল সাধন নহে । কেহ কেহ বলেন, এস্থলে “স্বধর্ম্মাচরণ”কেই বাহু বলা হইয়াছে ; “বিষ্ণুভক্তি” বা “বিষ্ণুর আরাধনাকে” বাহু বলা হয় নাই । কারণ, বিষ্ণুর আরাধনা সর্বশাস্ত্র-সম্মত । বিষ্ণুর আরাধনা না করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা সম্ভবেও জীবের পতন হয় :—“য এবাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্ । ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদব্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ শ্রীভা. ১২।৫।৩ ॥” অর্থাৎ ঐ চারি জাতি এবং চারি আশ্রমীর মধ্যে যে জন অজ্ঞতা-প্রযুক্ত নিজ পিতা ঈশ্বর-পরম-পুরুষকে ভজনা করে না, সে ঐ জাতি এবং আশ্রম হইতে ব্রষ্ট হইয়া সংসারে পতিত হয় । আর যে জন সেই পুরুষকে জানিয়া অবজ্ঞা করে, সে নরকে পতিত হয় । “চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে । স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে । ১২২।১২ ॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তি জীবের সাধ্যবস্তু বটে ; কিন্তু যে বিষ্ণুভক্তিতে কেবল স্বধর্ম্মাচরণের ফল সুখভোগাদিমাত্র পাওয়া যায়, যে বিষ্ণুভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না, তাহা জীবের সাধ্য নহে ; যে বিষ্ণুভক্তিতে কৃষ্ণস্বৈক্যতাপর্যায়ময়ী সেবা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের সাধ্যসার ; কারণ, তাহা জীবের স্বরূপের অনুকূল । স্বধর্ম্মাচরণে ইহকালের বা পরকালের সুখভোগাদির অপেক্ষা আছে বলিয়া দেহাবেশের পরিচয় পাওয়া যায় । স্থলবিশেষে নির্বাণমুক্তির কথাও শুনা যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায় । সুতরাং স্বধর্ম্মাচরণে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের—সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধির এবং সেবাবাসনার—স্মরণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ইহা বাহু ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধে প্রভুর মত জানিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—“কৃষ্ণে কৰ্ম্মার্পণই সাধ্যসার ।”

কৃষ্ণে কৰ্ম্মার্পণ—শ্রীকৃষ্ণেতে সমস্ত কর্ম্মের ফল অর্পণ । এস্থলে কর্ম্ম বলিতে স্মৃতি-আদি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম এবং শরীরাদির স্বাভাবিক-ধর্ম্মবশতঃ যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকল কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে ।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বাহু বলাতে রামানন্দ-রায় কৃষ্ণে-কৰ্ম্মার্পণের কথা বলিলেন । তাতে বুঝা যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে কৃষ্ণে-কৰ্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ । কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিসে ? বর্ণাশ্রমাদি বেদবিহিত কর্ম্ম সকাম ; ঐ সমস্ত কর্ম্মদ্বারা কর্তার বন্ধন জন্মে । “যজ্ঞার্থং কর্ম্মণোহুত্রে লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ । তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ গীতা । ৩।১২ ॥” অর্থাৎ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মকে যজ্ঞ বলে ; সেই যজ্ঞ-উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অল্প সকল কর্ম্মে ইহলোকে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতে হয় । অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি ফলানুসন্ধানশূন্য হইয়া কর্ম্মের অহুষ্ঠান কর । “কর্ম্মজং বুদ্ধিবৃত্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ । জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ন ॥ গীতা । ২।৫১ ॥” অর্থাৎ বুদ্ধিমান

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্ (৯২৭)—

যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ৫

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থ-পশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্ঘমেবোত্তমৈরাপাণ্ডসমর্পণীয়ং কিন্তুহি যৎ করোষীতি । স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিং কৰ্ম করোষি তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোসি যদদাসি যচ্চ তপস্তসি তপঃ করোষি, তৎ সৰ্বং ময্যাপিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ । স্বামী । ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পণ্ডিতগণ কৰ্মফল পরিত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে বিনিমুক্ত হইয়া অনাময়পদ লাভ করিয়া থাকেন । এখন দেখা গেল, বেদাদি-বিহিত কৰ্ম দ্বারা যে বন্ধনের আশঙ্কা আছে, ফলাশুসন্ধানরহিত হইয়া সেই সকল কৰ্ম করিলে আর সেই বন্ধনের ভয় থাকে না । এতদুই কৰ্মের ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগের ব্যবস্থা ; কিন্তু কৰ্মের ফল কোথায় ত্যাগ করিবে ? ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “যৎ করোষি যদশ্নাসি—” ইত্যাদি । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে কৰ্মের ফল অর্পণ করিলে কি হইবে ? ঐ “যৎ করোষি—” শ্লোকের ঠিক পরের শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন, “শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ । গীতা । ৯২৮ ।—এইরূপে সমস্ত কৰ্মের ফল আমাতে অর্পণ করিলে তুমি শুভাশুভ-কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।” কৃষ্ণে কৰ্মার্পণে বর্ণাশ্রমধৰ্মের ছায় কৰ্মবন্ধন হয় না বলিয়াই বর্ণাশ্রমধৰ্ম হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ ।

সাধ্যসার—সাধ্যবস্তু সমূহের সার বা শ্রেষ্ঠ । রায়-রামানন্দ কৃষ্ণে কৰ্মার্পণকে সাধ্যসার বলিয়াছেন ; কিন্তু কৃষ্ণে কৰ্মার্পণ সাধ্য নহে, ইহা সাধন মাত্র ; ইহার সাধ্য হইল কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্তি । রায়ের উক্তির মর্ম এই যে—কৃষ্ণে কৰ্মার্পণ দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তাহা সাধ্যসার ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রমাণরূপে নিয়ে গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৫ । অন্বয় । হে কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় অর্জুন) ! যৎ (যাহা) করোষি (কর), যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর), যৎ (যাহা) তপস্তসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ (কর) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—“হে কৌন্তেয় ! তুমি যাহা কিছু কৰ্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, এবং যাহা কিছু তপস্যা কর—তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর । ৫

যৎ করোষি—শরীরাদির স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রবিহিত যে কিছু কৰ্ম কর, কিম্বা লৌকিক কৰ্মও যাহা কিছু কর । “স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিং কৰ্ম করোষি—স্বামী । লৌকিকং বৈদিকং বা যৎকৰ্ম যৎ করোষি—চক্রবর্তী ।” **যৎ অশ্নাসি**—যাহা কিছু পানাহার করিবে । “ব্যবহারতো ভোজনপানাদিকং যৎ করোষি—চক্রবর্তী ।” **কুরুষ মদর্পণম্**—সমস্তই যেরূপে আমাতে অর্পিত হইতে পারে, সেইরূপেই করিবে ।

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন—জ্ঞানকৰ্মাদিত্যাগ করিতে পারিবে না বলিয়া সর্বোৎকৃষ্টা কেবলা অনন্তভক্তিতে যাহাদের অধিকার নাই, অথচ নিরুপদ্রব-ভক্তিতেও যাহাদের অভিকৃতি নাই, তাঁহাদের জগুই এই শ্লোকোক্ত সাধন-ব্যবস্থা ; ইহা নিষ্কাম-কৰ্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি । তিনি আরও বলেন—ইহা নিষ্কাম-কৰ্মযোগ নয় ; কারণ, নিষ্কাম-কৰ্মে কেবল শাস্ত্রবিহিত-কৰ্মেরই ভগবদর্পণের ব্যবস্থা আছে, ব্যবহারিক কৰ্মের অর্পণের ব্যবস্থা নাই ; এই শ্লোকে ব্যবহারিক কৰ্মার্পণের ব্যবস্থাও দেখা যায় । ইহা ভক্তিযোগ বা অনন্তভক্তিও নহে ; কারণ, ভক্তিযোগে ভগবানে অর্পিত কৰ্মই করার ব্যবস্থা ; “শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং...ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবত্যঙ্ক তন্মন্ত্ৰেহধীতমুত্তমম্ ॥ ভা. ৭।৫।২৩-২৪ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—বিষ্ণৌ অর্পিতা ভক্তিঃ ক্রিয়েত, নতু কৃষ্ণা পশ্চাদর্পোতইতি ।—শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি নববিধাভক্তি আগে

প্রভু কহে—এহো বাহু, আগে কহ আর ।

রায় কহে—স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার ॥ ৫৬

তথাহি (ভাঃ—১১।১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্যান্ সমুজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সন্তমঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কিঞ্চ ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্যান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোহপ্যেবং পূর্বোক্তবৎ সন্তমঃ কিমজ্ঞানাত্
নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্যানবিক্ষেপকতয়া মদভৈরব্যং
সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্যান্ সংত্যজ্য যদ্বা ভক্তেদ্যোচ্যেন নিবৃত্তাধিকারিতয়া সংত্যজ্য অথবা বিদ্বৈকাদশী
কৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসাচ্চনিবেশাদ্বাদয়ো যো ভক্তিবিক্রদা ধর্মী স্তান্ সংত্যজ্যেত্যর্থঃ । স্বামী । ৬

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বিষ্ণুতে অর্পিত হইবে, তার পরে সাধককর্তৃক অচ্ছািত হইবে; অচ্ছািত করিয়া তাহার পরে বিষ্ণুতে অর্পণ—ইহা
ভাগবত-বচনের অভিপ্রোত নহে ।” তাহা হইলে, কর্মাদি আগে ভগবানে অর্পিত হইয়া তাহার পরে তাঁহারই
কর্মাদি তাঁহারই দাসরূপে সাধক কর্তৃক কৃত হইলেই তাহা ভক্তিযোগের অঙ্গকূল হয় । “যৎ-করোষি” ইত্যাদি
গীতাবাক্যের মর্ম্ম এই যে—আগে কর্ম করিয়া তাহার পরে তাহা (বা তাহার ফল) ভগবানে অর্পণ করিবে ; সুতরাং
ইহা ভক্তিযোগের অঙ্গ নহে ।

৫৫ পরায়ের শেষাঙ্কের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৫৬ । রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“কর্ম্মপার্ণের কথা যাহা বলিলে, তাহাও বাহিরের কথা ; ইহার
পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল ।”

কৃষ্ণে কর্ম্মপার্ণকে প্রভু বাহু বলিলেন কেন ? এই পরায়ের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন—অত্র
যৎকরোষীত্যাদিকন্তু বিরাদুপাসনাবদ্ ভজনাভ্যুসন্ধানং নির্ণেতুমশক্তং প্রতি জ্ঞাতব্যং যথার্থনির্ণয়ে এব বাহুঃ—কৃষ্ণে
কর্ম্মপার্ণকে বাহু বলার কারণ এই যে, যাহারা বিরাদু-উপাসনার ছায় ভজনাভ্যুসন্ধান নিশ্চয় করিতে অসমর্থ, তাহাদের
প্রতিই “যৎ করোষি”—ইত্যাদি শ্লোক বলা হইয়াছে ।

যৎকরোষি-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায়ও চক্রবর্তীপাদ বলিয়াছেন—যাহারা অনচ্ছা ভক্তিতে অনধিকারী; তাহাদের
জগুই এই শ্লোকোক্ত ব্যবস্থা ; ইহা ভক্তিযোগ নহে ; এবং ভক্তিযোগ নহে বলিয়া ইহা জীবের স্বরূপাভ্যুসন্ধান কর্তব্য
কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না ; কাজেই এই সাধনও বাহিরের বস্তু এবং এই সাধনের ফলে যে সাধ্যবস্তু
পাওয়া যায়, তাহাও জীবস্বরূপের পক্ষে বাহিরের বস্তু । কর্ম্মপার্ণের উদ্দেশ্য কি ? পূর্ববর্তী ৫৫ পরায়ের “কৃষ্ণে
কর্ম্মপার্ণ” বাক্যের টীকায় যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—কর্ম্মবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত
করার জগুই প্রাধানতঃ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয় ; সুতরাং এই কর্ম্মপার্ণে কর্তার নিজের জগু—নিজেকে কর্ম্মবন্ধন
হইতে মুক্ত করার জগু ভাবনাই মুখ্য । কিন্তু যেখানে নিজের জগু ভাবনা আছে—সুতরাং দেহাবেশ আছে—সেখানে
প্রেম থাকিতে পারে না ; কাজেই তাহা বাহু । প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—“স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার ।”
স্বধর্ম্মত্যাগ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগ । বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইল ফলাভিসন্ধানযুক্ত স্বধর্ম্ম, আর কৃষ্ণে কর্ম্মপার্ণ হইল ফলাভিসন্ধান-
শূন্য স্বধর্ম্ম ; এই দুইটিকেই যখন মহাপ্রভু “বাহু” বলিলেন—তখন রায় রামানন্দ “স্বধর্ম্মত্যাগের” কথা বলিলেন ।

সাধ্যসার—“সর্বসাধ্যসার ।” “ভক্তিসাধ্যসার” এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় । স্বধর্ম্মত্যাগ সাধনমাত্র, ইহা
সাধ্য নহে ; রায়ের উক্তির মর্ম্ম এই যে—স্বধর্ম্মত্যাগে যে বস্তু পাওয়া যায় ; তাহাই সাধ্যসার ।

শ্লো। ৬ । অর্থঃ । গুণান্ (গুণ) দোষান্ (এবং দোষ) আজ্ঞায় (সম্যকরূপে অবগত হইয়া) ময়া
(মৎকর্তৃক—ভগবৎকর্তৃক) আদিষ্টান্ (আদিষ্ট) অপি (হইলেও) স্বকান্ (স্বকীয়) সর্বান্ (সমস্ত) ধর্ম্মান্ (ধর্ম্ম)

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ততোহপি গুহ্যতমমাহ সৰ্বৈতি । মদভক্ত্যেব সৰ্বং ভবিষ্যতীতি বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণং ভব । এবং বর্তমানঃ কৰ্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং শ্রাদ্ধাদি মা শুচ শোকং মা কাৰ্ষীঃ । যত স্বাং মদেকশরণং সৰ্বপাপেভ্যোহহং মোক্ষয়িষ্যামি । স্বামী । ৭

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সংত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) মাং (আমাকে—ভগবান্কে) ভজেং (ভজন করে), স চ (সেই ব্যক্তিও) এবং (এইরূপ—পূৰ্ব্বোক্তরূপ) সত্তমঃ (সত্তম—সংলোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব ! বেদাদি-ধৰ্ম্মশাস্ত্রে আমাকর্তৃক যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষ-গুণ সম্যক্রূপে অবগত হইয়া তৎসমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিকরূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মাদি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে, সেই ব্যক্তিও পূৰ্ব্বোক্ত “রূপালুরক্তদ্রোহাদি” ব্যক্তির ছায় সত্তম । ৬

গুণান্ দোষান্—দোষ ও গুণ ; কিসের দোষগুণ ? ভগবান্ বেদাদি-শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মাদির উপদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত কৰ্ম্মের দোষগুণ । **আজ্ঞায়**—আ (সম্যক্রূপে) জ্ঞায় (জানিয়া) ; বিচারাদিপূৰ্ব্বক সম্যক্রূপে অবগত হইয়া । তিন রকমের লোক বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারে । প্রথমতঃ অজ্ঞব্যক্তি ; যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সহজে কিছুই জেনে না, সে ব্যক্তি বেদবিহিত কৰ্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, নাস্তিক ব্যক্তি—যে বেদবিহিত কৰ্ম্মাদির বিষয় জানে, কিন্তু নাস্তিক বলিয়া সে সমস্তে বিশ্বাস করে না, তাই সে সমস্তই ত্যাগ করে । তৃতীয়তঃ, যে অজ্ঞ নহে, নাস্তিকও নহে ; যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মাদির বিষয় ভালরূপেই জানে, সেই সমস্ত কৰ্ম্মের ফলেও যাহার বিশ্বাস আছে, সেই ব্যক্তি সে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মের দোষ এবং গুণ সম্যক্রূপে বিচার করিয়া ও সে সমস্ত কৰ্ম্ম শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া—অনন্তভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিতেই সৰ্ব্বকৰ্ম্ম কৃত হয়—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ—পরিত্যাগ করিতে পারে । এই শ্লোকে এই তৃতীয় রকমের লোকের কথাই বলা হইয়াছে ; বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মাদির দোষ-গুণ সম্যক্রূপে অবগত হইয়া বিচারপূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি ভগবদাদিষ্ট হইলেও সে সমস্ত বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক-কৰ্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার ভজন করেন, **স চ এবং সত্তমঃ**—তিনিও এতাদৃশ সত্তম । “চ ও এবং”-শব্দের সার্থকতা এই :—এই শ্লোকের পূৰ্ব্ববর্তী তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—“যিনি রূপালু, অরুতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার, অহং-শূণ্ড, সগ, সৰ্বোপকারক, কামদ্বারা বাঁহার চিত্ত অক্ষুণ্ণ, যিনি বাহ্যেজিয়নিগ্রহশীল, কোমলচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভূক্ত, শাস্ত, স্থির, ভগবচ্ছরণাপন্ন, মুনি, অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা, ধৃতিমান, বিজিতষড়্গুণ, অমানী, মানদ, দক্ষ, মৈত্র, কারুণিক এবং কবি—তিনি সত্তম (২।২২।৪৪-৪৭ পদ্যের টীকা দ্রষ্টব্য) । আর “আজ্ঞায়ৈবং”-শ্লোকে বলিলেন—রূপালু-অরুতদ্রোহাদি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি যেমন সত্তম, যিনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া স্বধৰ্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও তেমনই সত্তম—কোনও অংশেই তাঁহা অপেক্ষা হীন নহেন । এস্থলে টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—“যিনি রূপালু, অরুতদ্রোহাদিগুণসম্পন্ন, তিনিও সত্তম, সেই সমস্ত গুণ না থাকিলেও সৰ্বধৰ্ম্মপরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম । চকরাৎ পূৰ্ব্বোহপি সত্তম ইত্যুত্তরশ্চ তত্তদগুণাভাবেহপি পূৰ্ব্বসাম্যং বোধয়তি ।” ইহাও অবশ্য নিশ্চিত সত্য যে—যিনি অনন্তভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ সৰ্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগপূৰ্ব্বক ভগবদ্ভজন করেন, প্রথমে রূপালুশ্রাদ্ধাদি গুণ তাঁহাতে না থাকিলেও আচরেই তিনি সে সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে পারেন । “যশ্চাস্তি ভক্তিৰ্ভগবত্যকিঞ্চনা সৰ্বৈশ্চ গৈশ্চৈব সমাসতে সুরাঃ ।। শ্রীভা ৫।১৮।২২ ॥ কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে । ২।২২।৪৩” ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ ।

শ্লো। ৭। অন্বয় । সৰ্বধৰ্ম্মান্ (সমস্তধৰ্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একং (একমাত্র) মাং (আমাকে

প্রভু কহে—এহো বাহু, আগে কহ আর ।

রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

—আমার) শরণং ব্রজ (শরণ গ্রহণ কর) ; অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সৰ্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (উদ্ধার করিব) মা শুচ (শোক করিও না) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—হে অর্জুন ! সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব ; তুমি কোনওরূপ শোক করিও না । ৭

সর্বধর্মান্—বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্তধর্ম । **পরিত্যজ্য—**পরিত্যাগ করিয়া ; সর্বধর্ম-পরিত্যাগ বলিতে এস্থলে ফলত্যাগ বুঝায় না । ন চ পরিত্যজ্য ইত্যস্ত ফলত্যাগ এব তাৎপর্যমিতি ব্যাখ্যেয়ম্—চক্রবর্তী । এস্থলে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মাদি ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে । **একং মাং শরণং ব্রজ—**কর্ম, যোগ, জ্ঞান, অমৃতদেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি সমস্তকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ; আমাতে আত্মসমর্পণ কর । শরণাগতির লক্ষণ :—আত্মকূল্যস্ত গ্রহণং প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্ । রক্ষিত্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃষ্ণে বরণং তথা ॥ আত্মনিষ্কপ-কার্পণ্যে যড়বিধা শরণাগতিঃ ॥—ভগবানের প্রীতির অত্মকূল বস্তুর গ্রহণ, প্রতিকূল বস্তুর ত্যাগ, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষাকর্তারূপে বরণ করা, আত্মনিষ্কপ এবং কার্পণ্য বা কাতরতা—এই ছয়টাই শরণাগতির লক্ষণ । হরিভক্তিবিলাস ১১।৪১৭” যিনি বাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার মূল্যক্রীত পণ্ডুর তুল্য সর্বতোভাবে তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন—তিনি বাঁহা করান, তাহাই করেন ; তিনি বাঁহা খাওয়ান, তাহাই খায়েন ; তিনি যেখানে রাখেন, সেখানেই থাকেন ; কোনও বিষয়েই শরণাগতব্যক্তির নিজের কোনও কর্তৃত্ব থাকে না—প্রকৃত শরণাগতি যিনি, কোনও রূপ কর্তৃত্বের ইচ্ছাও তাঁহার থাকেনা, সর্বতোভাবে তাঁহার প্রভুকর্তৃক চালিত হইয়াই তিনি আনন্দ অমৃতব করেন । তাঁহার বলিতে তখন আর তাঁহার কিছুই থাকে না—তাঁহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়,—তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি প্রভৃতি সমস্তই তখন তাঁহার প্রভুর ; প্রভুর প্রীতিজনক কার্যাব্যতীত স্বীয়-দেহ-সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারেই তিনি আর সে সমস্তকে নিয়োজিত করেন না, করার অধিকার বা প্রবৃত্তিও তাঁহার থাকেনা । **অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি—**সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব । শ্রীকৃষ্ণের মুখে সর্ব-ধর্ম পরিত্যাগের উপদেশ পাইয়া অর্জুন হয়তো মনে করিতে পারেন যে—“শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন, সে-সমস্ত ধর্মও তো তাঁহারই আদিষ্ট ? তবে সে-সমস্তের পরিত্যাগে কি আমার প্রত্যবায় বা পাপ হইবে না ?” অর্জুনের মনে এরূপ একটা আশঙ্কার কথা অহুমান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“না, ধর্মত্যাগের জন্ত তোমার কোনও পাপ হইবেনা—সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব ; তুমি কোনওরূপ আশঙ্কা করিওনা, **মা শুচ—**শোক করিওনা ?”

৫৬ পরারোক্ত স্বধর্মত্যাগের প্রমাণরূপে উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে ।

৫৭ । রামানন্দ-রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“রায় ! তুমি যে স্বধর্মত্যাগের কথা বলিতেছ, তাহাও বাহিরের কথা ; ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বল ।”

স্বধর্মত্যাগ বা কর্মত্যাগকে প্রভু বাহু বলিলেন কেন ? কর্মত্যাগের সমীচীনতাসম্বন্ধে রায়-রামানন্দ “আজ্ঞায়ৈব-মিত্যাগি এবং সর্বধর্মানিত্যাগি”—যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দুইটীতে যে সাধন-প্রণালীর উল্লেখ আছে, সেই সাধন-প্রণালীর সহিত জ্ঞানকর্মাদির কোনও সংশয় নাই ; শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশই তাহাতে আছে । “আজ্ঞায়ৈবমিত্যাগি” শ্লোকের টীকায় তদুক্ত সাধনপ্রণালীকে, চক্রবর্তীপাদ কেবলাভক্তির প্রথম-সোপান—প্রবর্তক-সাধকের-সাধনাস্ত, শ্রীজীবগোস্বামী এবং দীপিকাদীপন-টীকাকার অমিশ্রা-ভক্তিমার্গের মধ্যম-সাধকের সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; স্তবরাং উহা শুদ্ধাভক্তি-মার্গেরই সাধন ; এই সাধনের পরিপক্বাবস্থায় জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাই লাভ হইতে পারে ; তাহা হইলে এই সাধনের লক্ষ্য বাহিরের বস্তু নহে—স্বতরাং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এই সাধনাস্ত্র ও বাহিরের বস্তু হইতে পারেনা । (সর্ধর্ম্মানিত্যাগাদিশ্লোকোক্ত সাধন সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য) । তথাপি মহাপ্রভু ইহাকে “বাহু” বলিলেন কেন ? উক্ত সাধনের সাধ্য যখন বাহু নহে, সাধনও যখন বাহু নহে—তখন ইহাই মনে হয় যে, যে জাতীয় সাধককে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে, সেই জাতীয় সাধকের মনোরুতিতে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে “বাহু”—শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয় এবং সেই মনোরুতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া শ্লোকোক্ত সাধন-প্রণালী স্বরূপতঃ শুদ্ধাভক্তিমার্গ-সম্মত হইলেও “বাহু” হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু সেই জাতীয় মনোরুতির পরিচয় উক্ত শ্লোক দুইটীতে পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া গেলেই বা তাহা কি ?

শুদ্ধাভক্তিমার্গে কর্ম্মত্যাগের (স্বধর্ম্মত্যাগের) বিধি থাকিলেও তাহার একটা অধিকার-ব্যবস্থা আছে । যে পর্য্যন্ত নির্বৈদ-অবস্থা না জন্মে এবং নির্বৈদ-অবস্থা জন্মিলে অকস্মাৎ কোনও মহাপুরুষের কৃপায় যে পর্য্যন্ত ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে । তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিঘ্নেত যাবত । মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ শ্রীভা. ১১।২০।২ ॥” মহৎকৃপার ফলে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবলাভক্তিতে অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্ব নহে । “তথা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতী শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ শ্রদ্ধায়াং জাতায়াং তু ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকারো ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ । চক্রবর্তী ।” এস্থলে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হইল, তাহা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা । “ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা নহে”—এইরূপ যে দৃঢ় বিশ্বাস,—তাদৃশ-শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতে যাহার উৎপত্তি—তাহাই এতাদৃশী আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা । এইরূপ শ্রদ্ধা যাহার আছে, তিনিই কর্ম্মত্যাগে অধিকারী । কিন্তু আজ্ঞায়ৈবমিত্যাগাদি শ্লোকে যে কর্ম্মত্যাগের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এতাদৃশী মহৎকৃপাজনিতা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না । পতিতে আত্যন্তিক-প্রেমবতী নারী যেমন অশ্রু পুরুষের সহিত তাঁহার স্বামীর দোষ-গুণ বিচার করিতে যায় না, তাদৃশ বিচারের কথাও যেমন তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় না, পরন্তু স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তাবশতঃ কেবল মাত্র পতির গুণযুক্ত হইয়াই পতিসেবা দ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে,—তদ্রূপ ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিরূপ অনন্তভক্তিতে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা যাহার আছে, তিনিও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির সহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদির দোষ-গুণ বিচার করিতে যাবেন না, তদ্রূপ বিচারের কথাও তাঁহার চিন্তে উদিত হয় না—শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করার চেষ্টাতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন । অশ্রু পুরুষের সহিত স্বীয় পতির দোষগুণের বিচার করিয়া যে নারী পতিসেবার কর্তব্যতা নির্ধারণ করিতে যাবেন, পতির প্রতি তাঁহার যে প্রীতি, তাহাকে আত্যন্তিকী প্রীতি বলা যায় না । তদ্রূপ, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজনাঙ্গের বিচার করিতে যাইবেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গে তাঁহার শ্রদ্ধা থাকিলেও এই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বলা যায় না । সুতরাং আজ্ঞায়ৈবমিত্যাগাদিশ্লোকে যাহাদের কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, কর্ম্ম-ত্যাগে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার নাই । তাই, আলোচ্য ৫৭ পয়ারের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“অত্র স্বধর্ম্মত্যাগবিধৌ নির্বৈদ-তৎকথাশ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যভাবাদনধিকারিণঃ স্বধর্ম্মত্যাগেন নশ্রেয়ুরিতি বাহুং—কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার নিরূপণে ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, আজ্ঞায়ৈবমিত্যাগাদি শ্লোকের প্রমাণমূলক স্বধর্ম্মত্যাগে ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে তাদৃশী প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনধিকারীর পক্ষে স্বধর্ম্মত্যাগে অঙ্গলের আশঙ্ক্যবশতঃই রায়-কথিত স্বধর্ম্মত্যাগকে বাহু বলা হইয়াছে ।” তাবৎ-কর্ম্মাণি-কুর্স্বীত”-শ্লোকের কর্ম্মত্যাগের মূলে হইল ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি ; আর আজ্ঞায়ৈবমিত্যাগাদি শ্লোকের কর্ম্ম-ত্যাগের মূলে হইল শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদির দোষগুণবিচার । পার্থক্য অনেক । শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবৎ-সেবার জন্ত একটা প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু দোষগুণ বিচারের পরে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে নিষ্ঠা, তাহাতে প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে বরং কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । প্রাণের টানের সেবায়, আর কর্তব্যবুদ্ধির সেবায় অনেক পার্থক্য ; প্রাণের টানের সেবা অপেক্ষা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

কর্তব্যবুদ্ধির সেবা অনেক বাহিরের বস্তু ; এই দুই রকমের সেবায় সেবকের যে মনোবৃত্তির পার্থক্য, তাহাই রায়-কথিত স্বধর্ম-ত্যাগকে “বাহু” বলার হেতু ; কর্তব্যবুদ্ধিজনিত সেবার মনোবৃত্তির সংস্পর্শে শ্রবণকীর্তনাদি-শুদ্ধাভক্তির অঙ্গসমূহ বাহিরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে ।

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য” ইত্যাদি শ্লোকেও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রতিকূল একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় । তাহা এই । গীতার “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—” ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও । এইরূপে সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করার জ্ঞা যদি তোমার কোনওরূপ পাপ হইবে বলিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হয়, তবে ইহাও বলিতেছি, এই পাপের জ্ঞা তুমি কোনওরূপ ভয় করিও না, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করিব ।” শ্লোকের শেষার্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অভয়বাণী শুনিয়া শ্রোতা হয়তঃ মনে করিতে পারেন “হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত ধর্মত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারি ।” ইহাতেই বুঝা যায়, এইরূপ স্বধর্মত্যাগে “নিজের পাপ হইতে রক্ষার জ্ঞা”, নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জ্ঞা একটা অভিপ্রায় আছে । সুতরাং ইহা “অগ্নাভিলাষিতাশূচ্য” হইল না, কাজেই উত্তমাভক্তির আলোচনায় ইহা বাহু । (ভূমিকার আলোচনা দ্রষ্টব্য) ।

প্রভু স্বধর্মত্যাগকে বাহু বলিলে রায় বলিলেন—“তবে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার ।”

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি । জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ—তৎপদার্থের জ্ঞান (পরতত্ত্বের বা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান), স্বংপদার্থের জ্ঞান (জীবস্বরূপের জ্ঞান, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত) এবং উভয়ের ঐক্যজ্ঞান (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান) । শেষ অঙ্গটি, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ভক্তিবিরোধী ; যেহেতু, এইরূপ ঐক্যজ্ঞানবশতঃ জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বরূপগত সম্বন্ধের (সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের) জ্ঞান স্মৃতি হইতে পারে না । কিন্তু প্রথম দুইটি অঙ্গ, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের বা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান এবং জীবতত্ত্বের জ্ঞান (আনুশঙ্গিক ভাবে উভয়ের স্বরূপগত সম্বন্ধ সেব্য-সেবকত্ব-জ্ঞান) ভক্তিবিরোধী নহে ; যেহেতু, ইহা সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিরোধী নহে । আলোচ্য পয়ারোক্ত জ্ঞান-শব্দের ব্যাপকতম অর্থ ধরিলে জ্ঞানের এই তিনটি অঙ্গের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিকেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হইয়াছে মনে করা যায় । ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে—ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গের সাধন (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-মূলক সাধন) স্বীয় ফল সাযুজ্য-মুক্তি দান করিতে পারেনা । “কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে ভক্তি বিনে ॥ ২২২।১৬ ॥” সুতরাং মুক্তিকামীর জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন । এইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে মিশ্রিতা যে ভক্তি, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি । আবার, বাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান, আনুশঙ্গিকভাবে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান, মায়াতত্ত্বের জ্ঞান, ইত্যাদি ভক্তির অবিরোধী বিবিধ জ্ঞান লাভের প্রয়াসের দিকেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন । ইহাদের অশুষ্টিত ভক্তি-অঙ্গের সাধনের সঙ্গেও জ্ঞান মিশ্রিত থাকে ; তাই ইহাদের ভক্তিকেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায় । আলোচ্য-পয়ারে উল্লিখিত উভয় প্রকারের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায় । কিন্তু স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ গীতার “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”-ইত্যাদি যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-বিষয়ক, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা হইতেই তাহা জানা যায় । তাহাতে মনে হয়—আলোচ্য পয়ারে “জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির” অন্তর্গত জ্ঞান-শব্দে কেবল জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই হয়তো রায়-রামানন্দের অভিপ্রেত । অথবা পূর্বোল্লিখিত উভয় প্রকার জ্ঞানই তাঁহার অভিপ্রেত হইয়া থাকিলে তৎ-পদার্থ ও স্বং-পদার্থের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ রামানন্দ রায় ওয়োজনীয় মনে করেন নাই—ইহাই মনে করিতে হয় ।

তথাহি তত্রৈব (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ততশ্চোপাধ্যাপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যে ন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ । গুণমালিষ্ঠাপগমাৎ ; প্রসন্নাত্মা-সাবান্না চেতি সঃ ততশ্চ পূৰ্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাভিমানাত্মাবাদিতি ভাবঃ । সর্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যহুসন্ধানাত্মাবাদিতি ভাবঃ । ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শাস্তেহপ্যনধ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্বক্তিং শ্রবণকীর্তনাদিরূপাং লভতে । তস্মাৎ মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তির্নৈব মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিজ্ঞাবিজ্ঞয়োর-পগমেহপি অনপগমাৎ । অতএব পরাং জ্ঞানাদত্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্মজ্ঞানাত্ম্যাকরিতত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ । লভতে ইতি পূর্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাदिषু মোক্ষসিদ্ধার্থং কলয়া বর্তমানায়্যাপি সর্বভূতেষু অন্তর্ভূতায়্যামিন ইব তস্মাৎ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ । অতএব কুরুত ইত্যহুত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তম্ । মাষমুদগাদিষু মিলিতাং তাং তেষু নষ্টেষপি অনধ্বরাং কাঙ্ক্ষনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্কৃত্য কেবলাং লভতে ইতি বৎ । সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তুদানীং লাভসম্ভবোহস্তু নাপি তস্মাৎ ফলং সাযুজ্যং ইত্যতঃ পরা-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্ । চক্রবর্তী । ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

জ্ঞানমিশ্রাভক্তির উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই স্বধর্মত্যাগের পরে রায়-রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ করিলেন । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে উত্তমাভক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে গীতার একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৮। অর্থঃ । ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নাত্মা) ন শোচতি (নষ্টবস্তুর জন্ত শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (কোনওরূপ বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও করেন না) ; সর্বেষু ভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) সমঃ (সমদৃষ্টিসম্পন্ন) [সন্] (হইয়া) পরাং মদ্বক্তিং (আমাতে পরাভক্তি) লভতে (লাভ করে) ।

অনুবাদ । ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্ত শোক করেন না, কোনও বস্তুলাভের জন্ত আকাঙ্ক্ষাও করেন না । সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন । ৮

ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত । ভক্তির সাহচর্য লইয়া জ্ঞানমার্গের সাধক জ্ঞানযোগে সাধন করিতে করিতে যখন তাঁহার জড়োপাধি ছুটিয়া যায়, যখন তাঁহার গুণমালিষ্ঠ দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার দেহ-দৈহিকবস্তুরে অভিমান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তিনি অনাবৃত-চৈতন্য হইয়া ব্রহ্মরূপতা—ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন; ব্রহ্ম যেমন উপাধি-লেশশূন্য অনাবৃত-চৈতন্য, তিনিও তখন উপাধিলেশশূন্য অনাবৃত-চৈতন্য । এরূপ যখন তিনি হয়েন, তখনই তাঁহাকে “ব্রহ্মভূত” বলে । **প্রসন্নাত্মা—**প্রসন্ন হইয়াছে আত্মা যাঁহার; কোনওরূপ জড়োপাধি নাই বলিয়া, কোনওরূপ গুণমালিষ্ঠ নাই বলিয়া তাঁহার চিত্ত তখন প্রসন্নতা লাভ করে, কোনওরূপ বিষয়তাই তখন তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না । এইরূপে, দেহ ও দৈহিকবস্তুরে অভিমানাদি থাকে না বলিয়া তিনি তখন **ন শোচতি**—পূর্বের ছায় নষ্টবস্তুর জন্ত শোক করেন না এবং **ন কাঙ্ক্ষতি**—কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু পাওয়ার জন্ত আকাঙ্ক্ষাও করেন না । দেহ-দৈহিক বস্তুরে অভিমানাদি থাকিলেই লোকের বাহ্যহুসন্ধান থাকে; ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তির তদ্রূপ কোনও অভিমানাদি না থাকায় বাহ্যহুসন্ধানও থাকে না; তাই তিনি বালকের ছায় **সর্বেষু ভূতেষু সমঃ**—ভালমন্দ, উত্তম অধম, ভদ্র অভদ্র সকল প্রাণীকেই সমান বলিয়া মনে করেন; প্রাণিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, বাহ্যহুসন্ধানের অভাববশতঃ তাহাই তাঁহার মনে জাগে না । সাধকের এইরূপ অবস্থা যখন হয়, তখন যদি কোনও সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার গুণ-জ্ঞান-মার্গের সাধনাস্র অহুষ্ঠিত না হয়, জ্ঞানমার্গের সাধনাস্র যদি লোপ পায়, নির্ভেদব্রহ্মহুসন্ধান যদি তিরোহিত হয়—তাহা হইলে সাধনের আনুশঙ্গিকভাবে তিনি যে ভক্তি-অঙ্গের-অহুষ্ঠান করিতেন, তাহাই তখন অধিকতর সজীবতা লাভ করিয়া

প্রভু কহে—এহো বাহু, আগে কহ আর ।

রায় কহে—জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার ॥ ৫৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

সমুজ্জল হইয়া উঠে । পূর্বের জ্ঞানমার্গের সাধনের আনুশঙ্গিকমাত্র ছিল বলিয়া এই ভক্তি-অঙ্গ একটু ক্ষীণ ছিল ; কিন্তু মাষ-মুদগ-ভূষি-আদির সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকণিকা প্রথমে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিলেও, মাষ-মুদগাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন স্বর্ণকণিকা নষ্ট হয় না, বরং তখন তাহার উজ্জলতা যেমন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; তদ্রূপ, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সহিত মিশ্রিতা ভক্তি প্রথমে নিতান্ত ক্ষীণপ্রভা হইয়া থাকিলেও ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাতা ব্যক্তির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান তিরোহিত হইয়া গেলে, একমাত্র ভক্তিই অবশিষ্ট থাকিয়া সমুজ্জল হইয়া উঠে । ভক্তি হইল স্বরূপ-শক্তির বস্তুরিশেষ—সুতরাং অনশ্বর ; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিদ্যা এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইলেও ভক্তি তিরোহিত হয় না ; এই ভক্তি তখন জ্ঞানকর্মাতির ছায়াস্পর্শশূন্য বলিয়া দ্রুতবেগে উত্তরোত্তর সম্বদ্ধিত সমুজ্জলতা লাভ করিয়া পরাভক্তি—প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে পরিণত হইয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকে ।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদীপাদনের উদ্দেশ্যেই রায়-রামানন্দ এই শ্লোকটির উল্লেখ করিলেন ।

৫৮। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“রায় ! জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা যাহা বলিলেন, তাহাও বাহিরের কথা । আর কিছু থাকে যদি বল ।”

কিন্তু প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহু বলিলেন কেন ? পূর্ববর্তী ২৮।৫৭ পয়ারের টীকায় দুই রকমের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে । এই পয়ারে প্রভু উভয় প্রকার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বাহু বলিয়াছেন । কিন্তু কেন ? পৃথক পৃথক ভাবে তাহা আলোচিত হইতেছে ।

প্রথমতঃ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির কথা আলোচনা করা যাউক । জ্ঞানমার্গের সাধনের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি কেবল জ্ঞানমার্গের সাধনের সহায়কারিণীরূপেই অবস্থান করেন ; তাহার কাজ, কেবল জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের চিন্তাকে সাফল্যদান করা, তাহার অণু কোনও কাজ নাই । এই জাতীয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সাধুজ্য-মুক্তি পাওয়া যায় ; কিন্তু এই সাধুজ্য-মুক্তির সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি জীব-ব্রহ্মের সেব্য-সেবকত্ব-ভাবরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের প্রতিকূল । তাই প্রভু ইহাকে বাহু বলিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিবেচ্য । উদ্ধৃত “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”—ইত্যাদি গীতা-শ্লোক হইতে জানা যায়—ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন । পরাভক্তি হইল প্রেমলক্ষণা ভক্তি ; এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হইলে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্রূপে স্ফুরিত হয় ; ইহাই জীব-স্বরূপের সহিত স্বরূপগত-সম্বন্ধবিশিষ্ট সাধ্যবস্তু ; সুতরাং এই পরাভক্তিকে বাহু বলা চলে না । প্রভু পরাভক্তিকে বাহু বলেনও নাই ; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বাহু বলিয়াছেন । কিন্তু “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা” শ্লোক হইতে জানা যায়—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনে যিনি ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা হয়েন, তিনি পরাভক্তি লাভ করেন । ইহাতে মনে হয়, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইল পরাভক্তি লাভের উপায়—অথবা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই পরিণামে পরাভক্তি হইয়া যায় । তাহা হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে কেন বাহু বলা হইল ? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায় । টীকায় তিনি বলিয়াছেন—“মায়িক উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলে সাধক যখন ব্রহ্মভূত (অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য ব্রহ্মরূপ) হয়েন, তখন তিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন (অর্থাৎ পূর্বের ছায় নষ্ট বস্তুর জগৎও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জগৎও আকাজক্ষা করে না) এবং (বাহ্যানুসন্ধান থাকেনা বলিয়া) বালকের ছায় ভাল-মন্দ সকল বস্তুতেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন । তখন নিরিক্রম অগ্নির ছায় (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য)-জ্ঞান শাস্ত হইয়া গেলে, পূর্ববর্তী জ্ঞান-সাধনের অন্তর্ভুক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূতা (সুতরাং) অবিনশ্বর ভক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । পূর্বের মোক্ষ-সাধক-সাধনকে সফল করার জন্ত অংশরূপে যে ভক্তি বর্তমান ছিল, সর্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামীর ছায় তখন তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

ছিলনা । এক্ষণে সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া যাওয়ায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানচিন্তার আর প্রয়োজন বা অবকাশ না থাকায় তাহা যখন শাস্ত বা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অবশিষ্ট থাকে কেবল সেই ভক্তি—মাষ-মুদগাদির সহিত মিলিত কাঞ্চন-কণিকা প্রথমতঃ অদৃশ্যভাবে থাকিলেও মাষ-মুদগাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন নষ্ট হয়না, তাহা যেমন অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ । ভক্তি মায়িক বস্তু নহে বলিয়া নষ্ট হয় না । সাধক তখন সেই ভক্তিকে লাভ করেন । যাহা পূর্বেই ছিল, অল্প বস্তুর (ঐক্যজ্ঞান-চিন্তার) সহিত মিশ্রিত ছিল বলিয়া পূর্বে যাহাকে ততটা লক্ষ্য করা হয় নাই, এখন সেই অল্প বস্তু না থাকায়, কেবল ভক্তিমাত্রই থাকায় সহজেই তাহাকে পাওয়া যায় । এজন্তই শ্লোকে “অমুষ্ঠান করে”—না বলিয়া “লাভ করে (লভতে)” বলা হইয়াছে । এই অবস্থায় প্রায়শঃ সম্পূর্ণ প্রেমভক্তির লাভ-সম্ভাবনা হয় । সম্পূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোহস্তু ।” এইরূপই এই শ্লোকপ্রসঙ্গে চক্রবর্তিপাদের উক্তির তাৎপর্য ।

যাহা পূর্বে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ছিল, পরে স্বতন্ত্র হইয়াছে, সেই ভক্তির কথাই চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিলেন । তিনি আরও বলিলেন—যাহা পূর্বে অংশরূপে মিশ্রিত ছিল, (সুতরাং তটস্থা বা নিরপেক্ষরূপে কেবল জ্ঞানসাধনের ফল দানের জন্তই ছিল), তাহাই (সেই ভক্তিই) পরে স্বতন্ত্র হইয়া প্রায়শঃ সম্পূর্ণ প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হওয়ায় সম্ভাবনা লাভ করে । এইরূপ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি যে বাস্তবিকই বাহ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । কারণ, চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন, ঈদৃশী ভক্তির ব্যাপারে সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণ-প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবনামাত্র আছে—তাহাও প্রায়শঃ । নিশ্চয়তার কথা তিনি কিছু বলেন নাই । নিশ্চয়তার কথা না বলার হেতুও আছে । সাধক ব্রহ্মভূত হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের চিন্তা হয়তো তাঁহার লোপ পাইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু পূর্বে যে ভক্তি তটস্থারূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা যে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই ; যদি তাহার নিশ্চয়তাই থাকিত, তাহা হইলে ভক্তির সাহচর্য্যযুক্ত জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান-চিন্তাকে সাযুজ্য-মুক্তির সাধন বলা হইত না, প্রেম-ভক্তি-লাভের সাধনই বলা হইত । এই অবস্থায় তটস্থা ভক্তি প্রবল হইয়া উঠিতে পারে—যদি সাধক কোনও পরম-ভাগবত মহাপুরুষের রূপালাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে । অত্যা নহে । কিন্তু এইরূপ মহৎ-রূপালাভেরও কোনও নিশ্চয়তা নাই । অথবা কোনও ভাগ্যবশতঃ সাধন-অবস্থায় যদি সাধকের চিন্তে তীব্র ভক্তিবাসনা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত তটস্থা ভক্তি স্বতন্ত্র হইলে সেই সাধককে কৃতার্থ করার জন্ত প্রবল হইয়া উঠিতে পারে ; কিন্তু এইরূপ তীব্র ভক্তিবাসনা জন্মিবার পক্ষেও নিশ্চয়তা কিছু নাই । এজন্তই বোধ হয় চক্রবর্তিপাদ প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবনামাত্রের কথাই বলিয়াছেন, নিশ্চয়তার কথা বলেন নাই । নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই ইহা বাহ্য ।

দ্বিতীয়তঃ । এক্ষণে তৎ-পদার্থ ও ত্বৎ-পদার্থের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ভক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক । ভক্তির-সামুদায়িকের “জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োৰ্ভক্তিপ্রবেশাযোগিতা । ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাস্তস্মুচিতং তয়োঃ ॥ ১১২।১২০ ॥”-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“জ্ঞানমত্রত্বম্পদার্থবিষয়ং তৎপদার্থবিষয়ং তয়োৰৈক্যবিষয়ক্ষেতি ত্রিভূমিকং ব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে । তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ । বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ । তচ্চ তচ্চ প্রথমেব ইতি অচ্যাবেশপরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়তে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োৰকিঞ্চিংকরত্বাৎ । তদ্ব্যবনয়া ভক্তিবিচ্ছেদত্বাচ্চ ।” শ্রীজীবের এই উক্তির (সুতরাং ভক্তিরসামুদায়িকের উল্লিখিত শ্লোকেরও) তাৎপর্য্য এই—“প্রথম অবস্থায় অল্পবস্তুতে চিত্তের আবেশ (এবং তজ্জনিত শোকাদিবিষয়) দূর করার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী (জীবতত্ত্ব-ভগবৎ-তত্ত্বাদিবিষয়ক) জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিং উপযোগিতা আছে বটে ; কিন্তু অচ্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইলে ঐরূপ ভক্তির অবিরোধী জ্ঞানের ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই । তখন এসমস্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে হইবে । বিশেষতঃ তখন বৈরাগ্যের কথা, বা জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদির কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তির বিষয় জন্মিবে ।”

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাশ্র নমস্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।

স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তন্মুবাঙ্মনোভি-

র্থে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তর্হি কথমজ্ঞাঃ সংসারং তরেয়ুঃ অত আহ জ্ঞান ইতি । উদপাশ্র ঈষদপ্যবস্থা সদ্ভিগুণরিতাং স্বতএব নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধিমাভ্রোণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তন্মুবাঙ্মনোভিঃ নমস্তঃ সংকুর্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যতপি নাশ্রুৎ কুর্বন্তি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামনৈঃ রজিতোহপি স্বং জিতঃ প্রাপ্তোহসি ইতি কিং জ্ঞানশ্রমেণেত্যর্থঃ । স্বামী । ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও যদি কেহ নানাবিধ তত্ত্বাদির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাহাইহলে কেবল যে ভজনের অননুকূল ব্যাপারে তাঁহার সময়ই বৃথা নষ্ট হইবে, তাহাই নহে ; ক্রমশঃ তত্ত্বালোচনার দিকে তাঁহার একটা আবেশও জন্মিতে পারে । এইরূপ আবেশ জন্মিলে তত্ত্বালোচনাকেই তিনি হয়তো তাঁহার ভজনের একটা অপরিহার্য অঙ্গরূপে মনে করিতে পারেন । তখন এই তত্ত্বালোচনা রীতিমতই তাঁহার ভজনের পক্ষে বিঘ্নজনক হইয়া উঠিবে । এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সুর সহিত মিশ্রিত যে ভক্তিমার্গের সাধন, তাহা ভক্তির বিঘ্নজনক বলিয়া—সুতরাং জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞান-বিকাশের অবিরোধী হইলেও ভক্তির পুষ্টিসাধক নহে বলিয়া এবং তজ্জন্ম সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের সম্যক্ উপযোগী নহে বলিয়া প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন ।

যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—“জ্ঞানশূচ্য ভক্তিই সাধ্যসার ।”

জ্ঞানশূচ্য ভক্তি—জ্ঞানের সহিত সংশ্রবশূচ্য ভক্তি । পূর্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ—ভগবতত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ব-জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান । পূর্বপয়ারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথায় জ্ঞানের এই তিনটি অঙ্গের সহিত মিশ্রিত ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে । কিন্তু ভক্তির সঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান বা জীবতত্ব-ভগবতত্বাদির প্রয়াস মিশ্রিত থাকাতে তাহা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলিয়াছেন । তাহা শুনিয়া রায়-রামানন্দ জ্ঞানের তিনটি অঙ্গের সহিতই সংশ্রবশূচ্য (জ্ঞানশূচ্য) ভক্তির কথা বলিলেন । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানশূচ্য ভক্তির উৎকর্ষ এই যে, জ্ঞানশূচ্য ভক্তিতে ভগবান্ (বা ব্রহ্ম) এবং জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের বিরোধী জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের মিশ্রণ নাই এবং ভক্তির বিঘ্নজনক ভগবতত্ব-জীবতত্বাদির জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্ত অত্যাগ্রহের মিশ্রণও নাই । অধিকন্তু, স্বীয় উক্তির সমর্থনে রামানন্দরায় শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাশ্র” ইত্যাদি যে শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূচ্য ভক্তিতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্তম্ভ বিকাশের নিশ্চয়তা আছে ।

শ্লো। ৯। অর্থ । হে অজিত (হে অজিত) জ্ঞানে (জ্ঞান-বিষয়ে—তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচারাদির নিমিত্ত) প্রয়াসং (চেষ্টা বা শ্রম) উদপাশ্র (সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া) স্থানে স্থিতাঃ (স্থানে—সাধুদিগের নিবাসস্থানে অবস্থান পূর্বক) সন্মুখরিতাং (সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত) শ্রুতিগতাং (আপনা-আপনিই শ্রুতিপথ-গত) ভবদীয়বার্ত্তাং (তোমার বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথা) তন্মুবাঙ্মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যে) নমস্ত এব (সৎকার করিয়া) যে (ষাঁহার) জীবন্তি (জীবনধারণ করেন) [ত্বম্] (তুমি) ত্রিলোক্যং (ত্রিলোকীতে) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্তৃক) প্রায়শঃ (প্রায়ই) জিতঃ (বশীকৃত) অপি (ও) অসি (হও) ।

অনুবাদ । ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“হে অজিত ! তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচারাদির জন্ত (কিম্বা স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান লাভের নিমিত্ত) কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া ষাঁহার (তীর্থভ্রমণাদি না করিয়াও

গৌর-কৃপা-ভরজিগী-টীকা ।

কেবলমাত্র) সাধুদিগের আবাস-স্থানে অবস্থানপূর্বক সাধুদিগের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপগুণ-লীলাদির কথার, বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথার, কায়মনোবাক্যে সংকারপূর্বক জীবন ধারণ করেন (ভগবৎ-কথার বা ভগবদ্ভক্ত-চরিতকথার শ্রবণকেই নিজেদের একমাত্র উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, অথ কিছুর করেন না), ত্রিলোক-মধ্যে তাঁহাদিগকর্তৃকই তুমি প্রায়শঃ (বাহুল্যে) বশীকৃত হও ।” ৮

জ্ঞানে—জ্ঞানবিষয়ে ; ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মহিমা-বিচারে (শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-বৈষ্ণব-তোষণী) । ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান, মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রভৃতি লাভ করার নিমিত্ত **প্রয়াস—**উদপাস্ত—প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ; কিঞ্চিদ্ভিন্নও চেষ্টা না করিয়া ; ভগবদ্ভক্তি-অবগত হওয়ার জন্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে প্রাধান্য না দিয়া ঐহারা **স্থানে স্থিতাঃ**—সাধুদের বাসস্থানে অব্যগ্রভাবে অবস্থানপূর্বক ; তীর্থভ্রমণাদির ক্লেশ স্বীকার না করিয়া সাধুদিগের নিকটে অবস্থানপূর্বক (শ্রীজীব) **সম্মুখরিতাং**—সং বা সাধুদিগের মুখ হইতে উদ্গীরিত । মিথ্যাভাষণাদি বা সর্বেশ্বর-শ্লেষাদি পরিহারের নিমিত্ত ঐহারা প্রায়শঃ মৌনব্রতাবলম্বী, যাহা সেই সাধুদিগকেও মুখরীকৃত করিয়া তোলে এবং সেই সাধুদিগের সান্নিধ্যে অবস্থানবশতঃ যাহা আপনা-আপনিই **শ্রুতিগতাং**—কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হয় (সং বা সাধুদিগের নিকটে থাকিলে তাঁহারা যখন ভগবৎ-কথা-দির আলোচনা করেন, তখন সেই সমস্ত কথা আপনা-আপনিই কানে আসিয়া পৌঁছে—শ্রুতিগত হয় ; এইরূপে যাহা সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়া আপনা-আপনিই কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়), সেই **ভবদীয়বার্তাং**—ভবদীয় (তোমার—ভগবানের) বার্তা (কথা), ভগবৎ-কথা, ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা, অথবা ভবদীয় (তোমার আপন জনদের—ভগবদ্ভক্তদের) বার্তা (কথা), ভক্ত-চরিত **তনুবাঙ্মনোভিঃ**—তনু (কায়, দেহ), বাক্য ও মনের দ্বারা—কায়মনোবাক্যে ঐহারা **নমস্ত এব—**নমস্কার করিয়া, সংকার করিয়া (শ্রবণ-সময়ে শ্রদ্ধাপূর্বক অঞ্জলিবন্ধনাদি, করযোড়-করণাদি হইল কায়দ্বারা সংকার, যাহা শুনা হইতেছে, বাক্যে তাহার অনুমোদন বা প্রশংসাদি হইল বাক্যদ্বারা সংকার এবং সে সমস্ত ভগবৎ-কথায় বিশ্বাস বা মনে মনে সে সমস্ত কথার চিন্তা বা অনুস্মরণাদি হইল মনের দ্বারা সংকার । এই ভাবে ভগবৎ-কথা-দির কায়মনোবাক্যে সংকার করিয়া ঐহারা) **জীবতি**—জীবন ধারণ করেন ; যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন অল্প বৃথাকার্য্যে সময় ব্যয় না করিয়া ঐহারা কেবল এই ভাবে সংকারপূর্বক সাধুগুণ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা শ্রবণ করেন, অল্পকর্তৃক অজিত (বশীভূত হওয়ার অযোগ্য) হইলেও, অপর কেহ তোমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও **ত্রিলোক্যাং**—ত্রিলোকীতে **তৈঃ**—তাঁহাদিগ (উক্তরূপে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-পরায়ণ-লোকগণ) কর্তৃক **প্রায়শঃ**—প্রায়শই (বাহুল্যে), বিশেষরূপেই অথবা অধিকাংশস্থানেই **জিতঃ অসি**—বশীকৃত হও ।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবদ্ভক্তাদির জ্ঞানলাভের নিমিত্ত পৃথক্ ভাবে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া ঐহারা সাধুদিগের নিকটে অবস্থান পূর্বক সাধুদিগের মুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা বা ভগবদ্ভক্ত-চরিত শ্রবণকেই জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, অপর কেহ ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের বশীভূত করেন । এই শ্লোকে ভগবৎ-কথার ভগবদ্বশীকরণী শক্তির কথা বলা হইল । ভগবান্ ভক্তিবশ । ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ শ্রুতি ॥ সাধুগুণে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে শ্রোতার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তির বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহার (শ্রোতার) বশীভূত হইয়া তাঁহার চিত্তে অবস্থান করেন । ভগবান্ দুর্কীসার নিকটে নিজেই বলিয়াছেন—“অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তন্ত্র ইব দ্বিজ । সাধুভিঃ স্তম্ভদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা ৯৪৬৩ । “সাধুভক্তগণ যেন তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখেন । রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতমস্বরূপ হইলেও ভক্তকে ক্লতার্থ করার জন্ত ভক্তের প্রীতিরসের কাঙ্গাল । এই প্রীতিরসের লোভে তিনি আপনা হইতেই ভক্তের বশতা স্বীকার করেন, ভক্তের প্রেমরস-নিবিক্ত হৃদয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না । ভগবৎ-কথা শ্রবণদ্বারা এতাদৃশ প্রেম জন্মিতে পারে । ইহাও স্মৃতি হইতেছে যে, ভগবৎ-কথা শ্রবণে সেব্য-সেবক-ভাবের এবং সেবাবাসনারও বিকাশ লাভ হইতে পারে, যেহেতু, সেবাবাসনার বিকাশ না হইলে প্রেম-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শব্দেরও সার্থকতা থাকেনা এবং প্রেম না জন্মিলে ভগবানের বশুতা-স্বীকৃতির প্রশ্নও উঠিতে পারে না । জ্ঞানশূন্য ভক্তির বৈশিষ্ট্যের কথাই এই শ্লোকে বলা হইল । যিনি এই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, ভগবান তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহাকে স্থায় চরণ-সেবার অধিকার দেন । এজন্ত জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে “সাধ্য-সার” বলা হইয়াছে—জ্ঞানশূন্য ভক্তির যাহা সাধ্য—ভগবৎ-সেবা, তাহাই সাধ্যসার । বস্তুতঃ ভগবৎ-কথার শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনও বটে, সাধ্যও বটে ; সিদ্ধাবস্থায়ও তত্ত ভগবৎ-পার্ষদরূপে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তনাদি দ্বারা নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন, ভগবান্কেও আনন্দিত করেন । “কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবন্দ । কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ॥”

ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রব করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—“প্রভো, তোমার স্বরূপ, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, রূপ, গুণ, লীলাদির তত্ত্ব বা মহিমা অবগত হওয়া আমার পক্ষে বা অপর কাহারও পক্ষেও অসম্ভব । তুমি কৃপা করিয়া যতটুকু বাঁহাকে জানাও, তিনি ততটুকু মাত্রই জানিতে পারেন । তাহার বেশী কিছু জানিবার সামর্থ্য কাহারও হইতে পারেনা ।” ইহাতে যদি কেহ প্রশ্ন করেন—তাহা হইলে জীবের উপায় কি ? কিরূপে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে ? যেহেতু শ্রুতি বলেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাথঃ পশ্চা বিথতেহয়নায়—সেই সচ্চিদানন্দবস্তুকে জানিতে পারিলেই জীবের সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে, এতদ্ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তির আর অল্প কোনও পন্থা নাই । সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি যদি অজ্ঞেয়ই হয়, তাহা হইলে জীব কিরূপে সংসার-মুক্ত হইবে ? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই ব্রহ্মা “জ্ঞানে প্রয়াসম্” ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি জানিবার জন্ত চেষ্টা না করিয়াও জীব সংসারমুক্ত হইতে পারে ; কেবল সংসার-মুক্তি লাভ করা নয়, সেই অবিজ্ঞেয়-মাহাত্ম্য ভগবান্কে বশীভূতও করিতে পারে । কিরূপে ? সাধুর মুখে একান্তভাবে নিরন্তর ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা এবং তাঁহার ভক্তদের চরিতকথা শ্রবণরার । এই জাতীয় কথা শ্রবণের সঙ্গে আনুষ্ঙ্গিকভাবেই ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদির অনেক কথা শ্রোতা জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে । “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হংকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ । তজ্জ্ঞাবগাদাশ্চপবর্গবজ্রনি শ্রদ্ধারতিভক্তিরহুক্রমিচ্ছতি ॥ শ্রীভা ৩২৫।২৪ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সাধু-দিগের সঙ্গে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীৰ্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয় ; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ; প্রীতিপূর্বক ঐ কথা আশ্বাদন করিলে অপবর্গের বজ্রস্বরূপ আশ্রিতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।” ভগবৎ-স্বধ্বকিনী বা ভগবদ্-ভক্তস্বধ্বকিনী কথা মাত্রই ভগবানের তত্ত্বপূর্ণ, তাঁহার স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্য-রূপ-গুণ-লীলাদির তত্ত্বপূর্ণ । সুতরাং ঐ সকল কথার শ্রবণে আনুষ্ঙ্গিকভাবেই অনেক তত্ত্বকথা জানা যায় ; তজ্জন্ত পৃথক্ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না । তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত পৃথক্ চেষ্টা করিতে গেলে সেই চেষ্টাতে আবেশ জন্মিতে পারে, তাহাতে তজ্ঞানের বিয়ও জন্মিতে পারে (পূর্বেই ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে) ; অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনাও তাহাতে বিশেষ কিছু নাই । যেহেতু, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না । শ্রীমদ্ভাগবতের “শ্রেয়ঃস্বতিঃ ভক্তিমুদগ্ধ তে বিভো ক্লিশস্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে । তেষামসৌ ক্লেশল এব শিধ্যতে নাশ্চদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১০।১৪।৪ ॥”—শ্লোক একথাই বলেন । শ্রবণাদিরূপ ভক্তিকে বাদ দিয়া বাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্তই প্রয়াস পানেন, স্থল-তুষাবঘাতী লোকের ছায় তাঁহাদের কেবল ক্লেশই প্রাপ্য হয়, অল্প কিছু নয় (অর্থাৎ জ্ঞানলাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়) । ভক্তি হইল সমস্ত মঙ্গলের উৎসরূপ (শ্রেয়ঃস্বতি) ; শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে আনুষ্ঙ্গিকভাবে আপনা-আপনিই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । “শ্রেয়সাং সর্বেষামেব স্মৃতিমিতি অবাস্তরফলত্বেন স্বতএব জ্ঞানমপি ভবিতৈবেতি স্মৃতিতম্ । শ্রীভা ১০।১৪।৫-শ্লোকের “শ্রীজীবকৃতবৈষ্ণবতোষণী ॥” ভগবৎ-কথা-শ্রবণে আনুষ্ঙ্গিক ভাবে যাহা শুনা যায়, ভগবৎ-কথার রূপায় তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ হইতে পারে ; তাহাতেই জীবের সংসার-মুক্তি হইতে পারে, শ্রুতির উক্তিও সার্থকতা লাভ করিতে পারে । “অতত্ত্বৎ-কথৈকদেশ-জ্ঞানেনেব স্বজ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তি ইতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ।—শ্রীপাদবিদ্যনাথ চক্রবর্তী ।”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নয় ; ভগবৎ-কথা শ্রবণে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাও ভগদ্-বিষয়ক জ্ঞান ; তাহাতেই সংসার-মুক্তি হইতে পারে। ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। ভগবৎ-কথা বা ভক্তচরিত্র শ্রবণ-প্রসঙ্গে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নীরস তত্ত্বকথাও ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথাব্বুরসে পরিবিশ্লিষ্ট হইয়া পরম-লোভনীয়তা লাভ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই শ্লোকে বলা হইল—ভগবতত্ত্বাদি-বিষয়ে জ্ঞান-লাভের জন্ত কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। অথচ শ্রীলকবিরাজগোস্বামী সিদ্ধাস্ত-বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। “সিদ্ধাস্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে স্নদুত মানস ॥ ১২৯৯ ॥” আবার, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর “শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ” ইত্যাদি ১২১১—১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—“শাস্ত্রযুক্তো স্ননিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার ॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে সেহ ভক্ত হইবে উত্তম ॥ ২১২১৩২-৪১ ॥” এসমস্ত প্রমাণেও শাস্ত্রজ্ঞানের বা তত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাত্ত”—ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে উল্লিখিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-আদির উক্তির সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে ; তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে শ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে কিনা সন্দেহ ; জন্মিলেও তাহা দৃঢ় হইতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রয়াসে প্রাধাত্য দেওয়াই দুষণীয় ; কেন দুষণীয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভগবৎ-কথা শ্রবণের উপলক্ষ্যেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, কি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র লীলাকথা দিতে যেমন পূর্ণ, তত্ত্বকথা দিতেও তেমনি পূর্ণ। এসমস্ত গ্রন্থের অল্পশীলনে লীলাকথা দির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বকথা দির জ্ঞানও আনুযায়িকভাবে জন্মিতে পারে।

যাহা হউক, “জ্ঞানশূন্য ভক্তির” প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে (২৮৮৫৭ পরায়ের টীকায়) তৎপদার্থের জ্ঞান, স্বম্-পদার্থের জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান—জ্ঞানের এই ত্রিবিধ অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের সহিত সংশ্রবশূন্য ভক্তিই জ্ঞানশূন্য-ভক্তি। স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ “জ্ঞানে প্রয়াসম্”—ইত্যাদি যে শ্লোকটির উল্লেখ করিলেন, তাহাতে কিন্তু তৎ-পদার্থের (ভগবৎ-স্বরূপাদির) জ্ঞান-লাভের প্রয়াস-পরিহারের কথাই বলা হইল ; আনুযায়িক ভাবে স্বম্-পদার্থের জ্ঞান লাভের প্রয়াস-ত্যাগের কথাও আসিতে পারে ; যেহেতু, তৎ-পদার্থের জ্ঞানের সঙ্গে স্বম্-পদার্থের জ্ঞানও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—উভয়ের মধ্যে শক্তি-শক্তিমান্ সম্বন্ধ, অংশ-অংশী সম্বন্ধ, স্মতরাং সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বিদ্যমান্ বলিয়া। স্মতরাং তৎ-পদার্থবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্ত প্রয়াসের প্রাধাত্য পরিহারের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বম্-পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানলাভের প্রয়াসে অত্যাগ্রহ ত্যাগের নির্দেশও প্রকারান্তরে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের তৃতীয় অঙ্গ—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান লাভের জন্ত প্রয়াস-পরিহারের কোনও নির্দেশ উক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হয়না ; এবং তদ্বদ্দেশে অপর কোনও শ্লোকও রায়-রামানন্দকর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই। ইহার হেতু বোধ হয় এই যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান যে ভগবানের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধের প্রতিকূল, “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”—ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বেই তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ; স্মতরাং সেব্য-সেবক-ভাবে এবং সেবাবাসনা-বিকাশের পক্ষে ইহা যে বর্জনীয়, তাহার ইঙ্গিতও উল্লিখিত “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”—ইত্যাদি শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। তাই এস্থলে আর পৃথক্ কোনও প্রমাণ-উল্লেখের আবশ্যকতা আছে বলিয়া রায়-রামানন্দ মনে করেন নাই।

অথবা “জ্ঞানে প্রয়াসম্”—ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানলাভের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক সাধুযুগে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে ভগবান্কে বশীকৃত করা যায় বলাতে, শেষ পর্য্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে এবং তাহাতেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের অভাব সূচিত হইয়াছে। তাই রামানন্দ আর কোনও পৃথক্ শ্লোকের উল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই। অথবা, “জ্ঞানে প্রয়াসম্”—বাক্যে জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রয়াসই নিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর ।

| • রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ববাসনা সার ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

৫৯ । রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“জ্ঞানশূচ্য ভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহাও হইতে পারে ; কিন্তু ইহার পরে কিছু থাকিলে, তাহা বল ।”

এহো হয়—ইহা হইতে পারে । এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভু কেবল “এহো বাহু”ই বলিয়াছেন । “জ্ঞানশূচ্য ভক্তির”-কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—“এহো হয় ।” ইহার হেতু এই । “জ্ঞানশূচ্য ভক্তির” পূর্বে রায়-রামানন্দ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনওটাই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের, অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্ব-ভাব-বিকাশের এবং সেবা-বাসনা-বিকাশের, অল্পকূল ছিলনা ; তাই প্রভু “এহো বাহু” বলিয়াছেন । “জ্ঞানশূচ্য ভক্তি” সেব্য-সেবকত্ব-ভাববিকাশের এবং সেবা-বাসনা-বিকাশের অল্পকূল বলিয়া বলা হইল “এহো হয় ।” এইবারই প্রভু সর্ব-প্রথম বলিলেন—“এহো হয় ।” ইহাতে বুঝা যায়, রামানন্দরায়ের মুখে যে সাধ্যতত্ত্বটী প্রভু প্রকাশ করাইতে চাহিতেছেন, এতক্ষণে সেই তত্ত্ব-কথাটি প্রাপ্তির পথে আসা হইয়াছে ; এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেন পথের বাহিরেই বিচরণ করা হইতেছিল । তাই প্রভু বলিলেন—“এহো হয়—হাঁ, রায়, এতক্ষণে ঠিক পথে আসিয়াছ ।”

আগে কহ আর—ইহার পরে কি আছে বল । প্রভুর অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ—“রায়, এতক্ষণে পথে আসিয়াছ বটে ; কিন্তু ইহাই পথের শেষ নয় । আরও অগ্রসর হও ।” “জ্ঞানশূচ্য ভক্তির” সমর্থনে শ্রীমদ্-ভাগবতের যে শ্লোকটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূচ্য ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ সাধকের বশতা স্বীকার করেন । শ্রুতিও বলেন—“ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ।” ভগবান্ ভক্তির বশীভূত । কিন্তু এই বশতার অনেক বৈচিত্রী আছে ; সকল ভক্তের নিকটে ভগবান্ সমভাবে বশীভূত হন না । তাহার কারণ এই যে—সাধকের রুচি, প্রকৃতি ও বাসনা ভেদে একই ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠানও বিভিন্ন সাধকের চিত্তকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করে । জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি সকল পন্থার সাধককেই ভক্তির অমুষ্ঠান করিতে হয় ; নচেৎ অতীষ্ট ফল পাওয়া যায় না (ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । বিভিন্ন পন্থার সাধকদের সকলকে ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠান করিতে হইলেও—বাসনার পার্থক্যবশতঃ তাঁহাদের অতীষ্টের পার্থক্য । সকল অতীষ্টই দান করেন ভগবান্—ফলদাতা এক জনই । যে অতীষ্ট দান করার নিমিত্ত ভগবানের যতটুকু কৰুণা—স্বতরাং ভক্তবশতা—উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, সেই অতীষ্ট-কাগীর সাধনে তিনি ততটুকুই বশতা স্বীকার করেন । যাহারা কেবল তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সকলের সেবা-বাসনাও একরূপ নহে ; বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন ভাবে ভগবৎ-সেবার বাসনা । ভগবৎ-রূপায় তাঁহাদের অতীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে এবং তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত ভগবান্ তাঁহাদের বশতাও স্বীকার করিতে পারেন । কিন্তু সেবা-বাসনার অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে ভগবানের ভক্ত-বশতারও তারতম্য হয় (শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত্যভাবের ভক্তদের নিকটে ভগবানের ভক্তবশতা এক রকম নহে) । জ্ঞানশূচ্য ভক্তির উপলক্ষ্যে উল্লিখিত “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাত্ত”-ইত্যাদি শ্লোকে সাধারণ ভাবেই ভগবানের ভক্ত-বশতার কথা বলা হইয়াছে, বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই । ভগবানের ভক্তবশতার বিশেষত্ব প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—“আগে কহ আর—ভক্তবশতার বিশেষত্বের কথা বল ।”

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিবেচ্য আছে । জ্ঞানশূচ্য ভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে—সাধুযুগে ভগবৎ-কথা শুনিলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন । প্রশ্ন হইতে পারে, সাধুযুগে ভগবৎ-কথা শুনামাত্রই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন কি না ? এসম্বন্ধেও শ্লোক হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না । এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু থাকিলেও তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—“আগে কহ আর—রামানন্দ, সাধুযুগে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই কি ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে

তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (১৩)—
নানোপচার-কৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেমৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিজ্ঞতং শ্রাং ॥

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

নানেতি । হে ভক্ত আৰ্ত্তবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ং প্রেমা এব নানোপচারকৃতপূজনং সৎ সুখবিজ্ঞতং স্বাদিত্যম্বয়ঃ । তত্র বৈধৰ্ম্মে দৃষ্টান্তমাহ যাবদिति । যাবৎ জঠরে জরঠা বলবতী ক্ষুৎ এবং পিপাসাস্তি তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ তদভাবে তন্ন এবং প্রেমাতাবে সুখবিজ্ঞতং নেতি দৃষ্টান্তঃ । যদা উপচারকৃতপূজনং নানা বিনা প্রেমৈব সুখবিজ্ঞতং শ্রাদিতি নানাশব্দো বিনার্থেহপি তথা লোকে সিদ্ধশ্রাং । চক্রবর্তী । ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও বিশেষ অবস্থা লাভ হইলে তখন ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ।”

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—“প্রেমভক্তি সৰ্ব্বসাধ্য-সার ।”

প্রেমভক্তি—প্রেমলক্ষণা ভক্তি । প্রেম বলিতে “কৃষ্ণেদ্ভিয়-প্ৰীতি-বাসনা” বুঝায় । সাধন-ভক্তির (শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি জ্ঞানশৃঙ্গা ভক্তির) অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং সম্বন্ধের জ্ঞান—অর্থাৎ সেবা-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনা—বিকশিত হয়, তখন হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়া সাধকের সেবা-বাসনা প্রেমরূপে পরিণত হয় । এই প্রেমরূপা সেবা-বাসনার সহিত যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাই প্রেম-ভক্তি । যিনি এই প্রেমভক্তির কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—“জল বিহু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুঃহীন, প্রেম বিহু এই মত ভক্ত । চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত রীতি, যেই জানে সেই অমুরক্ত ॥ লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতা জন যেন পতি । অগ্নিত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি রীতি ॥”

স্বীয় উক্তির সমর্থনে রামানন্দ-রায় নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। ভক্ত (হে ভক্ত) আৰ্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধুর—দীনজনবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ং (হৃদয়) প্রেমা (প্রেমের সহিত) নানোপচারকৃতপূজনং (বিবিধ উপচারের দ্বারা পূজিত) [সৎ] (হইলে) এব (ই) সুখবিজ্ঞতং (সুখে দ্রবীভূত) শ্রাং (হয়) । যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) জঠরে (উদরে) জরঠা (বলবতী) ক্ষুৎ (ক্ষুধা) অস্তি (থাকে), পিপাসা (এবং বলবতী পিপাসাও থাকে), নমু তাবৎ (সেই পর্য্যন্তই) ভক্ষ্যপেয়ে (অন্নজল) সুখায় (সুখের নিমিত্ত) ভবতঃ (হয়) । **অথবা,** হে ভক্ত ! আৰ্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ং (হৃদয়) উপচারকৃতপূজনং (উপচারের সহিত কৃত পূজা) নানা (ব্যতীত) প্রেমা (প্রেমদ্বারা) এব (ই) সুখবিজ্ঞতং (সুখে দ্রবীভূত) শ্রাং (হয়) । যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

অনুবাদ। হে ভক্ত ! বিবিধ উপচার-যোগে প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আৰ্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্ত অন্নজল সুখের নিমিত্ত (সুখপ্রদ বা তৃপ্তিজনক) হইয়া থাকে । ১০

অথবা। হে ভক্ত ! বিবিধ উপচার-সহযোগে পূজা ব্যতীতও কেবল প্রেমদ্বারা আৰ্ত্তবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত ইত্যাদি (পূর্ববৎ) । ১০

এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য এই যে—বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা না থাকিলে অস্বাদু, অগন্ধি এবং অদৃশ্য খাদ্য এবং পানীয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না ; তদ্রূপ প্রেম না থাকিলে বহুবিধ-উপচারের সহিত পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্ৰীত হয়েন না ; পরন্তু বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা থাকিলে সামান্য অন্নজলও যেমন অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক হয় ;

তত্রৈব (১৪)—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ

ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে ।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং

জন্মকোটীশ্বকুর্তৈর্নলভ্যতে ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কৃষ্ণেতি । যদি কুতোহপি কারণাং সংস্করূপাদিত্যর্থঃ লভ্যতে তদা কৃষ্ণভক্তিরসেন ভাবিতা তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা মতিঃ ক্রীয়তাং তেনৈব মূল্যেন গৃহ্যতামিত্যর্থঃ । ননুপযুক্তমূল্যেনৈব গ্রহীতামীত্যাহ তত্রৈতি তন্মতো একলং লৌল্যং স্বত্বাকরূপং মূল্যমেব তত্ত্ব জন্মকোটীশ্বকুর্তৈঃ পুণ্যৈ ন লভ্যতে কুত উপযুক্ত-মূল্যং অপি বার্থে । চক্রবর্তী । ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে, তবে তাঁহার প্রদত্ত সামান্য বস্তুতেও—এমনকি কোনও উপচার-সংগ্রহ করিয়া সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে সমর্থ না হইলেও, একমাত্র তাঁহার প্রেমদ্বারাই—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন । স্থলার্থ এই যে, ভক্তের প্রেমই হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির একমাত্র হেতু । পূজার দ্রব্য ভক্তের প্রীতিমিশ্রিত হইলেই—ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না ; তিনি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহেন ; অনন্তকোটীবিধব্রজাণ্ডের অধিপতি যিনি, স্বয়ং লক্ষ্মী যাহার চরণ-সেবা করেন, তাঁহার আবার অভাব কিসের ? স্বরূপগত-ধর্মবশতঃ তিনি সর্বদা প্রীতির জগ্ন লালায়িত ; তাই যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম দেখেন, সেখানেই তিনি আছেন ।

এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সম্বন্ধে একটু বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় । দৃষ্টান্তে বলা হইল—তীব্র ক্ষুৎ-পিপাসা থাকিলেই ভক্ষ্যপেয় সুখদায়ক হয় । তদ্রূপ প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচারেই ভগবান্ প্রীত হয়েন । দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়—যাহার ক্ষুৎ-পিপাসা আছে, ভক্ষ্যপেয় গ্রহণে তাহারই সুখ ; পরিবেশকের ক্ষুৎ-পিপাসায় ভোক্তার সুখ হয় না ; ভোক্তার তীব্র-ক্ষুৎপিপাসা থাকিলেই ভোজনে তাহার সুখ জন্মে । কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে দেখা যায়—যিনি উপচারের সহিত পূজা করিবেন, তাঁহার চিত্তে যদি প্রেম থাকে, তাহা হইলেই ভগবানের চিত্ত সুখবিদ্রুত হয়—ইহা যেন পরিবেশকের ক্ষুধায় ভোক্তার ভোজন-তৃপ্তির অনুরূপ । এস্থলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি নাই । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয় । সঙ্গতি আছে, তবে তাহা যেন একটু প্রচ্ছন্ন । পূজকের চিত্তে যদি প্রেম—কৃষ্ণপ্রীতিমূল্য তীব্র সেবা-বাসনা—থাকে, তাহা হইলে সেই সেবা-বাসনা ভক্তবৎসল-ভগবানের চিত্তেও সেবা-গ্রহণের জগ্ন বলবতী লালসার উদ্রেক করে । পূজকের বা ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি যত বলবতী হইবে, ভগবানের সেবাগ্রহণ-বাসনাও ততই বলবতী হইবে ; এই বলবতী সেবাগ্রহণ-বাসনাই প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচার গ্রহণে ভগবানের সুখের হেতু হয় । ক্ষুৎপিপাসা যেমন ভোক্তার মধ্যে থাকে, এই সেবাগ্রহণ-বাসনাও তেমনি উপচার-গ্রহীতা ভগবানের মধ্যে থাকে । এই ভাবে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি । শ্লোকে ভগবানের পক্ষে সেবাগ্রহণ-বাসনার উল্লেখ না করিয়া ভক্তের প্রেমের উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে—ভক্তের চিত্তে প্রেম না থাকিলে ভগবানের চিত্তেও সেবাগ্রহণের বাসনা উদ্ভূত হয় না । ভক্তচিত্তের প্রেম বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎ-সেবার জগ্ন ভক্তকে যখন আর্তিবুদ্ধ করে, তখনই আর্তিবুদ্ধ (ভক্তবৎসল) ভগবানের চিত্তেও অনুরূপ সেবাগ্রহণ-বাসনা উদ্ভূত হয় ; ইহাই “আর্তিবুদ্ধ”-শব্দেরও ছোটনা ।

শ্লো । ১১ । অর্থঃ । যদি কুতঃ অপি (যদি কোন কারণে) লভ্যতে (পাওয়া যায়) [তদা] (তাহা হইলে) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত) মতিঃ (বুদ্ধি) ক্রীয়তাং (ক্রয় কর) । তত্র (সেই ক্রয়-ব্যাপারে) লৌল্যং (লালসা) অপি (ই) একলং (একমাত্র) মূল্যং (মূল্য) ; [তত্ত্ব] (কিন্তু সেই লালসা) জন্মকোটীশ্বকুর্তৈঃ (কোটি-জন্মের-পুণ্যদ্বারাও) ন লভ্যতে (পাওয়া যায় না) ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

অনুবাদ। যদি (সংসঙ্গাদিরূপ) কোনও কারণ বশতঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-ভক্তিরসের সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্তা মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে; এই ক্রয়-ব্যাপারে স্বীয় লালসাই একমাত্র মূল্য; কিন্তু কোটিজন্মের স্মৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না। ১১

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ—কৃষ্ণভক্তিরূপ রসের দ্বারা ভাবিতা মতি বা বুদ্ধি। কবিরাজেরা পানের রসাদি দ্বারা বড়ির ভাবনা দেয় অর্থাৎ কোনও বিশেষ প্রেক্ষিয়ায় বড়িতে এমনভাবে পানের রস মাখায়, যাহাতে বড়ির প্রতি রঞ্জে, প্রতি অণুতে সেই রস প্রবেশ করিতে পারে; এইরূপ হইলেই বলা হয়, সেই বড়ি পানের রসে ভাবিত হইয়াছে—তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। মিছরীর রসে যদি এক টুকরা শোলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে শোলার প্রতি রঞ্জে রস ঢুকিয়া যায়; তখন শোলার ভিতরে বাহিরে প্রতি অণুতেই মিছরির রস বিদ্যমান থাকে; এই অবস্থায় বলা যায়—শোলা মিছরির রসে ভাবিত হইয়াছে। এইরূপে কাহারও মতি বা বুদ্ধি কি চিত্তবৃত্তি যদি কৃষ্ণভক্তিরূপ রসের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়—মতি বা চিত্তবৃত্তি যদি সর্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তাহা হইলেই সেই মতিকে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বলা যায়। সর্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তিই হইল—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে স্মৃতি করার ইচ্ছা; ইহাই প্রেমভক্তি; স্মৃতিরূপ কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি হইল প্রেমভক্তি। এইরূপ মতি বা প্রেমভক্তি ক্রয় করিবে—যদি কুতোহপি লভ্যতে—যদি কোনও কারণে পাওয়া যায়। ইহার মূল্য কি? **লৌল্যং অপি মূল্যং একলং**—ইহার মূল্য কেবল একটা বস্তু, তাহা হইতেছে লৌল্য বা লালসা, কৃষ্ণভক্তির জন্ত লালসা বা কৃষ্ণসেবার জন্ত বলবতী লালসা; অথ কোনও বস্তুর বিনিময়ে কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবার জন্ত যাহার বলবতী লালসা বা উৎকণ্ঠা আছে, তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহা পাইতে পারে না; সাধনভজন যিনি যতই কিছু করেন না কেন, কৃষ্ণসেবার জন্ত যদি তাঁহার বলবতী লালসা না জন্মে, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি বা প্রেমভক্তি পাইতে পারিবেন না। এই লালসাই ঐকান্তিক-ভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু; তাই শ্রীলীলাকুরমহাশয় তাঁহার প্রায় সমস্ত প্রার্থনার শেষভাগেই বলিয়াছেন—“সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তমদাস।” এই সেবা-অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্ত লালসা। কিন্তু এই লালসা কিসে পাওয়া যায়? এই লালসা **জন্মকোটি-স্মৃতিতরপি** ন লভ্যতে—কোটি কোটিজন্মের সঞ্চিত স্মৃতি বা পুণ্যের বিনিময়েও এই লালসা পাওয়া যায় না; কিসে পাওয়া যায়? একমাত্র সাধুসঙ্গ বা মহৎরূপা ব্যতীত অথ কিছুতেই কৃষ্ণসেবার লালসা পাওয়া যায় না। “যদি কুতোহপি লভ্যতে”—বাক্যে যে বলা হইয়াছে—যদি কোনও কারণ হইতে পাওয়া যায়—এই কারণও সাধুসঙ্গ বা মহৎরূপাব্যতীত অপর কিছু নহে।

পূর্ববর্তী ২৮।৫৮ পয়ারে উল্লিখিত জ্ঞানশূন্য ভক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাশু”-ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানশূন্য ভক্তির অগুণে ভগবান্ সাধকের বশীভূত হন, একথাই বলা হইয়াছে। ২৮।৫৯-পয়ারোক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে বলা হইল—ভগবান্ কেবলমাত্র প্রেমভক্তিরই বশীভূত, অথ কিছুর বশীভূত নহেন; তাই প্রেমভক্তি লাভের জন্তই সর্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব-পয়ারোক্ত জ্ঞানশূন্য ভক্তি যদি প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তাহা হইলেই তাহা কৃষ্ণবশীকরণের হেতু হইতে পারে, অগুণ নহে। ইহাই পূর্বপয়ারোক্তি অপেক্ষা এই পয়ারোক্তির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদভাগবতের “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপর্ব্ববত্নি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরগুরুমিচ্ছতি ॥ ৩২৫।২৫॥”—শ্লোকের (ব্যাখ্যা ১।১২২ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য) টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে প্রথমে শ্রদ্ধা জন্মে। (“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিণ্ডেত যাবত। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ শ্রী, ভ, ১।১২০।৩৩-শ্লোকের টীকায় তিনিই আবার লিখিয়াছেন—“ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, কৰ্ম্মজ্ঞানাди অথ কিছুতেই আমার কৃতার্থতা লাভ হইবে না”—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা; শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতেই এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। “শ্রদ্ধা

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর ।

রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী দীকা ।

চেয়মাত্যস্তিক্যেব জেয়া সাচ ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থাভবিষ্ণামীতি ন তু কন্মজ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়বাস্তিক্য-লক্ষণেব তাদৃশশুদ্ধভক্তসঙ্গোদভূতৈব জেয়া ।”) তার পর শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে অনর্থ-নিবর্তিকা ভগবৎ-কথা হয় । সাধারণ সঙ্গে নিকটে যাওয়া-আসা, কাছে বসা, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ ইত্যাদি হয় ; এইরূপ সঙ্গের প্রভাবে ভজন-ক্রিয়ামাত্র সম্ভব হইতে পারে, হৃৎকর্ণরসায়ন কথা হয় না । “সতাং প্রকৃষ্টাং সঙ্গাং মম কথা ভবন্তীত্যান্দাবপ্রকৃষ্টাং সঙ্গাং ভজনক্রিয়ামাত্রং নতু কথাঃ । ততঃ প্রকৃষ্টাং সঙ্গাং অনর্থনিবর্তিকাঃ কথাঃ ভবন্তি ।” প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুর সেবা-পরিচর্যাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি-সম্পাদন করা হয়, তাহাতে অল্পগত জিজ্ঞাসুর প্রতি সাধুব্যক্তির কৃপা জন্মে ; তাহাতেই হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয় ; শ্রদ্ধার সহিত সেই কথার শ্রবণে অনর্থ নিবর্তিত হইতে পারে । তখন এইরূপ ভগবৎ-কথাই নিষ্ঠা জন্মাইয়া থাকে এবং ভগবৎ-মাহাত্ম্যের অল্পভব জন্মাইয়া থাকে । “ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মম বীৰ্য্যশ্চ মন্মাহাত্ম্যশ্চ সন্নিং সম্যগ্বেদনং যত স্তথাভূতা ভবন্তি ।” তাহার পরে ভগবৎ-কথায় রুচি উৎপন্ন হইলেই তাহা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইতে পারে । “ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি ।” তাহা হইলে দেখা গেল—সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে প্রথমে ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, তারপর রুচি জন্মিলে তাহা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইতে পারে এবং হৃৎকর্ণ-রসায়ন রূপে অল্পভূত হওয়ার পরে প্রীতির সহিত তাহার আনন্দান করিতে করিতেই ভগবানে প্রথমে শ্রদ্ধা (আসক্তি), তার পর রতি (প্রেমাস্কুর) এবং তারপর ভক্তি (প্রেমভক্তি) যথাক্রমে জন্মিতে পারে । “ততস্তাসাং কথানাং জোষণাং প্রীত্যা আনন্দানাং অপবর্গো বজ্রানি এব যশ্চ তস্মিন্ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তিঃ রতির্ভাবঃ ভক্তিঃ প্রেমা অল্পক্রমিয্যতি অল্পক্রমেণ ভবিষ্যতি ।” এই আলোচনায় দুই জায়গায় শ্রদ্ধার কথা পাওয়া গেল । প্রথমে যে শ্রদ্ধার কথা পাওয়া গেল, তাহা হইল প্রাথমিকী শ্রদ্ধা—ভগবৎ-কথা শ্রবণ দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, এই দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা । শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে ইহা জন্মিতে পারে । এই শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে মহতের প্রকৃষ্ট সঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, তারপর রুচি জন্মিলে প্রীতির সহিত সেই কথা আনন্দান করিতে করিতে যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইল ভগবানে শ্রদ্ধা—আসক্তি । ভগবানে এইরূপ আসক্তি জন্মিলে ক্রমে রতি বা প্রেমাস্কুর এবং তারপর প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে । প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইতে পারেন, তৎপূর্বে নহে । ভক্তিবশঃ পুরুষঃ । এক্ষণে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল—সাধুর নিকটে থাকিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণমাত্রেই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হয়েন না, যথাসময়ে প্রেমভক্তির কৃপা হইলেই তিনি বশীভূত হয়েন । ইহাই জ্ঞানশূচ্য ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির উৎকর্ষ । জ্ঞানশূচ্য ভক্তির পরিণতিই প্রেমভক্তি ।

৬০ । রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“হাঁ, প্রেমভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই ; কিন্তু ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল ।”

“এহো হয়, আগে আছে আর”—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় । তাৎপর্য—“হাঁ, প্রেমভক্তি সাধ্যবস্তুর বটে ; কিন্তু ইহার পরেও বলিবার বা শুনিবার বস্তু আছে ।”

রায়-রামানন্দ সাধারণভাবেই প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন, বিশেষভাবে কিছু শুনিবার জন্তই প্রভু বলিলেন—“আগে কহ আর” বা “আগে আছে আর ।” “জ্ঞানশূচ্য ভক্তির” আলোচনায় বলা হইয়াছে, প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে জ্ঞানশূচ্য ভক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন—“আগে কহ আর”—প্রথমতঃ, ভক্তবশুত্বের বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ, সাধুর মুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই কি ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও এক বিশেষ অবস্থা লাভ হইলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হন । তাহার পরে রামানন্দ-রায় কথিত “প্রেমভক্তি” আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধুগুণে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই ভগবান্ ভক্তের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বশীভূত হয়েন না ; শুনিতে শুনিতে প্রাথমিকী শ্রদ্ধা, সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ বশতঃ ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, রুচি আদি জন্মিলে, তাহার পরে প্রীতির সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, তাহার পরে প্রেমাস্কুর এবং তাহার পরে প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবানের ভক্তবশতা উদ্ভূত হইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রভুর অভিপ্রেত উল্লিখিত দুইটি বিশেষত্বের মধ্যে একটির বিবরণ পাওয়া গেল ; কিন্তু ভক্তবশতার বিশেষত্বের বিবরণ এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই বিশেষত্বের কথা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই “প্রেমভক্তির” উল্লেখের পরেও প্রভু বলিলেন—“এহো হয়, আগে কহ আর ।”

ভক্তবশতার বিশেষত্ব প্রেমভক্তির বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। প্রেমভক্তির বিশেষত্ব যেমন যেমন ভাবে বিকশিত হইবে, ভগবানের ভক্তবশতার বিশেষত্বও তেমন তেমন ভাবেই বিকশিত হইবে। সুতরাং প্রেমভক্তির বিশেষত্বের আলোচনা হইতেই ভক্তবশতার বিশেষত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

সাধকের মনের ভাবের প্রাধান্য অনুসারে প্রেমের বা প্রেমভক্তির অনেক বৈচিত্রী আছে। মোটামুটি ভাবে প্রেম দুই রকমের—মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল। “মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তঃ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা । ভ. র. সি. ১।৪।৭ ॥” যাহারা বিধিমার্গের অনুসরণ করেন, যদি শেষপর্যন্তও তাঁহাদের চিন্তে শাস্ত্র-শাসনের বা ভগবৎ-মাহাত্ম্যের ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের প্রেম হয় মহিমা-জ্ঞানযুক্ত ; আর যাহারা রাগানুগী-ভক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের প্রেম হয় কেবল অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। “মহিম-জ্ঞানযুক্তঃ সাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্ । রাগানুগীশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ১।৪।১০ ॥” যাহাদের চিন্তে ভগবানের মাহাত্ম্যের বা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, সিদ্ধাবস্থায় সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠ-ভক্তদের মধ্যে শান্ত-রতি বিরাজিত। আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেমে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাপ্রাপ্তি হয়। আবার রাগানুগী-মার্গের ভজনেও যদি সাধকের চিন্তে সন্তোষেচ্ছা বলবতী হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না, তিনি (মধুর ভাবের উপাসক হইলে) দ্বারকায় মহিবীদের কিস্করীত্ব লাভ করিবেন। “রিরংসাং স্তুর্ধু কুর্কন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে । কেবলেনৈব স তদা মহিবীত্মমিয়াংপুৰে ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫ ॥” (এ সম্বন্ধে বিচার ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিও আবার দুই রকমের ; স্তৈশ্বর্য্যোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিন্তে স্থখের এবং ঐশ্বর্য্যের কামনাই প্রাধান্য লাভ করে ; আর প্রেমসেবোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিন্তে উপাশ্রয় সেরার কামনাই প্রাধান্য লাভ করে। “স্তৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি । সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাশ্চ সেবাজুযাং মতা ॥ ভ. র. সি. ১।২।২৯ ॥” যে সকল ভক্ত কেবল প্রেমভক্তির মাধুর্য্য-আস্বাদন পাইয়াছেন, সে সকল একান্তী ভক্তগণ সালোক্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তিও কামনা করেন না। “কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভূজ একান্তিনো হরৌ । নৈবাঙ্গী কুর্কতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ভ. র. সি. ১।২।৩০ ॥” উক্তরূপ মাধুর্য্যাস্বাদপ্রাপ্ত একান্তী ভক্তগণের মধ্যে যাহাদের মন শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে আকৃষ্ট হইয়াছে, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের, এমন কি দ্বারকানাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। “তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ । যেষাং শ্রীশ্রীসাদোহপি মনোহর্তুং ন শক্যুয়াং ॥ ভ. র. সি. ১।২।৩১ ॥ অত্র শ্রীশঃ পরব্যোমাধিপতিঃ উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকানাথোহপি । শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা টীকা ॥” এইরূপে দেখা গেল—প্রেমভক্তির অনেক স্তর বা বৈচিত্রী। শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থল গোলোক বা ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য কেবল প্রেমভক্তি ; দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত প্রেমভক্তি এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান প্রেমভক্তি। সকল রকমের প্রেমভক্তিতেই সেবাসেবকত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান ; সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই প্রেমভক্তি-বিকাশের তারতম্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা মাহাত্ম্যজ্ঞান এবং স্বস্থ-বাসনাই সেবাবাসনা-বিকাশের বিয় জন্মাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের চিন্তে “পরব্রহ্ম পরমাত্ম জ্ঞান প্রবীণ ॥ ২।১৯।১৭ ॥”—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য। তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনা—বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিহত হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণে

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তঁাহাদের মমতাবুদ্ধি স্ফুরিত হইতে পারে না । “শাস্ত্রের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি হীন ॥ ২।১৯।১৭৭ ॥” তাই তঁাহাদের পক্ষে প্রাণচালা সেবার সম্ভাবনা নাই । দ্বারকাতেও মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণ আছে ; যখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধাণ্য লাভ করে, তখন সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—বিশ্বরূপে ঐশ্বর্য্যদর্শনে অর্জ্জুনের সখা, কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপের ঐশ্বর্য্যদর্শনে দেবকী-বল্লদেবের বাৎসল্য, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেহ-গেহাদিতে তঁাহার ঔদাসীণ্যের কথা, স্ত্রীপুত্র-ধনাদিতে তঁাহার আকাঙ্ক্ষারাহিত্যের কথা, তঁাহার আত্মারামতার কথা শুনিয়া মহিষী-রুক্মিণীদেবীর কান্তাপ্রেমও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল । কিন্তু ব্রজে “কেবলার ঙ্গপ্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে । ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে ॥ ২।১৯।১৭২ ॥” “কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার । ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥ গোকুলে-কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন । পুরীদয়ে বৈকুণ্ঠাঙ্গে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধাণ্যে সঙ্কোচিত প্রীতি । দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥ ২।১৯।১৬৫—৬৭ ॥” সেবা-বাসনার সঙ্কোচেই প্রীতির সঙ্কোচ । আবার স্ব-স্বথবাসনাও কৃষ্ণসেবা-বাসনার বিকাশে—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশুতা-বিকাশের—বিঘ্ন জন্মায় । পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠে স্বৈশ্বর্য্যোত্তরা রতি আছে ; প্রেমসেবোত্তরাতেও সালোক্যাদির জন্ত বাসনা (অবশ্য অপ্রধান ভাবে) মিশ্রিত আছে । দ্বারকায়ও মহিষীবৃন্দের কৃষ্ণরতি কখনও কখনও সন্তোগেচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; যখন এইরূপ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের বশুতা দুষ্করা হইয়া পড়ে । “সমঞ্জসাতঃ সন্তোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা । তদা তদুখিতৈর্ভাবৈর্বশুতা দুষ্করা হরেঃ ॥ উ. নী. ম. স্থা, ৩৫ ॥” ব্রজপরিকরদের প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও যেমন নাই, তেমনি স্বস্বথ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই । তাই তঁাহাদের কৃষ্ণপ্রীতিকে কেবলাপ্রীতি বলে । শ্রীকৃষ্ণ এই কেবলাপ্রীতিরই সম্যকরূপে বশীভূত ।

যাহা হউক, সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে প্রেমভক্তিরও অনেক বৈচিত্রী জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও ভক্তবশুতা-বিকাশের অনেক তারতম্য জন্মে । রায়-রামানন্দ সাধারণ-ভাবে প্রেমভক্তির কথা বলায় প্রেম-ভক্তির উৎকর্ষগয় বিশেষত্বের কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিলেন—“আগে কহ আর ।”

প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—“দাস্ত্রপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ।”

দাস্ত্রপ্রেম সাধারণ-ভাবে কথিত প্রেমভক্তিরই একটা বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য । রামানন্দরায় এক্ষণে প্রেমভক্তির বিশেষ বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দাস্ত্রপ্রেমের কথা বলিলেন । “ভগবান্ সেব্য, আমি তাঁর সেবক ; ভগবান্ প্রেহু, আমি তাঁর দাস”—এইরূপ ভাবই দাস্ত্রভাব । এই দাস্ত্রভাবের স্ফুরণে যে সেবাবাসনা, তাহাই দাস্ত্রপ্রেম । জীবের স্বরূপগত ভাব দাস্ত্রভাব । অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে প্রত্যেক স্বরূপেরই লীলা-পরিকর আছেন ; এই লীলা-পরিকরগণের চিন্তেও দাস্ত্রভাব বিরাজিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের লীলাতেই সেই স্বরূপের পরিকরগণ তঁাহার সেবা করিয়া থাকেন । এইরূপে দেখা যায়, এক ভগবান্ই প্রভু, সেব্য ; আর সকলেই তঁাহার সেবক দাস । “এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর । আর যত সব তাঁর সেবকাহুচর ॥ ১।৬।৭০ ॥” সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবকাহুচর হইলেও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে দাস্ত্রপ্রেম-বিকাশেরও তারতম্য আছে । সুতরাং রায়-রামানন্দ যে দাস্ত্রপ্রেমের কথা বলিলেন, তাহাকেও দাস্ত্রপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ উক্তি বলা যায় ।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-পরিকরদের শাস্ত্ররতি । তঁাহাদের বুদ্ধি ভগবানে নির্ভাপ্রাপ্তা । তাই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও বস্তুতেই তঁাহাদের চিন্ত আকৃষ্ট হয় না । তাই শাস্ত্রকেও কৃষ্ণভক্ত বলা হয় । “শাস্ত্রের সে স্বরূপবুদ্ধো কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা । ‘শমোমনিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ’ ইতি শ্রীমুখগাথা ॥ কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি । অতএব শাস্ত্র ‘কৃষ্ণভক্ত’ এক জানি ॥ ২।১৯।১৭৩-৭৪ ॥” কিন্তু শাস্ত্রভক্তের চিন্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি নাই । “শাস্ত্রের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন । পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ২।১৯।১৭৭ ॥” সেবা-বাসনার সম্যক বিকাশের অভাবেই শাস্ত্রভক্ত শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি-হীন ; তাই শাস্ত্র-ভক্তের সেবাও কোনও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না ; সুতরাং পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন দাস্ত্রপ্রেমেরও বিকাশ নাই ।

তথাহি (ভাঃ—৯।৫।১৬)—

যন্নাশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্মলঃ

তস্ম তীর্থপদঃ কিং বা দাসানাং অবশিষ্টতে ॥ ১২

তথাহি যামুনমুনিবিরচিত্তে স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবামুচরন্নিস্তরঃ

প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথাস্তরঃ ।

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ

প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যন্নাশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্মলঃ । হে অমরীষ যৎ যস্ম ভগবতঃ নামশ্রুতিমাত্রেন নাম-শ্রবণমাত্রেন করণেন পুমান্ পুরুষো নির্মলঃ সর্বোপাধিবিনির্মুক্তো ভবতি তস্ম তীর্থপদঃ ভগবতঃ দাসানাং সেবকানাং কিংবা ইতি বিশ্লেষে অবশিষ্টতে কিমপ্যবশেষো নাস্তীত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ১২

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দ্বারকা-মথুরায় দাস্ত্রপ্রেম আছে, সেবা আছে; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে—তাহা ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রিত । ব্রজের দাস্ত্রপ্রেম ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন এবং স্বস্ব-বাসনাহীন ।

ব্রজের দাস্ত্রপ্রেম (অর্থাৎ সেবাবাসনা) স্বীয় বিকাশের পথে ঐশ্বর্যজ্ঞানদ্বারা বা স্বস্ব-বাসনাদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না । ব্রজের দাস-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমার নিজজন—এইরূপ বুদ্ধি) আছে । তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবার বাসনা এবং সেবাও তাঁহাদের আছে । শাস্ত্রে আছে কেবল কৃষ্ণক-নিষ্ঠতা ; আর দাস্ত্রে আছে—কৃষ্ণক-নিষ্ঠতা এবং সেবা, এই উভয় । তাই শাস্ত্র অপেক্ষা দাস্ত্রের উৎকর্ষ । আবার দ্বারকা-মথুরায় দাস্ত্র অপেক্ষা ব্রজের দাস্ত্রের উৎকর্ষ ; যেহেতু, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্যজ্ঞানাদ্বারা দাস্ত্রপ্রেম সঙ্কোচিত হইয়া যায় । ব্রজে ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই বলিয়া তজ্জন্ত সঙ্কোচ ব্রজপ্রেমে আসিতে পারে না ।

যাহা হউক, রায়-রামানন্দ এস্থলে দাস্ত্রপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলিলেও দাস্ত্রভাব কিন্তু প্রেমের সর্ববিধ-বৈচিত্রীতেই বর্তমান ; যেহেতু প্রেমের সর্ববিধ বৈচিত্রীতেই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদনের বাসনা এবং প্রয়াস বিद्यমান । সেবাবাসনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দাস্ত্রভাবও বিকশিত হইয়া প্রেমভক্তির নানা বৈচিত্রীতে রূপায়িত হইয়া থাকে । এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলেও মনে হয়, রায়-রামানন্দ এস্থলে সাধারণ ভাবেই দাস্ত্রপ্রেমের কথা বলিয়াছেন ।

দাস্ত্রপ্রেম-সম্বন্ধে রায়-রামানন্দের উক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন ।

শ্লো। ১২ । অর্থঃ । যন্নাশ্রুতিমাত্রেন (যাহার নাম শ্রবণমাত্রেই) পুমান্ (পুরুষ—জীব) নির্মলঃ (নির্মল—সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া নির্মল) ভবতি (হয়), তস্ম (তাঁহার—সেই) তীর্থপদঃ (ভগবানের) দাসানাং (দাসদিগের) কিংবা (কিইবা) অবশিষ্টতে (অবশিষ্ট—অভাব—আছে) ?

অনুবাদ । দুর্কাসা-ঋষি অমরীষ-মহারাজকে বলিয়াছিলেন—যাহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্যবস্তুর বা অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ সমস্ত প্রাপ্যবস্তুই তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কিছুই অভাব থাকে না । ১২

ভগবান্নাম-শ্রবণের ফলে জীবের মায়াবন্ধন—সমস্ত উপাধি—দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার চিত্ত নির্মল—বিশুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য হয় ; তাহাতে তখন শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয় ; তখন তিনি প্রেমের অধিকারী হইয়েন ; এই প্রেমের বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন ; শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পায়েন, তাঁহার আর কিছুই অভাব থাকিতে পারে না ।

শ্লো। ১৩ । অর্থঃ । অমরাদি ২।১।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

“সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হই লাভ করিয়া তোমার সেবাদ্বারা নিজের জীবনকে ধৃত করিতে পারিব”—এই শ্লোকে এইরূপ প্রার্থনাই করা হইয়াছে ।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর ।

| রায় কহে—সখ্যাপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ ৬১

গৌরকৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়েও সাধারণভাবেই দাস্তপ্রেমের কথা বলা হইয়াছে ; দাস্তপ্রেমের কোনও বিশেষ স্তরের কথা বলা হয় নাই ; সুতরাং শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম দ্বারকা-মথুরার দাস্ত এবং ব্রজের দাস্ত—উভয় প্রকার দাস্তভাব সম্বন্ধেই খাটিতে পারে । দাস্তভাব-সম্বন্ধে শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম সাধারণ হইলেও ইহা পূর্বোল্লিখিত প্রেমতত্ত্ব-বিষয়ে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক ; তাই প্রেমতত্ত্বের পরে ইহার উল্লেখের সমীচীনতা ।

৬১ । রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“রায়, দাস্তপ্রেমের কথা যাহা বলিলে, তাহা সঙ্গতই ; কিন্তু আরও কিছু বল ।”

প্রভুর এইরূপ বলার হেতু এই । রামানন্দরায়-কথিত দাস্তপ্রেম দ্বারকা-মথুরার দাস্তপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে, ব্রজের দাস্তপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয় না ; যাহা বিকশিত হয়, হঠাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে তাহাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে ; তাহাতে হয়তো প্রারব্ধ-সেবাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে । আর ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও, ব্রজের দাসতত্ত্বগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে না করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমত্ব-বুদ্ধি থাকিলেও, তাঁহাদের চিন্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটা সন্মম বা গৌরব-বুদ্ধি আছে । ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নয়, প্রভু-জ্ঞানে—মনিব-জ্ঞানে—গৌরব-বুদ্ধি । “শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি সর্বতোভাবে তাঁহার দাস । তাঁহার আদেশ-পালনরূপ সেবা তো করিতে পারিবই, পরন্তু তাঁহার আদেশ না থাকিলেও যাহাতে তাঁহার অসম্মতি নাই, তাঁহার সুখার্থ এরূপ আমার নিজের অভিপ্রেত সেবাও আমি করিতে পারি । কিন্তু যেরূপ সেবাতে তাঁহার সম্মতি নাই বা থাকিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা, সেইরূপ সেবা বশতঃ তাঁহার সুখপ্রদ বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিলেও আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি করিতে পারি না । কারণ, তিনি আমার প্রভু, তাঁহার সম্মতি না পাইলে বা তাঁহার অসম্মত নয়, ইহা বুঝিতে না পারিলে আমি কিছুই করিতে পারি না ।” ব্রজের দাস্তে এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি ও সন্মম আছে ; সুতরাং সঙ্কোচবশতঃ সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ সেবা করা যায় না । সেবাবাসনা বিকাশোন্মুখ হইলেও তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে পারে না ।

দ্বারকা-মথুরার দাস্ত অপেক্ষা ব্রজের দাস্তভাবের বিশেষত্ব এই যে—প্রথমতঃ ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে এবং সেই মমত্ব-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ, সেবাবাসনা যতটুকু স্ফুরিত হয়, তাহা আর সঙ্কুচিত হয় না এবং উন্মেষিত সেবাবাসনা যে পরিমাণে কার্য্যে (সেবায়) প্রকাশ পায়, তাহাও সঙ্কুচিত হয় না । তবে গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ তাহা অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে পারে না ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধি বা মদীয়তাময় ভাব বিকাশ লাভ করিতে পারে না ; তদীয়তাময় ভাব (আমি শ্রীকৃষ্ণের—তাঁহার অঙ্গগ্রাহ—এইরূপ ভাবই) বিকাশ লাভ করিতে পারে । ঈশ্বর পূর্ববস্ত ; তাঁহার পক্ষে অপরের সেবাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না—এরূপ বুদ্ধিতে সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায় । ব্রজে এরূপ বুদ্ধি নাই । ব্রজের প্রেম এবং অস্ত্র ধামের প্রেম—জাতিতেই পৃথক্ । ব্রজপ্রেমের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যবশতঃই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীনতা । ব্রজের অগাধ প্রেমসমুদ্রে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান যেন অতলে ডুবিয়া গিয়াছে । তাহাতেই ব্রজে তদীয়তাময় ভাবের স্থান নাই ; মদীয়তাময় ভাবই সদাজাগ্রত ।

যাহা হউক, দাস্তপ্রেমে সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়াই প্রভু বলিলেন—“আগে কহ আর ।”

প্রভুর কথা শুনিয়া রামরায় বলিলেন—“সখ্যাপ্রেমই সর্বসাধ্যসার ।”

সখ্যাপ্রেম—যাহারা প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের তুল্য বলিয়া মনে করেন, কোনও মতেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে । তাঁহাদের বিশ্রান্ত-রতিকে সখ্যাপ্রেম বলে । ইহাতে শাস্তের একনিষ্ঠতা, ও দাস্তের সেবা ত আছেই, অধিকন্তু “আমি কৃষ্ণের স্নেহের জন্ত যাহা করিব,

তথাহি (ভাঃ—১০।১২।১১)—

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখাহুভূত্যা

দাস্ত্রং গতানাং পরদৈবতেন ।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ

সার্কিং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তানতিবিস্মিতঃ শ্লোকদ্বয়েনাভিনন্দতি ইথমিতি । সতাং বিদুষাং । ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চ অহুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশ-পরমসুখেনেত্যর্থঃ । ভক্তানাং পরমদৈবতেন আত্মপ্রদেন নাথেন মায়াশ্রিতানাং নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন সহ বিজহুঃ । কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষাং তে । ব্রহ্মবিদাং তদনুভব এব ভক্তানাং অতি গৌরবেণৈব ভজনং এতেতু তেন সহ সখ্যেন বিজহুঃ । অহোভাগ্যমিতিভাবঃ । স্বামী । ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই শ্রীতির সহিত স্বীকার করিবেন ।”—এইরূপ বিশ্বাসময় ভাবও আছে—যাহা দাস্ত্রে নাই । এজন্ত ইহা দাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সখ্যে দাস্ত্রের স্থায় গৌরব-বুদ্ধি, সম্ভ্রম ও সেবায় সঙ্কোচ নাই ।

শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা যেন ফল খাইতে খাইতে দেখিল—একটা ফল অতি মধুর ; অমনিই সেই উচ্ছিষ্ট-ফলটা শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিয়া বলিল, “ধর, তাই কানাই, ফলটা অতি মধুর, তুই খা দেখি !” কৃষ্ণের মুখে নিজের উচ্ছিষ্ট দিতেছে বলিয়া তাহার মনে কোনরূপ সঙ্কোচই জন্মিবে না । কিন্তু কোনও দাস এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেওয়ার কথা মনেও কল্পনা করিতে পারিবে না ; কারণ, তাহার শ্রীকৃষ্ণে গৌরব-বুদ্ধি আছে । সখ্যে—দাস্ত্র অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে । “শাস্ত্রের গুণ, দাস্ত্রের সেবন—সখ্যে দুই হয় । দাস্ত্রে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময় ॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ । কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ বিশ্রান্ত-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন । অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন্ ॥ মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান । অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥ ২।১২।১৮।১-৮৪ ॥” একটা কথা । পূর্বেই বলা হইয়াছে, দাস্ত্র-সখ্যাতি ভাব দুই জাতীয়—এক ঐশ্বর্য্যাত্মক, অপর শুদ্ধ-মাধুর্য্যাত্মক । ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্—এই জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণেরও থাকে, তাঁহার পরিকরদেরও থাকে । কিন্তু মাধুর্য্যাত্মক ভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই জ্ঞান তাঁহার পরিকরদের থাকেনা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সকলসময়ে তাহা জানেন না । দ্বারকা-মথুরাদিতে ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব । আর ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব । দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-দাসগণের ঐশ্বর্য্যাত্মিকা দাস্ত্ররতি ; আর ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি দাসগণের শুদ্ধদাস্ত্ররতি । অর্জুনাদির ঐশ্বর্য্যাত্মিকা সখ্যরতি । আর ব্রজে সুবলাদির মাধুর্য্যাত্মিকা সখ্যরতি । দেবকী-বসুদেবাদির ঐশ্বর্য্যাত্মিকা বাৎসল্যরতি, আর নন্দ-যশোদাদির শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মিকা বাৎসল্যরতি ইত্যাদি ।

সখ্যাপ্রেম-সম্বন্ধে স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ শ্রীমদভাগবতের যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরভূক্ত সখাদের আচরণের কথাই বলা হইয়াছে । ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ব্রজের সখ্যাপ্রেমই রামানন্দ-রায়ের লক্ষ্য । দ্বারকা-মথুরার সখ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণবশতঃ সেবাবাসনার সম্যক বিকাশ হয় না বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে, বিকশিত সখ্যও সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া, অধিকন্তু সেবা-বাসনার সম্যক বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া, রায়-রামানন্দ দ্বারকা-মথুরার সখ্যের কথা না বলিয়া ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় সখ্যভাবের কথাই বলিলেন । ইহা দ্বারকা-মথুরার দাস্ত্র অপেক্ষা তো উৎকর্ষময়ই ; পরন্তু ব্রজের দাস্ত্রভাব অপেক্ষাও উৎকর্ষময় ; যেহেতু, ব্রজের সখ্যে প্রেমোৎকর্ষজনিত মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ, দাস্ত্রের স্থায় গৌরব-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম নাই—আছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমত্ববুদ্ধি । সমত্ববুদ্ধি এতদূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, কোনও সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলায় হারিলে শ্রীকৃষ্ণকে তো কাঁধে করেনই ; আবার শ্রীকৃষ্ণ খেলায় হারিলে পূর্ক পণ অল্পসারে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না । দাস্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এত মাখামাখি ভাব অসম্ভব ।

নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ব্রজ-সখাদের অত্যন্ত মাখামাখিভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ।

শ্লো । ১৪ । অম্বয় । ইথং (এই প্রকারে) সতাং (জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে) ব্রহ্ম-সুখাহুভূত্যা (ব্রহ্মসুখাহুভবস্বরূপ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

দাস্তাং গতানাং (দাস্তভাবে ভজনকারী-ভক্তগণের সম্বন্ধে) পরদৈবতেন (পরমারাধ্য দেবতাস্বরূপ), মায়াশ্রিতানাং (মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) নরদারকেণ (নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের) সাক্ষিং (সহিত) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতপুণ্যপুঞ্জ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপবালকগণ) বিজহঃ (বিহার করিয়াছিলেন) ।

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিলেন—জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপ, দাস্তভাবে ভজনকারী ভক্তগণের সম্বন্ধে পরমারাধ্য-দেবতাস্বরূপ, মায়াশ্রিত-ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয়-সৌভাগ্যশালী গোপকুমার সকল এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন । ১৪

সাধকদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনরকমের লোক দেখিতে পাওয়া যায়—জ্ঞানী, কৰ্ম্মী এবং ভক্ত; ইহারা একই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করেন । ইহাদের মধ্যে কে কিতাবে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, তাহা বলিয়া সখ্যভাবাপন্ন ব্রজবালকদের সৌভাগ্যাতিশয়ের প্রশংসা করিতেছেন—এই শ্লোকে । **সতাং—**জ্ঞানীদিগের; যাহারা ভক্তিমার্গের সাহচর্য্যে জ্ঞানমার্গের উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহাদের (তাঁহারা বাতীত অল্প জ্ঞানী সাধকের পক্ষে ব্রহ্মসুখানুভব অসম্ভব বলিয়া এস্থলে সতাং-শব্দে ভক্তিসম্বলিত-জ্ঞানমার্গের উপাসকদিগকেই বুঝাইতেছে) । **ব্রহ্মসুখানুভূত্যা—**ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ । জ্ঞানিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্বরূপে মনে করিয়া সেই ব্রহ্মের সহিত সাধুজ্য কামনা করেন; সাধনে সিদ্ধ হইলে তাঁহারা সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অনুভব লাভ করিয়া থাকেন; স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র—এইরূপেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অনুভূতিই দান করেন; কারণ, “যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্”—এই গীতাবাক্যানুসারে তিনি প্রত্যেককেই তাঁহার সাধনানুরূপ অনুভব দিয়া থাকেন । যাহা হউক, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁহাকে অনুভব করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ক্রীড়া দি অসম্ভব । এইরূপ যেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীদের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপমাত্র, যিনি **দাস্তাং গতানাং—**দাস্তভাবে ভজনকারী ভক্তদের সম্বন্ধে **পরদৈবতেন—**পরদেবতা বা ইষ্টদেবতা, পরমারাধ্য দেবতা । যাহারা দাস্তভাবে ভজন করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারাদি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়; সমান-সমান ভাব না হইলে বিহার বা ক্রীড়া হয় না । এইরূপে দাস্তভাবে ভক্তদের সম্বন্ধে যেই শ্রীকৃষ্ণ পরদেবতাতুল্য এবং **মায়াশ্রিতানাং—**মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যিনি **নরদারকেণ—**নরবালকতুল্য । যাহারা মায়াশ্রিত কৰ্ম্মী, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবালকরূপেই মনে করেন । মায়াশ্রিত বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে নরবালক মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন নাই, শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিও নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ক্রীড়া তো দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ অনুভূতিই তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ । শ্রীভগবান্ হইলেন অসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্যামাধুর্য্যবিশিষ্ট তত্ত্ব বিশেষ । স্বরূপে তিনি পরমানন্দ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইল—অসমোর্দ্ধ অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুত্ব এবং তাঁহার মাধুর্য্য হইল—সৰ্ব্বমনোহারী স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলাদির অসমোর্দ্ধ সৌষ্ঠব । জ্ঞানের সাধনে তাঁহার স্বরূপের (আনন্দ-সত্ত্বামাত্রের), গৌরবমিশ্র প্রীতিতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এবং শুদ্ধাপ্রীতিতে তাঁহার মাধুর্য্যের অনুভব সম্ভব । এই তিন প্রকার সাধনের কোনওরূপ সাধনই যাহাদের নাই, তাদৃশ মায়াশ্রিত লোকদের পক্ষে ক্চিৎ কোনও অংশে ক্ষুণ্ণের আভাসমাত্র লাভ হইতে পারে, তত্ত্বক্ষুণ্ণের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু মায়ারাগে রঞ্জিত চিত্তের সহিত মায়াতীত তত্ত্ব-বস্তুর স্পর্শ হওয়া সম্ভব নয় । “নাং প্রকাশঃ সৰ্ব্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ । মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ গীতা । ৭।২৫ ॥” এতাদৃশ মায়াশ্রিত মূঢ়লোকগণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে মাছুষ বলিয়াই মনে করে । “তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্ । মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুশ্রজ্ঞা মর্ত্যাস্থানো ন মেনিরে ॥ শ্রীভা, ১০।২৩।১১ ॥” ইহাদের পক্ষে ভগবানের কোনওরূপ অনুভূতিই সম্ভব নয় । এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত **কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ—**পুঞ্জীভূতপুণ্য যাহাদের । ব্রজের সখ্যভাবাপন্ন গোপবালকগণকে লক্ষ্য করিয়া “কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ” বলা হইয়াছে—ধ্বনি এই যে,—জ্ঞানমার্গের উপাসক-গণও যাহাকে নির্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে মাত্র অনুভব করেন, যাহার সহিত তাঁহারাও ক্রীড়া করিতে পারেন না; দাস্তভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ভক্তগণও ঐহ্যার সহিত খেলা করিতে পারেন না, কৰ্ম্মিগণও ঐহ্যার কোনওরূপ অনুভূতিই পাইতে পারেন না—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐহ্যারা সমান সমান ভাবে খেলা করেন, তাঁহাদের না জানি কতই পুণ্য ! ইহা লৌকিক-উক্তির অল্পরূপ কথামাত্র । এমন কোনও পুণ্য নাই, ঐহ্যার ফলে সমান-সমান-ভাবে কেহ স্বয়ং-ভগবানের সঙ্গে খেলার অধিকার পাইতে পারে । ব্রজের রাখালগণ কোনও পুণ্য বা সাধনের ফলে এই অধিকার পায়েন নাই । তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া আসিতেছেন । ভগবান্ই সখ্যরস আশ্বাদনের নিমিত্ত এই সমস্ত সখ্যরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত । এতাদৃশ ব্রজবালকগণের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার জন্তই তাঁহাদিগকে কৃতপুণ্যপুঞ্জ বলা হইয়াছে । অথবা, কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরম-প্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যোচ্চারঃ পুঞ্জা যেষাং তে ইত্যর্থঃ (শ্রীপাদ সনাতন) । কৃত-শব্দের অর্থ (সখাদের) চরিত বা আচরণ । পুণ্য—চাকু । সখাদের আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসাদের হেতু বলিয়া পুণ্য বা চাকু, মনোহর । পুঞ্জ—সমূহ । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখাদের গাঢ়প্রেমজনিত পরিপক্ব মমত্ববুদ্ধি ; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের গৌরব-বুদ্ধিহীন নিঃসঙ্কোচ খেলাধুলা । এইরূপ নিঃসঙ্কোচ খেলাধুলার ফলেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন । তাই তাঁহাদের এতাদৃশ আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পরম রমণীয় (পুণ্য—চাকু) ; এরূপ মনোরম আচরণ তাঁহাদের দু' চারটী নয়—অনন্ত (পুঞ্জ) । এতাদৃশ আচরণশীল সখ্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছেন । যাহা হউক, তাঁহারা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছিলেন ? ইথাং—এইরূপে ; শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১২।৪-১০ শ্লোকের বর্ণনানুসারে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ছায়—পত্রপুষ্পাদি দ্বারা নিজেদিগকে সজ্জিত করিলেন, পরস্পরের বেত্র-বেণু-শৃঙ্গাদি অপহরণ করিতে লাগিলেন, ধরা পড়ার ভয়ে সে সমস্ত পশ্চাদ্বর্তী সখার হাতে সরাইয়া দিতে লাগিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ কোনও কারণে একটু দূরে গেলে, কে তাঁহাকে আগে স্পর্শ করিবে—তজ্জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন ; বেণু-শৃঙ্গাদি দ্বারা ভ্রমর-ময়ূরাদির রবের অনুকরণাদি করিতে লাগিলেন ; ময়ূরের সহিত নৃত্য, জলসমীপস্থ-বকের ছায় উপবেশন, উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়ার সহিত দৌড়াদৌড়ি ; বানরদিগের লেজ ধরিয়া টানা, তাহাদের অনুসরণে বৃক্ষারোহণ, তাহাদের অনুকরণে মুখবিকৃতি ; ভেকের অনুকরণে লাফালাফি, নিজের ছায়ার সহিত প্রতিযোগিতা ; ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাখালগণ খেলা করিয়াছিলেন ।

সখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রায়-রামানন্দ যথাক্রমে বাৎসল্য-প্রেম এবং কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসভূত নিত্য-ব্রজপরিকরদের সঙ্ক্ষে । কিন্তু সখ্যপ্রেমের পূর্বপর্ধ্যন্ত যে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মুখ্যতঃ সাধক জীবসঙ্ক্ষে । সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেম সঙ্ক্ষে স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত নিত্য-পরিকরদের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয় । সেবাবাসনার চরমতম বিকাশেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ । সেবা-বাসনা দুই রকমের হইতে পারে—স্বাতন্ত্র্যময়ী এবং আনুগত্যময়ী । জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার অধিকার ; স্তবরাং আনুগত্যময়ী সেবার বাসনার বিকাশই জীবের সম্ভব । কিন্তু ঐহ্যারা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত (স্বরূপ-শক্তির মূর্ত-বিগ্রহরূপ) পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্তরূপ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার বাসনাও আছে এবং স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাও আছে এবং কোনও কোনও পরিকরে (যেমন কান্ত্যভাবে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী প্রভৃতিতে) ঐ স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানরূপ আনুগত্যময়ী সেবাও আছে । স্তবরাং এবিধ নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আচরণে উভয়বিধ সেবাবাসনার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় । সেবাবাসনার সর্বতোমুখী বিকাশেই সাধ্যবস্তুর সম্যক বিকাশ এবং এতাদৃশ বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া রায়-রামানন্দ অনুমান করিয়াই নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন । বিশেষতঃ, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতেই সেবাবাসনার সর্বোচ্চাশী বিকাশ । স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা যখন পূর্বোল্লিখিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরব্যতীত অপর

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর ।

রায় কহে—বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥৬২

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

কাহাতেও সম্ভব নয়, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই সেবাবাসনার সর্বাতিশায়ী বিকাশ—সুতরাং সাধাবস্তরও সম্যক বিকাশ—প্রদর্শিত হইতে পারে । আনুগত্যময়ী সেবাতেই (স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানেই) ঐহাদের অধিকার, তাঁহাদের সেবাবাসনার বিকাশও স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা-বাসনার অনুরূপ ভাবেই বিকশিত হয় । সুতরাং যেস্থলে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার যেরূপ বিকাশ, সেস্থলে আনুগত্যময়ী সেবাবাসনারও তদনুরূপ বিকাশ । যেমন বাৎসল্যভাব । বাৎসল্যভাবের সেবায় শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদারই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার । যিনি বাৎসল্যভাবের উপাসক, ভগবৎ-রূপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন ; অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদার স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধান করিবেন ; তাঁহার সেবাবাসনাও এই আনুগত্যময়ী সেবার উপযোগিনী ভাবেই বিকশিত হইবে এবং তাহা হইবে শ্রীনন্দযশোদার সেবাবাসনারই অনুরূপ । এইরূপে সখ্যভাবের বা কান্ত্যভাবের উপাসকদিগের সেবাবাসনাও ব্রজসখা বা ব্রজকান্ত্যাদিগের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার আনুগত্যে এবং তদনুরূপভাবেই বিকশিত হইবে ।

৬২ । রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“হাঁ, সখ্যপ্রেম সঙ্ক্ষে যাহা বলিলে, ইহা উত্তম ; ইহা অপেক্ষাও উত্তম যদি কিছু থাকে তবে তাহা বল ।”

এহোত্তম—সখ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলিলেন । এ পর্যন্ত আর কোনও সাধ্যকে “উত্তম” বলেন নাই । সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলার তাৎপর্য কি ? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন :—“আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন । সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ১।৪।২০ ॥” যে ভক্ত নিজেকে আমি অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করেন, আমি সর্বতোভাবে তাঁহার অধীন হই । আমাকে আপনা অপেক্ষা হীন মনে না করিতে পারিলেও, যে ভক্ত আমাকে অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, কিছুতেই তাঁহা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, আমি তাঁহারও বশীভূত হইয়া থাকি ।” সখ্যগণ সখ্যভাবে কৃষ্ণকে তাঁহাদের তুল্য মনে করেন, কৃষ্ণকে কখনও বড় বা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না ; তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যপ্রেমে সখাদের বশীভূত । এজন্ত মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন । শাস্ত্র-দাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে বড় মনে করা হয়, আর ভক্ত নিজেকে ছোট মনে করেন ; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের অধীন হন না । “আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১।৪।১৭ ॥” (স্বরূপ রাখিতে হইবে, এই কথাগুলি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের সঙ্ক্ষেই বলা হইতেছে ; সাধক জীবের সঙ্ক্ষে নহে । সাধকের যথাবস্থিত-দেহে দাস্ত্রভাবই প্রবল ।)

সঙ্কোচাভাববশতঃ স্বচ্ছন্দ-সেবা সম্ভব হয় বলিয়াই সখ্যপ্রেম উত্তম হইল । ইহাতে সেবা-বাসনারও অত্যন্ত বিকাশ ।

তারপর মহাপ্রভু বলিলেন, সখ্যপ্রেম উত্তম হইলেও, ইহা অপেক্ষা প্রেমের কোনও পরিপক্বাবস্থা যদি থাকে, তবে তাহা বল ।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামরায় বলিলেন—“বাৎসল্যপ্রেমই সর্বসাধ্যসার ।”

বাৎসল্যপ্রেম—মাতা, পিতা প্রভৃতিরূপে ঐহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্যপ্রেম বলে । এই রতিতে সখ্য অপেক্ষাও মমতাধিক্য আছে, এজন্ত শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য-জ্ঞানে এবং আপনাদিগকে পালক-জ্ঞানে নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন, ভৎসন, বন্ধনাদি করিয়াছেন । ইহাতে শাস্ত্র, দাস্ত্র ও সখ্যের নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবা, অসঙ্কোচভাব ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং আপনাতে পালক জ্ঞান আছে । এজন্ত সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ । “বাৎসল্যে শাস্ত্রের গুণ, দাস্ত্রের সেবন । সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥ সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ

তথাহি তত্রৈব (১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ভ্রঙ্কন শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যশ্ণাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ১৫

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।২০)—

নেমং বিরিক্ণে ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যন্তং প্রাপ বিমুক্তিদাং ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অতিবিশ্বয়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি । মহাশুদয় উদ্ভবো যশ্ণ তৎ । স্বামী । ১৫

ভগবৎপ্রসাদমগ্ৰেহপি ভক্তা লভ্যন্তে ইদম্ চিত্রমিতি সরোমাঞ্চমাহ নেমমিতি । বিরিক্ণঃ প্লোহপি ভব আত্মাপি শ্রীজায়াপি । স্বামী । ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

অগৌরব সার । মমতাধিক্যে তাড়ন-ভৎসন ব্যবহার ॥ আপনাকে পালক-জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান । চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে । “কৃষ্ণভক্ত-বশ” গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে ॥ ২।৯।১৮৫-৮ ॥” সখে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করা হয় ; কিন্তু বাৎসল্যে মমতা এত বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণকে হীন জ্ঞান করিয়া, আপনাকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল বা ভাবী সুখের জন্ত তাড়ন-ভৎসনাদি পর্য্যস্ত করা হয় ; সখে কিন্তু তাড়ন-ভৎসনাদি করার মতন মমতাধিক্য নাই ; এজন্ত সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ ।

শ্লো। ১৫ । অম্বয় । ব্রঙ্কন (হে মূনে) ! নন্দঃ (নন্দমহারাজ) মহোদয়ঃ (মহাপুণ্যজনক) এবং (এমন) কিং (কি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকার্য্য) অকরোং (করিয়াছিলেন), মহাভাগা (আর মহাভাগ্যবতী) যশোদা বা (যশোদাই বা) [কিং শ্রেয়ঃ অকরোং] (এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিয়াছেন), হরিঃ (শ্রীহরি—কৃষ্ণ) যশ্ণাঃ (বাহার) স্তনং (স্তন) পপৌ (পান করিয়াছিলেন) ?

অনুবাদ । পরীক্ষিৎ-মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন—হে মূনে ! নন্দমহারাজ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিলেন (বাহার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইলেন) ? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়াছিলেন (বাহার ফলে) শ্রীহরি তাঁহার (পুত্রস্ব স্বীকার করিয়া) স্তন পান করিয়াছিলেন ? ১৫

এই শ্লোকে বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির ও মমতাবুদ্ধির আধিক্য প্রদর্শিত হইল । শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি এবং মমতাবুদ্ধি এত অধিক যে—যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ং গর্গাচার্য্যও তাঁহাদের নিকটে বাহাকে “নারায়ণসমো গুণৈঃ” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বাহার বহু ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—পুত্নাবধাদি, মৃদভক্ষণলীলার ব্যপদেশে মুখগহ্বরে ব্রহ্মও-প্রদর্শনাদি—তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রমাত্র—তাঁহাদের লাল্য, তাঁহাদের অগ্ৰহের পাত্রমাত্র—মনে করিতেন ! যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা, তাঁহারা নিজেদিগকে তাঁহারই পালক বলিয়া মনে করিতেন । আর সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক-বিভূতস্ব, সর্ব্বপূজ্য, পরম-ব্রহ্ম, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সন্তানরূপে তাঁহাদের তাড়ন-ভৎসন অঙ্গীকার করিতেন, নন্দবাবার পাতৃকা মস্তকে বহন করিতেন, যশোদামাতার গুচ্ছ পান করিতেন এবং তৎকর্তৃক বন্ধনাদি-শাস্তিও অঙ্গীকার করিতেন ।

নন্দমহারাজ এবং যশোদা-মাতাও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর ; বাৎসল্যরসের আশ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরই সন্ধিনীশক্তি নন্দ ও যশোদারূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত । শ্লোকে যে তাঁহাদের “মহাপুণ্যজনক মঙ্গলকার্য্যের” উল্লেখ আছে, তাহা লৌকিক রীতি-অনুরূপ উক্তি—তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয়-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে ।

শ্লো। ১৬ । অম্বয় । বিমুক্তিদাং (বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে) যং প্রসাদং (যেই অগ্ৰহ) গোপী (যশোদা) প্রাপ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), তং ইমং (সেই প্রসাদ) বিরিক্ণঃ (ব্রহ্ম) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই), ভব (শিব) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই), অঙ্গসংশ্রয়া (অঙ্গসংলগ্না—বন্ধোবিলাসিনী) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) আপ (ও) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই) ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

অনুবাদ । পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব বলিলেন—বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই প্রসাদ—ব্রজা লাভ করেন নাই, শিব লাভ করেন নাই, এমন কি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই । ১৬

এই শ্লোকে দামবন্ধন-লীলাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধৃথলে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং সমস্তের মুক্তিদাতা হইয়াও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—কেবলমাত্র যশোদার প্রেমের বশীভূত হইয়া । দামবন্ধন-লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশুতার পরিচায়ক । কার সাধ্য আছে—স্বয়ং ভগবান্ বিভুবন্ত শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারে ? যদি তিনি নিজে বন্ধন স্বীকার করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে বাঁধা যায় । তিনি প্রেমের বশ—একমাত্র প্রেমের দ্বারাই তাঁহাকে বাঁধা যায় ; যশোদার প্রেমে তিনি এতই বশীভূত হইয়াছিলেন যে, যশোদার বন্ধন পর্য্যন্তও তিনি স্বীকার করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা-অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা ছোট মনে করেন, আমি তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্বপ্রকারে তাঁহার অধীন হইয়া থাকি ।” যশোদা পুত্রজ্ঞানে কৃষ্ণকে ছোট—তাঁহার লাল্য—মনে করিতেন, নিজেকে তাঁহার লালিকা মাতা বলিয়া—পালনকর্ত্রী মনে করিতেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন । তিনি মনে করিতেন—“কৃষ্ণ তো শিশু, ভালমন্দ কিছুই জানেনা ; তাই দধিভাণ্ড-ভঙ্গাদি অচ্যায় কাজ করে ; এখন হইতেই যদি শাসন না করা যায়, তবে ক্রমশঃই ইহার ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যাইবে—ভবিষ্যতে ইহার বড়ই অমঙ্গল হইবে । আমি ইহার মা—আমি শাসন না করিলে আর কেইবা ইহাকে শাসন করিবে ।” ইহা শ্রীকৃষ্ণে যশোদার মমতাতিশয়ের পরিচায়ক ; এই মমতাতিশয় যশোদার ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহার হাতে বাঁধা পড়িয়াছেন ; ইহাই যশোদার প্রতি তাঁহার অমুগ্রহ । যশোদা এই যে অমুগ্রহ লাভ করিলেন, তাহা অপর কেহ লাভ করিতে পারে নাই—এমনকি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াও ব্রজা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, আশ্রিত হইয়াও শিব তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী—যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে অবস্থিত, তিনিও—তাহা লাভ করিতে পারেন নাই । স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া—ইহা সর্বজনবিদিত এবং “অহং ভক্তপরাধীনঃ” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার নিজেরও স্বীকৃত । কিন্তু তাঁহার ভক্তবশুতা এতদূর পর্য্যন্ত উন্নত হইতে পারে যে, তিনি ভক্তের রজ্জুর বন্ধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ইহা কেবল দামবন্ধন-লীলাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে । ভক্তবশুতার চরম-পরাকাষ্ঠা ।

এই দুই শ্লোকে বাৎসল্য-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইল । “বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্যসার”—এই উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক দুইটি । সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে যে সেবা-বাসনার এবং সেবাতে সেই বাসনার অধিকতর বিকাশ, উক্ত দুই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল ।

উল্লিখিত শ্লোক দুইটির আর একটু আলোচনা করিলে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের উৎকর্ষ আরও একটু পরিস্ফুট হইতে পারে । তাই এস্থলে একটু আলোচনা করা যাইতেছে ।

মৃদভক্ষণ-লীলায় যশোদামাতা যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে চরাচর বিশ্ব, ব্রজধাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজেকেও দর্শন করিলেন, তখন অনেক বিতর্কের পরে তিনি মনে করিয়াছিলেন,—ইহা বুঝি শ্রীকৃষ্ণেরই কোনও এক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য । তখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইতেছিল । কিন্তু যশোদামাতার চিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান—বিদ্যমান থাকিলে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আশ্বাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে ; তাই লীলাশক্তি যশোদামাতার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন ; তখন বাৎসল্যের প্রাবল্যে—যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত যেন ভুলিয়া গেলেন ; কোনও কোনও লোক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কথা যেমন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

ভুলিয়া যায় তদ্রূপ । তখন তিনি পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় আত্মজ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন । শ্রীপাদ শুকদেবের মুখে এসকল কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল । বিভূতত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদামাতা ক্রুরূপে আত্মজ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন—ইহা ভাবিয়াই পরীক্ষিতের বিস্ময় । তাই তিনি শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ ইত্যাদি । নন্দ মহারাজ এমন কি মহৎপুণ্য করিয়াছিলেন যে, স্বয়ংভগবান্কে পুত্ররূপে পাইলেন ? আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পূর্ণতম ভগবানও তাঁহার শুচিপান করিয়াছিলেন ? পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন—“অষ্টবস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু দ্রোণ ও তদীয় পত্নী ধরাকে ব্রহ্মা যখন বলিয়াছিলেন—‘তোমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মথুরামণ্ডলে গোপালনবৃত্তি অবলম্বন কর এবং বস্তুদেবের সহিত সখ্য স্থাপন কর, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—‘আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে বিচিত্র মধুর-লীলাময় সর্বমনোহারী বিশ্বেশ্বর ভগবানে আমাদের যেন পরমা ভক্তি জন্মে—আপনি কৃপা করিয়া এই বর দিউন ।’ ধরা-দ্রোণের প্রার্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—‘তথাস্ত—তাহাই হউক ।’ তাই মহা-সৌভাগ্যশালী মহা যশস্বী দ্রোণ নন্দরূপে এবং তাঁহার পত্নী মহাসৌভাগ্যবতী ধরাদেবী যশোদারূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে মনে হয়, ব্রহ্মার বরেই দ্রোণ এবং ধরা ব্রজে নন্দ এবং যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন । যেমন প্রশ্ন, তেমনই উত্তর । ধরা-দ্রোণের উপাখ্যান যাহাদের চিত্তে জাগ্রত, মহারাজ-পরীক্ষিত যেন তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াই প্রশ্নটা করিয়াছিলেন । শ্রীশুকদেব যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই পরীক্ষিতের প্রতি একটু উদাসীন্ম প্রকাশ করিয়াই উল্লিখিতরূপ উত্তর দিলেন । উত্তরটা প্রশ্নের অম্লরূপই হইয়াছে । প্রশ্নের মধ্যে নন্দ-যশোদার পূর্ব-সাধনের ইঙ্গিত আছে ; উত্তরেও সাধনের কথাই খুলিয়া বলা হইয়াছে । ইহা কিন্তু যথার্থ উত্তর নহে । যথার্থ উত্তর—ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীশুকদেব যে দামবন্ধন-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে “নেমং বিরিক্ষে ন ভবঃ”—ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে । যাহা হউক, শ্রীশুকদেবের উল্লিখিত উত্তরে ধরা-দ্রোণ-সম্বন্ধীয় উপাখ্যানেরও একটা সমাধান পাওয়া যায় । স্বরূপতঃ দ্রোণ হইলেন শ্রীমন্দের অংশ, আর ধরা হইলেন শ্রীযশোদার অংশ । ব্রহ্মাও তাঁহাদের অবতরণ নরলীল-শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উপক্রম মাত্র । তাঁহাদের চিত্তে নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম নিত্য বর্তমান ; যখন তাঁহারা ব্রহ্মাও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল । প্রেমের স্বাভাবিক দৈচ্য এবং তজ্জনিত পরমোৎকর্ষাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্ম—পুত্ররূপে প্রাপ্তির জন্ম—তাঁহাদের স্বাভাবিকী বলবতী বাসনা । কিন্তু যখন ব্রহ্মার নিকটে তাঁহারা বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন সেস্থানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান অনেক মুনি উপস্থিত ছিলেন । তাঁহাদের সাক্ষাতে ধরা-দ্রোণ তাঁহাদের হৃদ্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াই “পরমা ভক্তি লাভের ইচ্ছার” আবরণে তাহাকে আবৃত করিয়া কথাটা প্রকাশ করিলেন । পরমা ভক্তির যথাক্রম অর্থ যাহাই হউক, ধরা-দ্রোণের হৃদ্য অর্থ হইতেছে—শুদ্ধবাৎসল্যময়ী প্রীতি, তাঁহাদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে পাওয়া । যাহা হউক, নন্দ-যশোদা স্বয়ংরূপে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহাদের অংশ দ্রোণ-ধরাও অংশীর সহিত মিলিত হইয়া গেলেন—দ্রোণ মিলিত হইলেন তাঁহার অংশী শ্রীমন্দের সঙ্গে এবং ধরা মিলিত হইলেন তাঁহার অংশিনী শ্রীযশোদার সঙ্গে । ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার । যখনই অংশী জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার সমস্ত অংশ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন । ধরা-দ্রোণের প্রতি ব্রহ্মার বরপ্রদানের ব্যপদেশে এই তত্ত্বটাই লীলাতে প্রকাশ করা হইয়াছে । বস্তুতঃ ব্রহ্মার বরে কেহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা হইতে পারেন না ; তাহাই “নেমং বিরিক্ষে ন ভবঃ”—ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন । এই শ্লোকে বলা হইল—স্বয়ং ব্রহ্মাই (বিরিক্ষে) যে প্রসাদ লাভ করেন নাই, তাঁহার বর-প্রভাবে সেই প্রসাদ কেহই লাভ করিতে পারেন না । শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করার বর দেওয়ার যোগ্যতা ব্রহ্মার আছে বলিয়া ব্রহ্মা নিজেও

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর ।

রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

মনে করেন না । যেহেতু, “তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপাটব্যাং যদ্গোকুলেহপি কতমাজিষ্মুরজোভিষেকম্ । যজ্ঞীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্তথাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪ ॥”-ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন—সমস্ত বেদ যাহার চরণধূলি-কণিকার অল্পসন্ধান করেন, সেই মুকুন্দ যাহাদের জীবনসদৃশ, সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোনও এক জনের চরণধূলি-কণিকা লাভের সম্ভাবনায় গোকুলে যে কোনও জন্ম লাভ করাই পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক । ইহাতেই দেখা যায়, শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদার কথা তো দূরে, ব্রজের যে কোনও একজনের চরণধূলি লাভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির অমুকুল বর দেওয়ার যোগ্যতা তাঁহার আছে বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই যে মনে করেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায় । নন্দ-যশোদা তো দূরের কথা, যে কোনও ব্রজবাসী অপেক্ষাই হীন বলিয়া ব্রহ্মা নিজেকে মনে করেন । তবে তিনি যে ধরা-দ্রোণের প্রার্থনার উত্তরে “তথাস্তু” বলিয়াছেন, তাহার হেতু এইরূপ হইতে পারে । প্রথমতঃ, যথাস্তু অর্থে ধরা-দ্রোণ শ্রীহরিতে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন । জগদগুরু ব্রহ্মাও “তথাস্তু” বলিয়াছেন—তোমাদের ভক্তি হউক । ইহার অর্থ এই নহে যে, “তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাও ।” দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মা জানিতেন—ধরা-দ্রোণ নন্দ-যশোদার অংশ ; তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাদের পুত্র আছেনই এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তৎপূর্বে নন্দ-যশোদা অবতীর্ণ হইলে ধরা-দ্রোণ তো তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কোলে পাইবেনই । এইরূপ মনে ভাবিয়া ব্রহ্মা মনে মনে বলিলেন—“কৃষ্ণ তো তোমাদের পুত্রই, তিনি যখন অবতীর্ণ হইবেন, তখন নন্দ-যশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমরা তো তাঁহাকে তোমাদের কোলে পাইবেই । তথাপি বাৎস্যল্যের পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ পুত্ররূপে তোমাদের কৃষ্ণকে প্রাপ্তির কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে পাইলে যদি তোমাদের চিত্তে একটু সাধনা জন্মে, তবে আগিও বলিতেছি—তথাস্তু ।” যাহা অবধারিত, তাহাই “তথাস্তু” শব্দে ব্রহ্মা প্রকাশ করিলেন ।

বস্তুতঃ নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ পরিকর । তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী—এইরূপই তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ অভিমান এবং তদনুরূপ বাৎস্যল্যপ্রেমও তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ । কোনও সাধনের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী হয়েন নাই । কেহ হইতেও পারেন না । যাহা ব্রহ্মা পারেন নাই, শিব পারেন নাই, এমন কি ভগবদ্বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও পারেন নাই,—এরূপ এক অপূর্ণ প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যশোদা পাইয়াছেন—অনাদিকালে । কি সেই প্রসাদ ? যাহার প্রভাবে বিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেও রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা যায়, সেই পরিপক্কতম বাৎস্যল্যপ্রেম—যাহার বশীভূত হইয়া বিভূত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর বন্ধন পর্যন্ত অঙ্গীকার করেন এবং অঙ্গীকার করিয়া পরমানন্দ অমুভব করেন । এই পরম-প্রসাদ সাধনলভ্য বস্তু হইতে পারে না । স্বীয় বাৎস্যল্য-রস-লোলুপতাবশতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্বাভিমানিনী যশোদাকে অনাদিকালেই এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিয়া রাখিয়াছেন । ইহাই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর । ইহা দ্বারা যশোদামাতার বাৎস্যল্য-প্রেমের পরমোৎকর্ষও সূচিত হইল এবং তাঁহার সেবা-বাসনার পরম-বিকাশও সূচিত হইল । (প্রশ্ন হইতে পারে, বাৎস্যল্যপ্রেম যদি সাধনলভ্যই না হয়, তাহা হইলে বাৎস্যল্য-ভাবের উপাসকদের সাধন কি নিরর্থক ? তাঁহাদের উপাসনা নিরর্থক নয় । যশোদার বাৎস্যল্যের মতন বাৎস্যল্য তাঁহারা পাইবেন না বটে; কিন্তু সেই বাৎস্যল্যের আনুগত্যময় বাৎস্যল্য-প্রেম তাঁহারা পাইবেন । যশোদা-মাতার আনুগত্যে বাৎস্যল্যভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারিবেন) ।

৬৩ । রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“হাঁ, ইহাও—বাৎস্যল্য প্রেমও—উত্তম বস্তু ; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উত্তম কিছু থাকিলে তাহা বল ।”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

এহোত্তম—বাৎসল্য-রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে হীন এবং আপনাকে বড় মনে করা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে অধীন থাকেন ; এ জন্ত এই রতিকে উত্তম বলা হইয়াছে । মহাপ্রভু বলিলেন—বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা প্রেমের আরও কোনও পরিপক্বাবস্থা যদি থাকে, তাহা বল ।

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—“কান্তাপ্রেমই সর্বসাধ্যসার ।”

কান্তা প্রেম—শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ, আর আপনাদিগকে তাঁহার উপভোগ্যা কান্তা মনে করিয়া নিজেদের সমস্ত সুখ-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্ভোগ-লালসা, তাহাকে কান্তাপ্রেম বলে । কান্তা—বলিতে এস্থলে পরকীয়-ভাবাপন্ন ব্রজগোপীদিগকে বুঝাইতেছে । কারণ, পরবর্তী “নায়ং শ্রিয়োহং” ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজদেবীগণের কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বাৎসল্যপ্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া “অমুরাগ” পর্য্যন্ত যাইতে পারে ; কিন্তু কান্তাপ্রেম ভাব ও মহাতাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ; এজন্ত ইহা বাৎসল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

কান্তাপ্রেমে শাস্ত্রের নিষ্ঠা, দাস্ত্রের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ-ভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য তো আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণের সুখের জন্ত নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে, এজন্ত ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । “মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় । সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয় ॥ কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন । অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । এক দুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার । অতএব স্বাদাধিক্য করে চমৎকার ॥ ২।১৯।১৮৯-৯২ ।” শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন । বেদস্ততি হইতে সেই হরে মোর মন ॥ ১।৪২৩ ।” “পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে । এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ২।৮৬৯ ।” শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৩২ অং ২১শ শ্লোকে (“ন পারয়েহং”—ইত্যাদি শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি গোপীদিগের প্রেমে তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্ত ঋণী হইয়া রহিয়াছেন । এই ঋণ শোধ করিবার তাঁহার কোনও উপায়ই নাই । সুতরাং এই কান্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

দাস্ত্র, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও না কোনও একটা সম্বন্ধ আছে । দাস্ত্রভাবের ভক্তদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, আর তাঁহারা তাঁহার দাস । সখ্যভাবের ভক্তদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবময় সম্বন্ধ । বাৎসল্যভাবে নন্দ-বশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান । এই তিন ভাবের প্রত্যেকটীতেই একটা সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে ; এই তিন ভাবের ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণসেবা তাঁহাদের সম্বন্ধের অমুগামিনী । যাহাতে সম্বন্ধের মর্যাদা লজ্জিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের জন্মে না । এই তিনভাবের পরিকরদের মধ্যে সম্বন্ধের মর্যাদাই প্রাধান্য লাভ করে ; তাঁহাদের পক্ষে আগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, তারপর সম্বন্ধানুকূলভাবে সেবা । তাই তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় সম্বন্ধানুগা রতি । তাঁহাদের সেবাবাসনা বিকাশের পথে যেন সম্বন্ধের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া পড়ে ; তাই সেবা-বাসনা অবাধভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারেনা । কিন্তু কান্তা-ভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের ভাব অন্তরূপ । তাঁহাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের একটা সম্বন্ধ—কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ আছে বটে ; কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রাধান্য নাই ; প্রাধান্য হইতেছে সেবা-বাসনার । তাঁহাদের সেবা-বাসনা সম্বন্ধের অনুগত নহে ; সম্বন্ধই বরং সেবা-বাসনার অনুগত । তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার বাসনা অপ্রতিহত ভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় । শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অণু কিছুই তাঁহাদের চিতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না । যে প্রকারেই হউক, শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য ; তজ্জন্ত বেদধর্ম-লোক-ধর্ম-স্বজন-আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না, একটু বিচার-বিবেচনাও করেন না । উৎকর্ষাময়ী সেবাবাসনার স্রোতের মুখে বেদধর্ম-কুলধর্মাদি-স্ববিষয়ক সমস্ত অনুসন্ধান—তৃণের মত দূরদেশে ভাসিয়া চলিয়া যায় ; সেদিকে তাঁহাদের জ্ঞানপও থাকেনা । শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিতে সমুৎসুক ; প্রয়োজন হইলে নিজাঙ্গদ্বারাও সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া

তথাহি তত্রৈব (১০।৪৭।৬০) —

নায়াং শ্রিয়োহংস উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্ঘোষিতাং নলিনগন্ধকচাং কুতোহত্যাঃ ।

রাসোৎসবেহস্ত ভুজদগুহীতকণ্ঠ-

লক্ষাশিয়াং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীগাম্ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অত্যন্তাপূর্ক্‌শচায়াং গোপীষু ভগবতঃ প্রসাদ ইত্যাহ নায়মিতি । অঙ্গে বক্ষসি উ অহো নিতান্তরতেরেকান্তরতেঃ শ্রিয়োহপি নায়াং প্রসাদোহুগ্রহোহস্তি নলিনশ্চেব গন্ধো রক্ কান্তিস্চ যাসাং স্বর্গাঙ্গনানাং অপূসরসামপি নাস্তি অত্যাঃ পুনঃ দূরতো নিরস্তাঃ । রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদগুহীত্যাং গুহীত আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠ স্তেন লক্ষা আশিবো যাতি স্তায়াং গোপীনাং য উদগাদাবির্ভূত । স্বামী । ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

থাকেন । এইরূপে নিজাঙ্গদ্বারা সেবায় স্বেচ্ছায়ের নিমিত্তই যেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কাস্তাকাস্ত সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াছেন । এই সম্বন্ধ হইল সর্ববিধ সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার জন্ত । তাঁহাদের অবাধ-সেবা-বাসনার ফলই হইল এই কাস্তাকাস্ত-সম্বন্ধ । তাই এই সম্বন্ধ হইল তাঁহাদের সেবা-বাসনার অমুগত । এজন্ত ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় কামাগুগা রতি—কৃষ্ণসেবা-বাসনার (কৃষ্ণসেবা-কামনার) অমুগামিনী রতি । ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা-বাসনার বিকাশে বাধা দিতে পারে, এমন কোনও প্রতিবন্ধক নাই । তাই কাস্তাপ্রেমেই সেবা-বাসনার সর্বাতিশায়ী বিকাশ । ইহাই কাস্তাপ্রেমের সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষ ।

শ্লো । ১৭ । অম্বয় । রাসোৎসবে (রাসোৎসব-সময়ে) অস্ত (এই শ্রীকৃষ্ণের) ভুজদগুহীতকণ্ঠ-লক্ষাশিয়াং (ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গুহীত হওয়ায় পূর্ণমনোরথা) ব্রজসুন্দরীগাং (ব্রজসুন্দরীদিগের) যঃ (যাহা—যে প্রসাদ) উদগাং (প্রাকট্য লাভ করিয়াছিল—ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন) অয়াং (তদ্রূপ) প্রসাদঃ (প্রসাদ) অঙ্গে (অঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে—বামবক্ষঃস্থলে নিয়তবর্তমানা) নিতান্তরতেঃ (পরম-প্রেমময়ী) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্মীদেবীরও) উ (নিশ্চিত) ন (নাই), নলিনগন্ধকচাং (পদ্মের ছায় গন্ধ ও কান্তিযুক্তা) স্বর্ঘোষিতাং (স্বর্গাঙ্গনাগণেরও) [ন] (নাই), অত্যাঃ (অন্তরমণীগণ) কুতঃ (কোথা হইতে) ?

অনুবাদ । রাসোৎসবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গুহীত হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষঃস্থলে নিয়তবর্তমানা পরমপ্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, এবং পদ্মের ছায় গন্ধ ও কান্তি ঐহাদের সেই স্বর্গাঙ্গনা অঙ্গরাগণও লাভ করেন নাই ; অত্যাচ্চ কামিনীগণের তো কথাই নাই । ১৭

রাসোৎসবে—রাসলীলাকালে । ভুজদগুহীতকণ্ঠলক্ষাশিয়াং—ভুজরূপ দণ্ড ভুজদণ্ড ; দণ্ডের ছায় স্নগোল এবং ক্রমশঃ সক্রতাপ্রাপ্ত স্নশোভন বাহ ; তদ্বারা গুহীত বা আলিঙ্গিত হইয়াছে কণ্ঠ ঐহাদের ; রাসোৎসব-সময়ে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্নশোভন বাহুদ্বারা প্রীতিভরে ঐহাদের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকৃত সেই কণ্ঠালিঙ্গনদ্বারা আশিষ্—মনোবাসনার পরিপূর্ণতা—লাভ করিয়াছেন ঐহারা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাসলীলায় তদ্রূপ আলিঙ্গিত হওয়াতে অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে ঐহাদের, সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদঃ—অমুগ্রহ, নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার অধিকাররূপ যে অমুগ্রহ—অথবা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-জনিত পরমসুখের যে উল্লাস—লাভ করিয়াছেন—তাহা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারেন নাই, স্বর্গের অঙ্গরাগণও লাভ করিতে পারেন নাই । অঙ্গে—দেহে ; বেথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা ; অথবা প্রেমস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-বিশেষ শ্রীনারায়ণের বক্ষে অবস্থিতা যে লক্ষ্মী, তাঁহার এবং নিতান্তরতেঃ—শ্রীকৃষ্ণে নিতান্ত (অত্যন্ত গাঢ়) রতি (প্রেমা) বাহা—শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রেমবতী যে লক্ষ্মী, তাঁহার । রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভ্রান্তের জন্ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী তপস্থা করিয়াছিলেন (যদ্বাৎ শ্রীললনাচরিতপঃ । ভা ১০।১৬।৩৬), কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই । তাই বলা হইয়াছে, পরমপ্রেমবতী

তথাহি তত্রৈব (১০।৩২)—

তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মানমুখাশ্রুজঃ ॥

পীতাস্বরধরঃ স্রগী সাক্ষান্নম্মথমম্মথঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয় ।

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছে ॥ ৬৪

কিন্তু যার যেই ভাব—সে-ই সর্বোত্তম ।

তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবীরও সেই ব্রজসুন্দরীদিগের ছায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই । **নালিনগন্ধরুচাং**—নলিনের (পদ্মের) ছায় গন্ধ রুচি (কাস্তি) যাঁহাদের, যাঁহাদের অঙ্গের কাস্তি পদ্মের ছায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ এবং যাঁহাদের অঙ্গের গন্ধও পদ্মের গন্ধের ছায় মনোহর, তাঁদৃশ **স্বর্ঘোষিতাং**—স্বর্গীয় রমণীগণের—অপ্সরোগণেরও—ব্রজসুন্দরীদিগের ছায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই । অর্থাৎ রমণীগণের তো কথাই নাই (শ্রীধরস্বামী) । বৈষ্ণবতোষণীসম্মত অর্থ এইরূপ । **স্বর্ঘোষিতাং**—স্বর্ঘোষিতাং স্বশ্চুড়ামণিঃ শুভগয়ন্তমিবাশ্রমিষ্যমিত্যুক্তাদিশা দিব্যাস্থ-ভোগাস্পদ-লোকগণশিরোমণি-বৈকুণ্ঠস্থিতানাং ভূলীলাপ্রভৃতীনাং মধ্যে । স্বঃ—দিব্যাস্থ-ভোগাস্পদ লোকসমূহের শিরোমণিতুল্য বৈকুণ্ঠ । সেই বৈকুণ্ঠে ভূ-লীলা প্রভৃতি যে সকল পরম-প্রেমবতী ভগবৎ-কান্তাগণ আছেন, স্বর্ঘোষিত-শব্দে এখানে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে । তাঁহাদের মধ্যেও **নিতান্তরতেঃ**—পরম-প্রেমযুক্তা **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীরও ব্রজসুন্দরীদিগের ছায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই । যাঁহাদের অঙ্গকাস্তি পদ্মের ছায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ এবং যাঁহাদের অঙ্গগন্ধও পদ্মগন্ধের ছায় মনোহর, ভূ-লীলা প্রভৃতি সেই ভগবৎ-কান্তাগণও ভগবানে অত্যন্ত প্রেমমবতী ; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর প্রেম তাঁহাদের প্রেম অপেক্ষাও অনেক গাঢ় । এতাদৃশী লক্ষ্মীদেবীও কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের ছায় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই ।

এই শ্লোকে সাধারণ রমণীগণ, স্বর্গের দেবীগণ ও অপ্সরোগণ, ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণিত হইল । কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক এই শ্লোক “কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার”—এই উক্তির প্রমাণ ।

শ্লো। ১৮ । অম্বর । অম্বাদি ১০।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যাতিশয়ের কথা বলা হইয়াছে ; তাঁহাদের বিরহাতি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অনতিবিলম্বে তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সম্মত-সম্মতরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের চরমবিকাশ ; কান্তাভাবব্যাতিত অল্প কোনও ভাবেই এই মাধুর্যের অনুভব সম্ভব নহে—ইহাই এই শ্লোক হইতে স্থচিত হইতেছে ।

এই শ্লোকও কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক ।

৬৪ । এক্ষণে ৬৪—৭২ পয়ারেও কান্তাপ্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির নানারূপ সাধন আছে ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্নরূপ সাধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পাওয়া যায়, একই রূপে পাওয়া যায় না । জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি-ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ; ঐশ্বর্য্য-মিশ্রাভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণকে পাওয়া যায়, শুদ্ধাভক্তি দ্বারা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় । এইরূপে প্রাপ্তির রকম-ভেদ আছে । আবার দাশু, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে এক শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু সেই পাওয়ারও যে ইতর-বিশেষ আছে, তাহা পূর্বোল্লিখিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিচার হইতে বুঝা যায় । কেহ পায় প্রভু ভাবে, কেহ পায় সখা ভাবে, কেহ পায় পুত্র ভাবে, ইত্যাদি ; সকলে একভাবে পায় না ।

৬৫ । যার যেই ভাব—বিভিন্ন সাধন-প্রণালীতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিভিন্নতা থাকিলেও যিনি যেই ভাবে সাধন করেন, তিনি সেই ভাবেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন । কিন্তু তটস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া বিচার করিলে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা বুঝা যায় । **তটস্থ**—কোনও ভাবে আবেশহীন ; নিরপেক্ষ ।

ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে

স্থায়িভাবলহর্যাম্ (৫১২)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যাপি ।

রতির্বাসনয়া স্বাদী ভাসতে কাপি কশ্চিৎ ॥ ১০

পূর্বপূর্ব রসের গুণ পরেপরে হয় ।

দুই-তিন গগনে পঞ্চপর্যন্ত বাঢ়য় ॥ ৬৬

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে ।

শান্ত-দাস্ত-সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ ৬৭

আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে ।

দুই-তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে । নম্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্ । তত্রাণ্ডে সর্বেষামেকত্রৈব প্রবৃদ্ধিঃ শ্রুত্যাং । দ্বিতীয়েচ কশ্চিৎ কচিৎ প্রবৃদ্ধৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমুত্তরক্রমেণ সাদী অভিক্রুচিভা নম্বত্র বিবেক্তা কতমঃ শ্রুত্যাং নির্কাসনঃ একবাসনো বহুবাসনো বা । তত্রাণ্ডায়ারত্তর স্বাদাভাবাদিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অন্ত্যস্ত চ রসভাবিতাপর্য্যবসানান্নাস্তীতি সত্যম্ । তথাপ্যেকবাসনশ্চ এতদ্ ঘটতে । রসান্তরশ্রুত্যাং প্রত্যক্ষেষ্টেপি সদৃশরসশ্রো-
পমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসশ্রুতু সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদহুমানেন চেতি ভাবঃ । শ্রীজীব । ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্লো। ১০। অম্বয় । অম্বয়াদি ১৪৪৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ; তাই কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও সকলে কান্তাপ্রেমের উপাসনা করেন না ; দাস্ত-সখ্যাদি রসের মধ্যে যে রসে যাঁহার রুচি হয়, তিনি যে সেই রসেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল । ইহা পূর্ববর্তী পয়ারের প্রথমার্ধের প্রমাণ ।

৬৬। রস—শাস্তাদি কৃষ্ণরতি বিভাবাদির সহিত যুক্ত হইলে চমৎকৃতিজনক পরমাস্বাদতা লাভ করিয় রসরূপে পরিণত হয় ; এইরূপে বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে শাস্তরতি শাস্তরসে, দাস্তরতি দাস্তরসে, সখ্যরতি সখ্যরসে, বাৎসল্যরতি বাৎসল্যরসে এবং মধুরা রতি মধুর রসে পরিণত হয় । ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

পূর্বপূর্বরস—শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের মধ্যে বাৎসল্য হইল মধুরের পূর্বে, সখ্য হইল বাৎসল্যের পূর্বে, দাস্ত হইল সখ্যের পূর্বে, এবং শাস্ত হইল দাস্তের পূর্বে । পূর্ব পূর্ব রসের গুণ ইত্যাদি—শাস্তের গুণ দাস্তে, দাস্তের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং বাৎসল্যের গুণ মধুরে বর্তমান । তাই একদুই ইত্যাদি—শাস্তের একটি গুণ, দাস্তের দুইটি গুণ, সখ্যের তিনটি গুণ, বাৎসল্যের চারিটি গুণ এবং মধুরের পাঁচটি গুণ । এই পয়ারে বলা হইল—গুণাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ।

৬৭। গুণাধিক্য ইত্যাদি—যে রসে গুণ যত বেশী, সেই রসে স্বাদের আধিক্যও তত বেশী ; তাই শাস্ত অপেক্ষা দাস্তে, দাস্ত অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য । শাস্তদাস্ত ইত্যাদি—মধুর রসে শাস্তাদি সমস্ত রসের গুণই বর্তমান ; সুতরাং সকল রসের স্বাদও বর্তমান । এই পয়ারে বলা হইল—স্বাদাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ।

৬৮। পূর্ব পয়ারদ্বয়ের উক্তি একটা দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন ।

আকাশাদি—আকাশ (ব্যোম), বায়ু (মরুৎ), তেজ, জল (অপ), পৃথিবী (ক্ষিতি) এই পঞ্চভূত । গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ । আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । এই পৃথিবীতে যেমন আকাশাদি পূর্ব-চারিভূতের সকলের গুণই আছে, অধিকন্তু পৃথিবীর বিশেষ গুণ 'গন্ধ' আছে, তদ্রূপ কান্তাপ্রেমে শাস্ত, দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ ত আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণস্বাদের জন্ত, নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে ।

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে ।

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥ ৬৯

তথাহি (ভাঃ—১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২০

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে—।

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৭০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বস্তুর্নানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২১ ॥

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে ।

অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৬৯। এই প্রেমা—কান্তাপ্রেম । পরিপূর্ণ-কৃষ্ণ-প্রাপ্তি—শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তি । দাস্তাদি-প্রেমে স্ব-স্ব-গুণানুরূপ সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু কান্তাপ্রেমে দাস্তাদি সকল প্রেমের গুণ এবং আরও একটা গুণ অধিক থাকায়, এই প্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায় । কান্তাপ্রেম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় বলিয়া ইহা সর্বসাধ্য-সার ।

কান্তাপ্রেমের সেবায় দাস্তাদি সকল প্রেমের সেবাই আছে ; শাস্তের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, “কৃষ্ণবিনাতৃষ্ণাত্যাগ” ; কান্তাপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণেও তাহা আছে—তঁাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বাতীত অল্প কিছুই চাহেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণের জগু তঁাহারা দেহ-গেহ-আত্মীয়-স্বজন সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন । তঁাহারা দাস্তের ছায় সর্ববিধ সেবাও করেন ; সখাদের ছায় শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তঁাহাদেরও কোনরূপ সন্দোহ নাই, গৌরববুদ্ধি নাই, প্রণয়াতিশয্যে তঁাহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদিগকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন । বাৎসল্যের সার হইল—মঙ্গলকামনা, স্নেহবশতঃ তৃপ্তির সহিত ভোজনাদি করান ; ব্রজসুন্দরীরা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাহাও করেন ; অধিকন্তু নিজাঙ্গদ্বারা কান্তারূপে সেবাও তঁাহাদের আছে ; দাসের সেবা, সখার সেবা, মাতার সেবা এবং কান্তার ছায় সেবা—সমস্তই কান্তাপ্রেমে আছে । সেব্যের প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত যত রকমের সেবা সম্ভব, তৎসমস্তই দাস্তাদি চারি-ভাবের সেবার অন্তর্ভুক্ত ; এক মধুর প্রেমের সেবার মধ্যেই তৎসমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় । তাই বলা হইয়াছে—কান্তাপ্রেমের সেবাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা ।

সর্বাধিক-সেবাপ্রাপক হিসাবেও যে কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল ।

কান্তাপ্রেম হইতে যে পরিপূর্ণ কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ যে এই কান্তাপ্রেমেরই সম্যক্রূপে বশীভূত, তাহার প্রমাণ পরবর্তী শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে ।

শ্লো। ২০। অম্বয় । অম্বয়াদি ১।৪।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদিগের একান্ত বশীভূত, তিনি যখন যেস্থানেই থাকুন না কেন, তঁাহাদের প্রেম যে তঁাহাকে আকর্ষণ করিয়া তঁাহাদের নিকট আনিতে সমর্থ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল । এইরূপ শক্তি দাস্তাদি অল্প কোনও প্রেমেরই নাই ।

৭০। ১।৪।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২১। অম্বয় । অম্বয়াদি ১।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

৭১। এই প্রেমার—কান্তাপ্রেমের । যদি কেহ স্বস্বথ-বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ তঁাহার সেই বাসনা পূর্ণ করিয়া এক রকমে অনুরূপ ভজন করেন । অথবা, যিনি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি-সাধনের জগু চেষ্টা করেন, শ্রীকৃষ্ণও যদি ঠিক সেই ভাবে তঁাহার তৃপ্তির জগু চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলেও অনুরূপ ভজন হইতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই দুইটি উপায়ের কোনও উপায়দ্বারাই গোপীদিগের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন না । তাহার কারণ এই :—প্রথমতঃ, গোপীদিগের স্বস্বথ-বাসনার লেশমাত্রও নাই ; স্তবরাং তঁাহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তঁাহাদিগকে কিছুই দান করিতে পারেন না ; তঁাহাদের বাসনা—একমাত্র কৃষ্ণের

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২২)—

ন পারয়েহং নিরবন্তঃসংজ্ঞাং

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধ্যাম্যপি বঃ ।

যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২

যতপি কৃষ্ণসৌন্দর্য—মাধুর্যের ধূর্য্য ।

ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৭২

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৩।৬)—

তত্রাতি শুভভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

মহামারকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাম্ভিষ্ঠাভিঃ শুভভে গোপীদৃষ্ট্যভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনম্ । স্বামী । ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সুখ ; এই বাসনা যদি তিনি পূর্ণ করেন, তবে নিজেরই লাভ হয়, পরন্তু গোপীদিগকে কিছুই দেওয়া হয় না । দ্বিতীয়তঃ, গোপীরা প্রত্যেকেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া অনন্তভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এক গোপীর জন্ত সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন না ; অপর গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না ; সুতরাং তিনি অনন্তভাবে কোনও এক গোপীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না । এজন্তই তিনি গোপীদিগের অনুরূপ ভজন করিতে অক্ষম । ইহার প্রমাণ পরবর্তী শ্লোক ।

শ্লো। ২২ । অর্থ্য । অর্থ্যাদি ১।৪।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

গোপীদিগের প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিকটে ঋণী হইয়া রহিলেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । এই শ্লোকদ্বারা কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদিত হইতেছে ; কারণ, দাওয়াদি অথ কোনও ভাবের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণকে একরূপভাবে ঋণী করিতে পারে না ।

শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-শক্তি কান্তাপ্রেমে সর্বাধিকরূপে বর্তমান বলিয়াও যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক ও ৭১ পয়ার ।

৭২ । মাধুর্য্য—কোনও অনির্কচনীয় রূপ ; অপূর্ব্ব মধুরতা । ধূর্য্য—পরাকাষ্ঠা ; শ্রেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা—শেষসীমা—প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, সুতরাং আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না । কিন্তু এই কান্তাপ্রেমের এমনি এক অচিন্ত্য-অদ্ভুত-শক্তি যে, ব্রজগোপীদিগের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে । ইহাতেও বুঝা যায় কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ।

(১।৪।১৬১ পয়ার দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যবর্দ্ধকত্বহিসাবেও যে কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল ।

শ্লো। ২৩ । অর্থ্য । তত্র (সেখানে—রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (স্বর্ণনির্ম্মিত বা স্বর্ণবর্ণ) মণীনাং (মণিসমূহের মধ্যে) যথা (যেরূপ) মহামারকতঃ (মহামারকত) [শোভতে] (শোভা পায়), [তথা] (তদ্রূপ) তাভিঃ (তাঁহাদের দ্বারা—স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণদ্বারা পরিবৃত্ত বা আলিঙ্গিত হইয়া) ভগবান্ (সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্বশোভাসম্পন্ন) দেবকীসুতঃ (দেবকীনন্দন) অতি শুভভে (অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন) ।

অনুবাদ । সেই রাসমণ্ডলে, স্বর্ণবর্ণমণিগণমধ্যে মহামারকত যেরূপ শোভা পায়, তদ্রূপ সেই স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত্ত বা আলিঙ্গিত হইয়া ভগবান্ দেবকী-নন্দনও অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন । ২৩

হৈমানাং মণীনাং—হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) মণিসমূহের মধ্যে । অথবা, স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাকার বস্ত্রসমূহ—যাহা দেখিতে ঠিক মণির ছায় দেখায়—তাঁহাদের মধ্যে । মহামারকতঃ—মারকত হইল ইন্দ্রনীলমণি ; মহামারকত হইল অনতি-শ্রামল মরকত-মণি । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রনীলমণির বর্ণের ছায় শ্রামল ; রাসস্থলীতে স্বর্ণবর্ণা গোপসুন্দরী-গণকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পীতকাস্তির চ্ছটায় তাঁহার অঙ্গের শ্রামলত্ব একটু

প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি স্থনিশ্চয় ।

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ৭৩

রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেনজনে ।

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ৭৪

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্য-শিরোমণি ।

যাহার মহিমা সর্ববশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

তরলতা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার বর্ণ তখন ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ অপেক্ষা একটু কম শ্রামল হইয়াছিল, তিনি তখন অনতি-শ্রামল-ইন্দ্রনীলমণির মত হইয়াছিলেন ; এই অনতিশ্রামল-ইন্দ্রনীলমণিকেই—ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ তাহার স্বাভাবিক শ্রামলবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণের চ্ছটায় কিছুকম শ্রামল হইলে বাহা হয়, তাহাকে—পীতবর্ণের চ্ছটাপ্রাপ্ত ইন্দ্রনীলমণিকেই—এইস্থলে “মহামারকত” বলা হইয়াছে (তোবণী) । ইন্দ্রনীলমণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হেম-মণির মধ্য-গত হইলে যেমন বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়—তদ্রূপ, নবঘনশ্রামল শ্রীকৃষ্ণের শোভাও—রাসস্থলীতে পীতবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণদ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ায় অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল । **অতিশুশুভে**—অত্যন্ত শোভা পাইতেছিলেন ; স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, সর্বজন-মনোহর, “আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর ।” পরম-প্রেমবতী-নিত্যপ্রেয়সী-ব্রজসুন্দরী-গণকর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় তাঁহার শোভা যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল । **ভগবান্**—শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং সর্ব্বশোভাসম্পন্ন, সুতরাং স্বভাবতঃই যে তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য চরমকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই সূচিত হইতেছে । **দেবকীসুতঃ**—দেবকীতনয় ; সাধারণতঃ যিনি দেবকীনন্দন বলিয়া খ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণ । অথবা, যশোদারও একটা নাম আছে—দেবকী ; এই অর্থে দেবকীসুত অর্থ যশোদানন্দন ।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এই শ্লোকের বর্ণিত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কি একমূর্ত্তিতে ছিলেন, না কি বহুমূর্ত্তিতে ছিলেন ? শ্লোকে বহু হেম-মণি এবং একটা মহামারকতের (শ্লোকস্থ মহামারকত-শব্দ একবচনান্ত বলিয়া) উল্লেখ আছে, আবার (তাভিঃ শব্দে সূচিত) বহু ব্রজসুন্দরী এবং এক দেবকীসুতের উল্লেখ আছে ; তাহাতে মনে হয়—বহু হেমমণির মধ্যে যেমন এক মহামারকত, তদ্রূপ বহু ব্রজসুন্দরীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত ছিলেন । কিন্তু শ্রীমদভাগবতে উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্রজসুন্দরীগণ “মেঘচক্রে বিরেজুঃ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । এস্থলে “মেঘচক্রে” শব্দের টীকাপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিচরণ “নানামূর্ত্তিঃ কৃষ্ণে মেঘচক্রমিব” লিখিয়াছেন ; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তিতে—এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে—রাসস্থলীতে বিরাজিত ছিলেন । বিশেষতঃ পূর্ববর্ত্তী “রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিত । যোগেশ্বরেণ রম্যেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭।”—শ্লোকে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতি দুই গোপীর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপে বিরাজিত ছিলেন । তাহা হইলে—মনে করিতে হইবে, সামান্তরূপেই মহামারকত-শব্দকে একবচনান্ত করা হইয়াছে ।

যাহা হউক, ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যে অতিশয়রূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল । ৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৬৪-৭২ পায়ারে প্রমাণ করা হইল যে—শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে, গুণাধিক্যে, স্বাদাধিক্যে, শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণশক্তিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যেরও বর্দ্ধকত্ব হিসাবে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।

৭৩। **এই**—কান্তাপ্রেমে । **সাধ্যাবধি**—সাধ্য-বস্তুর সীমা ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু । **আগে**—এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তবে তাহা বল ।

৭৫। **ইহার মধ্যে**—এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে । পূর্ববর্ত্তী ৬৩ পয়ারে কেবল সাধারণভাবেই কান্তাপ্রেমের কথা বলা হইয়াছে । কান্তাপ্রেম বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তা-ব্রজগোপীদের প্রেমকে বুঝায় । রসের বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজগোপীদেরও আবার ভাবের কিছু বৈচিত্রী আছে ; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রেমই দাস্ত-সখ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ ; ভাবের বৈচিত্রী-অনুসারে তাঁহাদের প্রেমের যে তারতম্য আছে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)—

পদ্মপুরাণবচনম্ ।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তুত্বাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সৰ্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যস্তবল্লভা ॥ ২৪

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৫

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে ।

অপূর্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥ ৭৬

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে ।

অগ্নাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ ৭৭

রাধা-লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাত করে ত্যাগ ।

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

রাধার প্রেম—কাস্তাপ্রেম শ্রীরাধার মধ্যে যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহা । শ্রীরাধার ভাব । সাধ্য-শিরোমণি—যত বকন সাধ্যবস্ত আছে, তাহাদের মুকুটমণিসদৃশ ; সৰ্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য । অচাচ্চ সাধ্যবস্ত অপেক্ষা ব্রজগোপীদের প্রেম শ্রেষ্ঠ । ব্রজগোপীদের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমই হইল সৰ্বশ্রেষ্ঠ । যাহার মহিমা ইত্যাদি—যে শ্রীরাধার নাহাওয়া সমস্ত শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে । শ্রীরাধার মহিমাব্যঞ্জক দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২৪। অবয়ব । অবয়বাদি ১।৪।৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ২৫। অবয়ব । অবয়বাদি ১।৪।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

এই দুই শ্লোকে শ্রীরাধার সৰ্বাতিশায়ী নাহাওয়া প্রদর্শিত হইয়াছে ।

“অনয়ারাধিতো নুনং”—শ্লোকটী শারদীয়-মহারাস-সম্বন্ধে শ্রীমদভাগবতের শ্লোক । শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপসুন্দরীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে সম্মান ও প্রণয় লাভ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কেহ কেহ সৌভাগ্যগর্ভ, কেহ কেহ বা অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের গর্ভ-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলীতে না দেখিয়া তাঁহার অমুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; একস্থলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং তৎসঙ্গে এক রমণীর পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন; শ্রীরাধার যুথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন—ঐ রমণী শ্রীরাধা; তখন শ্রীরাধার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহারা “অনয়ারাধিতঃ”—ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন ।

৭৬। অপূর্ব—অদ্ভুত; চমৎকারপ্রদ । অমৃত নদী—অমৃতের নদী; যে নদীতে জলের পরিবর্তে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হয় ।

এই পয়ারোক্তির তাৎপর্য এই যে—রামরায় যাহা বলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছিল—তাঁহার কথা প্রভুর নিকটে অমৃতের ছায় স্ফুটান্ন বলিয়া মনে হইতেছিল ।

৭৭-৭৮। চুরি করি—গোপনে; অচাচ্চ গোপীদের অজ্ঞাতসারে ।

শ্রীমদভাগবতের “তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ । প্রশমায় প্রশাদায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১০।২৯।৪৮ ॥”—শ্লোকে শ্রীশুকদের উক্তি হইতে জানা যায়, গোপীদিগের গর্ভ-প্রশমনের জন্ত এবং মান-প্রসাদনের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন । কিন্তু অন্তর্হিত হওয়ার সময়ে তিনি কাহাকেও সঙ্গে নিয়া গেলেন কিনা, উক্ত শ্লোক হইতে তাহা জানা যায় না । পরবর্তী “অপোণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাঠৈস্তম্বন দৃশাং সখি স্তুনিবৃতিমচ্যুতো বঃ । কাস্তাসঙ্গকুচকুম্মরজিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।১১ ॥”—শ্লোকে গোপীদিগের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার কোনও “প্রিয়া” ছিলেন (প্রিয়য়া সহ অচ্যুতঃ) । আবার, ইহারও পরে সৰ্বগোপী-পরিচিত ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম-অঙ্কুশ-যবাদি চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং একটু পরেই সেই পদচিহ্নের পাশাপাশি অবস্থিত কোনও রমণীর পদচিহ্নও বিরহার্জী গোপীগণ দেখিতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

পাইলেন । এই রমণী যে পূর্বোন্নিখিত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, তাহাতে সন্দেহ নাই । পরবর্তী “অনয়ারাধিতো নৃনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ । যন্মো বিহায় গোবিন্দঃ শ্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।২৮ ॥”-শ্লোকোক্তি হইতে জানা যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা । কৃষ্ণাশ্বেষণরতা গোপীগণ আরও অগ্রসর হইয়া গিয়া কৃষ্ণ-কর্তৃক পরিত্যক্তা সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমাকেও পাইলেন । সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা । স্মৃতরাং শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় । কিন্তু শ্রীশুকদেব-গোবিন্দ একথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোবিন্দ পূর্বোদ্ধৃত “অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ” ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩০।১১-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় বলিয়াছেন—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশুকদেবের পরম আগ্রহ ; আর শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকরের মধ্যে ব্রজপরিকরবর্গে—তঁাহাদের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসী-গোপীগণে এবং তঁাহাদের মধ্যেও কৃষ্ণপ্রেমসী-শিরোমণি শ্রীরাধাতেই তঁাহার পরম আগ্রহ এবং শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাই তঁাহার পরম হার্দ । এই লীলা পরম রহস্যময়—পরম গূঢ়তম—বলিয়া তিনি ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন নাই ; শ্রীরাধার—এমন কি অণু কোনও গোপীর—নামও তিনি প্রকাশ করেন নাই । প্রসঙ্গক্রমে ভঙ্গীতে অণু গোপীদের মুখে প্রিয়তমাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র । শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তখন শ্রীরাধার যুথের গোপীগণের চিত্তে এরূপ একটা সংশয় জাগিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সঙ্গেই লইয়া গেলেন না কি । সম্ভবতঃ তঁাহারা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন রাসস্থলীতে দেখিতেছিলেন না, তেমনি শ্রীরাধাকেও দেখিতেছিলেন না ; তাতেই তঁাহাদের উক্তরূপ সন্দেহ । যাহাহউক, তঁাহারা অণু গোপীদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া চলিলেন । অণু গোপীরা অনুসন্ধান করিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে ; আর তঁাহারা অনুসন্ধান করিতেছিলেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে । যখন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে কোনও গোপ-রমণীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হইল, তখন শ্রীরাধার যুথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন যে, ঐ গোপরমণী স্বয়ং শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন । সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকলেরই পরিচিত ছিল ; কিন্তু শ্রীরাধার যুথের গোপীগণ ব্যতীত অপর কোনও গোপীই শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনিতেন না ; কারণ, অপর কাহারওই শ্রীরাধার পদসেবার সৌভাগ্য ঘটে নাই । যাহাহউক, পদচিহ্ন দর্শনের পরেই শ্রীরাধার যুথের গোপীগণের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যে তঁাহারা অনুমান করিয়াছিলেন, সেই অনুমান সত্য । যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া বাইতেছিলেন, একথা অণু কোনও গোপী জানিতেন না—এমনকি শ্রীরাধার যুথের গোপীগণও প্রথমে নিঃসংশয়রূপে জানিতেন না । সকলের অজ্ঞাতসারেই তিনি শ্রীরাধাকে নিয়া গিয়াছিলেন । ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রভু বলিলেন—“চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে ।”

শ্রীল রামানন্দ-রায় বলিয়াছিলেন—“রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি । যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥” রাধাপ্রেম বাস্তবিকই যদি সাধ্য-শিরোমণি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মহিমাও সর্বাতিশায়ী হইবে । রাধাপ্রেমের মহিমার সর্বাতিশায়িত্বের কথা রায়-রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু একটা আপত্তি উত্থাপন করিলেন । প্রভু বলিলেন—“রায়, রাধাপ্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হইবে, তাহার মহিমা যদি সর্বাতিশায়ীই হইবে, তাহা হইলে তাহাতে অত্মাপেক্ষা থাকিতে পারেনা, অত্মাপেক্ষা থাকিলেই বুঝা যায়, প্রেমের—সেবাবাসনার—সর্বাতিশায়ী বা অবাধ বিকাশ নাই । কিন্তু মনে হয় যেন রাধাপ্রেমে অত্মাপেক্ষা আছে । তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে কেন শ্রীকৃষ্ণ অণুগোপীদের ভয়ে তঁাহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে গোপনে অন্ত্র লইয়া গেলেন ? যদি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগই থাকিত, তাহা হইলে অণুগোপীদের কোনও রূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন; অথবা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদভাবেই অগ্নি গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন। তাহা যখন তিনি করেন নাই, শারদীয়-মহারাসে যখন দেখা যায়—অগ্নিগোপীদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় প্রেম নাই।”

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন অদ্ভুত, যেন প্রকরণ-সম্পত্ত নয়। প্রসঙ্গ হইতেছে রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে; রাধাপ্রেম অত্মাপেক্ষাহীন কি না—তাহাই প্রতিপাদ্য; প্রভু কিন্তু রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) কথা না বলিয়া আপত্তি উঠাইতেছেন—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে। তাই মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন প্রকরণ-সম্পত্ত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই আপত্তিটী না তুলিলে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত হইত কিনা সন্দেহ। যে বস্তুটী প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয় তাহার প্রভাব দেখিয়া। জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়—দেহের উপরে তাহার প্রভাবের দ্বারা, জ্বর দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পরিমাণদ্বারা জ্বরের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। শ্রীরাধার প্রেমও দেখিবার বস্তু নয়। এই প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহা জানিতে হয়। বাজাবাতের গতিবেগ জানা যায় যেমন গছের দোলানীর পরিমাণদ্বারা, তদ্রূপ রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে—তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তের দোলানীর পরিমাণের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাধাপ্রেমরূপ প্রবল বাজাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অনুরাগ-সমুদ্রকে এমনভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদি এই অনুরাগসমুদ্রে এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উৰুন্ধ করিতে পারে, যাহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-প্রীতিবিকাশের পথে সমস্ত বাধাবিল্লকে, সর্ববিধ অত্মাপেক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের ছায় তীব্রবেগে বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, রাধাপ্রেমের মহিমা—প্রভাব সর্বাতিশায়ী।

কারণ, ভক্তের প্রতি ভগবানের ভাব—ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাবের অনুরূপ; তাই একই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার নিকটে বাৎসল্যের বিষয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদির নিকটে সখ্যের বিষয়, আবার ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ। ভক্তের প্রেম যতটুকু বিকশিত হইবে, ভগবানের প্রেমবশুত্ব বা ভক্ত-পরাদীনতাও ততটুকুই বিকশিত হইবে এবং তাহা জানা যাইবে—ভক্তের সম্বন্ধে ভগবানের আচরণ দ্বারা। যে প্রেম সাধ্য-শিরোমণি হইবে, তাহাতে কোনওরূপ অপেক্ষারই স্থান থাকিতে পারে না; শ্রীরাধার প্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হয়, সর্বশ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাহাও—অগ্নিগ্ন সকল ভক্তের প্রতি, অগ্নি সমস্ত গোপীগণের প্রতি তাঁহার প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে—তাহাতে অগ্নি গোপীদের কোনওরূপ অপেক্ষা রাখারই অবকাশ থাকিবে না, শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আচরণে অগ্নি গোপীদের কোনও অপেক্ষাই তিনি রাখিবেন না। কিন্তু শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আচরণে এইরূপ অপেক্ষাশূন্যতার প্রমাণ তো পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তো রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গেলেন—অগ্নি গোপীদের সম্মুখভাগ হইতে প্রকাণ্ডে শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিতে সাহস পাইলেন না—পাছে, অগ্নি গোপীরা অভিমান করিয়া বসে—এই আশঙ্কায়। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে—গোপনে—শ্রীরাধাকে লইয়া গেলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—অগ্নি গোপীর অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আছে, সাক্ষাদভাবে তিনি অগ্নি গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারেন না—শ্রীরাধার নিমিত্তেও না; অগ্নি গোপীদের তিনি ভয় করেন। কিন্তু এইরূপ অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। শ্রীরাধার জন্ত যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদভাবেই অগ্নি গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ, গাঢ় প্রেম আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এই গাঢ়তা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের—রাধাপ্রেমেরও—সর্বাতিশায়িনী গাঢ়তা, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, সাধ্য-শিরোমণিত্ব প্রমাণিত হইত। কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন কিরূপে বুঝিব যে, “রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি?”

রায় কহে—তাহা শুন প্রেমের মহিমা ।
 ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা ॥ ৭৯
 গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া ।
 রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ৮০

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (অঃ ১২—
 কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
 রাধামাধায় হৃদয়ে ততাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৭৯-৮০ । রামানন্দ-রায় বেশ নিপুণতার সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন । তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ব্যঞ্জন হইতেছে এইরূপ :—প্রভু, শারদীয়-মহারাসে অগ্ন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অগ্ন্যগোপীদের অপেক্ষা রাখেন, তাহাতে তাহাও যে প্রমাণিত হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক আচরণেই যদি এইরূপ অগ্ন্য-অপেক্ষা দৃষ্ট হইত, কোনও সময়েই যদি তাঁহার অপেক্ষা-হীনতা দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই অগ্ন্যাপেক্ষা-হীন নহেন । কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ তদ্রূপ নহে । শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে সময় সময় মনে হয়, তিনি যেন অগ্ন্যগোপীর অপেক্ষা রাখেন ; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে, তিনি ঐরূপ অগ্ন্যাপেক্ষা দেখান—হয়তো রস-বৈচিত্র্যবিশেষের প্রকটনের উদ্দেশ্যে, অথবা অগ্ন্য কোনও বিশেষ কারণে । শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ অন্তর্কানের উদ্দেশ্য ছিল—যাঁহাদের চিত্তে মান বা সৌভাগ্য-গর্বের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের চিত্ত হইতে সেই গর্ব ও মান দূর করা, অদর্শনের তীব্রতাপ ও উৎকর্ষা বর্ধিত করিয়া তাঁহাদের সকলের চিত্তকে রাসলীলা-রসোদগারের পক্ষে সম্যক্রূপে উপযোগী করা । কিন্তু যদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথেই তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া অগ্ন্যত্র বলিয়া যাইতেন, তাঁহাদের মানের প্রশমন হইত না, বরং অস্থির উদ্ভব হইত ; তাহা হইলে রাসলীলাই সম্পন্ন হইতে পারিত না । তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন । ইহাতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—তিনি অগ্ন্যগোপীদের অপেক্ষা রাখেন ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় ; অপেক্ষা তিনি রাখেন না । অপেক্ষা যে তিনি রাখেন না, জয়দেব-বর্ণিত বসন্ত-রাসের ব্যাপার হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে । বিষয়টি এই । শতকোটি-গোপসুন্দরীর সঙ্গে বসন্ত-রাস-লীলা আরম্ভ হইয়াছে । হঠাৎ কোনও কারণে (পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কারণ দ্রষ্টব্য), শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । এক শ্রীরাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত আছেন । তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অন্তমিত হইয়া গেল ; রাসলীলা-রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল । আনন্দের তরঙ্গ যেন আর প্রবাহিত হইতেছেন না । কেন এমন হইল ? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, রাসমণ্ডলীতে রাসেশ্বরী নাই । তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন । শতকোটি-গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না ; তাঁহাদের সন্মুখভাগ হইতেই তিনি চলিয়া গেলেন । যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন না—আমি শ্রীরাধার খোঁজে যাইতেছি ; তোমরা একটু অপেক্ষা কর । ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীরাধার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদভাবেই অগ্ন্যগোপীদের ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন ; অগ্ন্য কোনও গোপীর অপেক্ষাই তিনি রাখেন না । শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার অমুরাগের গাঢ়তাই ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে । যাহা হউক, শ্রীরাধার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাদভাবেই অগ্ন্যগোপীদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে দুইটি শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে ।

শ্লো। ২৬। অন্বয় । অন্বয়াদি ১৪৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীরাধাই রাসলীলার পরমাত্মভূতা ; তিনি রাসস্থলী হইতে চলিয়া গেলে পর আর রাসলীলা অসম্ভব মনে করিয়া শ্রীরাধার চিত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী ত্যাগ করিলেন—শ্রীরাধা ব্যতীত আরও অসংখ্য ব্রজসুন্দরী সেই রাসস্থলীতে বর্ত্তমান ছিলেন ; তাঁহাদের সমবেত রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিও এবং

ইতস্ততস্তামহুহৃত্য রাধিকা-

মনস্ববাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ ।

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-

তটাস্তকুঞ্জে বিষাদ মাধবঃ ॥ ২৭ ॥

এই-দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ।

বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ৮১

শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস ।

তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধাপাশ ॥ ৮২

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা ।

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদনন্তরকৃত্যমাহ ইতস্তত ইতি । ন কেবলং সৈব মাধবোহপি যমুনায়া তটাস্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার কিং কৃদ্ভা তত্তৎস্থানে তাং শ্রীরাধিকাম্ অঘিহ্য কীদৃশ অহো তস্তাঃ সর্কোক্তমতাং জানতাংপি যয়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ তত্র হেতুঃ অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যন্ত সঃ অনেন তৎসদৃশী দশাপ্যুক্তা । বালবোধিনী । ২৭

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

তাঁহাদের সমবেত প্রেমসন্তারও শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলীতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না ; তিনি সকলকেই ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে চলিয়া গেলেন ।

শ্লো। ২৭। অর্থঃ । অনঙ্গবাণখিন্নমানসঃ (কন্দর্পশরাঘাত-বশতঃ ব্যথিতচিত্ত) সঃ (সেই) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইতস্ততঃ (চতুর্দিকে) তাং (সেই) শ্রীরাধিকাং (শ্রীরাধিকাকে) অহুহৃত্য (অহুসরণ করিয়া—অন্বেষণ করিয়া) কৃতানুতাপঃ (অনুতপ্তচিত্তে) কলিন্দ-নন্দিনী-তটাস্তকুঞ্জে (যমুনা-তীরবর্তী কুঞ্জমধ্যে) বিষাদ (বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ।

অনুবাদ । কন্দর্পশরাঘাতবশতঃ ব্যথিতচিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও (কোথাও না পাইয়া) অনুতপ্তচিত্তে যমুনা-তীরস্থিত কুঞ্জমধ্যে (অবস্থানপূর্বক) বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ২৭

অনঙ্গবাণখিন্নমানসঃ—অনঙ্গের (কামদেবের) যে বাণ (শর) ; তদ্বারা খিন্ন (ব্যথিত) হইয়াছে মানস (চিত্ত) ঐহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প-পীড়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; সেস্থলে আরোও শতকোটি ব্রজসুন্দরী উপস্থিত ছিলেন বটে ; কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না ; তাই কন্দর্প-পীড়াব্যাকুল সেই শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার পূর্ব-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন । (অগ্র গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা বহুগুণে শ্রেষ্ঠা হইলেও—অগ্র গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার সহিতও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন ; শ্রীরাধার প্রতি কোনওরূপ বিশেষত্ব দেখান নাই ; তাই শ্রীরাধা মান করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বুরিতে পারিলেন যে—তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই অসঙ্গত হইয়াছে ; তাই তিনি অনুতপ্ত হইলেন) । অনুতপ্ত চিত্তে বুরিতে বুরিতে কলিন্দ-নন্দিনী তটাস্তকুঞ্জে—কলিন্দ-নন্দিনীর (যমুনার) তটাস্তকুঞ্জে (তীরবর্তী কুঞ্জে) যাওয়া উপনীত হইলেন ; মনে করিয়াছিলেন, সেখানে হয়তো শ্রীরাধাকে পাইবেন ; কিন্তু পাইলেন না ; না পাইয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষাদ—বিষাদ প্রকাশ করিতে—আক্ষেপ করিতে—লাগিলেন ।

“রাধা চাহি বনে ফিরেন”—ইত্যাদি পরারাক্ষের প্রমাণ এই শ্লোক । শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করার নিমিত্তই রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত স্থলে বিহার করার জন্ত শ্রীরাধার সঙ্গে যোগ করিয়া আসেন নাই—এই শ্লোক হইতে তাহাই প্রমাণিত হইল ।

৮১। এ দুই শ্লোকের ইত্যাদি—পূর্কোক্ত “কংসারিরপি” ইত্যাদি এবং “ইতস্ততঃ”—ইত্যাদি, এই দুইটি শ্লোকের অর্থ বিচার করিলেই রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে ।

৮২-৮৩। অর্থঃ—(শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি-প্রকাশমূর্তিতে) শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করেন ;

গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তার (সেই শতকোটি-প্রকাশমূর্তির) মধ্যে (শ্রীকৃষ্ণের) একমূর্তি শ্রীরাধার পার্শ্বে থাকেন । সাধারণ প্রেমের সর্বত্র সমতা দেখিয়া রাধার বামতা (উপস্থিত) হইল ; কারণ, প্রেম কুটিল । (“কুটিল প্রেম”-পাঠও দৃষ্ট হয় ; তখন অর্থ—রাধার কুটিলপ্রেমে—কুটিলপ্রেম বশতঃ—বামতা উপস্থিত হইল) ।

শতকোটি গোপী সঙ্গে ইত্যাদি—এস্থলে একটা কথা বলা বলা দরকার । ব্রজে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকিলেও মাধুর্যের অচ্যুত হইয়াই ঐশ্বর্য প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যশক্তিকে বর্জন করিয়া পূর্ণমাধুর্য লইয়া ব্রজে প্রকটিত হইয়াছেন । কিন্তু ঐশ্বর্যকে তিনি বর্জন করিলেও পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা পতিগত-প্রাণা স্ত্রীর ছায় ঐশ্বর্যশক্তি তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই ; ঐশ্বর্যশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার অচ্যুতগমন করিতেছেন । পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা পতি-গতপ্রাণা স্ত্রী যেমন সুরোগ পাইলেই পতির অজ্ঞাতসারে পতির সেবা করিয়া যান, ব্রজে ঐশ্বর্য-শক্তিও সুরোগ পাওয়া মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষিতভাবে তাঁহার সেবা করিয়া যান ; রাসেও তাহাই হইয়াছে । রাসক्रीড়ার জন্ত শতকোটি গোপী একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নৃত্য-গীতাদি করিবার জন্ত রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল ; এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্যশক্তি শতকোটি গোপীর পার্শ্বে শতকোটি শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রকাশিত করিলেন ; অবশ্য শ্রীরাধিকার নিকটেও যে এক শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু এই যে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রকাশ পাইলেন, তাহা যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন না, গোপীরাও কেহ জানিতে পারিলেন না ; প্রত্যেক গোপীই মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই কাছে আছেন, আর কাহারও কাছে নাই । পূর্ণানন্দ-ঘনমূর্তি রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণকে স্বসমীপে পাইয়া অপর গোপীর প্রতি দৃষ্টি করার অবকাশও বোধ হয় কোনও গোপীর ছিল না । যাহা হউক, দৈবাৎ গুণলীল কোনও এক গোপীর প্রতি শ্রীমতী রাধিকার দৃষ্টি পতিত হইল ; তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার নিজের নিকটেও আছেন, যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীমতী রাধিকা তাহা জানিতে পারিলেন না । পরে অপর এক গোপীর প্রতি যখন তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার নিকটে ; ইহা দেখিয়া মনে করিলেন, পূর্বদৃষ্ট গোপীকে ত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীর নিকট আসিয়াছেন ; এইরূপে শ্রীরাধিকা যে গোপীর প্রতি দৃষ্টি করেন, সেই গোপীর নিকটেই কৃষ্ণকে দেখিতে পান ; দেখিয়া মনে করিলেন যে, কৃষ্ণ একে একে সকলের সঙ্গেই নৃত্যগীতাদি করিতেছেন, সকলকেই উপভোগ করিতেছেন ; ইহা দেখিয়াই মনে করিলেন, “কৃষ্ণ কি শঠ ! কি লম্পট ! আর কি-ইবা মায়াবী ! আমার সাক্ষাতে এত গোপীর সহিত বিহার করিতেছেন ?” ইহা তাবিয়াই তাঁহার অস্থির উদ্বেগ হইল । অমনি নিজের নিকটে দৃষ্টি পড়াতে দেখিলেন, কৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে ! ইহাতে তাঁহার আরও ক্রোধ হইল ; কারণ, তিনি মনে করিলেন, “এতক্ষণ আমার চক্ষুর উপরেই অচ্য গোপীদের সহিত বিহার করিয়া শেষকালে আমার নিকটে আসিয়াছেন !” তিনি আরও মনে করিলেন—“অচ্য শতকোটি গোপীর সঙ্গে যেরূপ রাস-নৃত্যাদি করিয়াছেন, সেইরূপ আমার সঙ্গেও করিতে আসিয়াছেন ; তাহা হইলে, অপর গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের যেরূপ ভাব, আমার প্রতিও ঠিক সেইরূপই ভাব ; আমার প্রতি তাঁহার প্রেমের বিশেষত্ব কিছুই নাই ; সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ভাব ।” এইরূপ মনে করাতাই প্রেমময়ী শ্রীরাধার কুটিল-প্রেম বাম্যভাব ধারণ করিল ; তিনি মান করিয়া ক্রোধভরে রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন ।

তারমধ্যে একমূর্তি—যে শতকোটি মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করিতেছিলেন, সেই শতকোটি মূর্তির মধ্যে একমূর্তি ।

সাধারণ প্রেম—যে প্রেমে সকলের সঙ্গেই ঠিক একইরূপ ব্যবহার করায় ; যে প্রেমে কাহারও সন্দেহই কোনও বিশেষত্ব নাই । **সর্বত্র সমতা**—সকল গোপীর প্রতিই একরূপ ব্যবহার ; অপর গোপীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার, স্বয়ং শ্রীরাধার প্রতিও ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার । **কুটিলপ্রেম** ইত্যাদি—প্রেম কুটিল বলিয়া তাহাতে বামতা বা বাম্যভাব জন্মিল । **বামতা**—বাম্য ; অদাক্ষিণ্য । ১৪১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । “কুটিলপ্রেম”-স্থলে “কুটিলপ্রেমে”

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ, শৃঙ্গারভেদকথনে (৪২)

অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ স্বভাবকুটীলা ভবেৎ ।

অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ২৮

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি ।

তঁারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ৮৪

সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা ।

রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

প্রেমো গতিঃ স্বভাবকুটীলা বক্রা ভবেৎ অহেরিব মহানাগবৎ অতোহস্মাৎ সকাশাৎ যুনোঃ নায়ক-নায়িকয়ো র্মানঃ উদঞ্চতি উদগমো ভবতি হেতোরহেতোশ্চ কারণাকারণাভ্যাং মানো ভবেদিত্যর্থঃ শ্লোকমালা । ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; অর্থ—কুটিল প্রেমবশতঃ, প্রেমের কুটিলতাবশতঃ । প্রেম যে কুটিল, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । রসপুষ্টির জন্তই প্রেমের এই কুটিলতা ।

শ্লো। ২৮ অর্থ । অহেঃ (সর্পের) ইব (ছায়) প্রেমঃ (প্রেমের) গতিঃ (গতি) স্বভাবকুটীলা (স্বভাবতঃই কুটিল) । অতঃ (এই কারণে) হেতোঃ (হেতু থাকিলে) অহেতোঃ চ (হেতু না থাকিলেও) যুনোঃ (যুবক-যুবতীর) মানঃ (মান) উদঞ্চতি (উদিত হয়) ।

অনুবাদ । সর্পের গতির ছায় প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল ; তাই, হেতু থাকিলে এবং হেতু না থাকিলেও যুবক-যুবতীর মানের উদয় হইয়া থাকে । ২৮

এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে—প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল—বক্র ; তাই মানের কোনও হেতু থাকিলে তো মান জন্মিতেই পারে, কোনও হেতু না থাকিলেও—কেবল প্রেমের স্বভাববশতঃই—যুবক-যুবতীর মান জন্মিতে পারে । শ্রীরাধার মানের হেতু ছিল—কৃষ্ণের ব্যবহারের সর্বত্র সমতা ; সুতরাং শ্রীরাধা যে মানবতী হইয়া বাস্তব অবলম্বন করিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই ।

৮৪ । শ্রীরাধা মানবতী হইয়া বাস্তব অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাগ করিয়া রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । তাঁহাকে রাসস্থলীতে দেখিতে না পাইয়া রাধাগত-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ব্যাকুলতার হেতু পরবর্তী পরারবয়ে ব্যক্ত হইয়াছে ।

ক্রোধ করি—শ্রীরাধার স্বস্থবাসনার গন্ধনাত্তও নাই । তিনি কৃষ্ণসুখেই স্নখী । শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীরা সঙ্গে রাস-বিলাস করিয়া যদি স্নখী হন, তাহা হইলে শ্রীরাধার ক্রোধ হয় কেন ? ইহার উত্তরঃ—কুটিল-প্রেমের স্বভাববশতঃ বামতা হাওয়াতেই ক্রোধাদি করেন, তাঁহার স্বস্থখেচ্ছা-বশতঃ নহে ।

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অঙ্গবিশেষ, বাহিরের কোনও জিনিস নহে, সুতরাং আবিলতা নহে, কুটিলতা, বামতা প্রভৃতিও প্রেমেরই অঙ্গবিশেষ ; প্রেমেরই এক একটা বিশেষ-অবস্থামাত্র ; বাহিরের কোনও জিনিস নহে, সুতরাং এসব আবিলতাও নহে, এ সকল দ্বারা প্রেমের মলিনতা সম্পাদিত হয় না ; বরং এসকল দ্বারা প্রেম আরও আশ্বাদযোগ্য হয় । ১৪১১৩ পরারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৮৫ । সম্যক্ সার বাসনা—উপরি উক্ত “কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলা”—ইত্যাদি শ্লোকস্থিত “সংসারবাসনা”—শব্দের অর্থ করিয়াছেন “সম্যক্ সার বাসনা ।” শ্লোকোক্ত “সংসার-বাসনা” শব্দের অর্থ—“সম্যক্ৰূপে সার বা সারভূত বাসনা ।” শ্রীকৃষ্ণের যত বাসনা আছে, তাহাদের মধ্যে “রাসলীলার বাসনাই সম্যক্ৰূপে সারভূত-বাসনা”—সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রধান বাসনা । ১৪১৪২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য । বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং স্বয়ংরূপেও শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা ; এসমস্ত লীলার প্রত্যেকটীই তাঁহার মনোহারিণী ; কিন্তু রাসলীলার মনোহারিত্ব সর্বাতিশায়ী । তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—রাসলীলা-রসের আশ্বাদনের কথা তো দূরে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেও তাঁহার

তঁাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে ।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অশেষিতে ॥ ৮৬

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া ।
বিষাদ করেন কাম-বাণে থিন্ন হৈয়া ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তিনিও প্রকাশ করিতে পারেন না। “সস্তি যতপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১১১-ধৃত বৃহদ্বাসনপুরাণবচন ॥” এই রাসলীলা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চমৎকৃতি-বর্দ্ধনকারিণী। “হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকর-বর্দ্ধনঃ কিন্তু মে বিভর্তি হৃদি বিশ্বয়ং কমপি রাসলীলারসঃ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১১১” শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই সর্বলীলামুকুটমণি; তাই রাসলীলার বাসনাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা।

রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা—কোনও জিনিসকে আবদ্ধ করিয়া (বাধিয়া) রাখিতে হইলে যেমন শৃঙ্খলের (শিকলের) দরকার, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বাসনাটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্ত, দুটীকরণের জন্তও, একটি শৃঙ্খলের দরকার; এই শৃঙ্খলটাই শ্রীরাধা। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রাসক्रीড়ার একমাত্র উপায়; শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রাসক्रीড়া-বাসনার পরমাত্মরূপ। শ্রীরাধিকা ব্যতীত রাসক्रीড়া অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ। ১।৪।৪২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম পয়ারার্ধের স্থলে “সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা”—পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; ইহাতে “বাসনা” ও “ইচ্ছা”—একার্থবোধক এই দুইটি শব্দই আছে, অথচ মূল শ্লোকের “সার-বাসনা”-শব্দের “সার”ই নাই।

৮৬। তঁাহা বিনু—শ্রীরাধা ব্যতীত। **নাহি ভায়—**প্রকাশ পায় না; স্মৃতি হয় না। **মণ্ডলী ছাড়িয়া—**রাসস্থলী ছাড়িয়া।

শ্রীরাধা চলিয়া যাওয়ার পরে, রাসস্থলীতে শ্রীরাধাব্যতীত আর সমস্ত গোপীই ছিলেন; তথাপি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের আর মন বসিল না; শ্রীরাধার অস্থিতির বিবাদ শত কোটি গোপীর উপস্থিতিতেও দূরীভূত হইল না; তাই শ্রীরাধাকে অব্বেষণ করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজে রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তিনি গোপনে পলাইয়া গেলেন না, সকল গোপীর সম্মুখভাগ হইতে—তঁাহাদের উৎসুক-দৃষ্টির সাক্ষাতে, তঁাহাদিগের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই—শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন; গোপীদের সকলেই বুঝিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন।

পূর্ববর্তী ৭৭-৭৮ পয়ারের উক্তির উত্তর এই পয়ারে দেওয়া হইল। প্রথমতঃ বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে এস্থলে “চুরি” করিয়া লইয়া যান নাই। মান করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের উপরে রাগ করিয়া শ্রীরাধাই আগে রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া যান নাই। দ্বিতীয়তঃ বলা হইল—শ্রীরাধাকে না দেখিয়া অত্যাশ্রিত শত কোটি গোপীর সম্মুখ ভাগ হইতে—তঁাহাদের দৃষ্টির মধ্যেই—তঁাহাদের জ্ঞাতসারেই—তঁাহাদের সকলের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অব্বেষণ করিবার নিমিত্ত প্রকাশভাবে রাসস্থলী ছাড়িয়া গেলেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অত্যাশ্রিত গোপীদের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিস্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই আপত্তি ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণিত হইল।

৮৭। পূর্ববর্তী “ইতস্ততঃস্তামহুসৃত্য”—ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ এই পয়ার। **কামবাণে থিন্ন হৈয়া—**শ্লোকস্থ “অনঙ্গবাণ-ব্রণথিন্নমানসঃ”-শব্দের অর্থ।

এস্থলে যে কামের কথা বলা হইল, তাহা প্রাকৃত কাম নহে; ইহা প্রেমেরই একটা বৈচিত্র্যবিশেষ। কামের তাৎপর্য্য নিজের সখ; শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নিজের সখের নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া শ্রীরাধার অস্থিস্থানে বাহির হন নাই; শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সখী করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি শ্রীরাধাকে সখিনী করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হইতেই এই উৎকণ্ঠার উদ্ভব এবং এই প্রেমজনিত উৎকণ্ঠাকেই এস্থলে “কাম” বলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

হইয়াছে । শ্রীরাধিকা নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে চাহেন ; তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও—নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া—অথবা শ্রীরাধার প্রার্থিত সেবা দান করিয়া—শ্রীরাধার সুখসম্পাদন করিতে উৎকণ্ঠিত । প্রাকৃত কামে পশুবৎ ক্রিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের ব্যবহারে তাহা নাই । উজ্জলনীলমণির সন্তোগ-প্রকরণের—“দর্শনালিঙ্গনাদীনাং মাহুকুল্যান্মিষেবয়া । যুনোরুন্মাসনারোহন্ ভাবঃ সন্তোগ ঈর্ষ্যতে ॥”—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“মাহুকুল্যাদিতি কামময়ঃ সন্তোগো ব্যাবৃত্তঃ ।” এবং চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“যুনোর্যায়িকানায়কয়োঃ পরস্পর-বিষয়াশ্রয়য়ো দর্শনালিঙ্গনচুষনাदीনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্তায়ন-ভরত-কলাশাজ্জোক্ত-রীত্যা আচরণং তয়েতি । পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ । মাহুকুল্যাং পরস্পরসুখতাৎপর্যকঙ্কন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ ।” শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদের ব্যবহারে পরস্পরের সুখের নিমিত্ত পরস্পরের দর্শনালিঙ্গন-চুষনাদি আছে বটে ; কিন্তু পশুবৎ শৃঙ্গার নাই । প্রিয়ের সুখের নিমিত্ত প্রিয়ার এবং প্রিয়ার সুখের নিমিত্ত প্রিয়ের আলিঙ্গনাদির স্পৃহা জন্মে ; এই আলিঙ্গনাদির স্পৃহাও হলাদিনীশক্তিরূহী বৃত্তিবিশেষ—প্রেমেরই বৈচিত্র্যবিশেষ । ১৪৮১৩৯ পয়ারের এবং ১৪৮২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য । যাহার ক্ষুধা নাই, তাহাকে আহার করাইয়া, কিম্বা যাহার পিপাসা নাই, তাহাকে জল পান করাইয়া পানাহার করাইবার উৎকণ্ঠা পরিতৃপ্ত হয় না । ক্ষুধাতৃষ্ণা যতবেশী বলবতী হইবে, পানাহার করাইয়া পানাহার করাইবার উৎকণ্ঠাও তত বেশী তৃপ্তিলাভ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । তাই ভগবান্ স্বরূপতঃ নির্দ্বিকার এবং আত্মারাম হইলেও, কাহারও সেবাগ্রহণের প্রয়োজন তাঁহার না থাকিলেও, ভক্তের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত—ভক্তকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত—ভক্তের সেবাগ্রহণের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তার অনুভব-চিহ্নজির ক্রিয়াতেই ভগবানের চিতে উদ্ভূত হয় । আবার, ভগবান্ “রমো বৈ সঃ”—রসরূপে তিনি ভক্তকর্তৃক আশ্রাও এবং রসিকরূপে তিনি ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসাদির আশ্বাদক । তাঁহার মধ্যে আশ্বাদনের স্পৃহা না থাকিলে আশ্বাদনের আনন্দ তিনি উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহার রসিকত্বও বৃথা হইয়া যায় ; তাই তাঁহার লীলারস আশ্বাদনের নিমিত্ত রসআশ্বাদনের স্পৃহাও লীলাশক্তির ক্রিয়াতেই তাঁহার মধ্যে উদ্ভূত হয় । আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সমস্ত স্পৃহা নিজবিষয়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও—এই সমস্ত স্পৃহার পরিপূরণে যে আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মে, সেই আনন্দ ও তৃপ্তি শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্ম বলিয়া মনে হইলেও, ইহার পর্য্যবসান কিন্তু ভক্তের প্রীতিতে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি দেখিয়া ভক্ত প্রীত হয়েন—তাই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চিতে লীলাশক্তি ও কৃপাশক্তি এ সমস্ত স্পৃহা জাগাইয়া দেয়, যেন ভক্ত পরমোৎসাহে প্রাণ তরিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারে এবং তদ্বারা রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আশ্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে । গোপীপ্রেমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“অভূত গোপী ভাবের স্বভাব । বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ গোপীগণ করে ববে কৃষ্ণদর্শন । সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় । তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আশ্বাদন ॥ তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ । তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান । গোপিকার সুখ—কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥ * * * অতএব সেই সুখে (গোপী সুখে) কৃষ্ণসুখ পোষে । এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে ॥ ১৪৮১৫৬-৬৬ ॥”—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও ঠিক উক্ত কথাই বলা যায় ; ভক্তকৃত সেবাগ্রহণের ইচ্ছার, কিম্বা লীলারস-আশ্বাদনের ইচ্ছার পরিপূরণে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তাহাতে ভক্তের বা লীলাপরিকদের সুখেরই পুষ্টি সাধিত হয় ; তাই ইহা কাম নহে । সন্তোগ-স্পৃহাদিরও তাৎপর্য্য এইরূপই—“পরস্পরসুখতাৎপর্য্যকঙ্কন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ—চক্রবর্তী । উঃ নীঃ সন্তোগপ্রকরণ । ৪ শ্লোকের টীকা ।” নমুস্তানাং বিনোদার্থং কেরামি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ইহাই কৃষ্ণের উক্তি ।

যাহাইউক, ভগবান্কে সেবা করিবার ইচ্ছা যেমন ভক্তের হৃদয়ে নিত্য বর্তমান, ভক্তের সেবাগ্রহণের বা ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস-আশ্বাদনের স্পৃহাও ভগবানের হৃদয়ে নিত্য বর্তমান । ভগবান্ যখন যেইভাবে ভক্তের বা লীলা-পরিকরদের সান্নিধ্যে থাকেন, তখন সেই ভাবের অনুকূল সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত—সেই ভাবের ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আশ্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে ; ভক্ত তাহা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ সেবাদ্বারা তাঁহার

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ ।

| ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

তৃপ্তি বিধান করেন । ভগবানের অভীষ্ট-সেবা না করিতে পারিলে ভক্ত যেমন উৎথায় ও বিষাদে থিন্ন হইয়া পড়েন, প্রিয়ভক্তের সেবা গ্রহণ করিতে না পারিলেও—প্রিয়ভক্তের প্রেমরসনির্যাস-আস্বাদন করিতে না পারিলেও ভক্তবৎসল-ভগবান্ লীলাশক্তির ক্রিয়ায় তদ্রূপ থিন্ন হইয়া পড়েন (এরূপ না হইলে, ভক্তের প্রেম এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য বা প্রেমবশতা নিরর্থক হইয়া যাইত) ।

রাসস্থলীতে ব্রজগোপীদের সান্নিধ্যবশতঃ কাস্তাভাবের সেবা গ্রহণ করার নিমিত্ত এবং মধুর-রস আস্বাদন করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক ; প্রেম-পরাকাষ্ঠার প্রতিমূর্তি মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার সান্নিধ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই স্পৃহা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা চরমসীমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; কারণ, শ্রীরাধার সেবারাসনাও অসমোর্দ্ধ—চরমসীমাপ্রাপ্ত । শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত-সেবা গ্রহণ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত থিন্ন হইয়া পড়িলেন ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের কামবাণে থিন্ন হওয়ার তাৎপর্য্য । কাম অর্থ বাসনা, এস্থলে—কাস্তাগণ-শিরোমণি শ্রীরাধার সেবা গ্রহণ করার বাসনা ; সেই বাসনারূপ বাণ—কানবাণ ; তদ্বারা থিন্ন । বাণে বিদ্ধ হইলে লোকের যেরূপ যন্ত্রণা হয়, কাস্তার সেবাগ্রহণের আশা এবং শ্রীরাধার প্রীতিবিধানের আশা ভঙ্গ হওয়াতেও শ্রীকৃষ্ণের মনে তদ্রূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল—ইহাই তাৎপর্য্য ।

৮৮। কাম—প্রেমসীর সেবা গ্রহণের বা কাস্তাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা । নির্বাপণ—নিভাইয়া দেওয়া ; যেমন আগুন নিভাইয়া দেওয়া । কাম-নির্বাপণ—কামরূপ অগ্নির নির্বাপণ । ভগবান্ যখন যে-ভাবে ভক্তের সান্নিধ্যে থাকেন, তখন সেইভাবে ভক্তের সেবাগ্রহণের—সেইভাবে ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের—বাসনাই তাঁহার চিন্তে জাগ্রত হয় (পূর্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । রাসস্থলীতে কাস্তাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আলিঙ্গিত হইয়া থাকায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে কাস্তাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল ; রাসকীড়া দ্বারা সেইবাসনাই পরিপূরণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল ; হঠাৎ শ্রীরাধা রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়—জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রতপ্ত তীব্র-পিপাসাতুর-ব্যক্তির হস্ত হইতে প্রথম চুমুকের পরেই স্নগন্ধি ও স্নশীতল সরবতের গ্লাসটি কাড়িয়া লইয়া গেলে তাহার পিপাসা যেমন অধিকতর তীব্রতা ধারণ করিয়া জ্বালাময়ী হইয়া উঠে, তদ্রূপ শ্রীরাধা রাসস্থলী ছাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণের কাস্তা-প্রেমরস-আস্বাদনের বাসনাও হঠাৎ যেন তীব্রতর হইয়া উঠিল, ঘৃতাভিপ্রাপ্ত আগুনের তায় দাউ-দাউ-করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ; শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই যেন আর সেই আগুন নিভাইতে পারিলেন না ; সেস্থানে রাসস্থলীতে রাসকীড়াপরায়ণা শতকোটি গোপসুন্দরী বিद्यমান রহিয়াছেন—নাই কেবল শ্রীরাধা ; এই শতকোটি গোপকিশোরী বিद्यমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কাস্তাপ্রেমরস আস্বাদনের স্পৃহা প্রশমিত হইল না, তাঁহাদের দ্বারা প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনাও শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন না ; তিনি বুঝিতে পারিলেন—শ্রীরাধার সেবাব্যতীত, শ্রীরাধার প্রেমরসের-সিঞ্চন ব্যতীত এই আগুন নির্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই । রাজপ্রাসাদে যখন আগুন লাগে, ঘটী-ঘড়ার জলে—বা ঘট-ঘড়া ভরিয়া পুকুরের জলে তাহা নির্বাপিত হইতে পারে না ; খুব শক্তিশালী দমকলের দরকার—তীব্রবেগে অজস্রধারায় দমকলের জল পতিত হইলেই সেই আগুন নিভিবার সম্ভাবনা থাকে ; তাই প্রাসাদবাসীরা ঘটী-ঘড়ার জন্ত দৌড়াদৌড়ি না করিয়া, কি পুকুরঘাটে না যাইয়া, দমকলওয়ালার নিকটেই ছুটিয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ কাস্তাপ্রেমরস-আস্বাদনের তীব্র-বাসনায় নিপীড়িত হইয়া রাসস্থলীস্থ শতকোটি গোপীকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে—ধাবিত হইলেন । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—কাস্তাপ্রেমরস আস্বাদনের বাসনা যে পরিমাণে শতকোটিগোপীদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল এবং এই বেশী পরিমাণের বাসনা এই শতকোটি গোপীর সাহচর্য্যেও জাগ্রত হয় নাই ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই তাহা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত । তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—যিনি পূর্বে রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন, সেই শ্রীরাধার সাহচর্য্যেই

প্রভু কহে—যে লাগি আইলাও, তোমা স্থানে ।

সেই-সব-রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ ৮৯

এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয় ।

আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় ॥ ৯০

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকা-স্বরূপ ।

রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ? ॥ ৯১

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

—শ্রীরাধার স্বীয় সেবাবাসনার প্রতিক্রিয়াতেই—শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এই অধিক-পরিমিত কান্তা-প্রেমাস্বাদন-বাসনা জাগ্রত হইয়াছে ; সুতরাং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই—এমন কি শতকোটিগোপীর সমবেত প্রেমসেবাবারাও—এই বাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—অগ্ন্যগ্ন শতকোটি গোপ-সুন্দরীর প্রেম একত্র করিলে যাহা হয়, একা শ্রীরাধার প্রেম তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক । তাই শ্রীরাধার প্রেমসাধ্য-শিরোমণি ।

৮৯ । রসবস্তু-তত্ত্ব—রসরূপ বস্তুর তত্ত্ব বা বিবরণ । রস-শব্দের তাৎপৰ্য্য ভূমিকায় ভক্তিরস-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ; কোনও কোনও গ্রন্থে “বস্তুতত্ত্ব”-পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

৯০ । এবে—তোমার নিকটে তত্ত্বকথা শুনিয়া । সেব্য-সাধ্য—সেব্য শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য শ্রীরাধাপ্রেম । “সেব্যসাধ্য”-স্থলে “সাধ্যসাধন” পাঠান্তরও হয় ।

রায়ের মুখে উল্লিখিত বিবরণ শুনিয়া রাধাপ্রেমের সৰ্ব্বাতিশায়ী মহিমার কথা অবগত হইয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন—তিনি প্রীতিগদগদ-কণ্ঠে রামানন্দকে বলিলেন—“যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে । সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয় ।”—সেব্য বস্তু কি এবং সাধ্য বস্তু কি, তাহা নির্ণীত হইল । কিন্তু প্রভুর কৌতুহল যেন এখনও উপশান্ত হয় নাই । তাই প্রভু বলিলেন—“আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় । আরও কিছু শুনিবার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল । বোধ হয় রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধেই আরও কিছু শুনিবার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল । কিন্তু প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন যেন অল্প কথা (পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ।

৯১ । প্রভু রামানন্দরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধিকার স্বরূপ কি, রসের তত্ত্ব কি, প্রেমের তত্ত্বই বা কি ?” এই প্রশ্ন শুনিতে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ত্ব এবং রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধে প্রভু যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই যেন-জানা হইয়া গিয়াছে ; এখন যেন অল্প প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছেন । মনে হইতে পারে—সেব্য ও সাধ্য বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সেবা ও সাধনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; এজগৎই যেন প্রভু সেব্য ও সাধ্যের স্বরূপবিষয়ক এবং রসাদির তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন । কিন্তু প্রভুর প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাহা বলিয়া মনে হয় না । পরবর্তী পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যাইবে, এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল নিবৃত্ত হয় নাই । রায়-রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন ; সেই প্রসঙ্গেই প্রভু রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে চাহিয়াছেন ; উদ্দেশ্য যেন—রাধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধাপ্রেমের সাধ্য-শিরোমণিত্ব । রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে প্রভু একটী মাত্র প্রশ্ন পূর্বপক্ষের আকারে উত্থাপিত করিয়াছিলেন । বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তে রায়রামানন্দ তাহার সমাধান করিয়াছেন । এই সমাধানে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল তখনও রহিয়া গিয়াছে । তাই তিনি কেবল বলিলেন—এক্ষণে “সাধ্যের নির্ণয় জানিলাম ।—অর্থাৎ রাধাপ্রেমই যে চরম-সাধ্যবস্তু তাহা বুঝিলাম ।” কিন্তু “রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি, তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম ।”—একথা প্রভু বলিলেন না । প্রভুর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ—“অগ্নিরপেক্ষতা প্রেমের মহিমার পরিচায়ক সত্য ; এবং শ্রীরাধার প্রেম যে অগ্নি-নিরপেক্ষ, তাহাও সত্য । কিন্তু কেবল অগ্নি-নিরপেক্ষতাই রাধাপ্রেমের চরমতম বিকাশের পরিচায়ক নয় । রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না জানা যাইবে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে সাধ্যশিরোমণি বলা সম্ভব হইবে না ।” বাস্তবিক রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় পৌঁছিয়াছে, রায়-রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়েই প্রভু বলিলেন—“আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় ।” কিন্তু প্রভু প্রকাণ্ডভাবে কোনওরূপ পূর্বপক্ষ

কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে ।
 তোমা বহি কেহো ইহা নিরূপিতে নারে ॥ ৯২
 রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি ।
 যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥ ৯৩
 তোমার শিক্ষায় পঢ়ি—যেন শুকের পাঠ ।
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ? ॥ ৯৪
 হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী ।
 কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ ৯৫

প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী ।
 ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥ ৯৬
 সার্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নিশ্চল হৈল ।
 কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল ॥ ৯৭
 তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা ।
 সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥ ৯৮
 তোমার ঠাঁই আইলাঙ্ তোমার মহিমা শুনিঞা ।
 তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

উত্থাপিত না করিয়া একটী কোশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই কোশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল—
 কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায় । আর এক স্তবক বিকশিত হইবে—বিলাস-তত্ত্বের জিজ্ঞাসায় ।

যে-কৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেম সম্যক্রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে-কৃষ্ণের অত্যাশঙ্ক্য দূর করাইয়াছে, সেই
 কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিলে রাধাপ্রেমের মহিমার ংকল্প সম্যক্রূপে জানা যায় না । তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর
 জিজ্ঞাসা । বাতাসের বেগে তৃণাদিও দোলায়িত হয়, তরুণ্মাদিও দোলায়িত হয় ; আবার বিরাট মহীকহও
 উৎপাটিত হয় । যে বেগে বিরাট মহীকহ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার শক্তি বা মহিমা অনেক বেশী ।
 সূতরাং বায়ুবেগের শক্তির পরিমাণ জানিতে হইলে যে বস্তুর উপর তাহার প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার স্বরূপ জানা
 দরকার—তাহা কি ক্ষুদ্র তৃণ, না কি বিরাট মহীকহ, তাহা জানা দরকার ।

যে-রাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তত্ত্ব না জানিলেও তাঁহার
 প্রেমের মহিমা সম্যক জানা যায় না । তাই রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা । সকল রসমের রসগোল্লারই আশ্রয়
 আছে ; কিন্তু কোনও কোনও মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারকের রসগোল্লার আশ্বাদন-চমৎকারিতা অপূর্ণ । তাই রসগোল্লার
 আশ্বাদন-চমৎকারিত্বের পরিচয় পাইতে হইলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত-কারীর পরিচয়ও জানা দরকার ।

আর, যে প্রেমের এমন অদ্ভুত প্রভাব, সেই প্রেমের তত্ত্ব, সেই প্রেম স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা না জানিলেও
 তাহার মহিমা সম্যক উপলব্ধ হইতে পারেনা । তাই প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা । যে মণিটী অদূরে ঐ অন্ধকারে
 জল্ জল্ করিতেছে, তাহা কি সাপের নাথার মণি, না কি কোনও খনিজাত মণি, না কি স্পর্শমণি—তাহা নিশ্চিতরূপে
 জানিলেই তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে ।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক উপলব্ধি হইতে
 পারেনা ; যেহেতু, পরিকর-ভক্তদের প্রেমের প্রভাবেই রসত্বের বিকাশ । রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে
 যে-রসত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই রাধাপ্রেমের মহিমাও অবগত হওয়ায় যায় ।
 তাই রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা ।

রায়-রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে এসমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন ।

৯৪ । শুকের—শুকপাখীর ॥ শুক (টিয়ে)-পাখীকে বাহা পড়ান যায়, তাহাই পড়ে ; কিন্তু পঠিত বিষয়ে
 তাহার অর্থবোধ হয় না । ৯৩-৯৫ পয়ার রামানন্দের দৈছোক্তি । ইহা বাস্তব কথাও । শ্রীমন্ মহাপ্রভুই তাঁহার
 চিন্তে নানাবিধ সিদ্ধান্তের জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং প্রভুর প্রেরণাতেই রায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । এই
 অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

৯৬-৯৯ । এই কয় পয়ার—আত্মগোপনার্থ প্রভুর দৈছোক্তি । পূর্ববর্তী ২৮৮৪২ পয়ারে মায়াবাদী শব্দের
 তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য ।

কিবা বিপ্র কিবা ঞ্চাসী শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা—সে-ই গুরু হয় ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এসমস্ত যে প্রভুর দৈচোক্তি, তিনি যে বাস্তবিকই মায়াবাদী ' ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, বাসুদেব-সার্বভৌম এবং প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্তবিচারে তিনি মায়াবাদখণ্ডন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্থাপন করিয়াছেন, জ্ঞান-যোগ-কর্মাদি হইতে ভক্তির উৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরম-পুরুষার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া প্রেমপ্রাপ্তির উপায়রূপে ভক্তিমার্গের সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন।

সার্বভৌমভট্টাচার্য্যকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া প্রভু যে তাঁহার মুখে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ করাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীলব্ধাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন (২৬।১৯৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রভু এস্থলে (২৮।৯৭ পয়ারে) বোধ হয়, তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। ইহাও প্রভুর দৈচোক্তি।

প্রভু যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে যাত্রা করেন, তখন রায়-রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্ত সার্বভৌম প্রভুর চরণে নিবেদন জানাইয়াছিলেন। (২৭।৬০-৬৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভু দৈচের আবরণে সে কথারই এস্থলে (২৮।৯৮ পয়ারে) উল্লেখ করিলেন।

সন্ন্যাসী জানিয়া—আমি সন্ন্যাসী বলিয়া। আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী ; তাই তুমি মনে করিতেছ—আমাকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু রামানন্দ, তোমার এইরূপ ধারণা সঙ্গত নয়। কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই হইল উপদেশ-দানের যোগ্যতার পরিচায়ক ; বর্ণ বা আশ্রমই যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। তুমি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয় প্রকার জ্ঞানই তোমার আছে ; সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দানের সম্যক যোগ্যতাই তোমার আছে, সন্ন্যাসীকেও তুমি উপদেশ দিতে সমর্থ। পারমার্থিক ব্যাপারে সামর্থ্যই অধিকার দান করে। কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত প্রত্যাগমিশ্রকে রায়-রামানন্দের নিকট পাঠাইয়া প্রভু তাহাই দেখাইয়াছেন।

১০০। কিবা বিপ্র কিবা ঞ্চাসী—ইত্যাদি—বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন। এস্থলে “গুরু”-শব্দ দ্বারা “শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু” দুইই বুঝায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্র ব্রাহ্মণের মন্তদাতা-গুরু হইতে পারেন কিনা ? উত্তর :—“কিবা বিপ্র” ইত্যাদি পয়ারের অভিপ্রায়ে বুঝা যায়, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও ব্রাহ্মণের মন্তদাতা—গুরু হইতে পারেন। শূদ্র-বংশোদ্ভব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা-মহাপুরুষদিগের অনেকেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-জাতীয় মন্তশিষ্য ছিলেন। নরোত্তম-দাস ঠাকুর-মহাশয় কায়স্থ ছিলেন, শ্যামানন্দঠাকুর-মহাশয় সদগোপ ছিলেন ; অনেক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ও ইহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ; অতাপি ইহাদের এই সকল মন্তশিষ্য-পরিবার বর্তমান আছেন। শ্রীশ্রীহরিতত্ত্ববিলাসে গুরুর লক্ষণ-বিষয়ে মন্তমুক্তাবলী হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে জাতি-বিশেষের কোনও উল্লেখই নাই, কেবল অবদাতা-মন্তাদি কতকগুলি গুণের মাত্র উল্লেখ আছে ; তাহাতে বুঝা যায়, যাহার ঐ সকল গুণ আছে, তিনিই মন্তগুরু হইতে পারেন—এখন তিনি ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন। মনুসংহিতায়ও ইহার অমূল্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুসংহিতা বলেন—“শ্রদ্ধাধনঃ শুভাং বিদ্যানাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ২।২৩৮ ॥—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতরলোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ-চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে (পঞ্চাননতর্করত্নকৃত অমুবাদ)।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লুকভট্ট—“অন্ত্যাজ”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“অন্ত্যাজ চণ্ডালঃ তস্মাদপি—অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরমধর্ম গ্রহণ করিবে।” এবং “পরং ধর্মং” বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—“পরং ধর্মং মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানম্—মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান।” অন্ত্যজ চণ্ডালও যে উপযুক্ত হইলে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান দিতে অধিকারী অর্থাৎ তিনিও যে দীক্ষাগুরু হইতে পারেন—তাহাই এই মন্তবচন হইতে জানা গেল। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, অগস্ত্যসংহিতায় যে উল্লেখ আছে, “ব্রাহ্মণোত্তম”ই গুরু হইতে পারেন, আবার নারদ-পঞ্চরাত্রে যে আছে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন ।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ ১০১
যতপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে ।*

তঁার মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১০২
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল ।
জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারিবে না, ইহারই বা তাৎপর্য কি ? উত্তরঃ—অগস্ত্যসংহিতায় ও নারদ-পঞ্চরাত্রে যে বিধি আছে, তাহা সাধারণ-বিধি ; জাতির অভিমান যাহাদের আছে, তাহাদের জ্ঞানই সাধারণ-বিধি । কিন্তু যাহারা জ্ঞাত্যাদির অভিমানশূন্য, গুরু-ভক্তি-পরায়ণ, তাহাদের জ্ঞান এই বিধি নহে । যিনিই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা, ভজনবিজ্ঞ রসিকভক্ত, তাঁহাকেই তাঁহার গুরুপদে বরণ করিতে পারেন, তিনি শূদ্রই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন, তাহা তাঁহার বিচার করিবেন না । কারণ, তাঁহার বলিবেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারে জাতি মাত্র দুইটী ; এক শ্রীকৃষ্ণভজন-পরায়ণ, অপর শ্রীকৃষ্ণ-বহির্দুখ । যিনি ভজন-পরায়ণ, তিনি যে বর্ণেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনিই গুরু-পদবাচ্য । “দৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আস্বর এব চ । বিষ্ণুভক্তঃ স্তুতো দৈব আস্বরস্তুদ্বিপর্যায়ঃ ॥ পদ্মপুরাণ । অর্থাৎ এই জগতে দৈব ও আস্বর—এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি ; তন্মধ্যে যাহারা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ তাঁহার দৈব, আর যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন তাঁহারই আস্বর ।”

গুরুসম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ যুগ্মক ১২।১২ ॥ —সেই ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া (সমিৎ গ্রহণপূর্বক) বেদবিৎ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবে ।” শ্রীমদভাগবতও একথাই বলেন—“তস্মাদ্ গুরুং প্রপণ্ডিত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্ । শাস্ত্রে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ১১।৩২।১ ॥—উত্তম শ্রেয়ঃ জানিবার জ্ঞান যিনি ইচ্ছুক, তিনি বেদে এবং বেদানুগত-শাস্ত্রে সম্যক রূপে অভিজ্ঞ এবং পরব্রহ্ম ভগবানে অপরোক্ষ-অনুভবসম্পন্ন এবং কাম-ক্রোধাদির অবশীভূত গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবেন ।” টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—শাস্ত্রে ব্রহ্মণি বেদ-তাৎপর্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে নিষ্ণাতং নিপুণম্—বেদে এবং বেদ-তাৎপর্য-প্রকাশক অষ্টশাস্ত্রে নিপুণ (গুরুর শরণাপন্ন হইবে) । শিষ্যের সংশয় নিরসনের নিমিত্ত গুরুর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া আবশ্যিক ; শিষ্যের সংশয় দূরীভূত না হইলে তিনি ভজন-বিষয়ে বিমনা হইতে পারেন, তাঁহার শ্রদ্ধাও শিথিল হইয়া যাইতে পারে । শিষ্য সৎসংস্কারে বৈমনস্ত্রেচ সতি কস্তচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ । আর গুরু যদি পরব্রহ্ম ভগবানে অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন না হন, তাঁহার কৃপাও ফলবতী হইবে না । পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্ অথবা তৎকৃপা সম্যক ফলবতী ন শ্রুৎ । কাম-ক্রোধ লোভাদির অবশীভূতদ্বারাই পরব্রহ্মের অনুভূতি বুঝা যাইবে । পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বজ্ঞাতকমাহ উপশমাশ্রয়ম্ ক্রোধলোভাশ্র-বশীভূতম্ । এইরূপে শ্রুতি এবং শ্রীমদভাগবত হইতেও জানা গেল—যিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং যিনি ভগবানের অপরোক্ষ অনুভব সম্পন্ন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য, তিনি যে কোনও বর্ণেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, বা যে কোনও আশ্রমেই থাকুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না । **কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা**—যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন । তত্ত্বজ্ঞ দুই রকমের—তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান যাহার আছে, তিনিও তত্ত্বজ্ঞ ; আর তত্ত্ব-সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ অনুভূতি যাহার আছে, তিনিও তত্ত্বজ্ঞ । এই দুই রকমের তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর—ইহাই বিজ্ঞান । আর পরোক্ষজ্ঞান (বা কেবলমাত্র শাস্ত্রের আক্ষরিক জ্ঞান) হইল জ্ঞানমাত্র । অপরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে পরোক্ষ জ্ঞানের মৰ্ম্মও সম্যক বুঝা যায় না । এই পয়্যারে কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা-শব্দে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ-অনুভূতিসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞানও যাহার আছে, তাঁহাকেই বুঝায় ; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ই যাহার আছে, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা এবং তিনিই গুরু (দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়ই) হওয়ার যোগ্য—যে বর্ণেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন এবং যে আশ্রমেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না ।

১০২-৩ । যতপি রায়প্রেমী ইত্যাদি । যদি বল, কোন অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর প্রশ্নে বিজ্ঞ জন যেরূপ উত্তর

রায় কহে আমি নট, তুমি সূত্রধার ।
 যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার ॥ ১০৪
 মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র, তুমি বীণাধারী ।
 তোমার মনে যেই উঠে—তাহাই উচ্চারি ॥ ১০৫
 ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

সর্ব-অবতারী সর্ব-কারণ-প্রধান ॥ ১০৬
 অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাসভার আধার ॥ ১০৭
 সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
 সর্বৈশ্বর্য্য-সর্বশক্তি-সর্ববরদপূর্ণ ॥ ১০৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

করেন, মহাপ্রভুর প্রণেও রায়-রামানন্দ সেইরূপ উত্তর করিতেছেন ; তবে মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা কি রামানন্দ-রায় বুঝিতে পারেন নাই ? তিনি কি মহাপ্রভুকে একজন শিক্ষার্থী সন্ন্যাসীমাত্র মনে করিয়াছিলেন ? কিন্তু তাহাও তো সম্ভব নয় ! কারণ, যাহাদের মন মায়াযুক্ত, তাহারা ইহা স্বয়ং-ভগবান্কে সাক্ষাৎ দেখিয়াও চিনিতে পারেন না । মায়া ত রামানন্দ-রায়ের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কারণ, তিনি একে মহাভাগবত, তাতে আবার মহাপ্রেমী ; সুতরাং তিনি যে মহাপ্রভুকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না । এখন ইহার নীমাংসা কি ? “তথাপি প্রভুর ইচ্ছা” ইত্যাদি পয়ারে ইহার উত্তর দিতেছেন । পরমভাগবত মহাপ্রেমী রামানন্দ-রায়ের মনকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না সত্য, কিন্তু রামানন্দ-রায় যাহাতে প্রভুকে সম্যক্ চিনিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাহার মনকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল । স্বীয় প্রেমভাবে মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেও, মহাপ্রভুর বলবতী ইচ্ছার ফলে রায়ের মন টলমল হইল ; তাই রায় মহাপ্রভুকে সম্যক্ জানিয়াও যেন সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন । তাই রায়-রামানন্দ প্রভুর প্রণেও উত্তর দিতে অসম্মত হয়েন নাই । যদি প্রভু-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সময়-সময় রায়ের চিত্তে প্রচ্ছন্ন হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ রামরায় প্রভুর প্রণেও উত্তর দিতে পারিতেন না ; রায়ের এইরূপ অবস্থা যাহাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রভুর ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া তাহার লীলাশক্তি প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বকে সময় সময় রায়ের চিত্তে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত । ২৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ।

প্রভুর ইচ্ছা—রায়ের মনকে আচ্ছাদিত করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর বাসনা । জানিতেহো—স্বীয় প্রেমবলে রায়-রামানন্দ মহাপ্রভুকে স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেও । টলমল—বিচলিত ; প্রভুর স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচলিত ।

১০৪ । নট—নর্তক । সূত্রধার—নাটকের পাত্রবিশেষ ; নাটকের নান্দীবচনের পরে সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় বিষয়ের সূচনা করেন । সূত্রধারের ইঙ্গিতে নটকে নৃত্য করিতে হয়, নটের নিজের কর্তৃত্ব কিছু থাকে না ।

অথবা, নট—নৃত্যকারী পুতুল । সূত্রধার—যিনি সূতা ধরিয়া সূতার সাহায্যে পুতুলকে নাচান । পুতুল-নাচেতে অচেতন পুতুলের যেমন কোনও কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই, যিনি সূতার সাহায্যে পুতুলকে নাচান, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব যেমন তাহারই ; তদ্রূপ প্রভু, তোমার প্রণেও উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আনারও (রায়-রামানন্দ বলিতেছেন) কোনওরূপ কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই ; কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব তোমারই ; তুমি যাহা বলিও, তাহাই আমি বলি ।

১০৫ । রায় আরও বলিলেন—“বীণাধারী না বাজাইলে যেমন বীণা বাজে না—বীণাধারী বীণাতে যে শব্দ উঠাইতে ইচ্ছা করে, বীণায় যেমন সেই শব্দই উঠে, অতরূপ শব্দ তাহাতে উঠে না—তদ্রূপ তুমি আমাদ্বারা যাহা বলাইতে চাহ, আমি তাহাই বলি ; তোমার ইঙ্গিত ব্যতীত আমি কিছুই বলিতে পারি না ।”

১০৬-৮ । পূর্ববর্তী ৯১ পয়ারে প্রভু চারিটি বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব । রায় ক্রমে ক্রমে এই চারিটি তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছেন । সর্বপ্রথমে ১০৬—১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন । ৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ; সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর । **সর্ব-অবতারী**—সমস্ত অবতারের মূল । **সর্বকারণ প্রধান**—সমস্ত কারণেরও কারণ । ১০৬-১০৮ পয়ার পরবর্তী “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ”-ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্রয়তত্ত্ব—সমস্তেরই আধার বা আশ্রয়, তাহাই ১০৭ পয়ারে বলা হইয়াছে ।

সচ্চিদানন্দতমু—শ্রীকৃষ্ণের তমু (বা বিগ্রহ, দেহ) প্রাকৃত-রক্তমাংসাদিতে গঠিত নহে, পরন্তু সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়—শুদ্ধসত্ত্বময় । পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তমুর কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয় । “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ যুগ্মক । ৩২।৩ ॥” গোপালতাপনী-শ্রুতিও বলেন—শ্রীকৃষ্ণ “সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈভূতাস্বরম্ । দিব্যজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ পু, তা, । ২।১ ॥” এই গোপাল-কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, “ওঁ যোহসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ ॥ উত্তর-গোপালতাপনী ॥ ২৪ ॥” ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । **ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপই স্বয়ং-ভগবান্, সর্বকারণ-কারণ ; অত্ৰ কোনও স্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ নহেন । **সর্বশক্তি** ইত্যাদি—স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এবং সর্বরসপূর্ণ ।

এস্থলে একটা কথা বিবেচ্য । ২।৮।১ পয়ারে প্রভু চারিটা তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব । কিন্তু আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হয়, রায়-রামানন্দ মুখ্যতঃ মাত্র দুইটা তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব ; ১০৬-১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং ১১৫-৪৫ পয়ারে রাধাতত্ত্ব । অবশ্য রাধাতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে ১২০-২৩ পয়ারে প্রেমতত্ত্বও বর্ণনা করা হইয়াছে ; পরবর্তী ১৪৬-পয়ারে প্রভুও বলিলেন—“জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব ।” রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুও আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না । ইহার তাৎপর্য কি ?

তাৎপর্য বোধ হয় এই । রায়ের মুখে শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ খ্যাপিত করিয়া শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমোৎকর্ষ খ্যাপনই প্রভুর উদ্দেশ্য । শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—রসোবৈ সঃ ; রসো ব্রহ্ম । আবার গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ॥ গীতা ১০।১২ ॥” স্মতরাং শ্রুতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই রসস্বরূপ বলিয়াছেন । রসতত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশই ব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ ; রসতত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাসাস্বাদন ও ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য) । স্মতরাং রসতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, অথবা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও রসতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ; যে-ই রস, সে-ই কৃষ্ণ, অথবা যে-ই কৃষ্ণ, সে-ই রস । তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গেই ১০৮-১৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের কথা বা রসতত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে । রস-শব্দের দুইটা অর্থ—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক ; আস্বাদ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক এবং আস্বাদকরূপে তিনি পরম-রসিক, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি । ১০৮-১৪ পয়ারে তাঁহার আস্বাদ্যত্বের—পরম-চিত্তাকর্ষকত্বের কথাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; যেহেতু, রাধা-প্রেম-মহিমার উৎকর্ষ-খ্যাপনের নিমিত্ত ইহাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ; স্বীয় মাধুর্যে যিনি আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তাকর্ষক, শ্রীরাধার যে প্রেমে তিনিও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেমের এক অদ্বিত অপরূপ বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে । অবশ্য তাঁহার রসিকত্বের বর্ণনা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে ; ১১১-পয়ারে তাঁহাকে রসের বিষয় বলাতেই তাঁহার রসিকত্বের কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে (২।৮।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ; অত্ৰাণ্ড পয়ারেও তাহা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান । স্মতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনার প্রসঙ্গেই রসতত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে ; রায়-রামানন্দ প্রভুর জিজ্ঞাসিত চারিটা তত্ত্বের বর্ণনাই দিয়াছেন ।

শ্রীকৃষ্ণে যে কেবল মাধুর্যেরই সর্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাই নহে ; ঐশ্বর্যেরও সর্বাতিশায়ী বিকাশ ; ১০৬-৭ পয়ারে তাহাই দেখান হইয়াছে । তিনি পরম-ঈশ্বর, সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, তাঁহা হইতেই অত্ৰ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভগবদ্ভা, সর্ব-অবতারী, সমস্তের মূল এবং একমাত্র কারণ, অথচ তাঁহার কোনও পৃথক কারণ বা মূল নাই, তিনি স্বয়ংসিদ্ধ, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব—অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত-ধাম, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাও এই সমস্ত তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত । কত বড় বিরাট বস্তু, বিরাট তত্ত্ব ; কিন্তু এতাদৃশ বিরাট-তত্ত্ব হইয়াও তিনি শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত !

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ২৯

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ।

‘কামগায়ত্রী কামবীজে য়ার উপাসন ॥ ১০৯

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

আবার এতাদৃশ বিরাট তত্ত্ব হইয়াও, সমস্তের আধার বলিয়া সর্বব্যাপক-তত্ত্ব হইয়াও কিন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহার নরবপু; পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান নরবপুতেই তিনি স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক । অনাদি এবং সর্ব-কারণ-কারণ হইয়াও তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন—ব্রজরাজ-নন্দের পুত্র । বস্তুতঃ নন্দ-মহারাজ বা যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির অতিব্যক্তি-বিশেষ; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের অভিমান এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা; আর শ্রীকৃষ্ণেরও অভিমান এই যে, তিনি নন্দ-যশোদার পুত্র; এই সম্বন্ধ কেবল-অভিমানজাত, বাস্তব-জন্মগত নয়; শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য (ভূমিকায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । বাৎসল্য-রসের আশ্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ অভিমান । ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শব্দেও শ্রীকৃষ্ণের রসিকত্বের—বাৎসল্য-রস-আশ্বাদকত্বের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ বিদ্যমান ।

আশ্চর্যের বিষয় এই—নন্দ-যশোদার লাল্য, পাল্য, অমুগ্রাহ্য, তাড়ন-ভৎসনের যোগ্য পুত্র বলিয়া নিজেকে মনে করা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ “সর্বৈশ্বর্য্য-সর্বশক্তি-সর্বরসপূর্ণ,” নন্দ-যশোদার স্নেহের পাত্র শিশুরূপেও তিনি স্বয়ং-ভগবান্ । অবশ্য স্বয়ং-ভগবত্ত্বার জ্ঞান তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন; লীলাশক্তির প্রভাবে তিনি জানেন না যে, তিনি ভগবান্; আর নন্দ-যশোদাও তাহা জানেন না; জানিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বের অভিমানই জাগিতনা, বাৎসল্যরসের আশ্বাদনও সম্ভব হইতনা, তাঁহার রসিকত্বও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত । ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে বিকশিত থাকাসত্ত্বেও কিন্তু ঐশ্বৰ্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই; এস্থানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অমুগত, মাধুর্য্যদ্বারা পরিনিষিক্ত, মাধুর্য্যের আবরণে আবৃত, তাই পরম-মধুর; ভীতি বা সঙ্কোচের উদ্বেক করেনা; মাধুর্য্যের অমুগত বলিয়া মাধুর্য্যের সেবা করাই ব্রজের ঐশ্বৰ্য্যের ধর্ম্ম; মাধুর্য্যদ্বারা পরিনিষিক্ত এবং পরিমণ্ডিত হইয়াই ব্রজের ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যময়ী লীলায় মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে—লীলারসের পুষ্টিবিধান করিয়া । ব্রজে মাধুর্য্যেরই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য তাহার অমুগত । মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশেই রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ । এইরূপে ১০৮-পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের পরিচয় দেওয়া হইল ।

শ্লো। ২৯। অম্বয় । অম্বয়াদি ১২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১০৬-৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১০৯। অপ্রাকৃত—যাহা প্রাকৃত নহে, যাহা চিন্ময়, তাহাকে বলে অপ্রাকৃত; যাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নয় । নবীন—নূতন; নিত্য নবায়মান । মদন—যে মত্ততা জন্মায় । যে কামনা জন্মায়, তাহাকে বলে কাম; উদ্দাম কামনা জন্মাইয়া যিনি মত্ততা জন্মান, তাঁহাকে বলে মদন । যিনি প্রাকৃত বস্তুতে—দেহ-দৈহিক বস্তুতে—কামনা জন্মান, তাঁহাকে বলে প্রাকৃত কাম (বা কামদেব) । যিনি অপ্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মান—অপ্রাকৃত বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মান—তিনি অপ্রাকৃত কামদেব । প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা জন্মাইয়া যিনি মত্ত করিয়া তোলেন, তিনি প্রাকৃত মদন; আর অপ্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা (বা বলবতী ইচ্ছা) জন্মাইয়া যিনি উন্মত্ত করিয়া তোলেন, তাঁহাকে বলে অপ্রাকৃত মদন । শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু; তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি সমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু; এই অপ্রাকৃত বস্তুতে—নিজের প্রতি, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আশ্বাদনের নিমিত্ত—কামনা জন্মান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কামদেব এবং এই কামনাকে উদ্দাম—অত্যন্ত বলবতী—করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া দেন বলিয়া তিনি অপ্রাকৃত-মদন । প্রাকৃত জগতে দেখা যায়—কাম্যবস্তু লাভের পরে তৎপ্রাপ্তি-লালসা প্রশমিত হইয়া যায়, প্রাপ্ত বস্তুর আশ্বাদনের পরে আশ্বাদন-লালসাও প্রশমিত হইয়া যায়—সেই লালসায় বা আশ্বাদনে নূতনত্ব কিছু থাকে না;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে—অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ে—তদ্রূপ হয় না ; কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা—কামনা—আরও বাড়িয়া যায় ; শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আশ্বাদনেও আশ্বাদন-বাসনা কমে না, বরং আরও বাড়িয়া যায়—(তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর । ১।৪।১৩০) । কৃষ্ণপ্রাপ্তির এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আশ্বাদনের পরেও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন নিত্য নূতন—নিত্য নবায়মান বলিয়া মনে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই তৎসমস্ত প্রাপ্তির ও আশ্বাদনের কামনা যেন বর্দ্ধিতবেগে নূতন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে—নূতন নূতন করিয়া শক্তি ধারণ করিয়া, নূতন নূতন উদ্ধামতা লাভ করিয়া নূতন নূতন উন্মত্ততা জন্মাইয়া দেয় । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, অচিন্ত্যমাহাত্ম্যে—স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিষয়ে নিত্য-নবায়মান-কামনার উদ্ধামতা দ্বারা এইরূপ নিত্য-নবায়মান-মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে **অপ্রাকৃত-নবীন-মদন** বলা হয় । এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের ধাম শ্রীবৃন্দাবন ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-নবীন মদন হইলেও, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রবলবেগে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিলেও, মায়াযুক্ত জীবের চিত্ত সেই আকর্ষণে সাড়া দেয় না ; মায়াযুক্তচিত্তকে সেই আকর্ষণে সাড়া দেওয়ার যোগ্য করিতে হইলে উপাসনা বা সাধনের প্রয়োজন ; কিরূপে সেই উপাসনা করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন—কামবীজ ইত্যাদি বাক্যে ।

কামবীজ—অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বীজ ; বীজমন্ত্র । **কামগায়ত্রী**—অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার গায়ত্রী । “গায়ন্তং ত্রায়তে যশ্মাং গায়ত্রী স্বং ততঃ স্মৃতঃ । যে ব্যক্তি গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করে, তদ্বারা সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পায় বলিয়া ইহাকে গায়ত্রী বলে ।” যে ভাবের প্রাধাত্য দিয়া যে দেবতার উপাসনা করা হয়, সেই ভাবের ছোতক—স্বরূপ-প্রকাশক—ধান্যাত্মক মন্ত্রই গায়ত্রী । শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-নবীনমদন—অপ্রাকৃত কামদেব ; তদন্তরূপ স্বরূপ-ছোতক গায়ত্রীমন্ত্রই কামগায়ত্রী—কামদেবের গায়ত্রী । এই গায়ত্রী-জপের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হইতে পারে এবং উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবতী কামনা চিত্তে উদ্ভূত করাইতে পারে ; তাই এই গায়ত্রীর নাম কামগায়ত্রী । কামগায়ত্রী ও কামবীজ গুরুসকাশে জ্ঞাতব্য । কামগায়ত্রীর অর্থ ২।২।১০৪—১৪ ত্রিপদীতে দ্রষ্টব্য ।

ক্লী এইটী কামবীজ ; ক, ল, ঙ্গ, * এই কয়টী অক্ষরের যোগে কামবীজ । বৃহদগৌতমীয়তন্ত্র বলেন—কাম-বীজান্তর্গত ক-কারের অর্থ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ; ঙ্গ-কারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী পরমা-প্রকৃতি (সর্ব-প্রেয়সী-শিরোমণি, সর্বশক্তি-বরীয়সী) শ্রীরাধা ; ল-কারের অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ ; নাদবিন্দুর (*-এর) অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর চুষ্মনানন্দ-মাধুর্য্য । “ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । ঙ্গ-কারঃ প্রকৃতি রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী ॥ লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং তয়োশ্চ কীর্তিতম্ । চুষ্মনানন্দমাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ ॥” এই প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে—কামবীজ লীলাবিলসিত-শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম-মধুর যুগলিত-স্বরূপকেই স্মৃতিত করিতেছে । ঋতি বলেন—ক্লী (বা ক্লীম্) এবং ওঙ্কার এক এবং অভিন্ন । “ক্লীমোঙ্কারশ্চৈকত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ গো, তা, উ, ৫২ ॥” ওঙ্কার হইতে যেমন বিশ্বের সৃষ্টি, ক্লীম্ হইতেও তদ্রূপ বিশ্বের সৃষ্টির কথা জানা যায় । বৃহদ-গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—“ক্লীঙ্কারাদমৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ ঋতেঃ শিরঃ ।—ঋতি বলেন, ভগবান্ ক্লীম্ এই কামবীজ হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ।” ইহা দ্বারা কামবীজ ও প্রণবের একত্বই স্মৃতিত হইতেছে ; কিন্তু উভয়ে এক এবং অভিন্ন হইলেও কামবীজ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-মধুর যুগলিত-স্বরূপকে এবং শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপকে—অপ্রাকৃত-নবীন-মদন-রূপকে অনাবৃত-ভাবে স্মৃতিত করে বলিয়া কামবীজকেই প্রণবের রসাত্মক রূপ মনে করা যায় । এইরূপে কামগায়ত্রীও সাধারণ বৈদিক-গায়ত্রীরই রসাত্মক রূপ (ভূমিকায় প্রণবের অর্থবিকাশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পূর্ববর্তী ১০৮ পয়ারে বাৎসল্যভাবের অমুরূপ রসস্থের বিকাশের কথা বলা হইয়াছে; বাৎসল্যভাব-বিগ্রহ নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবোচিত মাধুর্য আশ্বাদন করেন, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যরস আশ্বাদন করেন; শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-ভাবের আশ্বাদ রস এবং বাৎসল্যরসের আশ্বাদক-রস। কিন্তু বাৎসল্য-ভাবোচিত রস অপেক্ষাও যে রসের পরম-উৎকর্ষময় বিকাশ আছে, তাহাই এই ১০৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পরম-বৈশিষ্ট্যময় বিকাশটি হইতেছে মধুরভাবোচিত বা কান্ত্যভাবোচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ মাধুর্যঘনবিগ্রহ হইলেও পরিকরদের প্রেমই তাঁহার মাধুর্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত করিয়া উচ্ছলিত ও তরঙ্গায়িত করিতে পারে; যে পরিকরের মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যও ততটুকুই বিকশিত হয়। মহাভাববতী কৃষ্ণকান্ত্য ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ; তাই তাঁহাদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যেরও সর্বাতিশায়ী বিকাশ—এত বেশী বিকাশ যে, তিনি তখন অপ্ৰাকৃত-নবীন-মদনরূপে প্রতিভাত হন। এই অপ্ৰাকৃত-নবীন-মদনরূপের বৈশিষ্ট্যের কথা পরবর্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রসময়-বিগ্রহ, ভাবময়-বিগ্রহ; তাই যে রসোচিত-ভাবের সান্নিধ্যে তিনি যখন থাকেন, তখন সেই রসোচিত ধর্মই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই যশোদামাতার কোলে যিনি স্তম্ভাভিলাষী শিশু, ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকটে তিনিই নবকিশোর নটবর। জীবের প্রাকৃত দেহে এইরূপ ভাবানুরূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়; সুনিপুণ অভিনেতার মুখে মাত্র তাঁহার অন্তরের ভাব সামান্য একটু ছায়া ফেলিতে পারে; কিন্তু ভগবান বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের দেহ শুদ্ধস্বভাব বলিয়া এবং তাঁহাদের ভাবও শুদ্ধস্বভাব বিলাস-বিশেষ বলিয়া—স্বতরাং ভাব ও তাঁহাদের বিগ্রহ স্বরূপতঃ একই বস্তু বলিয়া—তাঁহাদের দেহাদিও ভাবানুরূপ ধর্ম সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারে। ভগবতী-ভাবের আবেশে মহাপ্রভু ভগবতীর রূপই ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্ষঃ হইতে স্তম্ভ ও ক্ষরিত হইয়াছিল।

অপ্ৰাকৃত-নবীন-মদনরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্বাদরস এবং ব্রজসুন্দরীদিগের কান্ত্যরসের আশ্বাদকও, তাহাও এই পয়ারে সূচিত হইল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই পয়ারে প্রথম অর্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অপ্ৰাকৃত-নবীন-মদন বলাতে তাঁহার মাধুর্যের—স্বতরাং রসস্থেরও—চরমতম বিকাশের কথাই বলা হইল; ইহা প্রাসঙ্গিক; কিন্তু দ্বিতীয় পয়ারাধী যে তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা বলা হইল, তাহার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের রসস্থ-বিকাশের প্রসঙ্গে তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা কেন বলা হইল? উত্তর এই। উপাসনার মন্ত্র ও বীজ—উপাস্ত-স্বরূপেরই পরিচায়ক। প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, স্বতরাং অত্যন্ত ব্যাপক; প্রণব অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝায়; যেহেতু, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ হইলেন প্রণবাত্মক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ। আবার প্রণব ও কামবীজ একই অভিন্ন; অভিন্ন হইলেও কামবীজ হইল প্রণবেরই রসাত্মক রূপ (প্রণবের অর্থ-বিকাশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। রসস্থের এবং ব্রহ্মস্থের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁহাদের অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি বিরাজমান, তদ্রূপ কামবীজের মধ্যেও প্রণবের সমস্ত অর্থ বিদ্যমান। তথাপি সমস্তের আধার হইয়াও রসস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন অপ্ৰাকৃত-নবীন-মদন—পরম-রসময়, পরম-চিন্তাকর্ষক,—তদ্রূপ প্রণবার্ঘগর্ভ কামবীজও পরম-মধুর, পরম-চিন্তাকর্ষক। তাই কাম-বীজ এবং প্রণব একই বস্তু হইলেও কামবীজের রূপই হইতেছে শুদ্ধ-রসাত্মক। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের সর্বাচিন্তহর-পরম-মধুর রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত, তদ্রূপ ওঙ্কাররূপ প্রণবের অনন্ত অর্থও কামবীজের পরম-চিন্তাকর্ষক রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত। গায়ত্রী-সম্বন্ধেও ঐ কথা। সাধারণ জপ্য-বৈদিক গায়ত্রীর রসাত্মক রূপই কামগায়ত্রী (ভূমিকায় প্রণবের অর্থবিকাশ-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সাধারণ বৈদিকগায়ত্রীর একাধিক অর্থ সম্ভব; কোনও কোনও অর্থে পরব্রহ্মের মাধুর্যময় স্বরূপের পরিবর্তে তীতি-সঞ্চারক ঐশ্বর্যপ্রধান রূপও বুঝাইতে পারে; আবার কোনও কোনও অর্থে ব্রহ্মকে বা ভগবানকে না বুঝাইতেও পারে; কিন্তু কামগায়ত্রীর একরকম অর্থই

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম ।

সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্থ-মদন ॥ ১১০

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ সয়মানমুখাস্থজঃ ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎমানমুখঃ ॥ ৩০

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয় ।

সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

সম্ভব এবং সেই অর্থটী হইতেছে—অপ্রাকৃত নবীন-মদন । এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপাদি সমস্তই অন্তর্ভূত, তদ্রূপ সাধারণ জপ্য বৈদিকগায়ত্রীর যাবতীয় অর্থও কামগায়ত্রীর অন্তর্ভূত; অথচ এই কামগায়ত্রী পরিচয় দিতেছে অপ্রাকৃত-নবীন-মদনের; স্তবরাং বৈদিকগায়ত্রী এবং কামগায়ত্রী—প্রণব ও কামবীজের ছায়—অভিন্ন হইলেও কামগায়ত্রীর রূপটীই রসময়—ইহা বৈদিক গায়ত্রীরই রসাত্মকরূপ । এই রসাত্মক কামবীজ এবং রসাত্মক কামগায়ত্রীর দ্বারা যাঁহার উপাসনা, তিনি যে পরম-রসময়, পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । এতাদৃশ কামবীজ এবং কামগায়ত্রীদ্বারা যাঁহার উপাসনা, ঐশ্বর্য্য-প্রধান-ভাবাদি-দ্রোতক বীজ এবং গায়ত্রীদ্বারা উপাসনায় যাঁহার পরম-স্বরূপত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, সেই অপ্রাকৃত-নবীন-মদনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য-সূচনার জন্তই তাঁহার উপাসনা-বিধিও অপূর্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে । উপাসনা-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যদ্বারা উপাস্ত-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়; স্তবরাং আলোচ্য ১০২ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপাসনা-বিধির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে । ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসত্ব-বিকাশের অপূর্বতাই সূচিত হইয়াছে ।

১১০ । যোষিৎ—স্ত্রীলোক । স্থাবর—যাহা চলিতে পারে না, যেমন বৃক্ষলতাাদি । জঙ্গম—যাহা চলিতে পারে, যেমন, মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি । সর্বচিত্তাকর্ষক—সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন যিনি । সাক্ষাৎ—স্বয়ং । মন্থ—মনকে মথিত করেন যিনি; কামদেব । মদন—মত্ততা জন্মান যিনি; কামদেব । মন্থ-মদন—যিনি সকলের চিত্তকে মথিত করেন এমন যে কামদেব, তাঁহার চিত্তকেও মথিত করিয়া উন্মত্ত করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই মন্থ-মদন । ১০।৩২।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণ অপাকৃত মদন বলিয়া পুরুষ-নারী, স্থাবর-জঙ্গমাди সকলের চিত্তকে তো আকর্ষণ করেনই—এমন কি অপর সকলের চিত্তকে মথিত করেন যিনি, সেই কামদেবও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া পড়েন ।

“মন্থ-মদন”-শব্দে মদন-মোহনকে বুঝাইতেছে । “রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।”—এই প্রমাণ-বলে শ্রীরাধার সান্নিধ্যবশতঃই শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্বের, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্বের চরতম-বিকাশ, মাধুর্য্যের (স্তবরাং আশ্রয়-রসত্বের) চরতম বিকাশ সম্ভব; শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী বিকাশময় প্রেমই এরূপ মাধুর্য্যবিকাশের হেতু । স্তবরাং শ্রীকৃষ্ণের মন্থ-মদন-রূপেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই সূচিত হইতেছে ।

শ্রীকৃষ্ণ যে মন্থ-মন্থ বা মন্থ-মদন, তাহার প্রমাণরূপে “তাসামাবিরভূৎ”—ইত্যাদি শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৩০ । অম্বর । অম্বরাদি ১০।৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১১১ । শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্ব দেখাইতেছেন ১০৮-১১৪ পয়ারে এবং তদ্বারা আনুযায়িকভাবে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছেন । রসই সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে; শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ বলিয়াই তিনি সর্বচিত্তাকর্ষক; তাই এস্থলে তাঁহার রস-স্বরূপত্বের উল্লেখ ।

নানা ভক্তের—শাস্ত-দাশ্যাদি নানা ভাবের নানাবিধ ভক্তের । নানাবিধ রসামৃত—শাস্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্যরস এবং হাশ্য, করুণ, রৌদ্ৰ, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই সাতটি গৌণরস

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ পূর্ববিভাগে
সামান্যভক্তিলক্ষ্যাম্ (১)—

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসন্নমরুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ
কলিতশ্চামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধূর্জয়তি ॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অখিলেতি । বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে । যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্জন ইতি সামান্যভগবদবিভাব-
পর্যায়স্তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্বদুঃখং অতিক্রামতি সর্বক্ষেতি । যদা, বিদধাতি করোতি সর্বদুঃখং সর্বক্ষেতি
নিরুক্তেঃ পর্যাবসানে বিচার্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ অস্তুরাণামপি মুক্তিপ্রদেভ্যে স্ববৈভবাতিক্রান্তসর্বদেহে পরমাপূর্বস্ব-
প্রেমমহাস্বপর্যায়স্তদ্বিস্তারকদেহে স্বয়ং ভগবদেহে চ তত্রৈব প্রসিদ্ধেঃ । অতএব অমরেনাপি তৎপ্রাধাণ্যেনৈব তানি
নামানি প্রোক্তানি । বসুদেবোহস্ত জনক ইত্যাদ্যুক্তেঃ । এতদেব সর্বং জয়তীত্যর্থেন স্পষ্টীকৃতম্ । সর্বোৎকর্ষণে
বৃত্তির্নাম তত্তদেবেতি । অতএব প্রাকট্যসময়মাত্রদৃষ্ট্য যা লোকস্ত অপ্রতীতিঃ তস্থাঃ নিরাসকো বর্তমানপ্রয়োগঃ ।
তথাচ প্রমাণানি । বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ । যমিহ নিরীক্ষ্য হতাগতাঃ স্বরূপমিতি । স্বয়ংসামান্যাতিশয়স্ত্রাধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাগুণসমস্তকামঃ । বলিং হরদ্বিষ্টিচরলোকপালৈঃ কিরীটকোটিভিতপাদপীঠঃ ॥ ইতি । যশ্রাননং মকরকুণ্ডল-
চাকরকর্ণং ভ্রাজৎকপোলমুভগং সুবিলাসসহাসম্ । নিত্যোৎসবং ন তত্পদু শিভিঃ পিবন্ত্যো নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা
নিমেষচ ইতি । কাশ্ম্রাস্ত তে কলপদায়তবেণু-গীতসম্মোহিতার্থ্যচরিতাম্ চলেত্রিলোক্যাম্ । ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ
নিরীক্ষ্য রূপং যদগোদ্বিজক্রমমৃগাঃ পুলকাচ্ছবিব্রু ॥ ইতি । ষণ্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিশ্রাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্কেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাম্ ॥ ইতি । এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ । ইতি ।
জয়তি জগন্নিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে । অথ তত্ত্বদুর্কর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ । অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ
শাস্তাঃ দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্তি যন্ত সঃ । আনন্দমূর্তিমুপগুহেতি । স্বয়ং নিত্যস্ববোধতনাবনন্ত
ইতি । মল্লানামশনিরিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ । তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়ৎ তৎ রসয়েদিতি শ্রীগোপাল-
তাপনীভ্যশ্চ । তত্রাপি রসবিশেষ-বিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে । অতএবাদিরস-বিশেষ-
বিশিষ্টসম্বন্ধে নিতরাং । তথা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুদ্যরূপং লাবণ্যসারমসর্কোমনম্ভসিদ্ধম্ । দৃগ্ভিঃপিবন্ত্যু-
সবাভিনবং ছুরাপমেকান্তধামযশসঃশ্রিয় ঐশ্বর্যশ্চেতি । ত্রৈলোক্যলঙ্ঘ্যেকপদং বপুর্দধদিত্যাদি । তত্রাতিশুভে
তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে । তাস্ম গোপীষু মুখ্যা দর্শ ভবিষ্যোত্তরে ক্ষয়ন্তে যথা । গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখাত্মা
ধনিষ্ঠিকা । রাধাসু রাধা সোমাত্মা তারকা দশমী তথ্যেতি । বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি পাঠান্তরম্ । তথ্যেতি দশম্যপি
তারকানায়েবেত্যর্থঃ । দশমীত্যেকং নাম বা । স্বান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াম্ । দ্বারকামাহাত্ম্যেচ । ললিতোবাচে-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

—মোট বারটী রস । বিশেষ বিবরণ ২ । ১১ । ১৫৯-৬০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য । বিষয়-আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ এই
বারটী রসেরই বিষয় এবং আশ্রয় (বা আধার) উভয়ই । শাস্তাদি রসের ভক্তগণ যখন স্ব-স্ব-ভাবে অল্পকূল সেবা দ্বারা
তঁাহাকে শাস্তাদি রস আশ্বাদন করান, তখন তিনি এই সকল রসের বিষয় ; আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন অল্পরূপ কার্য দ্বারা
তঁাহার শাস্তাদিভাবে ভক্তগণকে তঁাহাদের স্ব-স্ব-ভাবে অল্পরূপ রস আশ্বাদন করান, তখন তিনি সে সমস্ত রসের
আশ্রয় বা আধার । খেলায় হারিয়া সখাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করেন কিম্বা যখন কোনও সখাও প্রীতিভরে তঁাহার
মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দেন, তখন তিনি সখ্যরসের বিষয় ; আবার যখন খেলায় হারিয়া তিনি তঁাহার সখাগণকে কাঁধে বহন
করেন, কি প্রীতিভরে কোনও সখার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দান করেন, তখন তিনি সখ্যরসের আশ্রয় । অগ্ৰাচ্ছ রস সম্বন্ধেও
এইরূপ । বিবয়রূপে তিনি আশ্বাদক এবং আশ্রয়রূপে আশ্বাদ্য ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোক ।

শ্লো। ৩১। অম্বয় । অখিল-রসামৃতমূর্তিঃ (সমস্ত রসের আশ্রয় ঐহার পরমানন্দময়মূর্তি) প্রসন্নমরুচিরুদ্ধ-
তারকাপালিঃ (প্রসন্নশীল-কান্তিধারা যিনি তারকাপালিকে রুদ্ধ করিয়াছেন), কলিতশ্চামললিতঃ (যিনি শ্রামা ও

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তাদৌ মুখ্যাস্বষ্টস্থ পূর্বোক্তভ্যোহুতা ললিতা শ্রামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রাশ্চ শ্রয়ন্তে । পূর্বোক্তাস্ত রাধা-ধন্যা-বিশাখাশ্চ, তদেতদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যামুখ্যাতি রক্তরোস্তবং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে হে তারকাপালী তাবন্নিষ্কৃতাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহপ্রশ্নমরেতি । প্রশ্নমরাভিঃ কচিভিঃ কাস্তিভী রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ । পালিকেতি সংজ্ঞায়াং কন্ বিধানাং । পালীতি দীর্ঘাস্তোহপি কচিদ্ভূতে । অথ মধ্যমুখ্যাভ্যামাহ, কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্রামা শ্রামলা ললিতা চ যেন সঃ । অথ পরমুখ্যা আহ রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্তা । ইণ্ডপঞ্চজাতীগৃকিরঃ ক ইতি কর্তরি ক-প্রত্যয়ো বিধেয়ঃ অতএব অশ্রা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ববদ্ যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং নির্দিষ্টা । অতস্তশ্রা এব প্রাধাচ্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাশ্র্যে উত্তরথণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে । যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তশ্রাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । সর্কগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা । অতএব মাংস্তস্কান্দাদৌ, শক্তিস্থসাধারণ্যেন অভিন্নতয়া গণনায়ামপি তশ্রা এব বৃন্দাবনে প্রাধাচ্যভিপ্রায়েনাহ । কক্ষিণীদ্বারাবত্যাশ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে । ইতি । তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে তশ্রা এব মন্ত্রকথনে । দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । সর্কলক্ষ্মীময়ী সর্ককাস্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ইতি । ঋক্পরিশিষ্টপ্রত্যাবপি । রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা । বিভ্রাজন্তে জনৈষিতি । অতএবাহঃ । অনয়ারাধিতো নুননিত্যাदि । অথ শ্লেষার্থব্যাখ্যা । তত্রৈব শ্লেষেণোপমাং সূচয়ং স্তয়া অর্থবিশেষং পুষ্যাতি । সর্কলৌকিকালৌকিকাতীতেহপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ শ্রাদিতি কেনাপ্যংশেন উপমেয়ম্ । সর্কতমস্তাপজদুঃখশমকত্বেন সর্কসুখপ্রদত্বেন চ তত্র পূর্ববন্নিরুক্তিপৰ্য্যবসানে বিচার্যমাণে রাকাপতেরেব বিধুঃ মুখ্যং পৰ্য্যবস্তীতি সর্কতঃ প্রভাবাং পূর্ণত্বাংশেন চ এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমনত্বাদিনাতীতি নোপমানযোগ্যতা । ততো বিধুঃ সর্কত উৎকর্ষণে বর্ত্তত ইতি লভ্যতে । এবং বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্ত প্রতিপত্তুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়াস্তুবৃত্তেঃ । এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেহপি সাম্যং দর্শয়তি অখিলেত্যাদিভিঃ । অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আত্মাদৌ যত্র তাদৃশমমৃতং পীযুষং তদাশ্রিকৈব মূর্ত্তির্মণ্ডলং যশ্চ । অত্র শব্দেন সাম্যং রসনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যোজ্যং তথা প্রশ্নমরাভিঃ কাস্তিভিঃ রুদ্ধা আবৃত্তা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন । ইতি পূর্ববৎ নিজকাস্তিবশীকৃতকাস্তিমতীগণবিরাজমানত্বাংশেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্ । কলিতমুরীকৃতং শ্রামায়াঃ রাত্রৈঃ ললিতং বিলাসো যেন ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্ । তথা শ্রামাতু গুণ্ডলৌ । অপ্রস্তুতাস্ত্রনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধৌ । ত্রিবৃত্তা শারিকা গুন্ডা নিশা কৃষ্ণা প্রিয়সুস্মিতি বিশ্বপ্রকাশাং । তথা রাধায়াং বিশাখানায়াং তারায়াং প্রেয়ান্ অধিকপ্রীতিমান্ । ঋতুরাজঃ গৃধ্রিমায়াং তদনুগামিত্বাং ইতি তদনুগতিমাত্রসাধ্য-স্ববৈভববিজ্ঞত্বাংশেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্ । উপমানশ্চ চৈতানি বিশেষণাহ্ম্যৎকৰ্ষবাচকানি সূর্য্যাদেস্তা-দৃশমূর্ত্তিস্বাভাবাং তারানানশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিতত্বাভাবাং সুখবিশেষকররাত্রিবিলাসাভাবাং তাদৃশবিজ্ঞত্বানভি-ব্যক্তেষেতি । সিদ্ধান্তরসভাবানাং ধ্বনুলঙ্কারয়োরপি । অনন্তত্বাং স্ফুটত্বাচ্চ ব্যজ্যতে দুর্গমস্তিহ । লিখনং সর্কমেবাস্মিন্মা-শঙ্কানশগভিতম্ । বৃথেত্যাশঙ্কয়া তত্র নাবধ্যোয়মবুদ্ধিভিঃ । গ্রহকৃতাং স্বারস্তাং, কতিচিৎ পাঠান্তে যে ময়া ত্যক্তাঃ । নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি । শ্রীজীব । ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন), রাধাপ্রেয়ান্ (শ্রীরাধার প্রিয়) বিধুঃ—শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র) জয়তি (জয়যুক্ত হউন) ।

অনুবাদ । শাস্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয় বাহ্যর পরমানন্দময় মূর্ত্তি, প্রসরণশীল-কাস্তি দ্বারা যিনি তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্রামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন । ৩১

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে শ্রীকৃপাগোস্বামী এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের জয় কীর্ত্তন করিয়া । এই শ্লোকের মূল বাক্যটি হইতেছে—বিধুঃ জয়তি—বিধু জয়যুক্ত হউক, সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করুক । বিধুঃ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্বদুঃখং অতিক্রমতি সর্বক্ষেতি । যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্বসুখং সর্বঞ্চ (শ্রীজীব) । যিনি সমস্ত দুঃখের খণ্ডন করেন, সমস্তকে অতিক্রম করেন (সূতরাং যিনি সর্ববৃহত্তম, অসমোর্দ্ধ) ; অথবা, যিনি সমস্ত সুখ-বিধান করেন, সমস্তই করেন—তিনিই বিধু । উক্তরূপ অর্থসমূহের পর্য্যবসান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে ; যেহেতু, তিনি অমুরদিগকেও মুক্তি দান করিয়া তাহাদের সংসার-দুঃখ দূর করেন, স্বীয় প্রভাবে সকলকে অতিক্রম করেন (তাঁহার প্রভাবের নিকট অপর সকলের প্রভাব পরাভূত), পরম অপূর্ব-স্ববিষয়ক-প্রেম-মহাসুখ বিস্তার করিয়া সকলকে পরমানন্দ-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন । আবার ঐ সমস্ত অর্থের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লৌকিক চন্দ্রেও দৃষ্ট হয় । যথা, চন্দ্র অন্ধকার-জনিত দুঃখ হরণ করে এবং তদ্বারা অন্ধকারক্লিষ্ট ও তাপক্লিষ্ট লোকদের সুখ বিধান করে ; পূর্ণচন্দ্রেই এই গুণের সর্বাধিক বিকাশ । সূর্য্য অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু উত্তাপজনিত দুঃখ দূর করিতে পারেনা, বরং সময় বিশেষে তাহা বর্দ্ধিত করে ; তাই বিধু-শব্দে সূর্য্যকে বুঝায় না । এইরূপে দেখা গেল, বিধু-শব্দের দুইটি অর্থ—চন্দ্র এবং স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র । ভগবান্ ও তাঁহার মাহাত্ম্যাদি লোকের প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর, তাঁহার কোনও কোনও গুণের সামান্য আভাসের সহিত যদি আমাদের পরিচিত কোনও বস্তুর গুণের তুল্যতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর সহিত উপমা দিয়া ভগবদ্গুণাদির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হইলে আমাদের পক্ষে ধারণা করার একটু সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়াই শ্লোককার চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুঃখহারিত্ব ও সুখদায়কত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । এইরূপে দেখা যায়, এই শ্লোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে—এক অর্থ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে, আর এক অর্থ চন্দ্রপক্ষে । শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার অনুসরণ করিয়া উভয় রকমের অর্থ প্রকাশের চেষ্টাই এস্থলে করা হইতেছে । সেই বিধু কি রকম ? তাহাই কয়েকটি বিশেষণে প্রকাশ করা হইতেছে । **অখিল-রসামৃত-মূর্তিঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) অখিল (সমস্ত) রস (শাস্তাদি দ্বাদশরসের সমস্তই অখণ্ডভাবে) বাঁহাতে বিद्यমান্, সেই অমৃতই (বা পরমানন্দই) মূর্তি বাঁহার—বাঁহার পরমানন্দঘন-বিগ্রহ শাস্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয় । অথবা, শাস্তাদি দ্বাদশ-রসরূপ অমৃতের (পরমাশ্রয় বস্তুর) মূর্তি যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ । (শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রসের আশ্রয়, এই বিশেষণে তাহাই প্রদর্শিত হইল) । আর উক্ত বিশেষণের চন্দ্রপক্ষে অর্থ এই—অখিল (অখণ্ড) রস (আশ্বাদ) বাঁহাতে, তাদৃশ অমৃত (পীযুষ) রূপ মূর্তি (নগল) বাঁহার ; বাঁহার নগল সমস্ত আশ্বাদরূপ অমৃততুল্য, সেই চন্দ্র । কেবল আশ্বাদস্বাংশেই কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য । চন্দ্র স্নিগ্ধ, রমণীয় ; শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা অনন্ত-গুণে স্নিগ্ধ ও রমণীয় । সেই বিধু আর কি রকম ? **অস্বররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) প্রসর (প্রসরণশীল) রুচি (কাস্তি) দ্বারা রুদ্ধা (বশীকৃত) হইয়াছে তারকা ও পালি (পালিকা—তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীর) যদ্বারা ; যিনি স্বীয় প্রসরণশীল (স্বীয় অঙ্গ হইতে সর্বদিকে প্রসারিত) কাস্তিদ্বারা তারকা ও পালিকাকে বশীভূত করিয়াছেন ; বাঁহার সর্বচিত্তহর কাস্তি দর্শন করিয়া তারকা ও পালিকা বাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, বাঁহার মধুর কাস্তি-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র । শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেমসীর মধ্যে ভবিষ্যত্তরের মতে দশজন মুখ্য—গোপালী, পালিকা, ধাত্রা, বিশাখা, ধনিষ্ঠিকা, রাধা, অম্বরাদা, সোমাতা, তারকা ও দশমী (দশমী হইল একজনের নাম) ; অথবা বিশাখা-স্থলে “বিশাখা ধনিষ্ঠিকা”—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; এই পাঠান্তরে বিশাখার পরে ধনিষ্ঠিকার নাম বসিবে এবং “দশমী” হইবে “তারকার” বিশেষণ—দশমস্থানীয়া গোপীর নাম “তারকা”—এইরূপ অর্থ হইবে । স্বন্দপুরাণাস্তর্গত প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে রাধা, ধাত্রা, বিশাখাদির নাম উল্লেখ করিয়া ললিতা, শ্রামলা, শৈব্যা, পদ্মা এবং ভদ্রার নামও উল্লিখিত হইয়াছে । যাহা হউক, চন্দ্রপক্ষের অর্থ এইরূপ । প্রসরণশীল কাস্তিদ্বারা তারকাসমূহের পালি (শ্রেণী) রুদ্ধ হইয়াছে যৎকর্তৃক, সেই চন্দ্র । আকাশে পূর্ণচন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে যে অসংখ্য তারকা বিরাজিত থাকে, তাহার যেন চন্দ্রের মধুর কিরণজালে আবদ্ধ হইয়াই সেখানে অবস্থান করে, তাহার যেন দূরে সরিয়া যাইতে পারে না । তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তারকা-পালিকা (তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণই যেন)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাঁহার সান্নিধ্য হইতে অচ্যুত যাওয়ার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে। সেই বিধু আর কি রকম ? **কলিত-শ্যাম-ললিতঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) কলিত (আল্পসাক্ষত) হইয়াছে শ্যামা ও ললিতা (উপলক্ষণে সমস্ত প্রধান গোপী) যদ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা তাঁহার নিকটে আল্পসমর্পণ করিয়াছেন। চন্দ্রপক্ষে—কলিত (অঙ্গীকৃত) হইয়াছে শ্যামার (রাত্রির) ললিত (বিলাস) যৎকর্তৃক (বিশ্বপ্রকাশে দৃষ্ট হয়, শ্যামা-শব্দের একটি অর্থ নিশা); রাত্রিতেই পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া নক্ষত্রসমূহের সহিত বিলসিত হইয়া আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণও নিশাকালেই গোপসুন্দরীদিগের সহিত বৃন্দাবনে বিহার করেন। এস্থলে রাত্রিবিলাসিহাংশেই উভয়ের সামঞ্জস্য। সেই বিধু আর কি রকম ? **রাধাপ্রেমান্**—(কৃষ্ণপক্ষে) শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতিকর্তা ; যিনি সম্যকরূপে শ্রীরাধার প্রীতি-বিধান করেন ; শ্রীরাধার প্রিয়—প্রাণবল্লভ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। চন্দ্রপক্ষে—রাধাতে (বিশাখানাগ্নী তারকাতে) প্রেমান্ (অধিকতর প্রীতিমান্); বৈশাখী-পূর্ণিমার চন্দ্র বিশাখা-নক্ষত্রে থাকে (বিশাখা-নক্ষত্রের অপর নাম রাধা-নক্ষত্র); সুতরাং সেই সময়ে (ঋতুরাজ-বৈশাখে) চন্দ্র বিশাখার অত্যন্ত নিকটবর্তী থাকে বলিয়া চন্দ্রকে বিশাখা-নক্ষত্রেই সর্বাধিক প্রীতিমান্ বলা হয়। চন্দ্র যেমন বিশাখা-নক্ষত্রের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্। প্রীতিনত্বাংশেই উভয়ের সাদৃশ্য। শেষোক্ত তিনটি বিশেষণের এক বিশেষণে তারকা ও পালিকার কথা, অপর বিশেষণে শ্যামা ও ললিতার কথা এবং শেষ বিশেষণে কেবলমাত্র শ্রীরাধার কথা বলা হইল। তাৎপর্য্য এইরূপ। ভাববিকাশের দিক্ দিয়া কৃষ্ণকাস্তা গোপসুন্দরীদের মধ্যে অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে ; এস্থলে প্রধান তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে—তারকা ও পালিকা এক শ্রেণীর এবং শ্যামা ও ললিতা অপর একশ্রেণীর মধ্যে মুখ্য। আর শ্রীরাধা একাই এক শ্রেণী। তারকা ও পালিকা যে শ্রেণী-ভুক্ত, তাহা অপেক্ষা শ্যামা ও ললিতার শ্রেণীর বেশী উৎকর্ষ ; শ্যামা ও ললিতার শ্রেণী অপেক্ষা শ্রীরাধা পরমোৎকর্ষময়ী ; শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকাস্তা-শিরোমণি—রূপে, গুণে, মাধুর্য্যে, বৈদম্বী-আদিতে সর্বগুণে সর্বাপেক্ষা গরীয়সী ; তাই তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশুতাও সর্বাতিশায়িনী। এই তিনটি বিশেষণে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মধুর-রসের (এবং তত্পলক্ষণে অচ্যুত সমস্ত রসেরও) বিষয়। পূর্ববর্তী ১১১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১১২। **শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্তিধর**—শাস্তাদি সকল রস হইতে শৃঙ্গার (মধুর)-রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে রসরাজ বলা হইয়াছে। **শৃঙ্গাররসরাজ**—রসের রাজা-স্বরূপ যে শৃঙ্গার। রসের রাজা-স্বরূপ যে শৃঙ্গাররস, শ্রীকৃষ্ণ সেই শৃঙ্গাররসের প্রতিমূর্তিস্বরূপ ; শৃঙ্গার-রসময়ই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। পূর্বে বলা হইয়াছে “সচ্চিদানন্দতম ব্রজেন্দ্র-নন্দন” ; এখন বলা হইল “শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তিধর” ; এই দুই বাক্যের সমন্বয়-মূলক অর্থ এই হইবে,—শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি সচ্চিদানন্দময় এবং শৃঙ্গার-রসরাজময়। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তি, তাহার প্রাকৃতত্ব নিবারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শৃঙ্গার-রসেরই প্রতিমূর্তিস্বরূপ, মূর্তিমান্ শৃঙ্গার-রস। **অতএব**—শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের প্রতিমূর্তি বলিয়া। **আত্মা**—নিজ ; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ। **আত্মপর্যাস্ত**—অণ্ডের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের নিজের পর্যাস্ত। **সর্ববিচিত্তহর**—সকলের চিত্তকে হরণ করেন যিনি। “সর্বচিত্ত” বলিতে এস্থলে ষাঁহাদের চিত্ত শৃঙ্গার-রস-ভাবিত, ষাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে ; (চক্রবর্তী)। কারণ, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসরাজরূপে ষাঁহাদের চিত্তকে হরণ করেন, তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে ; শাস্ত, দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় ষাঁহারা, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ রূপ স্মরিত হয় না, হইতেও পারে না ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি স্বস্ব-প্রেমামুরূপ ভাবেই ভক্তগণ অমুভব করিতে পারেন।

ষাঁহাউক, শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান্ শৃঙ্গার-রস বলিয়া ষাঁহাদের অন্তঃকরণ শৃঙ্গার-রসে ভাবিত, তাঁহাদের সকলের চিত্তকে তো আকর্ষণ করেনই—তাঁহারা সকলে কাস্তারূপে নিজাপ দ্বারা তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত তো উৎকর্ষিত হয়েনই ;

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)—
 বিশেষামমুরঞ্জনে জনয়মানন্দমিন্দীবর-
 শ্রেণীশামলকোমলৈরূপনয়নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
 স্বচ্ছন্দঃব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥৩২
 লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন ।
 লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১১৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্য্যস্ত নিজের শৃঙ্গার-রসরাজরূপে আকৃষ্ট হয়েন, শ্রীরাধার ছায় নিজেও নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আশ্বাদন করিতে উৎকর্ষিত হয়েন (২।৮।১১৪) । অথবা, মধুরা রতিতে শাস্ত-দাস্তাদি রতির গুণ আছে বলিয়া মধুর-রসে বা শৃঙ্গার-রসেও শাস্ত-দাস্তাদি রসের গুণ আছে । মধুর-রসকে রসরাজ বলার তাৎপর্য্যও তাহাই ; মধুর-রস বা শৃঙ্গার-রস রস-সমূহের রাজা হওয়ায় অস্বাভাবিক রস হইল তাহার পরিকর স্থানীয় । যেখানে রাজা, সেখানেই যেমন রাজ-পরিকর থাকেন, তদ্রূপ যেখানে শৃঙ্গার-রস, সেখানেই শাস্তাদি সমস্ত রস বিদ্যমান থাকিবে । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রসই বর্তমান থাকায় সকল রকমের ভক্তই স্বস্বভাবানুরূপ মাধুর্য্যাদি তাঁহাতে আশ্বাদন করিতে পারেন এবং স্বস্বভাবানুরূপ মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকলের—সকল ভাবের ভক্তের—চিত্তকেই আকৃষ্ট করিতে পারেন । এইরূপে “সর্ব্বচিত্তহর”—শব্দের অন্তর্গত “সর্ব্ব”—শব্দে শাস্ত-দাস্তাদি সকল ভাবের ভক্তকেই বুঝাইতে পারে । এইরূপ অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয় ।

শ্রীকৃষ্ণ যে “শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর”, তাহার প্রমাণরূপে “বিশেষামমুরঞ্জনে” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৩২ । অম্বর । অম্বরাদি ১।৪।৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১১৩ । স্বীয়-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল স্বীয় পরিকরবর্গের চিত্তই আকর্ষণ করেন, তাহা নহে ; তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং ভগবৎস্বরূপের কান্তাদিগের চিত্তকেও অপহরণ করেন । তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন ।

লক্ষ্মীকান্ত—নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্যদ্বারা নারায়ণাদির মনকে পর্য্যস্ত হরণ করেন । ইহার প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নের “বিজয়াজা মে” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

লক্ষ্মী-আদি—স্বয়ং লক্ষ্মী, যিনি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পতিব্রতা-শিরোমণি, সেই-লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় পতি নারায়ণের সঙ্গম-ভোগ সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্ত কঠোর তপশ্চা করিয়াছিলেন ; ইহার প্রমাণ নিম্নের “কস্তাছুভাবোহস্ত—” ইত্যাদি শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ।

এই পয়ারের টীকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে লুপ্ত হইয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তপশ্চা করিতেছিলেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তপশ্চার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন লক্ষ্মীদেবী বলিলেন—গোপীরূপে গোষ্ঠে বিহার করিবার নিমিত্তই আমার বাসনা । শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ইহা দুর্লভ । লক্ষ্মী আবার বলিলেন—নাথ ! তাহাহইলে স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তথাস্ত । তদবধি লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজিতা । “শ্রীঃ প্রেম্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুপ্তা ততস্তপঃ । কুর্ক্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিং তে তপসি কারণম্ ॥ বিজিহীর্ষে স্তয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাত্ৰবীৎ । তদুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীং পুনরব্রবীৎ ॥ স্বর্ণরেখৈব তে নাথ বস্তমিচ্ছামি বক্ষসি । এবমস্থিতি সা তস্ত তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥ সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা । কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়া শ্বেব রূপং বিবৃণুতেহধিকম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য যখন নারায়ণাদি-পুরুষাবতারগণের এবং লক্ষ্মী-আদি নারীগণের মনকে পর্য্যস্ত হরণ করিয়াছে, তখন অণুর আর কা কথা ?

তথাহি (তাঃ—১০।৮৯।৫৮)—

দ্বিজাশ্রজা মে যুবয়োদ্দিদক্ষুণা

ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুণয়ে ।

কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্

হবেহ ভূয়স্তরয়েতমস্তি মে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যুবয়োযুবাং মে কলয়া অবতীর্ণাবিতি সঙ্ঘোধনং শীঘ্রং মে অস্তি সমীপং ইতমাগচ্ছতমিত্যর্জুনমোহপ্রয়োজকোহর্থঃ । বাস্তবার্থস্ত হে কলাবতীর্ণো কলাভিঃ শশক্তিভিঃ সহৈবাবতীর্ণো ভূয়ঃ পুনরপি যুবাং অবনের্ভরান্ অসুরান্ হস্তা মে অস্তি নমাস্তিকং তান্ প্রস্থাপয়িতুং ত্বরয়েতম্ । গ্যস্তান্নিভিরূপম্ । অস্তীত্যবায়ং চতুর্থ্যন্তম্ । অত্রাগত্য তে মুক্তা ভবন্তিতি তন্মাম্মো মুক্তগম্যত্বেন হরিবংশোক্তত্বাৎ । দ্বিতীয়স্কন্ধেইপি ক্রমমুক্তিস্থতো অষ্টাবরণভেদানন্তরমেব মোক্ষশ্রবণাৎ । চক্রবর্তী । ৩৩

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

শ্লো। ৩৩। অর্থঃ । ধর্মগুণয়ে (ধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত) কলাবতীর্ণো (সর্বশক্তিসমম্বিত হইয়া অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন) ! যুবয়োঃ (তোমাদের উভয়ের) দিদক্ষুণা (দর্শনাভিলাষে) ময়া (মৎকর্তৃক) মে (আমার) ভুবি (পুরে) দ্বিজাশ্রজাঃ (দ্বিজপুত্রগণ) উপনীতাঃ (আনীত হইয়াছে) ; ভূয়ঃ (পুনর্বার) [যুবাং] (তোমরা) অবনেঃ (পৃথিবীর) ভরাসুরান্ (ভারভূত-অসুরগণকে) হস্তা (হনন করিয়া) মে (আমার) অস্তি (নিকটে) ত্বরয়েতং (শীঘ্র প্রেরণ কর) ।

অনুবাদ । ধর্মরক্ষার নিমিত্ত পূর্ণরূপে (সর্বশক্তিসমম্বিত হইয়া) অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন ! তোমাদের উভয়ের দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি দ্বিজ-বালকগণকে আমার পুরে আনয়ন করিয়াছি । পুনর্বার তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে সংহার করিয়া শীঘ্র আমার নিকটে প্রেরণ কর । ৩৩

দ্বারবতীর নিকটবর্তী কোনও এক ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে নয়টি সন্তানের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কালষাপন করিতে লাগিলেন । প্রত্যেক পুত্রের মৃত্যু হইলেই ব্রাহ্মণ মৃতপুত্র কোলে করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইতেন এবং রাজার নিকটে কোনওরূপ প্রতীকার না পাইয়া স্থির করিলেন যে, রাজার দোষেই তাঁহাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণসমীপস্থ অর্জুন লোকপরম্পরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“আমি আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব ; না পারিলে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব ।” কালক্রমে ব্রাহ্মণী পুনরায় গর্ভবতী হইলে ব্রাহ্মণ অর্জুনকে তাহা জানাইলেন এবং অর্জুনও গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত শরজালে সূতিকা-গৃহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কয়েকবার রোদন করিল এবং তৎক্ষণাৎই শরীরে আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল । তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়া অর্জুনকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“মিথ্যাবাদিন্ ! ধিক্ তোমাকে ! বাসুদেব, বলরাম, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ পর্যন্ত আমার সন্তানগণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, আর তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ! তুমি আমার মৃতপুত্রগণকে লোকান্তর হইতে আনয়ন করিবে !!” অর্জুন অন্তঃস্বাদপূর্বক যমপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; মনে করিয়াছিলেন, যমপুরেই ব্রাহ্মণের পুত্রগণ আছেন । সেখানে তাঁহাদিগকে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ঐন্দ্রী, আশ্বেয়ী, নৈঋতী, সৌম্য, বায়ব্যা ও বারুণী পুরীতে এবং রসাতল, স্বর্গ ও অগ্ন্যাদি—ব্রহ্মাদির—স্থান সমূহেও অনুসন্ধান করিলেন । কোনও স্থানে ব্রাহ্মণপুত্রগণকে না পাইয়া প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিবারিত করিলেন এবং অর্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“আমি তোমাকে দ্বিজকুমারগণকে দেখাইব ।” তখন অর্জুনের সহিত দিব্যাশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নানা গিরিনদী, সমুদ্রাদি অতিক্রম করিয়া মহাকাল-পুরীতে আসিয়া উপনীত হইলে তত্রস্থ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জুনকে সঙ্ঘোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে । তাঁহার উক্তির মর্ম্ম এই যে—ব্রাহ্মণ-তনয়গণ তাঁহার নিকটেই আছেন, তিনিই তাঁহা-

তত্রৈব (১০।১৬।৩৬)—

কস্তানুভাবোহস্ত ন দেব বিদ্যহে

তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।

যদ্বাঙ্গা শ্রীর্ললনাচরন্তপো

বিহায় কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ন চ তপ আদি নিমিত্ত এব এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিস্ত্বেচিন্ত্যং তব রূপাবৈভবিত্যাহঃ শ্লোকত্রয়েণ কস্তানুভাব ইতি । তপ আদিনা হি ব্রহ্মাদয়োহপি যশ্চাঃ শ্রিয়ঃ প্রসাদমিচ্ছন্তি সা শ্রীর্ললনাপি শ্রীরেব ললনা উক্তমা স্ত্রী যশ্চ ত্বদঙ্ঘ্রিরেণু-স্পর্শাধিকারশ্চ বাঙ্গা তপ আচরৎ অশ্চ সর্পশ্চ স কিং কৃতবান্ ইতি কো বেত্তীত্যর্থঃ । স্বামী । ৩৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

দিগকে সেখানে নিয়াছেন—তঁাহাদের অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সেখানে যাইবেন এবং তদুপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সুযোগ তাঁহার হইবে—ইহা মনে করিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে নিয়াছেন । ইহা হইতেই বুঝা যায়—ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন । উপরি-উক্ত বিবরণে যে মহাকালপুরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কারণার্ণব-জলমধ্যস্থিত ধাম ; আর যে ভূমাপুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইলেন মহাকালপুরে অবস্থিত পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই (১।৫।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । **ধর্ম্মগুণ্ডয়ে**—ধর্ম্মের গুণ্ডির (রক্ষণের) নিমিত্ত । **কলাবতীর্ণে**—কলার (অংশসমূহের বা শক্তিসমূহের) সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন যে ভূইজন । শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশক্তি এবং সমস্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ—সুতরাং পূর্ণতম স্বরং ভগবান্, তাহাই এস্থলে সূচিত হইল । তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার হেতু—ধর্ম্মরক্ষা । ভূমাপুরুষ বলিলেন—তোমাদের উভয়কে **দিদৃক্ষুণা ময়া**—দর্শনাভিলাষী আমি কর্তৃক ; তোমাদের উভয়কে দর্শন করিবার জন্ত আমার বলবতী বাসনা হইয়াছিল বলিয়াই আমাকর্তৃক আমার **ভুবি**—ধামে, পুরীতে **দ্বিজাঘ্রজাঃ**—তোমরা যাহাদের অনুসন্ধান করিতেছ, সেই দ্বিজবালকগণ আনীত হইয়াছেন ; আমিই তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়াছি । তোমরা রূপা করিয়া আগমন করিয়াছ, তোমাদিগকে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম । এক্ষণে **অবনেঃ**—পৃথিবীর **ভরাসুরান্**—ভারভূত বা ভারসদৃশ যে অসুরগণ, তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমার নিকটে **ত্বরয়েতং**—শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, এখানে আসিলেই তাহারা মুক্ত হইয়া যাইবে ।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমাপুরুষের বা নারায়ণের—এবং তদুপলক্ষ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মনকে হরণ করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক ।

শ্লো। ৩৪। অন্বয় । দেব (হে দেব) ! শ্রীর্ললনা (পরম-সুকোমলা লক্ষ্মীদেবী) যদ্বাঙ্গা (যাহার—যে পদরেণুস্পর্শাধিকার-প্রাপ্তির বাসনায়) কামান্ (সর্বকামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) ধৃতব্রতা (বদ্ধনিয়মা হইয়া) সূচিরং (বহুকাল ব্যাপিয়া) তপঃ আচরৎ (তপস্বী করিয়াছিলেন), অশ্চ (ইহার—এই কালিয়-নাগের সখ্যকে) তব (তোমার) অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (চরণরেণুর স্পর্শাধিকার) কশ্চ (কিসের) অনুভাবঃ (ফল) ন বিদ্যহে (জানি না) ।

অনুবাদ । কালিয়নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন—“হে দেব ! যাহা পাইবার ইচ্ছায় কমলা বহুকাল নিখিল-কামনা-বিসর্জনপূর্বক ধৃতব্রত হইয়া তপস্চরণ করিয়াছিলেন, সেই পদরেণু এই কালিয়নাগ যে কি পুণ্য লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা অবগত নহি ।” ৩৪

কালিয়াদমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়কে দণ্ড দিতেছিলেন, তখন কালিয়নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধোপশমনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে । তাহাদের উক্তির তাৎপর্য এই :—“হে দেব ! তুমি এই কালিয়নাগের কণায় কণায় নৃত্য করিয়া তাহাকে

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন ।
 আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১১৪
 তথাহি ললিতমাধবে (৮৩২)—
 অপরিকলিতপূৰ্ণঃ কঞ্চনংকারকারী
 সুরতি মন গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
 অয়মহপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুকেচতাঃ
 সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ ।
 এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥ ১১৫
 কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—
 চিহ্নশক্তি, মায়াশক্তি,—জীবশক্তি নাম ॥ ১১৬
 অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে ।
 অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি—সভার উপরে ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

তোমার চরণরেণু-স্পর্শের অধিকার দিতেছ ; কিন্তু কিসের প্রভাবে যে কালিয় এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ; ইহা নিশ্চয়ই কোনও তপস্তার ফল নহে ; কারণ, আমরা জানি—এই মহাপাপী কালিয়নাগের কথা তো দূরে—যিনি তোমার নারায়ণ-স্বরূপের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পবিত্রতার উৎস এবং ব্রহ্মাদিদেবগণও বাঁহার চরণ ধ্যান করেন—সেই লক্ষ্মীদেবী—পরম-সুকোমলা হইয়াও কঠোর ব্রতধারণ করিয়া বহুকাল যাবৎ তপস্তা করিয়াছিলেন—বৃন্দাবনবিহারী তোমার চরণরেণুস্পর্শের অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত ; কিন্তু তিনিও তাহা পান নাই ; কি সৌভাগ্যে যে কালিয় এমন দুর্বল বস্তু লাভ করিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর ।

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার (১১৩ পয়ারোক্তির) প্রমাণ শ্লোক ; মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই মাধুর্য্য আশ্বাদনের অধিকার লাভের নিমিত্তই তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন ।

১১৪ । নিজের মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মুগ্ধ হইয়া যান ; দর্পণাদিতে নিজের রূপ দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, শ্রীরাধা যে ভাবে তাঁহার (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য আশ্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে তিনিও (কৃষ্ণও) নিজের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইলেন । পরবর্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ ।

শ্লো। ৩৫ । অবয়ব । অবয়বদি ১৪২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১১৫ । কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া এক্ষণে রাধাতত্ত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন । ১১৬-১১৭ পয়ারে রাধাতত্ত্ব বলা হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে ১২২ পয়ারে প্রেমতত্ত্বের কথাও বলা হইয়াছে ।

সংক্ষেপে ইত্যাদি—সংক্ষেপে ১০৬-১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব বলা হইল ।

কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব-বর্ণনে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের (রসত্বের) কথা বলা হইয়াছে । ২৮৮-১০৬-৭ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে—তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য যে, তিনি সমস্ত অবতারের, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, তাঁহাদের ধামাদির এবং অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডেরও মূল এবং আশ্রয় । এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য বাঁহার, তাঁহাকে অপর কেহ বশীভূত করিতে পারে না ; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত ; এতই শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা ! আবার ২৮৮-১০৮-১১৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের (তাঁহার রসত্বের) কথা বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি অশেষ-রসামৃত-বারিষি, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর, সাক্ষাৎ মন্থ-মদন । এতাদৃশ বাঁহার মাধুর্য্যের আকর্ষণী শক্তি, তিনি আর কাহাকর্ত্তক আকৃষ্ট হইতে পারেন ? আকৃষ্ট হইয়া কাহারই বা বশতা স্বীকার করিতে পারেন ? কিন্তু তিনিও শ্রীরাধাপ্রেমের বশীভূত । ইহাধারাও রাধাপ্রেমের অপূর্ণ মহিমার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে ; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই মদনমোহন-রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের বিকাশের হেতুও শ্রীরাধার প্রেমই ; ইহাও রাধাপ্রেমের মহিমাই স্বচিত করিতেছে ।

এতাদৃশ অদ্ভুত-মহিম প্রেমেরই বা স্বরূপ কি এবং এই প্রেম বাঁহার, সেই শ্রীরাধারই বা স্বরূপ কি, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে । ২৮৯-১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১১৬-১১৭ । কৃষ্ণের শক্তি সংখ্যায় অনন্ত । এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান—চিহ্নশক্তি, মায়াশক্তি ও

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপরা

অবিজ্ঞানসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩৬

সচ্চিৎ-আনন্দময়—কৃষ্ণের স্বরূপ ।

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ—॥ ১১৮

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ।

চিদংশে মংবিৎ—যারে ‘জ্ঞান’ করি মানি ॥ ১১৯

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী মংবিৎ ত্রয়োকা সর্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা স্বয়ী নো গুণবর্জিতে ॥ ৩৭

‘কৃষ্ণকে আহ্লাদে’—তাতে নাম হ্লাদিনী ।

সেই-শক্তিদ্বারে সুখ আশ্বাদে আপনি ॥ ১২০

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আশ্বাদন ।

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ ১২১

হ্লাদিনীর সার অংশ—তার ‘প্রেম’ নাম ।

আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জীবশক্তি । চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা-শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা-শক্তি এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা-শক্তি । ‘অন্তরঙ্গা-শক্তি’ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং এই শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা ।

এই দুই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোক ।

শ্লো। ৩৬ । অর্থ । অর্থাদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১১৮-১১৯ । শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ; সুতরাং এই তিন অংশের সংশ্রবে তাঁহার স্বরূপশক্তিও তিনরূপে প্রকাশ পান ; ইহার বিশেষ বিবরণ ১।৪।৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৩৭ । অর্থ । অর্থাদি ১।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য । পূর্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

১২০ । হ্লাদিনী-শব্দের অর্থ আহ্লাদিনী, আহ্লাদদাত্রী ; এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে (এবং ভক্তগণকেও) আহ্লাদিত করে বলিয়া ইহার নাম হ্লাদিনী । সেই শক্তি দ্বারে—সেই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা । আশ্বাদে আপনি—শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ আশ্বাদন করেন । ১।৪।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১২১ । সুখরূপ কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ নিজে সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখরূপ বলা হইয়াছে । কিন্তু সুখরূপ হইলেও তিনি নিজেও সুখ আশ্বাদন করেন । এই পয়ারাঙ্ক ক্রটির “রসো বৈ সঃ” বাক্যের অর্থ । শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে ভক্তগণ কর্তৃক আশ্বাদ (সুখ) এবং রসিকরূপে প্রেমরস-নির্যাস আশ্বাদক । ভক্তগণে সুখ ইত্যাদি—ভক্তগণ যে সুখ বা আনন্দ আশ্বাদন করেন, তাহাও এই হ্লাদিনী-শক্তির প্রভাবেই । ১।৪।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১২২ । হ্লাদিনীর সার প্রেম—১।৪।৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

আনন্দচিন্ময়রস—আনন্দের অমুভবরূপ চিন্ময় রস । আখ্যান—খ্যাতি । আনন্দের অমুভব বা আশ্বাদনকেই চিন্ময়রস বলা হইয়াছে ; এই আনন্দামুভবই প্রেমের খ্যাতি বা কীর্তি ; প্রেম এই আনন্দের অমুভব জন্মায় বলিয়াই আনন্দামুভবটাই হইল প্রেমের খ্যাতি বা কীর্তি ; মর্ম্ম এই যে, প্রেমই আনন্দামুভবরূপ চিন্ময়রস জন্মায় অর্থাৎ প্রেমই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের আশ্বাদন করাইতে পারে ; প্রেম না থাকিলে কেহই তাহা আশ্বাদন করিতে পারে না । শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয় । স্ব স্ব প্রেম অমুরূপ ভক্ত আশ্বাদয় । ১।৪।১২৫ ।” আবার “প্রোঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্কোত্তম । কৃষ্ণের মাধুরী আশ্বাদনের কারণ ॥ ১।৪।৪৪ ॥”

অথবা, আখ্যান—আখ্যা, নাম । প্রেমের একটা নাম হইল আনন্দ-চিন্ময়-রস । হ্লাদিনীর সার বলিয়া প্রেম-স্বরূপতঃই আশ্বাদ । শাস্তদাস্তাদি পঞ্চবিধা রতি প্রেমেরই বিভিন্ন বৈচিত্রী—তাহারাও স্বরূপতঃ আশ্বাদ । বিভাব-অমুভাবাদির মিলনে তাহারা চমৎকৃতিজনক পরম আশ্বাদ রসরূপে পরিণত হয় ; এইরূপে, প্রেমও সামান্যতঃ

প্রেমের পরম সার—‘মহাভাব’ জানি ।

সেই মহাভাবরূপী রাধাঠাকুরাণী ॥ ১২৩

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ—রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ

শ্রেষ্ঠতাকথনে (২)

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বধাধিকা ।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩৮ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত ।

কৃষ্ণের প্রেমসীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ ১২৪

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কল্যাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলায়ভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

সেই মহাভাব হয় চিত্তামণি সার ।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য যার ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পরম আশ্বাচ্চ রসই ; কিন্তু ইহা চিচ্ছক্তি-হ্লাদিনিীর সারভূত বস্তু বলিয়া চিন্ময়-রস—জড়-প্রাকৃত রস নহে । আবার, সচ্চিদানন্দময়-শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশের শক্তিই হইল হ্লাদিনিী ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া হ্লাদিনিীও—হ্লাদিনিীর সারভূত প্রেমও আনন্দ-স্বরূপ । এইরূপে প্রেম হইল আনন্দরূপ চিন্ময়-রস । তাই আনন্দ-চিন্ময়রস হইল প্রেমেরই একটা নাম । এই পয়ারে সাধারণভাবে প্রেমকে আনন্দ-চিন্ময়রস বলাতে বুঝা যাইতেছে—প্রেমের যে কোনও বৈচিত্র্যই আনন্দ-চিন্ময়-রস ; তাই সকল ভাবের প্রেমরসই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাচ্চ । ব্রহ্মসংহিতার “আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি”—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী “আনন্দচিন্ময়রস”—শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পরমপ্রেমময়-উজ্জলরস ; কারণ, ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং প্রেমের যে বৈচিত্র্য তাঁহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত, তাহা উজ্জল প্রেমই ; কাস্তা-প্রেমই উজ্জল প্রেম । অথবা, আখ্যান—বিশেষ বিবরণ । প্রেমের মাহাত্ম্যাদি যদি বিশেষরূপে বিবৃত করা যায়, তাহা হইলে জানা যাইবে যে-প্রেম—আনন্দচিন্ময়-রস, আনন্দরূপ পরম আশ্বাচ্চ চিন্ময় বস্তু ।

এই পয়ারে অতি সংক্ষেপে প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বলা হইল—স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম হইল হ্লাদিনিীর সার ; আর ইহার তটস্থ-লক্ষণ (বা কার্য) এই যে, ইহা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বকীয় চিন্ময়রসের আশ্বাদন করায়, অথবা ইহা পরম আশ্বাচ্চ একটা চিন্ময় বস্তু ।

১২৩ । প্রেমের পরমসার ইত্যাদি—১।৪।৫২-৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । **পরমসার**—সর্বাপেক্ষা ধনীভূত অবস্থা ; মাদনাথ্য মহাভাব । **মহাভাবরূপা**—মহাভাবমূর্তি । যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দেন, তাঁহার নাম হ্লাদিনিী ; এই হ্লাদিনিীর সার প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব ; সুতরাং যে পরমাশক্তি সচ্চিদানন্দময় এবং শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে ঐ শৃঙ্গার-রসানন্দ অমুভব করান, তিনিই এই মহাভাব-স্বরূপা মহাভাবের মূর্তিরূপ রাধাঠাকুরাণী ।

শ্লো। ৩৮ । অর্থ । অর্থাদি ১।৪।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীরাধিকা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক ।

১২৪ । প্রেমের স্বরূপ দেহ—শ্রীরাধার দেহই প্রেমের স্বরূপ বা প্রেমের প্রতিমূর্তিতুল্য—প্রেমের প্রতিমা ।

প্রেম-বিভাবিত—প্রেমকর্তৃক প্রকাশিত ; অথবা প্রেমের দ্বারা বিশেষরূপে উৎপাদিত বা গঠিত ; শ্রীমতী রাধিকার দেহ প্রেমের দ্বারাই গঠিত । ১।৪।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৩৯ । অর্থ । অর্থাদি ১।৪।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীরাধার দেহ যে প্রেম-বিভাবিত, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—ব্রজসুন্দরীদের সকলের দেহই প্রেম-বিভাবিত ; সুতরাং শ্রীরাধার দেহও প্রেম-বিভাবিত ।

১২৫ । সেই মহাভাব হয় ইত্যাদি—সেই মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা কি করেন ? তাহাই বলিতেছেন ।

মহাভাবচিন্তামণি—রাধার স্বরূপ ।

ললিতাদি-সখী তাঁর কায়বাহরূপ ॥ ১২৬

রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ স্নগন্ধি উদ্বর্তন ।

তাতে অতি স্নগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

চিন্তামণি যেমন সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করে, মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন । ১৪৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । অথবা, মহাভাবই শ্রীকৃষ্ণের সকল-বাসনা-পূর্তির হেতু ।

১২৬ । মহাভাব-চিন্তামণি ইত্যাদি—একা শ্রীরাধাই যদি কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তবে অত্যাশ্চর্য শতকোটি গোপীর প্রয়োজন কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে ত দেখা যায়, শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিয়াছিলেন । আবার, রূপে, গুণে, আকারে, স্বভাবে বিভিন্নতা-বিশিষ্ট বহু কান্তার সহিত বিলাস-জনিত রস আশ্বাদন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ; একা শ্রীরাধার দ্বারাইবা শ্রীকৃষ্ণের এই বাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“ললিতাদি সখী তাঁর কায়বাহরূপ ।” ললিতাদি-সখী প্রভৃতি যে শতকোটি গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাসাদি করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরাধা হইতে স্বতন্ত্র নহেন ; তাঁহারা শ্রীরাধারই কায়বাহ, অর্থাৎ শ্রীরাধা নিজেই সেই শতকোটি গোপীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার সহিত সঙ্গ-জনিত রসআশ্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন ; সুতরাং একা শ্রীরাধাই স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি সখীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন । শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার সহিত বিলাস-জনিত রসআশ্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্তই শ্রীরাধাকে ললিতাদি বহুকান্তার রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে ।

এক চিন্তামণি যেমন বহুরূপে যাচকের অভিনত বহু বাঞ্ছা পূর্ণ করে, তদ্রূপ একা শ্রীরাধিকা কায়বাহরূপ ললিতাদি-বহুরূপেও শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন ; সুতরাং একা শ্রীরাধাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইহা বলা অসম্ভব হয় নাই ।

এই প্রসঙ্গে ললিতাদিরও এই তত্ত্ব বলা হইল যে, শ্রীরাধার কায়বাহ বলিয়া তাঁহারাও মহাভাব-স্বরূপ-রূপা ।

কায়বাহরূপ—একই সময়ে বহু কার্য সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে নিজ এক দেহকে অনেক দেহরূপে প্রকাশ করিলে, প্রকাশিত দেহগুলিকে কায়বাহ বলে ; কায়বাহের আকারাদি মূল দেহেরই তুল্য থাকে । ব্রজে ললিতাদি-সখীদের আকারাদি শ্রীরাধিকাই হইতে বিভিন্ন ছিল ; এজন্য তাঁহাদিগকে কায়বাহ না বলিয়া “কায়বাহরূপ” বলিয়াছেন ; অর্থাৎ আকারাদিতে তাঁহারা শ্রীরাধার দ্বিতীয় রূপ । ১১৪২ পয়ারের এবং ১৪৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

সখী—প্রেমলীলাবিহারিণী সম্যগ্বিস্তারিকা সখী । বিশ্রান্তরত্নপেটী । উঃ নীঃ সখী । ১ অর্থাৎ প্রেমলীলা-বিহারাদির সম্যক বিস্তারকারিণীকে সখী বলে ; ঐ সখী বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটারী-সদৃশ ।

১২৭ । রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ ইত্যাদি—শ্রীরাধা যে মহাভাবমূর্তি, প্রেমের স্বরূপ এবং প্রেম দ্বারা বিভাবিত, তদুপযুক্ত সামগ্রীতে তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছেন । ২৮১২৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার দেহ প্রেমদ্বারাই গঠিত, প্রেমেরই মূর্তি বিগ্রহ তিনি । তাঁহার ব্যবহারের সমস্ত বস্তুই যে প্রেমেরই বিলাস বা বৈচিত্রী বিশেষ, তাহাই ২৮১২৭ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক পয়ারে দেখান হইতেছে । বস্তুবিক ভগবৎ-পরিকরণের ব্যবহৃত সমস্ত বস্তুই চিন্নয়, চিচ্ছক্তি-বিলাস ; শ্রীরাধার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি চিচ্ছক্তির চরমতম পরিণতি প্রেমেরই বিবিধ বৈচিত্রী ।

রাধাপ্রতি ইত্যাদি—রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহই—শ্রীরাধিকার উদ্বর্তন-স্বরূপ । উদ্বর্তন—শরীরের মলনাশক বিলেপন-দ্রব্যবিশেষ ; ইহাতে শরীর কোমল, উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয় । উদ্বর্তনের সঙ্গে কুসুমাদি স্নগন্ধিদ্রব্য মিশাইলে, তদ্বারা দেহ স্নগন্ধিও হয় ; শ্রীকৃষ্ণের স্নেহরূপ উদ্বর্তনের সঙ্গে সখীদিগের প্রণয়রূপ স্নগন্ধি কুসুমাদি মিশ্রিত হইয়া শ্রীরাধিকার অতি স্নগন্ধি-উদ্বর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই উদ্বর্তন-ব্যবহারেই তাঁহার দেহ স্নগন্ধি ও উজ্জ্বল হইয়াছে । চিত্তদ্রবকারী গাঢ়-প্রেমকে স্নেহ বলে ; আরহু পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদীপদীপনঃ । হৃদয়ং দ্রাবিয়েন্মৈ স্নেহ ইত্যভি-

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম ।

তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১২৮

লাবণ্যামৃত-ধারায় তত্পরি স্নান ।

নিজলজ্জা-শ্রাম-পট্টশাটী পরিধান ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

ধীয়তে ॥ উঃ নীঃ স্থা, ৫৭ । অর্থাৎ যে প্রেম পরম-উৎকর্ষে আরোহণ করিয়া চিদ্দীপদীপন অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহার নাম স্নেহ । স্নেহ উদিত হইলে কদাচিৎ দর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তি হয় না । সুগন্ধি-উদ্বর্তন-ব্যবহারে শরীর যেমন কোমল, স্নিগ্ধ ও উজ্জল হয়, শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ এবং সখীদের প্রণয়লাভ করিয়াও যেন শ্রীরাধার দেহ তদ্রূপ স্নিগ্ধ, কোমল, সুগন্ধি ও উজ্জল হইয়াছে ।

“রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ” ইত্যাদি কয় পয়ারে বর্ণিত বিষয়টী শ্রীমদাস-গোস্বামীর “প্রেমাশ্ৰোজমকরন্দাখ্যস্তবরাজে” অতি সুন্দর-রূপে বর্ণিত আছে; এস্থলে এই স্তবরাজ উদ্ধৃত হইল :—মহাভাবোজ্জলচিত্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্ । সখীপ্রণয়-সদগন্ধবরোদ্বর্তন-সুপ্রভাম্ ॥ ১ ॥ কারুণ্যামৃতবীচীতি স্তারুণ্যামৃতধারয় । লাবণ্যামৃতবচ্ছাভিঃ স্পিতাং স্পিপিতে নিরাম্ ॥ ২ ॥ ক্রীপট্টবস্ত্রগুণ্ডাঙ্গীং সৌন্দর্য্যযুগ্মাঙ্কিতাম্ । শ্রামলোজ্জল-কস্তুরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥ ৩ ॥ কম্পাশ্রুপুলক-স্তুভ-স্বেদ-গদ-গদ-রক্ততা । উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিক্রান্তমৈঃ ॥ ৪ ॥ কপ্তালকুতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্ । ধীরাধীরাঙ্গসদ্বাস-পটবাগৈঃ পরিকৃতাম্ ॥ ৫ ॥ প্রচ্ছন্নমানদগ্নিরাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জলম্ । কৃষ্ণনাম-যশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্ ॥ ৬ ॥ রাগতাস্থূলরক্তোষ্ঠাং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলম্ । নর্ম্মভাষিত-নিঃস্রন্দ-স্মিতকর্ণরবাসিতাম্ ॥ ৭ ॥ সৌরভাস্তঃপুরে গর্ষপর্ধ্যাক্ষোপরি লীলয়া । নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্র্য-বিচলন্তরলাঙ্কিতাম্ ॥ ৮ ॥ প্রণয়-ক্লেদ-মচোলাবন্ধগুপ্তীরতন্তনাম্ । সপত্নীবস্ত্রহচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাম্ ॥ ৯ ॥ মধ্যতাপ্তসখীস্কন্ধ-লীলাচুস্ত-করাধুজাম্ । শ্রামাং শ্রামস্মরামোদ-মধুলী-পরিবেশিকাম্ ॥ ১০ ॥ স্বাং নত্বা বাচতে ধৃষ্টা ত্বং দস্তৈরয়ং জনঃ । স্বদাত্তামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥ ১১ ॥ নমুঞ্জেচ্ছরণায়ামপি দুষ্টং দয়াময়ঃ । অতোপাকর্ষিকে ! হাহা মুঞ্জনং নৈব তাদৃশম্ ॥ ১২ ॥

১২৮ । কারুণ্য—করণ । “পরদুঃখাসহো যস্ত করুণঃ স নিগচ্ছতে ।” ভ. র. সি. ২।১।৬৪ । যে পরদুঃখ সহ করিতে পারে না, তাহাকে করুণ বলে; করুণের ভাবকে কারুণ্য বলে । কারুণ্যামৃতধারায়—করণতারূপ অমৃতের স্রোতে । স্নান প্রথম—প্রথম স্নান বা প্রাতঃস্নান । নদীর স্রোতে প্রাতঃস্নান করা উচিত । শ্রীমতী রাধিকা করুণতারূপ অমৃতের স্রোতেই যেন প্রাতঃস্নান করেন । শ্রীরাধার এই প্রাতঃস্নানে তাঁহার বয়সের প্রাতঃকাল অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি-অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । প্রাতঃকালে নদীর প্রবাহে স্নান করিলে শরীর যেমন স্নিগ্ধ হয়, বয়ঃসন্ধি-অবস্থায় বাল্য-চাপলাদির নিবৃত্তি হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে করুণার আবির্ভাব হওয়ায় শ্রীমতীর দেহের স্নিগ্ধতাও তদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

তারুণ্য—যৌবন । তারুণ্যামৃতধারায়—নব-যৌবনরূপ অমৃতের ধারায় । স্নান মধ্যম—মধ্যাহ্ন স্নান ।

সুকুমারীগণ গৃহকর্মাদিবশতঃ মধ্যাহ্নসময়ে নদীতে যাইয়া স্নান করিতে পারেন না বলিয়া দাসীগণকর্তৃক আনীত জল দ্বারাই সাধারণতঃ গৃহে মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া থাকেন । শ্রীমতী রাধিকাও তাঁহার সখীগণকর্তৃক আনীত বা উন্মেষিত নবযৌবনের ভাবরূপ অমৃত-ধারায় মধ্যাহ্ন-স্নান করেন । সখীগণ কৃষ্ণদর্শনাদি করাইয়া বা শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি বর্ণন করিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনে নবযুবতীর স্বাভাবিক ভাবগুলি প্রস্ফুটিত করাইয়াছিলেন; এই ভাবসমূহের উদ্গমে তাঁহার দেহের যে কমনীয়তা হইয়াছিল, তাহাকেই মধ্যাহ্ন-স্নান-জনিত স্নিগ্ধতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ।

১২৯ । লাবণ্য—মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিবাস্তরা । প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥ অর্থাৎ উত্তম মুক্তার মধ্যে যেমন কাস্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অঙ্গ মধ্যে যে কাস্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লাবণ্য বলে । চাক্চিক্য । উঃ নীঃ উদ্দীপন । ১৭ ॥

লাবণ্যামৃতধারা—লাবণ্যরূপ অমৃতধারা । তত্পরি স্নান—মধ্যাহ্নস্নানের পরবর্তী স্নান অর্থাৎ সায়াহ্নস্নান । সায়াহ্নে গ্রীষ্মতাপ-বিনাশের জন্ত জলে অবগাহন-স্নান কর্তব্য । শ্রীরাধার সায়াহ্ন-স্নান যেন লাবণ্যরূপ অমৃতধারাতেই

কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন ।

প্রণয়-মান-কঙ্কালিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

নির্ঝাহ হয়। অর্থাৎ সায়াহ্নের অবগাহন-স্নানে সমস্ত দেহই যেমন জলনিমগ্ন হয়, যৌবনোদগমে শ্রীরাধার সমস্ত দেহই তদ্রূপ লাবণ্যের প্রবাহে যেন নিমজ্জিত হইল অর্থাৎ তাঁহার সর্বদেহই লাবণ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।

এই ত্রিকালীন-স্নানদ্বারা বুঝা যাইতেছে—শ্রীরাধার দেহ করুণা, নবযৌবন ও লাবণ্যের মূলপ্রায়।

নিজলজ্জাশ্যামপট্টশাটী—নিজের লজ্জাক্রূপ শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরূপ) পট্ট-নির্মিত সাড়ীই শ্রীমতীর পরিধেয়-বস্ত্র। শ্রীরাধা যে পরম লজ্জাবতী, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। পরিধেয়-বস্ত্রের দ্বারা লজ্জা যেন তাঁহার সমস্ত অঙ্গকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে।

লজ্জা—ব্রীড়া। নবীন-সঙ্গমাকার্য্যস্তুবাবজ্ঞাদিনা কৃত। অধুষ্টতা ভবেদ্বীড়া ॥ নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞা ইত্যাদিবশতঃ যে ধুষ্টতা-বিরোধী ভাব জন্মে, তাহাকে ব্রীড়া বা লজ্জা বলে। ভ. র. সি. ২।৪।৫৬ ॥

শ্যাম—নীলবর্ণ; শৃঙ্গার-রসকেও শ্যামরস বলে।

১৩০। **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের প্রতি; কৃষ্ণ-বিষয়ে। **অনুরাগ**—সদানুভূতমপি যঃ কৃষ্ণানুবনবং প্রিয়ম্। রাগোভবনুবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্ধ্যতে ॥ যে রাগ নূতন নূতন হইয়া সর্বদা-অনুভূত প্রিয়-ব্যক্তির রূপাদিকে সর্বদা নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান করায়, সেই রাগকে অনুরাগ বলে। উঃ নীঃ স্থাঃ ১০২।

দ্বিতীয় অরুণবসন—রক্তবর্ণ উত্তরীয়-বস্ত্র। একবস্ত্র নীল সাড়ী, অপর বস্ত্র রক্ত ওড়না। যে অনুরাগ-বশতঃ সর্বদা-অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদিও প্রতিক্ষণে শ্রীরাধার নিকট নূতন নূতন বলিয়া অনুভূত হয়, সেই অনুরাগই যেন তাঁহার রক্তবর্ণ উত্তরীয় স্বরূপ।

মান—মেহন্তুংকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যাদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ততে। যে মেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্তিহেতু পূর্বাঙ্গুভূত-মাধুর্য্যকে নূতনরূপে অনুভূত করাইয়া বাহিরে কুটিলতা ধারণ করায়, তাহাকে মান বলে। উঃ নীঃ স্থাঃ ৭১। **উদাহরণ**—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্যে বিহার করিতেছিলেন; তাহাতে প্রেমভরে শ্রীরাধার চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় নয়নে অশ্রুর উদ্গম হইল। এদিকে একটু দূরে কতকগুলি গুরু বিচরণ করিতেছিল, তাহাতে ধূলি উখিত হইতেছিল। তখন, যে কারণে বস্ত্রতঃ অশ্রুর উদ্গম হইয়াছে, তাহা গোপন করিবার জন্ত ঐ ধূলিকে হেতু করিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“এই ধূলি সকল আমার চক্ষুতে প্রবেশ করায় আমার চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে।” তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“আচ্ছা, আমি ফুংকার দিয়া ধূলিগুলি উড়াইয়া দিতেছি।” ইহা বলিয়া ফুংকার দিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন—“এখন ক্ষান্ত হও, তোমার এই কপট প্রেম আমার ভাল লাগে না।” এই বলিয়া শ্রীরাধা মানবতী হইলেন। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নূতনরূপে অনুভব করায় নয়নে অশ্রুর উদ্গম হইল। বাহিরে কুটিলতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফুংকার দিতে বারণ করিয়া তিনি মান প্রকাশ করিলেন।

প্রণয়—মানো দধানো বিশ্বস্তং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥ মান যদি বিশ্বস্ত ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রণয় বলে। উঃ নীঃ স্থাঃ ৭৮। **বিশ্বস্ত**—বিশ্বাস বা সম্ভ্রমশূন্যতা। এই বিশ্বাস স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কাস্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভিন্নতার জ্ঞান জন্মায়। **উদাহরণ**—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সমুত্তম ও প্রসাধিত হইয়া তাঁহার সহিত কুঞ্জাঙ্গনে স্নেহে উপবিষ্টা শ্রীরাধার লীলা, দূর হইতে অবলোকন করিয়া রূপমঞ্জরী কহিলেন—“সখি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুচোপাস্ত স্পর্শ করিলেন; শ্রীরাধা তদীয় স্বক্ৰদেশে গ্রীবা গুপ্ত করিলেন এবং কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রুকুটী করিলেন; আবার পুলকিনী হইয়া তদীয় পীতবসনে স্বীয় মুখ—যাহা প্রমোদাশ্র দ্বারা বিধৌত হইতেছিল—সেই মুখ মার্জন করিলেন।” এস্থলে ভ্রুকুটীকরণ-হেতু অসহিষ্ণুতা-নিবন্ধন মান। চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া হেতু প্রমোদাশ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনে নিজমুখ মার্জন-হেতু নিঃসম্মে ঐক্যতা-নিবন্ধন প্রণয়।

সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন ।

স্মিত-কান্তি কপূর—তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥ ১৩১

কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর ।

সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ ১৩২

প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিষ্ণাস ।

ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রণয়মান-কঞ্চুলিকায়—প্রণয় ও মানরূপ কঞ্চুলিকাদ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃ আচ্ছাদিত । কঞ্চুলিকা যেমন বক্ষঃস্থিত স্তনদ্বয়কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে মাত্র, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না, মানবশতঃ বহিঃকোটিল্যদ্বারাও তেমনি শ্রীরাধা তাঁহার হৃদ্যত ভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু প্রণয়-বশতঃ তাহার অস্তিত্ব লুক্কায়িত করিতে পারেন না ; বরং ঐ ভাব মানের আবরণে আবৃত হইয়া আরও মধুরতরুরূপে শোভা পায় ।
কঞ্চুলিকা—বক্ষের আচ্ছাদন-বস্ত্র ; কাঁচুলী ।

১৩১ । সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম—সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম (কেশর) । **সখী-প্রণয়-চন্দন**—সখীদিগের প্রণয়রূপ চন্দন । **স্মিতকান্তি-কপূর**—ঈষৎ হাস্যের কান্তিরূপ কপূর । কুঙ্কুম, চন্দন ও কপূর এই তিনটী দ্রব্যের মিশ্রণে অঙ্গের বিলেপন প্রস্তুত হয় ; শ্রীরাধার নিজের সৌন্দর্য্য, সখীদিগের প্রতি তাঁহার প্রণয় বা তাঁহার প্রতি সখীদিগের প্রণয় এবং তাঁহার মৃদু মধুর হাসি, এই তিনটীতেই অঙ্গবিলেপনের স্থায় তাঁহার দেহকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও কমণীয় করিয়া রাখে । অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্ । স্তম্ভিষ্ট-সন্ধিবন্ধঃ শ্রান্তং সৌন্দর্য্যমিতীর্থাতে ॥ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যে যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের যে যথাযথ মাংসলত্ব, তাহাকেই **সৌন্দর্য্য** বলে । উঃ নীঃ উদী । ১৯ ।
উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “হে রাধে ! তোমার সৌন্দর্য্যের কথা অধিক আর কি বলিব; তোমার মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ইন্দুমণ্ডলতুল্য, উচ্চ কুচযুগে বক্ষঃস্থল অতি সূদৃশ, ভুজদ্বয় স্কন্ধদেশে নত, মধ্যভাগ মুষ্টি-পরিমিত, নিতম্ব অতিশয় বিশাল ও উরুযুগল ক্রমশঃ লঘু হইয়া অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিতেছে । যাহাইউক, হে প্রিয়তমে ! তোমার এই দেহ অপূর্ব্ব-কমণীয় রূপে প্রকাশ পাইতেছে ।”

১৩২ । উজ্জ্বল রস—মধুর-রস ; শৃঙ্গার-রস । **মৃগমদ**—মৃগনাভি, কস্তুরী । শৃঙ্গার-রসরূপ কস্তুরী দ্বারা শ্রীরাধার কলেবর (দেহ) বিচিত্রিত হইয়াছে ।

১৩৩ । প্রচ্ছন্ন—গুপ্ত । **মানবাম্য**—মানের বক্রতা । **প্রচ্ছন্নমানবাম্য**—বাম্যগন্ধোদাত্ত মান । **উদাহরণ**—রাসে অন্তর্হিত হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার আবির্ভূত হইলেন, তখন কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ললাট-ফলককে জ্বারা ভঙ্গুর করিয়া নেত্রভঙ্গ দ্বারা তদীয় মুখ-পঙ্কজ-মধু পান করিতে লাগিলেন । এস্থলে ললাটকে জ্বারা ভঙ্গুর করায় ঈষৎ-বাম্যগন্ধযুক্ত, আবার নেত্রভঙ্গদ্বারা মুখপঙ্কজ-মধু-পান-হেতু বাহিরে দাক্ষিণ্য বুঝাইতেছে । এই দাক্ষিণ্যদ্বারা বাম্যভাবে প্রচ্ছন্ন বা গোপন করার চেষ্টা হইতেছে ।

ধম্মিল্ল—সুন্দররূপে বদ্ধ ও পুষ্প-মুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ ; চুলের খোঁপা । **প্রচ্ছন্ন-মান**ই শ্রীরাধার কেশ-বিষ্ণাস । বক্র-কেশই দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া মান-বাম্যকে ধম্মিল্ল বলা হইয়াছে । ভিতরে বাম্য বাহিরে দাক্ষিণ্য ভাবটীও অতি সুন্দর ।

ধীরাধীরা—ধীরাধীরাত্ব বক্রোক্ত্যা সবাঙ্গং বদতি প্রিয়ম্ ॥ খণ্ডিতা যে নায়িকা অশ্রুবিমোচন-পূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধীরা বলে । উঃ নীঃ নায়ি । ২২ । **উদাহরণ**—শ্রীরাধা কহিলেন “ওহে গোপেন্দ্র-নন্দন ! যাও, যাও, মাদৃশ জনকে আর রোদন করাইও না । তুমি যদি এখানে অধিকক্ষণ অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবী রুগ্ণ হইবেন, তোমার শিরাত্মক যে মাল্যদ্বারা তাঁহার চরণ-পঙ্কজের অলঙ্করণ অপহৃত হইয়াছে, তদ্বারা অণু পুনর্বার তাঁহার পদদ্বয় বিভূষিত কর ; অর্থাৎ আমার চরণে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহারই পদে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর ।”—এইটী ধীরাধীরা নায়িকার উক্তি ।

পটবাস—গন্ধচূর্ণ ।

রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জল ।

প্রেমকোটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ ১৩৪

সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ।

এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ ১৩৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

ধীরাধীরা নায়িকার যে গুণ, তাহাই শ্রীরাধার অঙ্গে ব্যবহারের স্নগন্ধিচূর্ণ তুল্য । গন্ধচূর্ণ যেমন চিত্তাকর্ষক, ধীরাধীরা-নায়িকার ভাবও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক ; তাই এই ভাবকে গন্ধচূর্ণের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে ।

১৩৪ । রাগরূপ তাম্বুলের রক্তবর্ণে তাঁহার অধর উজ্জল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে । সাধারণতঃ মুখদ্বারাই অমুরাগ বা রাগ প্রকাশিত হয় বলিয়া রাগকে মুখস্থিত তাম্বুলের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । **তাম্বুল**—পান । **রাগ**—দুঃখমপ্যাদিকং চিত্তে স্খল্যে নৈব ব্যজতে । যতন্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥ প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যদ্বারা অধিক দুঃখও চিত্তে স্খল্যরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে রাগ বলে । উঃ নীঃ স্থা. ৮৪ । উদাহরণ—প্রস্তরময় গিরিতট ; খজুর ছায় তীক্ষ্ণধার-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড তাহার উপর উচ্চ নীচ ভাবে বিকীর্ণ হইয়া ঐ গিরিতটকে অতি দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে । জৈষ্ঠ্যমাসের মধ্যাহ্ন-স্বর্ষোর তাপে ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি আবার যেন অগ্নির ছায় উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; তাহার উপর পাদবিক্ষেপ সম্পূর্ণ অসম্ভব । কিন্তু শ্রীরাধা ঐ গিরিতটে অবলীলাক্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া তৃষিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন-সুখা পান করিতেছেন । পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ড-সমূহের অসহ্য উত্তপ্ততা এবং খজুরাগ্রভাগতুল্য তীক্ষ্ণতা কিছুই তিনি অনুভব করিতে পারিতেছেন না ; বরং তিনি যেন চন্দন-কপূর-চর্চিত স্নশীতল-কুসুম-শয্যাতেই স্থায়ী স্নকোমল চরণবয় ছাশু করিয়া দণ্ডায়মান আছেন—এ রূপই মনে হইতেছে । এ স্থলে অত্যুচ্চ তীক্ষ্ণ কঠোর প্রস্তরখণ্ড-স্পর্শজন্ম দুঃখও স্খল্যরূপে অনুভূত হইতেছে ; ইহাই রাগের লক্ষণ ।

প্রেমকোটিল্য—প্রেমের কুটিলতা । শ্রীরাধার প্রেমের কুটিলতাই তাঁহার নেত্রদ্বয়ের কজ্জল-সদৃশ । চক্ষুদ্বারাই সাধারণতঃ কুটিলতা প্রকাশিত হয় বলিয়া কুটিলতাকে চক্ষুর কজ্জল বলা হইয়াছে ।

প্রেম—সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে । যদ্বাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥ ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যুবক-যুবতীর সর্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম । উঃ নীঃ স্থাঃ ৪৬ ।

১৩৫ । **সাত্ত্বিকভাব**—২২১৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য ।

তিনটী, চারিটী, কি পাঁচটী সাত্ত্বিকভাব যদি এককালে অধিকরূপে ব্যক্ত হয়, এবং তাহা যদি সম্বরণ করিতে পারা না যায়, তবে তাহাকে **দীপ্ত** সাত্ত্বিকভাব বলে ।

নারদ সমুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমে এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পবশতঃ বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, বাক্য গদগদ হওয়াতে স্তুতি পাঠ করিতে পারিলেন না, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে দর্শনে অক্ষম হইলেন । এস্থলে নারদের দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাব ।

পাঁচটী কিম্বা সকল সাত্ত্বিকভাব এককালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে **উদ্দীপ্ত** সাত্ত্বিকভাব বলে ।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোকুলবাসী জনসকল ঘর্ষযুক্ত, কম্পিত ও পুলকিত অঙ্গদ্বারা স্তম্ভ ধারণ, আকুল হইয়া চাটুবা-ক্য দ্বারা বিলাপ, অনন্ন উন্নতা দ্বারা ম্লান এবং নেত্রাশ্রু দ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন । —এস্থলে গোকুলবাসীদিগের উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব ।

এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবই মহাভাবে **সুদীপ্ত** হয় ; মহাভাবে সকল সাত্ত্বিকভাবই চরমসীমা প্রাপ্ত হয় । ২১৬১১ টীকা দ্রষ্টব্য ।

সঞ্চারী—সঞ্চারীভাব । বাক্য, ক্রেনেত্রাদি-অঙ্গ এবং সন্তোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে ব্যাভিচারিভাব বলে । এই ব্যাভিচারী ভাবসকল, আবার ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করায় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলে । সঞ্চারীভাব তেত্রিশটী । **হর্ষাদি সঞ্চারী**—হর্ষাদি তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব ।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহাদের নাম এই :—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্ত, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মূতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিতা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুক্য, ওগ্র, অমর্ষ, অসুয়া, চাপল্য, নিদ্রা, স্তম্ভি ও বোধ । সঞ্চারী ভাবসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ভ, র, সি, ২।৪ লহরীতে দ্রষ্টব্য ।

নির্বেদ, বিষাদ, হর্ষ ও ধৃতির লক্ষণ ২।২।৬৫ ত্রিপদীর এবং উৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্ত, অমর্ষ ও উন্মাদের লক্ষণ ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য ।

শ্রম—শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাতি দ্বারা দেহের ওজঃ-ধাতুর ক্ষয় হইলে যে দুর্বলতা জন্মে, তাহাকে শ্রম বলে । ওজঃ-ধাতু শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতু বিশেষ ; ইহা দেহের বল বিধান করে ও পুষ্টি সাধন করে, চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা । শ্রমিতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, ক্লেশতা ও নয়নের চাপল্যাদি হইয়া থাকে ।

শ্রম—পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদি-জনিত খেদ । নিদ্রা, ধর্ম, অঙ্গগ্রহ, জৃম্বা, দীর্ঘশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ ।

মদ—জ্ঞাননাশক আচ্ছাদ । ইহা দ্বিবিধ ; মধুপানজনিত ও কন্দর্প-বিকারাতিশয়-জনিত । গতি, অঙ্গ ও বাক্যের ঞ্চলন, নেত্রঘূর্ণা, রক্তিমাদি ইহার লক্ষণ ।

গর্ব—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয়-লাভ ও ইষ্টবস্তুরাভি-বশতঃ অচোর অবজ্ঞাকে গর্ব বলে । সৌল্লভ্য বচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ দর্শন, স্বাভিপ্রায় গোপন, অচোর বাক্য না শুনা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ ।

শঙ্কা—স্বীয় চৌর্য্যাপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রুরতা হইতে যে নিজের অনিষ্টদর্শন, তাহাকে শঙ্কা বলে । মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্‌নিরীক্ষণ, লুক্কায়িত হওন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

ত্রাস—বিদ্যুৎ, ভয়ানক-প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস । পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ ।

আবেগ—যাহা চিত্তের সন্মম (অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ভরা)-কারী হয়, তাহার নাম আবেগ । এই আবেগ প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ ও শক্র হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয় । প্রিয়োথ আবেগে পুলক, প্রিয়ভাবণ, চাপল্য ও অভ্যুত্থানাদি ; অপ্রিয়োথ আবেগে ভূমি-পতন, চীৎকার-শব্দ ও ভ্রমণাদি ; অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্তগতি, কম্প, নয়নমুদ্রন ও অশ্রু প্রভৃতি ; বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, দ্রুতগমন, চক্ষুমার্জনাди ; উৎপাত-জনিত আবেগে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় ও উৎকম্পনাদি ; গজজনিত আবেগে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাৎ-নিরীক্ষণাদি ; বর্ষাজনিত আবেগে কম্প, শীতার্তি-আদি ; এবং শক্রজনিত আবেগে বর্ম, শস্ত্রাদিগ্রহণ, গৃহ হইতে অপসরণাদি লক্ষণ ।

অপস্মৃতি—দুঃখোৎপন্ন ধাতু-বৈষম্যাদি জনিত চিত্তের বিপ্লব । ভূমিপতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনশ্রাব, বাহ্যক্ষেপণ এবং উচ্চশব্দাদি ইহার লক্ষণ ।

ব্যাধি—অতিশয় দোষ এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্যাধি ; কিন্তু এস্থলে তদুৎপন্ন ভাবকেই ব্যাধি বলে । স্তম্ভ, অঙ্গশিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, শ্রম প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

মোহ—হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে মনের যে বোধশূন্যতা, তাহার নাম মোহ । ভূমিপতন, অবশেষদ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

মূতি—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং শ্রম প্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহার নাম মূতি । অস্পষ্টবাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অঙ্গশ্বাস এবং হিকাদি ইহার লক্ষণ । নিত্যপরিকরদের মূতিতে মরণবৎ অবস্থা বুঝায় ।

আলস্য—তৃপ্তি ও শ্রমাদি-নিবন্ধন সামর্থ্য থাকিতেও যে কার্য্য না করা, তাহার নাম আলস্য । অঙ্গমোটন, জৃম্বা, কার্য্যের প্রতি ঘেব, চক্ষুর্মদন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

জাড্য—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন এবং বিরহাদি জনিত বিচার-শূন্যতার নাম জাড্য ; ইহা মোহের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা, অনির্দিষ্ট-নয়ন, তুষ্ণীভাব ও বিস্মরণাদি ইহার লক্ষণ ।

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত ।

।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা-সর্ববাস্তবে পূরিত । ১৩৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

ব্রীড়া—নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞাদি দ্বারা যে অধুষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্রীড়া । মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমি-লিখন, অধোমুখতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

অবহিখা—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অমুভাব সম্বরণ করাকে অবহিখা বলে । ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অত্মদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথাচেষ্টা, বাগ্ভঙ্গী প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

স্মৃতি—সদৃশবস্তু দর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাস জনিত, পূর্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি, তাহার নাম স্মৃতি । শিরঃকম্পন ও ক্রবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ ।

বিতর্ক—হেতুপরামর্শ ও সংশয়াদি নিমিত্ত যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিতর্ক । ক্রক্ষেপ, শিরঃ ও অঙ্গুলি চালনাদি ইহার লক্ষণ ।

চিন্তা—অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি নিবন্ধন যে ভাবনা, তাহার নাম চিন্তা । নিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উদ্ভাপ, ক্লেশতা, বাঙ্গ, দৈহ্য প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

মতি—শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থনির্ধারণকে মতি বলে । সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্য করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়া, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

ওগ্ৰ—অপরাধ ও দুৰ্বৃত্ত্যাদি জনিত ক্রোধ । বধ, বহু, শিরঃকম্প, ভংসন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ ।

অসূয়া—সৌভাগ্য ও গুণাদিবশতঃ পরের সম্বন্ধে ঘেবে অসূয়া বলে । দ্বৈষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ সকলে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, ক্রকুটিলতা ইহার লক্ষণ ।

নিদ্রা—চিন্তা, আলস্য, স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিন্তের যে বাহুবৃত্তির অভাব, তাহার নাম নিদ্রা । অঙ্গতঙ্গ, জৃম্বতা, জড়তা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

সুপ্তি—নানাপ্রকার চিন্তা ও নানাবিষয় অমুভব স্বরূপ নিদ্রার নাম সুপ্তি (স্বপ্ন) । ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিঃশ্বাস ও চক্ষু-নিমীলনাদি ইহার লক্ষণ ।

বোধ—অবিজ্ঞা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্ম যে প্রবুদ্ধতা, অর্থাৎ জ্ঞানাবির্ভাব, তাহার নাম বোধ ।

সূদীপ্ত সাত্বিক...ভরি—সূদীপ্ত সাত্বিক ভাব ও হর্ষাদি-সঙ্কারিভাবরূপ ভূষণ (অলঙ্কার)ই শ্রীরাধা প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন । এসকল ভাবই অলঙ্কারের ছায় তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে ।

হর্ষে অতীষ্টলাভাদিজনিত সুখাধিক্য থাকায় ইহাকেই এখানে আদি করিয়াছেন ।

১৩৬ । কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব শ্রীরাধার অঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ এবং নাধূর্যাদিগুণসমূহই তাঁহার গলায় পুষ্পমালা-সদৃশ । “যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্ত্রবিংশতিঃ । উদয়ন্ত্যভূতাঃ কাস্তে সর্বথাভিনিবেশতঃ ॥ উঃ নীঃ অহুঃ ৫৭ ।” অর্থাৎ নায়িকাদিগের যৌবনাবস্থায় কাস্তের প্রতি সর্বপ্রকার অভিনিবেশবশতঃ সত্ত্ব-জনিত বিংশতি-প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহারাই তাঁহাদের অভূত অলঙ্কারস্বরূপ ; অর্থাৎ অলঙ্কারের ছায় দেহের শোভা বর্দ্ধন করে ।

এই বিংশতি ভাবরূপ অলঙ্কার এই :—হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটি অঙ্গজ । শোভা, কাস্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, উদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটি অবঙ্গসিদ্ধ অর্থাৎ বেশাদি-বস্ত্রের অভাবেও স্বতঃই প্রকাশ পায় । লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিদ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোটায়িত, কুটুমিত, বিক্ষোভ, ললিত ও বিরূত, এই দশটি স্বভাবজাত ।

ভাব । শৃঙ্গার-রসে নির্বিকারচিত্তে রতিনামক স্থায়ীভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে, চিন্তের যে প্রথম বিকার জন্মে, তাহাকে ভাব বলে ।

যথা—কোন সখী স্বীয় যুথেশ্বরীর মনের ভাব নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াই কৌশলে তাহা ব্যক্ত করাইবার নিমিত্ত যেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞার ছায় বলিতেছেন—“সখি! খাণ্ডব-বনে তোমার পিতার গোষ্ঠে নানাজাতীয় পুষ্প

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রস্তুতি হইয়া যখন অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তখন সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তোমার মন বিচলিত হয় নাই ; ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি । কিন্তু তুমি শ্বশুরালয়ে আসিয়া সমুখস্থ বৃন্দাবনে বিহারশীল-মুকুন্দের প্রতি কেন তোমার চক্ষু আন্দোলিত করিতেছ ? তোমার কর্ণের কুমুদই বা ইন্দীবরতুল্য হইল কেন ?” মুকুন্দের প্রতি নয়ন-আন্দোলনরূপ যে যুগ্মেশ্বরীর প্রথম চিত্ত-বিকার, ইহাই তাঁহার ভাব । ১ ॥

হাব । যাহা গ্রীবাবক্রকারী, জনৈত্রাদির বিকাশকারী এবং যাহা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে । যথা—শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—“হে গৌরাঙ্গি ! অপাঙ্গদৃষ্টিতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া তুমি যে বাম দিকে কণ্ঠকে স্তম্ভিত করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নয়নভ্রমর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণলতার দিকে বাইতেছে, অবলী ঈষৎ বিকশিতা হইয়া নৃত্য করিতেছে ; অতএব হে সখি ! বোধ হয় এই যমুনা-তটে স্মনস (পুষ্প, পক্ষে স্তন্দরী)-সকলের উল্লাসকারী বনপ্রিয়বধুবল্লু (কোকিল, পক্ষে রমণীবল্লু) মাধব (বসন্ত, পক্ষে কৃষ্ণ) স্পষ্টই তোমার অগ্রে আবিভূত হইয়াছেন ।” এস্থলে শ্রীরাধা যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, সে-গুলিই হাব । ২ ॥

হেলা । হাবই যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে । যথা—বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিলেন—“প্রিয় সখি ! বেণুরব গুনিয়া তোমার সমুন্নত কুচশালী বক্ষঃ একবার নত ও একবার উন্নত হইতেছে, বক্রদৃষ্টি ও পুলকিত গণ্ড তোমার বদনের শোভা বিস্তার করিতেছে, তোমার জঘন-দেশে নিবী স্থলিত হইলেও স্বেদজলে বসন আর্দ্র হইয়া লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে । অতএব হে রাধে, আর প্রমাদ ঘটাইওনা, ঐ দেখ বামদিকে গুরুজন অবস্থিত রহিয়াছেন ।” এস্থলে শ্রীরাধার হেলার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে । ৩ ॥

শোভা । রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে শোভা বলে । যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—“সখে, বিশাখা প্রাতঃকালে ঘূর্ণিতনেত্রা হইয়া অরুণ-অঙ্গুলি-পল্লবে নীপশাখা ধারণ করিয়া লতামণ্ডপ হইতে নির্গত হইতেছেন ; তাঁহার স্কন্ধদেশে বিলুপ্তিত অর্দ্ধমুক্ত বেণী দোলিতেছে । হে বন্ধো, বিশাখা ঐরূপে আমার হৃদয়ে লগ্না হইয়া রহিয়াছেন, অতাপি নির্গত হইতেছেন না ।” এস্থলে বিশাখার শোভার লক্ষণ । ৪ ॥

কাস্তি । কন্দর্পের তৃপ্তিজনিত উজ্জল-শোভাকে কাস্তি বলে । যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—“সখে, এই রাধা স্বভাবতঃই মধুরমূর্তি, তাহাতে আবার প্রতি অঙ্গে ঈষৎ উদিত তারুণ্য-লক্ষ্মীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন ; অধিকন্তু, গুরুতর মদনবিহারে উদারা দেখিতেছি ; অতএব, ইনি আমার চিত্ত অবরোধ করিয়া রাখিলেন ।” এস্থলে শ্রীরাধার কাস্তির লক্ষণ । ৫ ॥

দীপ্তি । বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা কাস্তি অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইলে তাহাকে দীপ্তি বলে । যথা—রূপমঞ্জরী স্বীয় সখীর প্রতি কহিলেন—“সুন্দরি ! গত নিশায় নিদ্রা না হওয়াতে ঐ দেখ শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইতেছে ; মলয়পবন ইহার গাত্রে স্বেদবিন্দু একেবারেই পান করিয়া ফেলিয়াছে ; জটিত অমল-হাড়ে কুচযুগ উজ্জল হইয়া রহিয়াছে ; চন্দ্রকিরণে চিত্রিত তট-কুঞ্জগৃহে অঙ্গ-নিষ্কপপূর্বক এই কিশোরী হরির মনোমধ্যে মনসিজকেই (কন্দর্পকেই) বিস্তার করিতেছেন ।” এস্থলে শ্রীরাধার দীপ্তির লক্ষণ । ৬ ॥

মাধুর্য্য । সর্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বকে মাধুর্য্য বলে । যথা—রতিমঞ্জরী দূর হইতে আপনার সখীকে দেখাইয়া কহিলেন—“সখি, দেখ ; শশিমুখী-শ্রীরাধা কংসারির স্কন্ধদেশে আপনার পুলকিত দক্ষিণ কর সমর্পণ করিয়াছেন ; স্বীয় শ্রেণীদেশে বামহস্ত প্রদান পূর্বক বক্রপদে অবস্থান করতঃ স্বীয় শিরোদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া ধারণ করিয়াছেন ; অতএব বোধ হইতেছে রাসকীড়া-হেতু ঐ শশিমুখী অলসাসী হইয়া থাকিবেন ।” এস্থলে শ্রীরাধার মাধুর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে । ৭ ॥

প্রগল্ভতা । সমস্তোপ-বিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, তাহাকে প্রগল্ভতা বলে । যথা—বৃন্দা কহিলেন—“সখি ! শ্রীরাধা কেলি-কর্মে প্রবীণতা লাভ করিয়া উদ্ধত-স্বভাবে কৃষ্ণাঙ্গে দর্শন ও নথাযাত দ্বারা যে প্রাতিকূল্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই হরির অতুল্য-তুষ্টিলাভ হইয়াছিল ।” এস্থলে শ্রীরাধার প্রগল্ভতা ব্যক্ত হইয়াছে । ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

ঔদার্য্য । সর্কাবস্থাতেই যে বিনয়-প্রদর্শন, তাহাকেই ঔদার্য্য বলে । যথা—প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা কহিলেন—
“সখি ! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞও বটেন, তাঁহার বুদ্ধিও প্রেমবশতঃ উজ্জ্বলা ; তিনি স্বয়ং বিনয়ী এবং অভিজ্ঞ-জনের শিরোমণি, কৃপাসমুদ্র ও নিশ্চল-হৃদয় হইয়াও যখন এই গোকুল-ভূমিকে আর, স্মরণ করিতেছেন না, তখন এ আমারই জন্মান্তরীয় পাপ-বৃক্ষের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে ।” এস্থলে শ্রীরাধার ঔদার্য্য । ৯ ॥

ধৈর্য্য । উন্নত-অবস্থায় চিত্তের স্থিরতাকে ধৈর্য্য বলে । যথা—শ্রীরাধা নববৃন্দাকে কহিলেন—“সখি ! শ্রামসুন্দর ঔদাসীভবের পরিপ্লুত-হৃদয় হইয়া স্বচ্ছন্দরূপে আমাতে সহস্র বৎসর যাবৎ কার্দ্দিগ্ন অবলম্বন করুন ; কিন্তু তিনি আমার সকল প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহাতে আমার প্রেম-নিবন্ধন এই চিত্ত ক্ষণকালের জন্তও দাস্ত্র্য ত্যাগ করিতেছে না ।” এস্থলে শ্রীরাধার ধৈর্য্য । ১০ ॥

লীলা । রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অহুকরণকে লীলা বলে । যথা—রতিমঞ্জরী কহিলেন—“সখি ! ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা গাত্রে মৃগমদ-লেপন, পীতপট্টাংগুক পরিধান, কেশপাশে কচিকর ময়ূরপুচ্ছ বন্ধন, গলদেশে বনমালা ধারণপূর্বক কুটিল-স্বন্ধে সরল বংশী অর্পণ করিয়া মধুর মধুর বাস্ত করিতেছেন ।” এস্থলে শ্রীরাধার লীলা-ব্যক্ত হইয়াছে । ১১ ॥

বিলাস । গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির কৃম্মসকলের প্রিয়সঙ্গম-জন্ত তৎকালীন যে বিশিষ্টতা, তাহাকে বিলাস বলে । যথা—অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণাগ্রে রাধাকে আনয়ন করায় ঐ রাধা শ্রীকৃষ্ণ-মুখাবলোকন করিয়া স্বাম্য প্রকাশ করিতেছিলেন ; এমনত সময়ে বীরা কহিলেন—“হে মধুরদন্তি ! অগ্রে স্মৃতিশীল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার যে হাশ্র উদ্গত হইতেছে, তাহা কেন তুমি নাসাগ্র-গ্রাথিত মৌক্তিকের উন্নমনাশ্লে অবরোধ করিতেছ ? কেনইবা তুমি আপনার ঈষৎ উদ্গত দন্তদ্ব্যতি দ্বারা চন্দ্রের কৌমুদী-নাধুরীকে নিরাশ করিতেছ ?” এস্থলে শ্রীরাধার বিলাস প্রকাশ পাইতেছে । ১২ ॥

বিচ্ছিত্তি । যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে । যথা—বৃন্দা নান্দীমুখীকে কহিলেন,—“শ্রীরাধা মুকুন্দের চিত্ত-প্রমোদকারী একটী অভিনব লোহিত আত্মপল্লবে কর্ণভূষণ করিয়াছেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহা বায়ু দ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া তদীয় বদনেরই মনোহারিত্ব বিস্তার করিতেছে ।” ১৩ ॥

বিভ্রম । প্রাণবল্লভের সমীপে অভিসারকালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমালাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি, তাহার নাম বিভ্রম । যথা—ললিতা শ্রীরাধাকে কহিলেন,—“সখি ! আজি যে তোমার ধম্মিলে (খোঁপায়) নীলরত্ন-রচিত হার অর্পণ, কুচকলস-যুগলে কুবলয়-শ্রেণী-নির্ম্মিত গর্ভক (খোঁপায় দেওয়ার জন্ত মালা-বিশেষ)-বিভ্রাস, অঙ্গের অঙ্গনের চর্চা, তথা নেত্রদ্বারা কস্তুরিকা-ধারণ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি ? বোধ করি কংসারির অভিসার-সম্মতভরেই জগৎ বিস্মৃত হইয়াছে ।” এস্থলে শ্রীরাধার বেশবিপর্য্যয়ে বিভ্রমের লক্ষণ । ১৪ ॥

কিলকিঞ্চিত । হর্ষহেতুক গর্ভ, অভিলাষ, রোদন, হাশ্র, অশ্রু, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটীর এককালীন উদয় হইলে কিলকিঞ্চিত বলে । যথা—শ্রীকৃষ্ণ স্তবলকে কহিলেন—“বন্ধো, আমি উল্লাসবশতঃ প্রিয়সহচরীদিগের লোচন-গোচরে শ্রীরাধার কলিকাসদৃশ কুচযুগলোপরি বলপূর্বক করকমল বিচ্যুত করিয়াছিলাম । তন্নিবন্ধন তিনি যে আপনার সপুলক জ্রভঙ্গী, তির্য্যক্ভাবে স্তব ও ঈষৎ-পরাবৃত্ত হইয়া হাশ্র, আর যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মুখপদ্মের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল ; অতএব হে সখে ! শ্রীরাধার ঐ বদনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে ।” এস্থলে জ্রভঙ্গী দ্বারা অশ্রু ও ক্রোধ, পুলক দ্বারা অভিলাষ, তির্য্যক্ভাবে স্তবতা দ্বারা গর্ভ, ঈষৎ-পরাবৃত্ত হওয়ায় ভয় এবং হাশ্র ও রোদন এই সাতটী এককালীন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কিলকিঞ্চিত হইল । ১৫ ॥

মোটায়িত । কান্তের স্মরণ কি বার্তাদি-শ্রবণ করিলে সেই কান্তবিষয়ক স্থায়ীভাবে ভাবনা দ্বারা হৃদয়ে যে অভিলাষের প্রাকট্য হয়, তাহাকে মোটায়িত বলে । যথা—বৃন্দা কহিলেন—“হে পীতাম্বর ! সখীগণ পালীকে বারম্বার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যখন তিনি কিছুই কহিলেন না, তখন ঐ সখীগণ চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাতে তোমার কথাই আরম্ভ করিল । কিন্তু বিস্মোষ্ঠী পালী তাহা ক্ষণকাল শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ফুল্লবদনে এরূপ পুলক বিস্তার করিলেন যে, তদ্বারা ফুল্লকদম্বও বিড়ম্বিত হয় ।” এস্থলে পালীর মোড়ায়িত ভাব । ১৬ ॥

কুটুমিত । স্তন কি অধরাদি গ্রহণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ হইলেও সম্ভববশতঃ ব্যথিতের মতন বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ, তাহাকে কুটুমিত বলে । যথা—এক দিবস বিজন-প্রদেশে আগতা, শ্রীরাধার কণ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“প্রিয়ে! জ্বলতা কুটিলী করিতেছ কেন? কেনইবা আমার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতেছ? হে স্নান্দরি! আর পুলকিত কপোলযুক্তবদন রোধ করিও না, বন্ধুজীব-(বান্ধুলী ফলের ছায় লাল)-সদৃশ তোমার মধুর অধরে এই মধুসূদন মধুপান করিয়া প্রীতিযুক্ত হউক ।” এস্থলে পুলকিত-গণ্ডদ্বারা আস্তুরিক প্রীতি, কিন্তু কুটিলজ্বলতা ও কৃষ্ণের হস্ত দূরে নিক্ষেপাদি দ্বারা ব্যথিতের ছায় বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া কুটুমিতভাব হইল । ১৭ ॥

বিস্ফোক । গর্ষ কি মানবশতঃ কাস্তের প্রতি বা কাস্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাহাকে বিস্ফোক বলে । যথা—পুষ্পচয়ন করিতে করিতে রূপমঞ্জরী বকুলমালাকে দেখাইয়া কহিলেন—“সখি! দেখ, বিপক্ষ-রমণীর সন্নিধানে অর্থাৎ সন্ধ্যাদেবীর পূজা-পর্ব্বদিনে রাধা ও চন্দ্রাবলী ব্যতীত ব্রজসুন্দরীদিগের সভায় শিখণ্ডচূড় শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ চাটুবচন প্রয়োগ করিয়া শ্রামাকে স্বহস্ত-নির্ম্মিত একছড়া পুষ্পমালা স্বীকার করাইয়াছিলেন; কিন্তু যদিচ ঐ মালা শ্রামার অত্যন্ত হৃদয় হইয়াছিল, তথাপি ঈষৎ আশ্রয় করিয়াই শ্রামা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ।” এস্থলে শ্রামার গর্ষহেতুক বিস্ফোক প্রকাশ পাইতেছে । ১৮ ॥

ললিত । যাহাতে অঙ্গ-সকলের বিচ্যাসভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্র-বিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত কহে । শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করাইবার জন্ত পুষ্পচয়ন করিতে করিতে ঐ শ্রীরাধাকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“আহা! শ্রীরাধা লতাসকলকে কন্দর্পের জননী জানিয়া—অর্থাৎ কন্দর্প এই সকল লতার পুষ্পসমূহে শর নির্মাণ করিয়া আমার উপরে নির্দয়রূপে প্রহার করে, অতএব ইহারাই আমার বৈরিণী; এই বলিয়া—তদুপরি দৃষ্টিপাত করিতেছেন; উল্লাসবশতঃ চরণ-পঙ্কজ এদিক ওদিক চালিত করিয়া গন্ধারুষ্ঠ ভ্রমরবৃন্দকে কোমল কর-কমলদ্বারা নিরাশ করিতেছেন । কি চমৎকার! ইনি যেন বৃন্দাবনীয় লক্ষ্মীর ছায় নিকুঞ্জ-কন্দরতটে বিরাজ করিতেছেন ।” এস্থলে শ্রীরাধার লালিত্য প্রকাশ পাইতেছে । ১৯ ॥

বিকৃত । লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যা, ইত্যাদি বশতঃ যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহা চেষ্টা দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকৃত বলে । যথা—সুবল শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—“মুকুন্দ! শ্রীরাধা আমার মুখে তোমার প্রার্থনা (অর্থাৎ হে প্রিয়তমে! অণু অণুগ্রহ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন-কন্দরে আমার নিম্নিত আশ্চর্য্য-চিত্র-দর্শনার্থ গমন করিও, এই প্রার্থনা) শুনিয়া বাক্যদ্বারা কিঞ্চিদ্ভ্রাত্তও অভিনন্দন করিলেন না; কিন্তু তাঁহার পুলকশালী কপোলই আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিল ।” ২০ ॥

কিলকিঞ্চিতাদি—কিলকিঞ্চিতভাবে সাতটি ভাবের সংমিশ্রণে চমৎকারিত্ব থাকায়, তাহাকেই এস্থলে “আদি” করিয়াছেন ।

গুণশ্রেণী ইত্যাদি—পুষ্পমালা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, শ্রীরাধিকার গুণশ্রেণীও তদ্রূপ তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে; তাই পুষ্পমালার সহিত গুণশ্রেণীর তুলনা ।

শ্রীরাধার গুণ, যথা—মাধুর্য্য, নববয়স, অপাঙ্গের চঞ্চলতা, উজ্জল-স্থিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তত্ব, গন্ধোন্মাদিত-মাধবত্ব, সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, নর্ম্মপাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধতা, পটুতা, লজ্জাশীলতা, স্নমর্য্যাদা, ধৈর্য্য, গাভীর্ঘ্য, স্তব্বিলাসতা, মহাভাবের পরমোৎকর্ষত্বশালিত্ব, গোকুল-প্রেম-বসতিত্ব, সর্ব্বজগতে বিখ্যাত-কীর্ত্তিত্ব, গুরুজনে অর্পিত-গুরুস্নেহত্ব, সখী-প্রণয়-বশত্ব, কৃষ্ণপ্রেমসীমামুখ্যত্ব, সর্ব্বদাই বচনাধীন-কেশবত্ব । এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ছায় শ্রীরাধার আরও অনন্ত গুণ আছে । ২১২৩৩২-৪৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল ।
 প্রেমবৈচিত্র্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ১৩৭
 মধ্যবয়স্হিতি-সখীস্কন্ধে কর-শাস ।
 কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥ ১৩৮
 নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব-পর্য্যঙ্ক ।

তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৩৯
 কৃষ্ণ-নাম গুণ-যশ-অবতংস কাণে ।
 কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥ ১৪০
 কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান ।
 নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৩৭। সৌভাগ্য—পতির নিকট হইতে অত্যধিকরূপে আদর পাওয়াকেই সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্য বলে। চারু—মনোহর। ললাটে—কপালে।

শ্রীরাধিকার কপালে সৌভাগ্যরূপ মনোহর উজ্জ্বল তিলক শোভা পাইতেছে; অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক আদর পাইতেন।

প্রেমবৈচিত্র্য—প্রিয়শ্রু সন্নিকর্ষেংপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়্যার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥ অর্থাৎ প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষস্বভাব-বশতঃ বিচ্ছেদ-বুদ্ধিতে যে পীড়া, তাহাকে প্রেমবৈচিত্র্য বলে। উঃ নীঃ প্রেমবৈচিত্র্য। ৫৭ ॥ প্রেমজনিত বিচিত্রতা—যথাস্থানে চিন্তের অনবস্থিতি।

রত্ন—হীরকাদি। তরল—হার। তরল পদার্থের ছায় সামান্য আন্দোলনেই চঞ্চল হয় বলিয়া হারকে তরল বলা হয়। হারের মধ্যস্থিত মণিকেও তরল বলে; হারমধ্যমণি (আজকাল যাকে লকেট বলে, তাহাই তরল); এস্থলে হারমধ্যমণি-অর্থেই তরল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রেমবৈচিত্র্যই শ্রীরাধার হারের মধ্যমণিতুল্য শোভা-বর্দ্ধনকারী।

১৩৮। মধ্যবয়স—কৈশোর-বয়স। মধ্যবয়স্হিতি—স্থিতিশীল-মধ্যবয়স অর্থাৎ নিত্য-কৈশোর-বয়স। মধ্যবয়স্হিতিসখী—নিত্য-কৈশোর-বয়সরূপসখী। নিত্যকৈশোর-বয়সরূপ প্রিয়-সখীর স্কন্ধে শ্রীরাধা আপনার হস্ত অর্পণ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা নিত্য-কৈশোরী নিত্য-নবযৌবনা। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে সকল মনোবৃত্তি, তাহারাই সখীরূপে শ্রীরাধার চারি পাশে অবস্থিত। আশ পাশ—চারিদিকে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মনোবৃত্তি ব্যতীত অত্র কোনওরূপ মনোবৃত্তিই তাঁহার চিন্তে স্থান পায় না।

১৩৯। নিজাঙ্গসৌরভালয়ে—নিজের অঙ্গ-সৌরভরূপ আলয়ে (গৃহে)। গর্ব-পর্য্যঙ্কে—গর্বরূপ পালঙ্কে। তাতে—গর্বরূপ পর্য্যঙ্কে।

গর্ব—সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চাত্তহেলনং গর্ব ইদৃশ্যতে ॥ অর্থাৎ সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভ ইত্যাদি বশতঃ অশ্রুর অবজ্ঞাকে গর্ব বলে। ভ. র. সি. ২।৪।২০।

১৪০। অবতংস—কর্ণভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের অবগতি তাঁহার সুন্দর-কর্ণভূষণ-স্বরূপ। সুন্দরী স্ত্রীলোকে কর্ণভূষণ পরিবার জন্ত যেমন লালায়িত, শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ গুনিবার জন্ত তদ্রূপ লালায়িত।

প্রবাহ বচনে—শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের প্রবাহই শ্রীরাধার বচনে প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের কথা প্রবাহের ছায় অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীরাধার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। অর্থাৎ তিনি সর্বদাই কৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ কীর্তন করেন।

১৪১। শ্যামরস-মধু—শৃঙ্গার-রসের দ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু। বিশেষ গুণবতী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার-রসের দ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু পরিবেষণ করিয়া পান করাইতেছেন। শৃঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম এবং ইহা বিষ্ণু-দৈবত; এজন্ত শৃঙ্গার-রসকে শ্যামরস বলিয়াছেন। “শ্যামবর্ণোহয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ ॥—সাহিত্যদর্পণে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২১০ কারিকা।” সর্বকাম—সকল বাসনা।

কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম রত্নের আকর ।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর ॥ ১৪২

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামতে (১১।১২২)—
কা কৃষ্ণশ্চ প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাশ্চ প্রেমশুদ্ধপদগুণা রাধিকৈকা ন চাচ্চা ।

জৈষ্ঠ্যং কেশে দৃশি তরলতা নির্ধূরঙ্গং কুচেইচ্ছাঃ
বাঙ্গাপূর্ত্ত্য প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চাচ্চা ॥ ৪০

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঙ্গে সত্যভামা ।
যাঁর ঠাণ্ডিঃ কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কৃষ্ণশ্চ প্রণয়োৎপত্তিভূমিঃ কা একা শ্রীমতী রাধিকা । অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানাখ্যা পরিসংখ্যা একবিধা । অশ্চ কৃষ্ণশ্চ কা প্রেমসী অনুপমগুণা রাধিকৈকা অচ্চা ন ইত্যেনে তৎসামাচ্চায়া অত্প্রণয়শ্চা ব্যাপোহং দূরীকরণমত্র পরিসংখ্যা দ্বিতীয়া । অশ্চাঃ কেশে জৈষ্ঠ্যং কোটিল্যং হৃদি ন ইতি অচ্চাসাং হৃদি কোটিল্যং কেশে ন ইতি তশ্চ ব্যাপোহনশ্চ প্রশ্নং বিনা ব্যঙ্গত্বেন পরিসংখ্যা তৃতীয়া । এবং দৃশি তরলতা কুচে নির্ধূরঙ্গং জৈয়ম্ । হরেবাঙ্গাপূর্ত্ত্য একা রাধিকা প্রভবতি নাচ্চা অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকব্যঙ্গত্বেনাখ্যানং পরিসংখ্যা । পরিসংখ্যা লক্ষণং যথা । প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানং তৎসামাচ্চ-ব্যাপোহনম্ । তশ্চ তশ্চাপি চ জৈয়ে ব্যঙ্গত্বে শ্রাদর্শ্যাপরম্ । অপ্রশ্নপূর্ব্বমাখ্যানং পরিসংখ্যা চতুর্থবিধা ॥ সদানন্দবিধায়িনী ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৪২ । কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধপ্রেমরূপ রত্নের । আকর—খনি ; যেস্থানে রত্নাদি স্বাভাবিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহাকে খনি বলে । শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-বিশুদ্ধ-প্রেমরূপ রত্নের আকর সদৃশ । অনুপম-গুণসমূহে শ্রীরাধার দেহ পূর্ণ । অনুপম—তুলনাশূন্য । কলেবর—দেহ ।

এই পয়ারের প্রমাণ নিম্নের শ্লোক ।

শ্লো। ৪০ । অম্বয় । কৃষ্ণশ্চ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়ের উৎপত্তিভূমি) কা (কে) ? একা (একা—একমাত্র) শ্রীমতী রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা) । অশ্চ (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমসী (প্রেমসী) কা (কে) ? অনুপমগুণা (অনুপমগুণা) একা রাধিকা (একা রাধিকা), ন চ অচ্চা (অচ্চ কেহ নহেন) । অশ্চাঃ (এই শ্রীরাধার) কেশে (কেশে) জৈষ্ঠ্যং (কুটিলতা), দৃশি (দৃষ্টিতে) তরলতা (তরলতা বা চঞ্চলতা), কুচে (স্তনে) নির্ধূরঙ্গং (কঠিনতা) ; একা (একমাত্র) রাধিকা (শ্রীরাধাই) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) বাঙ্গাপূর্ত্ত্য (সকল বাসনা পূর্ণ করিতে) প্রভবতি (সমর্থ হইয়েন), ন চ অচ্চা (অপর কেহ নহে) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তিস্থান কে ? একা শ্রীমতী রাধিকা । শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী কে ? অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকা, অচ্চ কেহ নহে । শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, স্তনে কঠিনতা ; একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ, অপর কেহ নহে । ৪০

শ্রীরাধা অনুপমগুণা (যাঁহার গুণের তুলনা নাই, তাদৃশী) বলিয়া, শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা আছে বলিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধা পরমাসুন্দরী এবং নবযুবতী বলিয়া এবং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন বলিয়া, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী ।

শ্রীরাধার গুণ যে অনুপম (অতুলনীয়) এই ১৪২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৪৩ । শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণও যে শ্রীরাধিকার অনুপম-গুণসমূহ পাইবার জন্ত প্রার্থনা করেন, তাহা দেখাইতেছেন ।
যাঁহার—যে রাধার । সৌভাগ্য—পতির নিকটে অত্যধিক আদর পাওয়া । রমণীকুলের মধ্যে সত্যভামাই সর্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী । “সত্যভামোত্তমা জীণাং সৌভাগ্যে চাধিকা ভবেৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-সুন্দরভূত হরিবংশবচন ।”
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী সত্যভামা সর্কাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী হইয়াও রাধার সৌভাগ্য-গুণ পাইবার জন্ত বাঙ্গা করেন ।
ব্রজরামা—ব্রজরামগণ কলাবিলাসে স্পণ্ডিত হইয়াও শ্রীরাধার নিকট আবার কলাবিলাস শিক্ষা করেন ।
কলা—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা ।

যাঁর সৌন্দর্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী ।
 যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৪৪
 যাঁর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার ।

তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ? ॥ ১৪৫
 প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব ।
 শুনিতে চাহিয়ে দৌহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥ ১৪৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্রীমদভাগবতের ১০।৪৫।৩৬-শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় উদ্ধৃত শিবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ এইরূপ :—

(১) গীত, (২) বাজ, (৩) নৃত্য, (৪) নাট্য, (৫) আলেখ্য, (৬) বিশেষকচ্ছেদ, (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বালি-বিকার, (৮) পুষ্পাস্তরণ, (৯) দশন-বসনাঙ্করাগ, (১০) মণিভূমিকা-কর্ম, (১১) শয়ন-রচন, (১২) উদকবাচ্চ, উদকঘাত, (১৩) চিত্রযোগ, (১৪) মালাগ্রন্থনবিকল্প, (১৫) শেখরাপীড়যোজন, (১৬) নেপথ্যযোগ, (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ, (১৮) স্নগন্ধযুক্তি, (১৯) ভূষণযোজন, (২০) ঐন্দ্রজাল, (২১) কৌচুমারযোগ, (২২) হস্তলাঘব, (২৩) চিত্রশাপাশ্রয়ভঙ্গ্যবিকারক্রিয়া, (২৪) পানক-রস-রাগাসব-যোজন, (২৫) সূচবায়কর্ম, (২৬) সূত্রকীড়া, (২৭) বীণাডম্বরকবাচ্চাদি, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা, (৩০) দুর্ভেদকযোগ, (৩১) পুষ্পকবাচন, (৩২) নাটকাখ্যায়িকাদর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্তাপূরণ, (৩৪) পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, (৩৫) তর্ককর্মসমূহ, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭) বাস্তবিত্তা, (৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকারজ্ঞান, (৪২) বৃক্ষাযুর্বেদযোগ, (৪৩) মেঘ-কক্কট-লাবক-যুদ্ধবিধি, (৪৪) শুক-সারিকা-প্রলাপন, (৪৫) উৎসাদন, (৪৬) কেশমার্জ্জন-কোশল, (৪৭) অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, (৪৮) শ্লেচ্ছিতকূতর্ক-বিকল্প, (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান, (৫০) পুণ্যশকটিকা-নির্ম্মিত-জ্ঞান, (৫১) যন্ত্রমাতৃকাধারণমাতৃকা, (৫২) সম্পাট্য, (৫৩) মানসীকাব্য-ক্রিয়া, (৫৪) অভিধানকোশ, (৫৫) ছন্দোজ্ঞান, (৫৬) ক্রিয়াবিকল্প, (৫৭) ছলিতকযোগ, (৫৮) বস্ত্রগোপন, (৫৯) দ্যুতবিশেষ, (৬০) আকর্ষককীড়া, (৬১) বালকীড়নক, (৬২) বৈনায়িকীবিদ্যার জ্ঞান, (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যার জ্ঞান এবং (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যার জ্ঞান ।

১৪৪ । লক্ষ্মী ও পার্বতী সুন্দরীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইলেও শ্রীরাধার সৌন্দর্যের তুলনায় তাঁহাদের সৌন্দর্য নগণ্য ; এজন্ত তাঁহারা শ্রীরাধার ছায় সৌন্দর্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন । আর বশিষ্ঠপত্নী-অরুন্ধতী পতিব্রতাদিগের শিরোমণি ; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার ছায় পতিব্রতার ধর্মলাভ করিতে বাসনা করেন । **পতিব্রতা**—পতিপরায়ণা ; পতিব্রতার লক্ষণ এই :—আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা । মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যো সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥ অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্ট হন, পতি বিদেশগত হইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতির মৃত্যু হইলে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা । **ধর্ম**—আচার (মেদিনীকোষ) । **পতিব্রত্যধর্ম**—পতির স্নেহদুঃখাদিতেই যে পত্নীর স্নেহ-দুঃখাদি, এইরূপ আচারই পতিব্রতা-নারীর ধর্ম । **অরুন্ধতী**—মহামুনি-বশিষ্ঠের পত্নী ; ইনি পতিব্রতা-রমণীদিগের আদর্শ-স্থানীয়া ।

১৪৫ । শ্রীরাধার গুণ অনন্ত ; এজন্ত শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীরাধার গুণগণের সীমা পায়েন না । ক্ষুদ্রজীব কিরূপে আর রাধার গুণের ইয়ত্তা করিবে ?

শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার গুণের অন্ত পান না, ইহাতে তাঁহার সর্বজ্ঞতার হানি হয় না ; কারণ, শ্রীরাধার গুণের অন্তই নাই ; স্নতরাং কৃষ্ণ কিরূপে অন্ত পাইবেন ? যাহা নাই, তাহা কিরূপে পাইবেন ?

১৪৬ । **কৃষ্ণরাধাপ্রেমতত্ত্ব**—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব । ১০৬—১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব, ১১৬—১৪২ পয়ারে রাধাতত্ত্ব এবং ১১৯—১২২ পয়ারে প্রেমতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে ।

রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে চিহ্নজ্ঞি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি—এই তিনটাই প্রধান (২।৮।১১৬) । এই তিনটির মধ্যে আবার চিহ্নজ্ঞি বা অন্তরঙ্গা-স্বরূপ-শক্তিই প্রধান (২।৮।১১৭) ; তাহা হইলে স্বরূপ-শক্তিই হইল সর্বশক্তি-গরীয়সী । এই স্বরূপ-শক্তির আবার তিনটা বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ (২।৮।১১৮-১২) । এই তিনটা বৃত্তির মধ্যে আবার হ্লাদিনীর বা হ্লাদিগুণ-প্রধান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

স্বরূপ-শক্তির উৎকর্ষই সর্বাতিশায়ী (১৪৮৫৫-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য) । তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল-শক্তিবর্গের মধ্যে ফ্লাদিনীই হইল সর্বাপেক্ষা গরীয়সী । শক্তিমানকে মহীয়ান্ করিতে পারে কেবলমাত্র তাঁহার শক্তি ; সেই শক্তি আবার যত মহীয়সী হয়, তাঁহার প্রভাবে শক্তিমানও তত বেশী মহীয়ান্ হইতে পারেন । ফ্লাদিনীই যখন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীয়সী, তখন ফ্লাদিনীই শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা অধিক-রূপে মহীয়ান্ করিতে সমর্থ । কোনও বস্তু মহীয়ান্ হয় তাহার স্বরূপের বিকাশে । শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে আনন্দ এবং রস ; তাঁহার আনন্দ-স্বরূপত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের সার্বকতা কেবলমাত্র ফ্লাদিনীদ্বারাই সম্ভব (১৮৮১২০-২১), ফ্লাদিনীর প্রভাবেই তাঁহার (ভক্তগণ কর্তৃক পরমাস্বাদ) সুখরূপত্ব এবং (স্বরূপানন্দ ও ভক্তের প্রেমরস-নির্ঘাস আস্বাদনের আনন্দ লাভ সম্ভব হয় বলিয়া) রসিক-স্বরূপত্ব । এতাদৃশী যে ফ্লাদিনী, তাহার সার অংশ বা ঘনীভূত অবস্থার যে বিলাস, তাহাই, হইল প্রেমের স্বরূপ (১৮৮১২২) । যে বস্তুটী পরব্রহ্ম-বস্তু-শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপের সার্বকতা দান করিয়া তাঁহাকে মহীয়ান্ করিতে পারে, তাহারই গাঢ়তম বৈচিত্র্যই হইল প্রেম । ইহা দ্বারা প্রেমের তত্ত্ব এবং প্রেমের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য দেখান হইল । প্রেমের এই অপূর্ণ স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া অসমোদ্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের অধিকারী—সুতরাং সর্বচিন্তাকর্ষক এবং সর্ব-বশীকারী—হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকেন । (ফ্লাদিনী তাঁহারই শক্তি বলিয়া প্রেমবস্তুত্বাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না ; স্বতন্ত্র অর্থ ই হইল—স্বশক্ত্যেক-সহায় ; স্ব-শক্তিব্যতীত অপর কিছুই অপেক্ষা যিনি রাখেন না) । প্রেম যে স্বরূপে এবং প্রভাবে পরম-মহীয়ান্, তাহাই দেখান হইল ।

এতাদৃশ পরম-মহীয়ান্ প্রেমেরই চরম-তম বিকাশ যে মহাভাব (মাদনাখ্য-মহাভাব), তাহারই মূর্ত্ত বিগ্রহ হইলেন শ্রীরাধা ; তিনি সর্বশক্তির এবং প্রেমেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা ; তাঁহার দেহ, চিত্ত, ইন্দ্রিয়াদি, তাঁহার ব্যবহারের সমস্ত বস্তু—প্রেম-বিভাবিত, প্রেমদ্বারা গঠিত এবং প্রেমরসে সম্যক্রূপে পরিষিক্ত । তাঁহার চিত্তেও চরমতম-বিকাশময় প্রেম পূর্ণতমরূপে অবস্থিত । এই প্রেমের দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন—“কৃষ্ণবাস্তা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে ॥ ১৪৮৭৫ ॥ কৃষ্ণবাস্তা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার ॥ ১৮৮১২৫ ॥” ইহাই শ্রীরাধার তত্ত্ব । এতাদৃশী শ্রীরাধা এবং তাঁহার প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ সাধিত করিয়া তাঁহার মদন-মোহনত্ব প্রকটিত করিতে পারেন । পরব্রহ্ম—স্বরূপে ব্রহ্ম (বৃহত্তম) ; কিন্তু তাঁহাকে প্রভাবেও ব্রহ্ম (বৃহত্তম) করিতে পারে একমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তি (নির্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম বৃহত্তম হইয়াও তাঁহাতে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া প্রভাবে ব্রহ্ম—বৃহত্তম—নহেন) । এতাদৃশী স্বরূপ-শক্তির মহিমাও পূর্ণতমরূপে বিকশিত শ্রীরাধাতে ; সুতরাং শ্রীরাধা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের, ঐশ্বর্য্যের, মাধুর্য্যের, রসত্বের—এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার মহিমার—সর্বতোভাবে সর্বাতিশায়ী বিকাশ । তাই স্বরূপে এবং প্রভাবে শ্রীরাধা হইলেন একটী অপূর্ণ বিরাট তত্ত্ব । এতাদৃশ তত্ত্ব যে প্রেমের আধার, সেই প্রেমের মহিমা যে সর্বাতিশায়ী, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে ?

এইরূপে দেখা যাইতেছে—রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের বিবৃতিদ্বারাও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই অভিব্যক্ত করা হইয়াছে ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “কৃষ্ণরাধাতত্ত্ব,” আবার কোনও কোনও গ্রন্থে “রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

চাহিয়ে—চাই, ইচ্ছা করি । **দৌহার**—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের । **বিলাস**—কেলি, ক্রীড়া, লীলা । **বিলাস-মহত্ত্ব**—কেলিমাহাত্ম্য । ১৪৭-৫৬ পর্যায়ের বিলাস-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনার্থই শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের কথা প্রকাশ করাইতে চাহিয়াছেন । কৃষ্ণতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের খ্যাপনে প্রেম-মহিমা কি ভাবে খ্যাপিত হইয়াছে, পূর্ববর্ত্তী ১৮৮১১৫-পর্যায়ের টীকায় তাহার দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে । প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের

রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত ।

| নিরন্তর কামক্ৰীড়া যাঁহার চরিত ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

খ্যাপনে ক্রীড়নে রাধাপ্রেমের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে, তাহার দিগ্‌দর্শনও আলোচ্য পয়ারের টীকায় ইতঃপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—প্রেম স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তি, সর্বশক্তি-গরীয়সী, স্তূতরাং জাত্যাংশেই ইহা পরম-গরীয়ান্। আবার এই প্রেমের আধার বা বাসস্থানও প্রেমঘনবিগ্রহা স্বয়ংপ্রেম-স্বরূপা শ্রীরাধা—যিনি স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি-স্বীয়-কায়বাহরূপে অশেষ-বিশেষে রস আন্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রেম হইল যেন নিখিল অভিজাত-কুল-শিরোমণি; আর তাহার বাসস্থানও হইল স্বীয় অভিজাত্যের অনুরূপ—প্রেমগঠিত এবং প্রেমের বিবিধ-বৈচিত্রীরূপ মণিরত্ন খচিত মহারাজাধিরাজোচিত পরম-রমণীয় প্রাসাদোপম শ্রীরাধার লাবণ্য-ললামভূত বিগ্রহ। এতাদৃশ প্রেমের ক্রিয়াদিও হইতেছে তাহার স্বরূপের, বাসস্থানের, তাহার অভিজাত্যের অনুরূপ—সর্বকারণ-কারণ, সর্বৈশ্বর্য্য-সর্বমাদুর্য্য-পূর্ণ, সর্বাধার, সর্ব-নিয়ন্তা, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিবিধান। ইহাধারা রাধাপ্রেমের মহিমা পরমোজ্জ্বলভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু ইহাতেও যেন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, রাধাপ্রেমের অপূর্ব মহিমা বিকশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় নাই; আরও যেন কিছু বাকী আছে। তিনি যেন মনে করিলেন—অথও-রসবল্লভা মহাভাববিগ্রহা স্বয়ং-কাস্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত অখিল-রসামৃত-বারিধি-শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ সাক্ষাৎ-মন্থ-মদন শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসে রাধাপ্রেম-মহিমার যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার কথা এখনও বলা হয় নাই। তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু বলিলেন—“গুনিতে চাহিয়ে দৌহার বিলাস-মহত্ত্ব।” প্রভুর কথা গুনিয়া রায়-রামানন্দও বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন—পরবর্তী পয়ার-সমূহে।

১৪৭। ধীরললিত—পরবর্তী শ্লোকে ধীরললিত-নায়কের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। নিরন্তর—সর্বদা। কামক্ৰীড়া—প্রেমের খেলা। এস্থলে কাম-শব্দের অর্থ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই কোনও না কোনও একটা প্রেমের খেলা নিয়াই আছেন; নন্দালয়ে রক্তক-পত্রকাদি নন্দদাসের সঙ্গে দাস্তপ্রেমের খেলা, নন্দ-যশোদার সঙ্গে বাৎসল্য-প্রেমের খেলা, রাখালের সঙ্গে সখ্য-প্রেমের খেলা, গোপীদের সঙ্গে মধুর-প্রেমের খেলা—সর্বদাই এইরূপ কোনও না কোনও একটা প্রেমের খেলাই খেলিতেছেন।

অথবা যদি “কামক্ৰীড়া”-শব্দ এস্থলে সাধারণ ভাবে “প্রেমের খেলা” অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া “ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গে বিহারাদি”-অর্থে ধরা হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্তী “নিরন্তর” শব্দের অর্থ করিতে হইবে “যথাযোগ্য সময়ের সকল সময়ে” অর্থাৎ যে যে সময়ে গোপীদের সঙ্গে বিহারাদি হওয়া সম্ভব এবং সম্ভব, সেই সেই সময়ে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন। “নিরন্তর”-শব্দের অর্থ এস্থলেও পূর্বের স্থায় “সর্বদা—দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই”—এইরূপ করিলে একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ দিনরাত্রির মধ্যে সর্বদাই যদি গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন, তবে তাঁহার গোচারণাদি অছাশ্রী লীলা ক্রীড়নে নির্বাহ হইতে পারে? এই আপত্তি খণ্ডনার্থ “নিরন্তর” অর্থ “যথাযোগ্য সময়ের সকল সময়ে” এইরূপ করা হইল।

অথবা। এইরূপ অর্থও করা যায়।

নিরন্তর—সর্বদা, দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই। কামক্ৰীড়া—গোপীদের সহিত বিহারাদি। শ্রীকৃষ্ণ দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই যদি তিনি প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে গোচারণাদি করেন কখন? উত্তর,—গোচারণাদিও প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়ারই অঙ্গবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ নন্দ-যশোদার নিকটে থাকেন, কি সখাদের সঙ্গে গোচারণাদিতে লিপ্ত থাকেন, ততক্ষণ প্রেয়সীদিগের নিকট হইতে দূরে

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
বিভাবলহর্যাম্ (১।১২৩)—
বিদম্হো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ শ্রাৎ প্রায়ঃ প্রেমসীবশঃ ॥ ৪১

রাত্রিদিন কুঞ্জক्रीড়া করে রাধাসঙ্গে ।

কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥ ১৪৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে,
১ম-বিভাবলহর্যাম্ (১।১২৪)—
বাচা স্মৃতিতশর্করীরতিকলাপ্রাগলভ্যয়া রাধিকায়

ব্রীড়া-কুণ্ঠিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকৈলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্

কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ৪২

প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর ।

রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর ॥ ১৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

প্রেমসীনাং প্রেমবিশেষযুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ । যথোক্তং যা মাতজন্ম দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য তদঃ
প্রতিযাতু সাধুনা । ইতি । অনয়ারাধিতো নুনমিত্যাদি চ ॥ শ্রীজীব ॥ ৪১

বাচেতি । যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলাস্তরঙ্গদ্যুত্যা বাক্যম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

ধাকিয়া পরস্পরের মিলনের জন্ত তাঁহাদের এবং নিজের উৎকর্ষা বাড়াইয়া মিলনের মধুরতা বৃদ্ধি করেন মাত্র ; স্ততরাং
গোচারণাদি অপর লীলা সকল উৎকর্ষা বাড়াইয়া মিলনের মধুরতার পুষ্টি সাধন করে বলিয়া ঐ সকল লীলাকেও
প্রেমসীদিগের সহিত “কামক्रीড়ার” অঙ্গ-বিশেষ বলা যাইতে পারে । আবার, গোচারণ প্রত্যক্ষভাবেই প্রেমসীদিগের
সহিত মিলনের অমুকূল ; কারণ, গোচারণের ছলেই শ্রীকৃষ্ণ দিবসে বনে যাইয়া প্রেমসীদিগের সহিত মিলিত
হইতে পারেন ।

এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল সময়েই প্রেমসীদিগের সহিত কামক्रीড়া করিতেছেন, ইহা বলা যাইতে পারে । ইহা
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক বলিয়া যে প্রেমসীর বশীভূত, তাহাও স্মৃতিত হইয়া থাকে ।

অথবা, পরিহাস-পটু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসীদিগের সহিত পরিহাস-রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই গোচারণাদির ছলে যেন
অচ্যুত অন্তর্হিত হন, ইহাও বলা যায় ।

শ্লো। ৪২। অর্থঃ । বিদম্হঃ (বিদম্হঃ), নবতারুণ্যঃ (নবযুবা), পরিহাসবিশারদঃ (পরিহাসপটু) নিশ্চিন্তঃ
(নিশ্চিন্ত), প্রায়ঃ প্রেমসীবশঃ (প্রায়শঃ প্রেমসীর বশীভূত—যে প্রেমসীর যেরূপ প্রেম, সেই প্রেমসীর প্রেমে তদ্রূপ
বশীভূত) ধীরললিতঃ (ধীরললিত) শ্রাৎ (হয়েন) ।

অনুবাদ । যিনি বিদম্হ, যিনি নবযুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেমসীর যেরূপ প্রেম,
যিনি সেই প্রেমসীর সেইরূপ বশীভূত, তাঁহাকে ধীরললিত-নায়ক বলে । ৪১

বিদম্হ—কলাবিলাসাদিতে নিপুণ । নিশ্চিন্ত—যাহার কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনা বা উদ্বেগাদি নাই । প্রায়ঃ
প্রেমসীবশঃ—প্রেমসীদিগের প্রেমাত্মরূপভাবে তাঁহাদের বশীভূত ; সকলের নিকটে সমানভাবে বশীভূত নহেন ।

এই শ্লোকে ১৪৭ পয়ারোক্ত ধীরললিত-নায়কের লক্ষণ বলা হইল ।

১৪৮ । রাত্রিদিন—রাত্রির ও দিনের যথাযোগ্য সময়ে । কুঞ্জক्रीড়া—নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার । কৈশোর
বয়স ইত্যাদি—১ । ৪ । ১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৪২। অর্থঃ । অর্থাদি ১।৪।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

“কৈশোর বয়স” ইত্যাদি ১৪৮ পয়ারার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৪৯ । এই হয়—হাঁ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই ; কিন্তু আগে—ইহার উপরে
যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বল । ইহা বই ইত্যাদি—ইহার উপরে কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই ।

যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত এক হয় ।

।

তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয় ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

প্রেমের—শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার বাসনার—গাঢ়তাবশতঃই বিলাসের বাসনা জন্মে এবং বিলাস-ব্যপদেশেই প্রেমের মহিমা প্রকটিত হয় ; তাই প্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাহিয়াছেন । বিলাসের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া রায়-রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথা বলিলেন । তিনি ধীরললিতত্বের যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলিলেন, তৎসমস্তই রাধাপ্রেমজনিত বিলাসের মাহাত্ম্যই সূচিত করিয়া থাকে । যিনি সর্বগ, অনন্ত, বিভু ; যিনি সর্বযোনি, সর্বাশ্রয়, সর্বশক্তিমান ; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য ; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অল্পসঙ্কান করিয়াও ঋতিগণ বাহার মহিমার অন্ত পাননা, সেই পরম-স্বতন্ত্র পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দুর্দমনীয়া রস-লোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে প্রেরণীর বশতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই সর্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধ জন্মাইয়া—সর্বব্যাপক তত্ত্ব হইলেও প্রেরণী-সঙ্গলোভে তাঁহাকে নিভৃত-নিকুঞ্জে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী—তাহা কে বলিবে ? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহিমার কথা রায়-রামানন্দ ব্যক্ত করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইলনা ; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন । তিনি বলিলেন—“রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু রামানন্দ, বিলাস-মহত্ত্বের সকল কথা যেন বলা হয় নাই ; আরও যেন গুঢ় রহস্য কিছু আছে ; তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয় । বল রামানন্দ ।”

শুনিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন—প্রভু, যাহা বলিয়াছি, তাহার উপরের কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই ।” বস্তুতঃ দীলারস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও বিষয়ই কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে ; ইহা ভগবৎ-কৃপায় একমাত্র অনুভবগম্য ।

১৫০ । প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন—“প্রভু, বিলাস-মহত্ত্বের গুঢ়তর রহস্য আমার বুদ্ধির অগম্য সত্য ; তবে তোমারই কৃপায় একসময়ে আমি একটু অনুভব করিতে পরিয়াছিলাম—রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের একটি গুঢ়তম রহস্য আছে । আমার নিজের রচিত একটি গীতে আমি তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি । সেই গীতটি আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি । এই গীতটিতে যে রহস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল প্রেম-বিলাস-বিবর্ত । তাহা শুনি ইত্যাদি—কিন্তু প্রভু, আমার রচিত গীতে সেই ইঙ্গিতটিকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, বিলাস-মহত্ত্বের গুঢ়তম রহস্যটিকে ফুটাইয়া উঠাইতে পারিয়াছি কিনা, জানি না । যদি না পারিয়া থাকে, গীতটি শুনিয়া তোমার সুখ হইবেনা ; অথবা, যে রহস্যটি তুমি প্রকাশ করাইতে চাহিতেছ, আমার রচিত গীতে যদি তাহার ইঙ্গিত না থাকে, তাহা হইলেও তোমার সুখ হইবে না । তোমার বাসনা তৃপ্তি লাভ করিবেনা । তাই প্রভু, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে যে—গীতটি শুনিয়া তুমি সুখী হইবে কিনা । তথাপি, আমার গীতটি আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি ; তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত বস্তুটি ইহাতে আছে কিনা দেখ ।

নিম্নে এই গীতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ১৫২-৫৬-পর্যায় । এই গীতটির অন্তর্গত—“না সো রমণ না হাম রমণী । জুহু মন মনোভব পেষল জানি ॥”—এই অংশের মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গুঢ়তম রহস্যটি নিহিত আছে ।

কিন্তু এই রহস্যটি কি ? “প্রেমবিলাস-বিবর্ত”-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে রহস্যটির উদ্ঘাটনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে ।

প্রেমবিলাস—প্রেমজনিত বিলাস বা কেলি ; স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয় যিনি কেবল মাত্র তাঁহার সুখবিধানের বাসনা (ইহাই প্রেম, সেই প্রেম) হইতে উদ্ভূত এবং সেই বাসনার প্রেরণায় সংঘটিত বিলাস ।

গৌরকৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

ইহা স্বস্বথ-বাসনা দ্বারা প্রণোদিত বিলাস নহে ; তাদৃশ বিলাসের নাম কামবিলাস ; কামবিলাস হইতেছে পশুবৎ-বিলাস, ইহার মহত্ত্ব কিছু নাই, ইহা বরং জুগুপ্সিত । প্রেমবিলাস-শব্দের অন্তর্গত “প্রেম”-শব্দেই কামবিলাস নিরসিত হইতেছে । **প্রেমবিলাস-বিবর্ত**—প্রেমজনিত বিলাসের বিবর্ত । কিন্তু বিবর্ত-শব্দের অর্থ কি ? বিবর্ত-শব্দটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যহয় ।

বিবর্ত—এই পয়ারের টীকায়-শ্রীপাদবিখ্যাত চক্রবর্তী বিবর্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“বিপরীত ।” উজ্জল-নীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী “বকারে স্মৃতি নববিবর্তঃ”-স্থানে বিবর্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“পরিপাকঃ ।” আর, বিবর্তের একটি সাধারণ এবং সর্বজন-বিদিত অর্থ আছে—“ভ্রম ।” তাহা হইলে, বিবর্ত-শব্দের তিনটি অর্থ পাওয়া গেল—বিপরীত বা বৈপরীত্য, পরিপাক বা পরিপক্বতা এবং ভ্রম বা ভ্রান্তি । “প্রেমবিলাস-বিবর্ত”-শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই তিনটি অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা আছে । অবশ্য “পরিপাক”-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা, “বিপরীত” এবং “ভ্রম”-অর্থের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক—মুখ্যার্থ-“পরিপাকের” বহির্লক্ষণ-সূচকরূপে ; “পরিপাক”-অর্থই অঙ্গী, “ভ্রম” এবং “বিপরীত” হইল তাহার অঙ্গ ।

বিবর্ত-শব্দের উল্লিখিত মুখ্য অর্থ ধরিলে “প্রেম-বিলাস-বিবর্ত”-শব্দের অর্থ হইল—প্রেমজনিত-বিলাসের পরিপক্বতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা । এই চরমোৎকর্ষাবস্থায় দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—একটি ভ্রান্তি, অপরটি বৈপরীত্য । যে বস্তুটিকে চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, বাহিরের লক্ষণদ্বারাই তাহাকে চেনা যায় । প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থাটীও চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ; যে সমস্ত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদ্বারাই তাহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয় । তাই চক্রবর্তীপাদ একটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—বিপরীত বা বৈপরীত্য । আর একটি লক্ষণ—ভ্রান্তি ; ভ্রান্তি হইতেই বৈপরীত্য জন্ম । কিরূপে ? তাহাই দেখান হইতেছে ।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে “ধৃগাসি যা কথয়সি”-শ্লোকের টীপনীতে লিখিত আছে যে—বিলাসমাত্রেক-তন্ময়তাতেই কামক্ৰীড়ার চরমাবস্থা । বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রেক-তন্ময়তা যখন জন্মে,—যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি, নিজেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকেনা—তখন তাঁহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় থাকে একমাত্র বিলাস । কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্র্য সাধিত হইবে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় থাকে ; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁহাদের থাকেনা, তখনই ক্রম-বর্দ্ধমান চরম-উৎকর্ষাবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে বৈপরীত্য—নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য—সম্ভব হইতে পারে । পরবর্তী গীতের “না সো রমণ না হাম রমণী”-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । চক্রবর্তীপাদ বিবর্ত-শব্দের অর্থে সম্ভবতঃ এই বৈপরীত্যের কথাই বলিয়াছেন । এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল ভ্রান্তি—নায়ক-নায়িকার আত্মবিশ্বাস । এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাসমাত্রেক-তন্ময়তার ফল । বিলাস-মাত্রেক-তন্ময়তাই বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক ; এই অবস্থাটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া তাহাহইতে জাত ভ্রান্তিদ্বারা এবং ভ্রান্তি হইতে জাত চেষ্টার বৈপরীত্য দ্বারা তাহা বুঝা যায় । এস্থলে বিবর্ত-শব্দের পূর্বোল্লিখিত তিনটি অর্থই গৃহীত হইয়াছে । প্রধান অর্থ পরিপক্বতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা ; তাহার ফল ভ্রান্তি এবং ভ্রান্তির ফল বৈপরীত্য ।

কিন্তু এই বৈপরীত্য—চেষ্টার বৈপরীত্য বা বিপরীত বিহার—প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটি বাহিরের লক্ষণমাত্র ; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয় । আবার এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্তের বিশেষলক্ষণও নয় ; সকল অবস্থাতে এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থা সূচিত করে না । ইহা যদি নায়ক-নায়িকার ইচ্ছাকৃত হয়, তাহা হইলে এই বৈপরীত্য বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক হইবে না । ইহা যদি বিলাস-মাত্রেক-তন্ময়তার ফলে জাত ভ্রম বা নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসবশতঃই, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হয়, তাহা হইলেই এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিচায়ক হইবে, অথবা নহে। বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় “প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত”-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রেমজনিত বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্ৰৈক-তন্ময়তাবশতঃ নায়ক-নায়িকা—নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের এবং নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার—উভয়েরই মনের বাসনা থাকে মাত্র একটী—বিলাস-স্বথের বর্দ্ধন-বাসনা ; তখন তাঁহাদের উভয়ের মন যেন এক হইয়া যায় ; একথাই পরবর্তী-গীতের “তুহঁ মন মনোভব পেষল জানি”—বাক্যের তাৎপর্য। উভয়েই একমনা হইয়া যান বলিয়া তাঁহাদের আর ভেদজ্ঞান থাকেনা। বিলাসমাত্ৰৈক-তন্ময়তা-জনিত—এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে প্রেমবিলাসের চরম-পরাকাষ্ঠা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীপাদকবিকর্ণপুরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরম্। প্রয়োহতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপদ্যবাতীৎ ॥—শ্রীলরামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) প্রেমের অতি-পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্বক তদুভয়ের পরম-একত্বস্বচক একটী গীত গাহিয়া ছিলেন ॥১৩৪৫॥”

বিলাসমাত্ৰৈক-তন্ময়তা-জনিত আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য হইতে যে বিপরীত বিহার উদ্ভূত হয়, তাহাই যে বিলাস-মহত্বের চরম-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীবগোস্বামীর গোপালচম্পূগ্রন্থের পূর্বচম্পূর “সর্ব-মনোরথপূরণ”-নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বথ-বিধানের জন্ত পরম-উৎকর্ষাবশতঃ ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না ; বরং দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণা-শাস্তিহীন কৃষ্ণস্বথৈক-তাৎপর্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সেবা-বাসনার উদ্যমতা এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল উৎকর্ষ্য শ্রীরাধার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক, যেহেতু তাঁহার মধ্যেই প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ। তাঁহার এই সেবা-বাসনাজনিত পরমোৎকর্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও সেবাগ্রহণ-বাসনার পরমোৎকর্ষ্য জাগাইয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণের এই সেবা-গ্রহণবাসনাও বস্তুতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত তাঁহার উৎকর্ষ্য ; যেহেতু, তাঁহার যত কিছু লীলা, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তদের চিত্ত-বিনোদন, তাঁহার নিজমুখেই একথা প্রকাশ। “মদতত্ত্বানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পরম্পরাণ ॥” ভক্তের সেবা-গ্রহণবাসনার মূলে যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বস্বথ-বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে সেবা-গ্রহণের কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, ভক্তের সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান হইতে পারে না। যাহা হউক, শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার প্রীতিবিধানার্থ তাঁহার সেবা-গ্রহণবাসনা—এতদুভয়ই যখন পূর্ণ উদ্যমতা লাভ করিয়া চরম উৎকর্ষ্যে পরিণত হয়, তখনই তাঁহাদের প্রেমবিলাস পূর্ণতমরূপে মহীয়ান হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চরমতম উৎকর্ষ্যের প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন লীলাপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যান, তখন “অচোহুৎ রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষ্যত্যলং চুষতি। ক্রীড়তুল্লসতি ব্রবীতি নিদিশতুদ্ভবরত্যম্ ॥ গোপীকৃষ্ণযুগং মূলর্কছবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে। শশ্বং কিং হু করোমি কিং স্বকরবং কুবীয় কিং বেতাপি ॥— তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপন স্থানে যান, মিলিত হন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন, চুষন করেন, উল্লসিত করেন, পরস্পরের নিকট রতিকথা বলেন, ‘আমার বেশ রচনা কর’—পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ আদেশ করেন, পরস্পর পরস্পরের বেশরচনাও করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কেলি-বিলাসে নিরত থাকেন ; কিন্তু বিলাস-বিষয়ে ঐকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তখন তাঁহাদের থাকে না। গোপালচম্পূ, পূর্ব- ৩৩৫॥” এস্থলে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য সূচিত হইতেছে। “অচোহুৎ”-শব্দ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, আলিঙ্গন-চুষনাদির ব্যাপারে, কি বেশরচনার্থ আদেশাদির ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী এবং কখনও বা শ্রীরাধাই অগ্রণী ; ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইতেছে। কে-ই বা রমণ, আর

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

কে-ই বা রমণী,—কে-ই বা কান্ত, আর কে-ই বা কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়া থাকে। ইহাই পরবর্তী গীতের “না সো রমণ, না হাম রমণী” বাক্যের মর্ম্ম। প্রেমবৃদ্ধির চরম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে স্মৃতি করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন কেলিবিলাসে প্রমত্ততা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাই পরবর্তী গীতের “তুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি”—বাক্যের তাৎপর্য।

উল্লিখিতরূপ বিলাসাদি সাক্ষাদভাবে অল্পুষ্ঠিত হইলেও পরম-উৎকর্ষাবশতঃ তাঁহাদের নিকটে স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হয়। সর্বাতিশায়িনী প্রেমোৎকর্ষের ফলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ, গৃহকে বন, বনকে গৃহ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ, উষ্ণকে শীত—ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। এইরূপই যখন অবস্থা, তখন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটয়া থাকে। কান্তশ্রাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদবৈপরীত্যং জঙ্ঘে জাতম্। রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রমণীর রমণীত্ব রমণে সঞ্চারিত হয়—উভয়ের অজ্ঞাতসারে। ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য হইল—চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে জাত—পরস্পরের শ্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্কচনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় উৎকর্ষ, তাহা হইতে উদ্ভূত—বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তার বহির্কিকাশমাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগ যেমন পরমোৎকর্ষের বাহিরের লক্ষণ, তদ্রূপ এই বিলাস-বৈপরীত্যও পরম-প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তারই একটা বাহিরের লক্ষণ। রামানন্দ-রায় এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বিলাস-বৈপরীত্যমাত্রই নয়—বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু যাহা, তাহাই। প্রেম-বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু।

শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু রামানন্দ-রায়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধরত্ব, সাক্ষান্নমথ-মগ্নত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব, আত্মপর্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহরত্বাদি—প্রকটিত করাইয়াছেন। তার পর, সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও—তাঁহার মহাতাবরূপত্ব, আনন্দ-চিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেম-বিভাবিতত্ব, বিগুহ-কৃষ্ণপ্রেম-রত্নাকরত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌভাগ্যাদি—রামানন্দ-রায়ের মুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাইয়া—অথও-রসবল্লভ শ্রীনন্দ-নন্দনের এবং অথও-রসবল্লভা শ্রীতাপুনন্দিণীর বিলাস-মহত্ব প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুর অভিপ্রায় জন্মিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় ভাগ্যবান রায়-রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান তাঁহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোৎকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজিত। তারপরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা—উভয়কে নিয়াই বিলাস। সুতরাং কেবল নায়কের মধ্যে পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাসমহত্ব পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। নায়িকাতেও তদনুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নায়িকা শ্রীরাধিকাতে সে সমস্ত গুণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য-সমূহের পর্য্যবসান কোথায়, তাহা প্রকাশ না করিয়াই রামানন্দ রায় যেন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া দিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীরাধার একটা গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—“শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্কপণ। তাহাতেই অমুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥”—ইত্যাদি বাক্যে। ইহাও প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া “প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্ত-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥” কিন্তু তাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই; তাই পুনরায় বলিলেন—“আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।” ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহাও বলিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন । যদি কেহ বলেন—“শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্কাপণ” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই তো শ্রীরাধার অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি রহিল ? উত্তরে বলা যায়—আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে । “শতকোটি গোপীতে যাহা নাই, শ্রীরাধাতে তাহা আছে ।”—এই উক্তিদ্বারা শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে ; কিন্তু এই সর্বাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, কি পরমোৎকর্ষ দান করিতে পারে, তাহা সম্যকরূপে ব্যক্ত করা হয় নাই । বিলাস-মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বের প্রয়োজন । “স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা ।” স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাই নিঃসঙ্কোচে নায়ককে বলিতে পারেন—“রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়ো ঘটয় জঘনে কাঞ্চী মঞ্চশ্রজা কবরীভরম্ । কলয় বলয়শ্রেণীং পানৌ পদে কুরু নুপুরাবিতি ।” প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্তৃকাত্ব যখন চরমতম গাঢ় লাভ করে, তখন কি অবস্থা হয়, শ্রীগোপালচম্পূর উক্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে । এপর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকাত্বসম্বন্ধে—মাদনাখ্য-মহাভাবের অদ্ভুত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্তৃকাত্ব কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে রায়-রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই । এই অনির্কচনীয় বৈশিষ্ট্য-সূচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব রহস্তভাণ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থমকিয়া দাঁড়াইলেন । ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রামানন্দের এই ভঙ্গী । কারণ, ব্যাপারটী পরম-রহস্তময় । অর্জুনের নিকটে গীতার শেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি “সর্গগৃহতমং বচঃ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু প্রেমবিলাসবিবর্ত তাহা অপেক্ষাও বহু-বহু-গুণে গৃহতম ; তাই তাহার প্রকাশে রামানন্দ-রায়ের সঙ্কোচ । তাঁহার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়া প্রভু যখন বলিলেন—“এই হয়—আগে কহ আর ॥” তখনই রায় তাহা প্রকাশ করিলেন ।

যাহা হউক, প্রেমবিলাস-বিবর্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে । শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা ; মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত ; মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই । প্রেমের চরমতম বিকাশ যে-খানে, সে-খানেই প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সেখানেই বিলাস-মহত্বেরও চরমতম বিকাশ । রামানন্দ-রায়ের নিকট প্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাস-মহত্বসম্বন্ধে । রামানন্দ-রায়ের উত্তর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাস-বিবর্তসূচক “পহিলি রাগ”-ইত্যাদি গীতে । এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই ; বরং প্রভু বলিলেন—“সাধ্যবস্ত্ত অবধি এই হয় । তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ২৮।১৫৭ ॥” এতক্ষণে সাধ্যবস্ত্ত-তত্ত্ব জানিবার জন্ত প্রভুর আকাজ্জা চরমাতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব জানিবার বাসনাও সম্যকরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে । ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্তেই বিলাস-মহত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ—রাধাপ্রেম-মহিমারও চরমতম বিকাশ ।

মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমতম বিকাশেই যে বিলাস-মহত্বেরও চরমোৎকর্ষ, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং প্রেমবিলাস-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় “প্রেমবিলাস-বিবর্ত”-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । এস্থলে যে ভেদরাহিত্যের কথা বলা হইল, তাহা যে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য নহে, তাহাও উক্ত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

পূর্বে বলা হইয়াছে—প্রেমবিলাসের পরিপক্বাবস্থায় বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ ভ্রম (আত্মবিশৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য) এবং বৈপরীত্য জন্মে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞান-রাহিত্য (বা ভ্রম) এবং বৈপরীত্য হইল প্রেমবিলাস-পরিপক্বতার দুইটী বহির্লক্ষণ ; ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্য যে বিশেষ লক্ষণ নয়, তাহাও বলা হইয়াছে । ভেদজ্ঞান-রাহিত্য কিন্তু প্রেমবিলাস-পরিপক্বতার বিশেষ লক্ষণ । এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যকেই কবিকর্ণপুর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

“পরৈক্য” বলিয়াছেন—পরৈক্য-শব্দে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনের সর্বতোভাবে একতা বা একরূপতা বুঝায়। প্রেম-প্রভাবে উভয়ের মন গলিয়া গিয়া এক হইয়া গিয়াছে, পরবর্তী “রাধায়া তবতশ্চ”-ইত্যাদি শ্লোকস্থ “নিধূতভেদভ্রম”-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—দুই খণ্ড লাক্ষা তীব্রতাপে গলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, তদ্রূপ। ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের “পরৈক্য”-অবস্থা, ইহাই ভেদজ্ঞান-রাহিত্য; মনের ভেদ নাই বলিয়া জ্ঞানেরও ভেদ নাই, উভয়ের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নাই; পৃথক অস্তিত্ব আছে; যেহেতু, ইহা নিত্য; নাই কেবল পৃথক অস্তিত্বের—এমন কি নিজেদেরও অস্তিত্বের—জ্ঞান বা অনুভূতি।

প্রশ্ন হইতে পারে, উক্তরূপ “পরৈক্য”-অবস্থাই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্তের বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা হইলে রায়-রামানন্দকৃত গানের শেষভাগে—“অব সৌ বিরাগ”-ইত্যাদি বাক্যে বিরাগ বা বিরহের কথা বলা হইল কেন? “পরৈক্য”-অবস্থায় বিরহের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার দুইটি উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ, এমনও হইতে পারে যে, গানটির প্রথমার্ধের অন্তর্ভুক্ত “না সো রমণ”-ইত্যাদি পদগুলিই পরৈক্য-সূচক বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত-জ্ঞাপক; শেষার্ধ, বিরহ-জ্ঞাপক। বিরহ-অবস্থায় খেদের সহিত পূর্বের বিলাস-মাত্রিক-তন্ময়তাজনিত পরৈক্যের কথা, তদবস্থায় অসমোদ্রক স্মৃতির কথার উল্লেখ করিয়া বিরহ-যন্ত্রণার তীব্রতর চরম অসহনীয়তা খ্যাপিত করা হইয়াছে। কবিকর্ণপুরের নাটকোক্তি হইতে উক্তরূপ তাৎপর্যই অনুমিত হয়। মথুরার রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর মুখে ব্যক্ত শ্রীরাধার উক্তি-সম্বন্ধে কর্ণপুর বলিয়াছেন—“অহং কাস্তা কাস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূং মনোবৃত্তিগুণা স্বমহিমিতি নো ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিস্থথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্কুরতি নম্র চিত্রং কিমপরম্। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কাস্তা এবং তুমি আমার কাস্ত—এরূপ জ্ঞান তখন ছিলনা; তখন (ভেদজ্ঞান-মূলা) মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; ‘তুমি ও আমি’ এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের (তোমার ও আমার) ছিল না (এ পর্যন্ত পরৈক্যের কথা, গীতস্থ ‘না সো রমণ’-ইত্যাদি-বাক্যের তাৎপর্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে তৎকালীন বিরহের কথা বলিতেছেন)। এখন তুমি ভর্তা, আর আমি তোমার ভার্য্যা—এইরূপ বুদ্ধি আবার উদ্ভূত হইয়াছে; তথাপি আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ৭।১৬-১৭॥” নাটকের এই উক্তিকে রামানন্দ-রায়ের গীতটির সংস্কৃত অনুবাদও বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র গীতটিকেই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত-প্রত্যেক মনে করা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—পূর্বে গোপালচম্পুর উক্তি হইতে বৈপরীত্যের একটি লক্ষণ দেখান হইয়াছে—সংযোগে অসংযোগের ভাব, গীতের শেষ অংশে তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসংযোগ বা বিরহ নহে, বিরহের ভ্রান্তি মাত্র। যাদনাথা-মহাভাবেও মিলনেও বিরহের ভাব বিद्यমান থাকে।

কিন্তু প্রথমোক্ত সমাধানই কবিকর্ণপুরেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাটকে, উল্লিখিত “অহং কাস্তা কাস্ত্বমিতি”-ইত্যাদি বাক্যের পরে, প্রভুকর্তৃক রামানন্দ-রায়ের মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গে, কর্ণপুর লিখিয়াছেন—“নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্কে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োঃরূপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদৈব পুরুষাধীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাশ্রু তদ্রহস্য-প্রকাশকম্॥ ৭।১৭॥ (পরবর্তী ১৫১ পয়ারের টীকায় ইহার অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)।” এই নাটকোক্তি হইতেও বুঝা যায়—গীতের প্রথমার্ধেই নিরুপাধিক—পরম-পুরুষার্থ-সূচক পরৈক্যজ্ঞাপক এবং দ্বিতীয়ার্ধ সোপাধিক—ভেদজ্ঞান-জ্ঞাপক বলিয়া পরৈক্য-জ্ঞানহীন। ২।৮।১৫১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল ।

।

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৫১। আপনকৃত—রামানন্দরায়ের নিজের রচিত। গীত এক—পরবর্তী “পহিলিহি রাগ”-ইত্যাদি গীতটী। ইহা রামানন্দরায়ের নিজের রচিত। প্রেমে প্রভু ইত্যাদি—এই গীতটী শুনিয়া প্রভু নিজের হাতে রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন রায় আর কিছু বলিতে না পারেন। প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রভুর অনভিপ্রেত বলিয়া বিরক্তিবশতঃ নয়, পরন্তু প্রেমাবেশবশতঃ। রামানন্দ যে রহস্তটীর ইঙ্গিত করিলেন, তাহাই প্রভুর একান্ত অভিপ্রেত; এই রহস্তটী জানিবার জন্তই প্রভু রামরায়কে বলিয়াছিলেন “আগে কহ আর।” রামরায়ের গীতে সেই রহস্তটীর ইঙ্গিত পাইয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল, অত্যন্ত প্রেমাবেশ হইল; এই প্রেমাবেশবশতঃ প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন; যেন বাস্তবসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন—রায় যেন আর কিছু প্রকাশ না করিতে পারেন, কিন্তু কেন?

এসম্বন্ধে কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—“কৃপা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, প্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রামরায়ের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পূরে—হয়তো বা ঐরূপ উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথবা হয়তো প্রেমবৈবশ্যবশতঃই—স্বীয় কর-কমলে প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। ব্যথিকরণতয়া বা আনন্দবৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মনাশ্রমস্তাহপধন্ত ॥”

কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—“নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিঃ ন সহতে ইতি পূর্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণাধায়োরনুপাধিপ্রেম শ্রদ্ধা তদেব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্ত তদ্রহস্য-প্রকাশকম্ ॥ ৭।১৭ ॥—নিরুপাধি (কপটতাহীন) স্নানিশ্লীল প্রেম কখনও উপাধি (বা কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্ত (নাহং কাস্তা কাস্তস্বমিতি—না সো রমণ না হাম রমণী ইত্যাদি-বাক্যের) প্রথমার্দ্ধে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সুবিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরমপুরুষার্থ-সূচক ঐ প্রথমার্দ্ধের বাক্য যে পরম-রহস্তময়, প্রভুকর্তৃক রামানন্দরায়ের মুখাচ্ছাদনেই তাহা সূচিত হইতেছে।”

প্রভুকর্তৃক রায়-রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর দুইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী হেতু হইল—প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য। রামানন্দের গীতে যে পরম-রহস্তটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অসম্ভব করিয়া রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর আনন্দ-বিবশতা অস্বাভাবিক নয়। এই বিবশতার ভাব—সকল সময়েই আত্মগোপন-তৎপর প্রভু হয়তো চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিতেন। তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—অন্ততঃ পূর্ণতার বহির্বিকাশ হয় নাই; তাই তিনি নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন, হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্তকে যদি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রভুর চিত্তের ভাবতরঙ্গ হয়তো এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত যে; তাহা সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাই তিনি রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কবিকর্ণপুর-কথিত দ্বিতীয় হেতুটী হইতেছে এই। রামানন্দের গীতে যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত রহস্তময়; সেই তত্ত্বটীকে আরও বেশী পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই। তাই, রায় যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিলেন।

“তখনও সময় হয় নাই”—এই কথাটির তাৎপর্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, রামানন্দ যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা যদি উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্ত্ত বিগ্রহই হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু (এই উক্তির হেতুসম্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় প্রেমবিলাস-

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

বিবর্ত প্রবন্ধের শেষাংশে দ্রষ্টব্য) । রামানন্দের নিকটে যদি এই তত্ত্বটি উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তখনই তিনি প্রভুর স্বরূপের উপলক্ষি লাভ করিবেন ; তাহা হইলে আলোচনাই বন্ধ হইয়া যাইবে (২৮।২৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য) । কিন্তু তখনও আলোচনা শেষ হয় নাই—বিশেষতঃ জীবের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সাধন-তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভই হয় নাই । তাই প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখনই রামানন্দ প্রভুকে চিনিয়া ফেলুক ।—কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্তের আলোচনা যে স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্তর হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই রামরায় স্বীয় গাঢ় প্রেমবশতঃ বুঝিতে পারিবেন—তিনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন । তাই প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিয়া দিলেন । বিস্তৃত বিচার “প্রেমবিলাস-বিবর্ত” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

“নিরূপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিঃ ন সহতে”—ইত্যাদি বাক্যে কবিকর্ণপুর মুখাচ্ছাদনের আরও একটী হেতুর ইঙ্গিত দিয়াছেন । নিরূপাধি প্রেম কোনওরূপ উপাধি সহ্য করিতে পারে না । যাহা উপাধিহীন, তাহাই নিরূপাধি ; কিন্তু উপাধি কাহাকে বলে ? উপাধি-শব্দের অর্থ ১২।১০-শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য । কাঠ যদি ভিজা (আর্দ্র) হয়, তাহা হইলেই কাঠ হইতে উদ্ধৃত অগ্নিতে ধূম থাকে ; স্তুরাং অগ্নিতে ধূম থাকার হেতু হইল কাঠের আর্দ্রত্ব ; এস্থলে কাঠের আর্দ্রত্ব হইল অগ্নির উপাধি এবং ধূমবান্ অগ্নি হইল সোপাধিক অগ্নি ; আর ধূমহীন অগ্নি হইল নিরূপাধিক অগ্নি । এস্থলে অগ্নির দুইটী ভেদ পাওয়া গেল—সধূম এবং ধূমহীন । এই ভেদের হেতু হইল উপাধিরূপ আর্দ্রত্ব । তাই শ্রায়-মুক্তাবলী বলেন—“পদার্থ-বিভাজকোপাধিত্বম্ ।”—যাহাহউক, বিরহও প্রেমেরই এক বৈচিত্রী ; সন্তোগাঙ্ক মিলনও প্রেমের এক বৈচিত্রী । কাঠের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচ্ছন্ন ভাবে আগুন থাকে ; কোনও এক উপলক্ষ্যে তাহা বিকশিত হইয়া নিধূম অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করে । মঞ্জিষ্ঠারাগবতী শ্রীরাধতেও স্বভাবসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ললনানিষ্ঠ প্রেম বিদ্যমান ; কোনও এক সামান্য উপলক্ষ্যে তাহা স্বতঃই উদ্ভূত হয় (পরবর্তী ২৮।১৫২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন হয় না—যেমন নিধূম অগ্নির প্রকাশের জন্ত আগুন ও কাঠ ব্যতীত তৃতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না । তাই নিধূম অগ্নি যেমন নিরূপাধি, তদ্রূপ শ্রীরাধার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমও নিরূপাধি এবং তাহা সম্যক্রূপে প্রকাশমান হয় প্রেমবিলাস-বিবর্তে—তজ্জনিত পরৈক্যে, যেমন নিধূম অগ্নি প্রকাশমান হয় প্রজ্জ্বলিত শিখারূপে । কিন্তু আর্দ্রত্বের মধ্যবর্তিতায় অগ্নি যেমন ধূমের সহযোগে সোপাধিকরূপে—সধূম অগ্নিরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের মধ্যে একের কপটতার বা কপটতাভাসের বা কপটতার অমুমানের মধ্যবর্তিতায় বিরহের আবির্ভাব হয় ; স্তুরাং বিরহ হইল সোপাধিক প্রেম ।

এই গীতের প্রথমার্ধে নিরূপাধি প্রেমের কথা এবং শেষার্ধে “অব সোই বিরাগ” ইত্যাদি পদে সোপাধিক প্রেমের কথা আছে । নিরূপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভুর চিন্তে যে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, পরবর্তী পদে সোপাধিক প্রেমরূপ বিরহের কথা বিস্তৃত ভাবে শুনিলে তাহা তো তিরোহিত হইবেই, অধিকন্তু প্রভুর চিন্তে অপরিসীম দুঃখেরই সঞ্চার হইবে । তাই প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, যেন বিরহের কথা আর না বলিতে পারেন ; অথবা, এই মুখাচ্ছাদনের দ্বারা যেন ইহাই জানাইলেন যে, ঐ বিরহ-জ্ঞাপক পদগুলি না বলিলেই ভাল হইত । নিরূপাধি প্রেমের চরমতম পর্য্যবসান শ্রীরাধাক্ষের পরৈক্যের কথা শুনিয়া প্রভুর যে প্রেমাবেশ জন্মিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই প্রভু রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন—সেই আবেশজনিত আনন্দ যেন রামানন্দ স্কুণ্ণ না করেন । মুখাচ্ছাদনের ইহা একটী হেতু হইতে পারে ; কিন্তু ইহা মুখ্য হেতু বলিয়া মনে হয় না । রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রসঙ্গে সাময়িক বিরহের কথা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে ; তখন প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করেন নাই ।

তথাহি গীতম্ ।
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ।

অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল ॥ ১৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৫২ । ১৫২-৫৬ পর্যায়ে রায়-রামানন্দ-কৃত গীতটী দেওয়া হইয়াছে ।

পহিলহি—প্রথমে । **রাগ**—অনুরক্তি, আসক্তি । **রাগ**-শব্দের একটী পারিভাষিক অর্থও আছে । প্রেম-ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান ও প্রণয়ে পরিণত হয় ; প্রণয়ে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রীতির বিষয়ের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভিন্নতার জ্ঞান জন্মে । এই প্রণয়ই আরও এমন এক উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন উন্নীত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যধিক দুঃখকেও চিন্তে সুখ বলিয়া মনে হয় । তখন তাহাকে বলে রাগ । দুঃখমপ্যধিকং চিন্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে । যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৮৪ ॥ ২।৮।১৩৪-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য । কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে পরম-সুখময় বস্তুও রাগে পরম-দুঃখময় বলিয়া মনে হয় । যাহা হউক, এই প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের অনেক বৈচিত্রী আছে । **রাগ**-শব্দের একটী সাধারণ অর্থ আছে—রং বা বর্ণ । বর্ণেরও অনেক বৈচিত্রী ; তন্মধ্যে স্থায়িত্বাদি-বিষয়ে নীল বর্ণ এবং লাল বা রক্ত বর্ণের বৈশিষ্ট্য আছে ; নীল এবং লাল রং-এরও অনেক বৈচিত্রী আছে । স্থায়িত্ব ও উজ্জল্যাদি বিষয়ে প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের সহিত নীল ও রক্ত বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই দুইটী বর্ণের সাহায্যে রসশাস্ত্রকারগণ প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের বিবিধ বৈচিত্রীর ধর্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন—প্রেমজাত রাগ প্রধানতঃ দুই রকমের—নীলিমা ও রক্তিমা (উ, নী, স্থা, ৮৬) । নীল রং যেমন স্থায়ী, অথচ বিশেষ উজ্জল নয়, তদ্রূপ যে রাগ স্থায়ী অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বর্তমান থাকাসত্ত্বেও যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, অথচ বিশেষ প্রকাশবান্ও নয়, তাহাকে নীলীরাগ বলে ; ইহা স্বলগ্ন ভাবে (মনের নিজস্ব ভাবে) আবৃত করিয়া রাখে—মানাদিদ্বারা । চন্দ্রাবলী-আদিতেই নীলীরাগ বিद्यমান । রক্তিমারাগও দুই রকমের—লাল রং-এর মত—কুসুম-রক্তিমা এবং মঞ্জিষ্ঠা-রক্তিমা ; কুসুম-ফুলের বর্ণও লাল, মঞ্জিষ্ঠাও লাল (উ, নী, স্থা, ৯৩) । কুসুম-ফুলের রং স্বভাবতঃ পাকা নয় ; কিন্তু অল্প কোনও কষায়-দ্রব্যের যোগে তাহা পাকা হইতে পারে ; শ্যামলাদি সখীগণের রাগ হইল কুসুম-রাগ, শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সঙ্গবশতঃ (তাঁহাদের সঙ্গরূপ কষায়-দ্রব্যের যোগবশতঃ) শ্যামলাদির কুসুম-রাগও স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে । সদাধারবিশেষে কৌসুম্ভোহপি স্থিরোভবেৎ । ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু ম্লানিরস্ত ন যুজ্যতে ॥ উঃ নী, স্থা, ৯৬ ॥ কুসুম-রং যেমন শীঘ্রই বস্তাদিতে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ কুসুম-রাগও সাধনসিদ্ধ গোপীদেহ-প্রাপ্ত প্রেমিক ভক্তদের চিন্তে শীঘ্রই সংলগ্ন হইয়া থাকে । কুসুম-রাগ অপেক্ষা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের পরমোৎকর্ষ । মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং, নীল-রংএর মতনই স্থায়ী, কিন্তু নীল-রং বেশী প্রকাশবান্ বা উজ্জল নয়, তাহার শোভাও বেশী চিত্তাকর্ষক নয় ; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন পাকা, তেমনি উজ্জল, শোভাসম্পন্ন ; সুতরাং নীল-রং অপেক্ষা মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-এর উৎকর্ষ । আবার, কুসুম-রং কিছু উজ্জল বটে, কিন্তু স্থায়ী নয়, মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং কিন্তু স্থায়ী । তাহা হইলে দেখা গেল—স্থায়িত্বে এবং উজ্জল্যে মঞ্জিষ্ঠার লাল-রংই সর্বশ্রেষ্ঠ । তদ্রূপ, প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগই নীলী-রাগ এবং কৌসুম-রাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মঞ্জিষ্ঠা-রাগ সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণি বলেন—“অহার্যোহনন্তসাপেক্ষো যঃ কাস্ত্য বর্দ্ধতে সদা । ভবেন্মঞ্জিষ্ঠ-রাগোহসৌ রাধামাধবয়োৰ্থা ॥ উ, নী, স্থা, ৯৭ ॥—যে রাগ কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না, যাহা অস্ত্রের অপেক্ষা রাখেনা, যাহা স্বীয় কাস্তিরারা সতত-বর্দ্ধনশীল, তাহাকেই মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলে—যেমন শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম্পরের প্রতি রাগ ।” মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন জলে নষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও সঞ্চারি-ভাবাদিদ্বারা নষ্ট হয় না । ইহাই শ্লোকস্থ “অহার্য”-শব্দের ব্যঞ্জনা । মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন স্বতঃই উজ্জল, ইহার উজ্জলতা-সম্পাদনার্থ যেমন অল্প কোনও রং-এর প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও স্বতঃসিদ্ধ, এই রাগের উৎপত্তির জন্ত অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না । ইহাই শ্লোকস্থ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

“অনন্ত-সাপেক্ষ”-শব্দের তাৎপর্য । মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-এর কান্তি যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, এই বৃদ্ধির আর শেষ নাই । ইহাই শ্লোকস্থ “কাস্ত্যা বর্দ্ধতে সদা”-বাক্যের তাৎপর্য । শ্রীশ্রীরাধামাধবেই এই পরমোৎকর্ষময় মঞ্জিষ্ঠা-রাগ বিद्यমান । উজ্জল-নীলমণিতে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে । “ধন্তে দ্রাগমুপাধি-জন্মবিধিনা কেনাপি ন কম্পতে । স্মৃতত্যাহিতসঞ্চয়েরপি রসং তে চেম্মিথো বহ্ননৈ ॥ ঋদ্ধিং সঞ্চিন্তুতে চমৎকৃতি-করোদাম-প্রনোদোত্তরাম্ । রাধামাধবয়োৱয়ং নিরুপমঃ প্রেমাহুবন্ধোৎসবঃ ॥ উ, নী, স্থা, ২৮ ॥—দেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে নান্দীমুখী যখন রাগের লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন পৌর্ণমাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—রাধামাধবের এই নিরুপম প্রেমবন্ধোৎসব উপাধিব্যতিরেকেও অতি দ্রুত উৎপন্ন হয় ; কোনও বিধিদ্বারা ইহা বিচলিত হয় না ; গুরুজনজনিত ভয় অথবা ক্লেশ-পরম্পরা উপস্থিত হইলেও তাহা যদি পরম্পরের বন্ধুলাভের (পরম্পরের সহিত মিলনের) নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্বারাও রসের উৎপত্তি হয় এবং এরূপ সমৃদ্ধি সঞ্চয় করে যে, তদ্বারা চমৎকৃতিজনক উদাম-আনন্দের উদয় হয় ।” এই দৃষ্টান্ত হইতে জানা গেল—(১) মঞ্জিষ্ঠা-রাগ অতি দ্রুত (দ্রাক্) সজ্জাত হয় । কুসুম-রাগের লক্ষণ “যশ্চিন্তে সজ্জতি দ্রুতম্”-বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, কুসুম-রাগেরও মঞ্জিষ্ঠা-রাগের ছায় দ্রুতসজ্জাতত্ব-গুণ আছে । কিন্তু টীকায় শ্রীজীব বলেন—“তাদৃশমপি জন্ম দ্রাগেব ধন্তে ন তু কৌসুমবত্তদংশক্রমেণ ইত্যর্থঃ । যশ্চিন্তে সজ্জতি দ্রুতমিত্যত্র তু চিন্তাব্যঞ্জনায়া এব দ্রুতত্বমুক্তং ন তু রাগোৎপত্তেরিতি ভেদঃ ।—মঞ্জিষ্ঠা-রাগের জন্ম দ্রুতই হয়, কৌসুমরাগের ছায় অংশক্রমে নয় । কৌসুমরাগের লক্ষণে যে ‘চিন্তে দ্রুত সংলগ্ন হয়’ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, কৌসুম-রাগের উৎপত্তি দ্রুত নয়, চিন্তে তাহার ব্যঞ্জনা ই দ্রুত ; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা-রাগের উৎপত্তিই দ্রুত—ইহাই পার্থক্য ।” (২) ইহার জন্ম নিরুপাধি, গুণ-শ্রবণাদি বা দূতী-আদি অথ কোনও বস্তুর সহায়তাব্যতীতই ইহার জন্ম ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অনন্তসাপেক্ষ । (৩) ঋদ্ধিং সঞ্চিন্তুতে-বাক্যে সমৃদ্ধি-সঞ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে ; ক্রমশঃ—দিনের পর দিন জমা করিতে করিতেই সঞ্চয় হয় ; স্মৃতির ইহাদ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের লক্ষণে উক্ত “যঃ কাস্ত্যা বর্দ্ধতে সদা”-বাক্যের কথা বা অহুদিন-বর্দ্ধনের কথাই বলা হইয়াছে । (৪) “কোনও বিধিদ্বারা বিচলিত হয় না—বিধিনা কেনাপি ন কম্পতে” এবং “গুরুজন হইতে ভয় বা কষ্ট-পরম্পরা-দ্বারাও রসের উৎপত্তি হয়”—ইত্যাদি বাক্যে মঞ্জিষ্ঠা-রাগ-লক্ষণোক্ত “অহাৰ্য্যত্বের” কথাই বলা হইয়াছে । এইরূপে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের এই কয়টি প্রধান লক্ষণের কথা জানা গেল—দ্রুতসজ্জাতত্ব, নিরুপাধিত্ব বা অনন্তসাপেক্ষত্ব, অহুদিনবর্দ্ধনত্ব এবং অহাৰ্য্যত্ব বা নিত্যত্ব ।

১৫২-পয়ারে যে “রাগ”-এর কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগ, পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে ।

নয়নভঙ্গ ভেল—নয়ন-ভঙ্গে বা চোখের পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই হইল বা জন্মিল (ভেল) ; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাগ জন্মিল । ইহা দ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের দ্রুতসজ্জাতত্ব সূচিত হইতেছে । ইহা যে কুসুম-রাগের ছায় অংশক্রমে—ক্রমশঃ-জন্মে নাই, স্মৃতির ইহার উদ্ভব হইতে যে অধিক সময় লাগে নাই, পরন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—ইহা যে জন্মিয়াছে, তাহাও সূচিত হইল । ইহা মঞ্জিষ্ঠা-রাগেরই লক্ষণ । ইহাই ললনানিষ্ঠ প্রেমের স্বভাব । ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন বা গুণ-শ্রবণাদি ব্যতিরেকেও স্বয়ংই উদ্ভূত হয় এবং উদ্ভূত হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রতি উৎপাদন করে । “স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্ভূতং ব্রজেৎ । অদৃষ্টৈষ্যশ্রুতেহপ্যচৈঃ কৃষ্ণে কুৰ্য্যাদ্ভুতং রতিম্ ॥ উ, নী, স্থা ২৬ ॥” ব্রজসুন্দরীদিগের (ললনাদিগের) চিন্তে এই প্রেম স্বয়ংসিদ্ধ—অনাদিকাল হইতেই বিद्यমান (নিষ্ঠ—নিত্য স্থিতিশীল) । প্রকটলীলায় তাঁহাদের স্বরূপাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও এই প্রেম কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকেনা ; ইহা তাঁহাদের চিন্তে যেন খিকি খিকি জ্বলিতে থাকে, কাহাকে পাওয়ার জন্ত যেন সর্বদা আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে ;

না সো রমণ না হাম রমণী ।

তুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-চাঁকা ।

এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে যেন তাঁহাদের সাক্ষাতে ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হন ; ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হওয়া মাঝেই প্রেম স্বয়ং উদ্ভূত—প্রজ্বলিত—হইয়া উঠে ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ কে, কি তাঁহার গুণাদি—তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুই জানেন না । এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের চরম-নিধান হইলেন শ্রীশ্রীরাধারানী । শ্রীরাধা এবং তাঁহার যুথের গোপমুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি এতই গাঢ়—সান্ন—যে, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বলবতী বাসনায় ইহা তাঁহাদের বেদধর্ম-কুলধর্ম লোকলজ্জা-ধৈর্য্যাদিকে পর্য্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করাইতে সমর্থ ; তাই ইহাকে সমর্থ-রতিও বলা হয় । এই সমর্থ-রতিমতী শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীদিগের ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিব্যতীতও তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও বস্তুর (তাঁহার নামের, তাঁহার কণ্ঠস্বরের, তাঁহার বংশীধ্বনির, তাঁহার ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত রূপের বা তৎসম্বন্ধি অথ কোনও বস্তুর) সহিত সামান্য-মাত্র সম্বন্ধ ঘটিলেও তাঁহাদের নিজসম্বন্ধীয় বেদধর্ম-কুলধর্মাদিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া দেয়, সেই প্রেম স্বয়ং সান্নতম—নীরক্ত—হইয়া উঠে ; তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনার (যাঁহার শব্দাদির সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার সুখোৎপাদন-বাসনার) মধ্যে অথ কোনও বাসনা প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা । “স্বস্বরূপান্তরীয়া দ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদহয়াৎ । সমর্থ সর্ববিশ্বারিগন্ধা সান্নতমা মতা ॥ উ, নী, স্থা, ৩৮ ॥” গীতের “নয়নভঙ্গ ভেল”-বাক্যে এজাতীয় প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতাদি হওয়ার পূর্বেই তাঁহার শব্দাদির সামান্য-শ্রবণাদি মাঝেই, তৎক্ষণাৎ, চক্ষুর পলক-পরিমিত সময়ের মধ্যেই, চিত্তস্থিত অনাদিসিদ্ধ প্রেম উদ্ভূত হইয়া উঠে । উদ্ভূত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে । “নয়ন-ভঙ্গ ভেল”-বাক্যে মজিষ্ঠারাগের দ্রুতসঙ্গাতত্ব সূচিত হইতেছে ।

অনুদিন—দিনের পর দিন ; প্রতিদিন ; নিরবচ্ছিন্নভাবে । **বাড়ল**—বৃদ্ধি পাইল । “অনুদিন বাড়ল”-বাক্যে মজিষ্ঠা-রাগের অনুদিনবর্দ্ধনত্ব সূচিত হইতেছে । **অবধি**—সীমা । **নাগেল**—পাইলনা । শ্রীরাধা বলিলেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার যে রাগ (অনুরক্তি) জন্মিয়াছিল, তাহা দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; কিন্তু এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও ইহা কোনও সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই ; ইহার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি কখনও স্থগিত হয় নাই । ইহা বিহু বস্তুরই লক্ষণ । “রাধাপ্রেম বিভু, তার বাড়িতে নাহি ঠাঞি । তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১৪।১১১ ॥” অনুরাগ চরম-পরিণতি-প্রাপ্ত হইলেও, ইহার স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা যেন কখনও শেষ সীমায় পৌঁছেনা, ইহার শেষসীমা বলিয়াও কিছু নাই । শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন—“নন্মাপুৰ্য্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি । ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহো নাহি হারি ॥ ১৪।১২৪ ॥”

১৫৩ । **না**—নহেন । **সো**—সে ; তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ । **রমণ**—রতিকর্তা নায়ক । **হাম**—আমি অর্থাৎ শ্রীরাধা । **রমণী**—রতিসম্পাদিনী নায়িকা । **তুঁহুমন**—দোহাকার চিত্তকে ; শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের চিত্তকে । **মনোভব**—মনে যাহার উদ্ভব (ভব) বা জন্ম ; বাসনা ; পরস্পরকে সুখী করার বাসনা । শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার বাসনা এবং শ্রীরাধাকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা । পরস্পরের প্রতি উভয়ের প্রীতি বা প্রেম । শ্রীরাধার মনেও স্বস্ব-বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের মনেও স্বস্ব-বাসনা নাই । তাঁহাদের প্রীতি পারস্পরিকী । **পেষল**—পেষণ করিয়া এক করিয়া দিল । **জানি**—যেন । পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গালিয়া বা পিষিয়া যেন এক করিয়া দিল, অভিন্ন করিয়া দিল, উভয়ের মনের বাসনার পার্থক্য যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিল । অথবা, **জানি**—জানিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি । বুঝিতে পারিতেছি—পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গালিয়া বা পিষিয়া এক করিয়া দিল ।

পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে—প্রেম নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষণের পর ক্ষণ, দিনের পর দিন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতেছে । অর্থাৎ, বিলাসাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের বাসনা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠাও কেবল বর্দ্ধিতই হইতেছে ; মিলন

এ সখি ! সে-সব প্রেমকাহিনী ।

।

কানুঠামে কহবি, বিচুরহ জানি ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইয়া গেলেও এবং মিলনে সন্তোষাদি হইয়া গেলেও সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত উৎকর্ষা বিন্দুগাত্রও প্রশমিত হয় না, বরং আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে ; বিশুদ্ধ নির্মল প্রেমের ধর্মই এইরূপ । “তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ।” শ্রীকৃষ্ণকে স্মৃতি করার নিমিত্ত শ্রীরাধার নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বর্দ্ধনশীলা এই বলবতী উৎকর্ষা স্বীয় স্বরূপগত ধর্মের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মনেও তদনুরূপ উৎকর্ষা জাগাইয়া তোলে—শ্রীরাধার প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত । নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধনশীলা উভয়ের এইরূপ উৎকর্ষা যখন সর্বাতিশায়িক্রমে বর্দ্ধিত হয়, তখন বিলাসাদি দ্বারা পরস্পরকে স্মৃতি করার বাসনাদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেন এবং বিলাস-স্বখে নিমগ্ন হইলেন, তখনও উপশাস্তিহীন উৎকর্ষাবশতঃ সঙ্গমস্বথকেও তাঁহারা স্বাঙ্গিক বলিয়া মনে করেন, মিলনেও বিচ্ছেদের ভ্রম জন্মে ॥ তখন পরস্পরের স্মৃতি-সম্পাদনের নিমিত্ত পরম-উৎকর্ষাবশতঃ একমাত্র বিলাস-ব্যাপারেই তাঁহাদের নিবিড়-তন্ময়তা জন্মে । এই বিলাসমাত্রিক-তন্ময়তাবশতঃ বিলাসব্যতীত অল্প সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সমস্ত চিত্তবৃত্তি তখন কেন্দ্রীভূত হয় একমাত্র বিলাস-ব্যাপারে । তখন তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে রমণ বা কান্ত—এইরূপ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের মনেও থাকে না, শ্রীরাধার মনেও থাকে না এবং শ্রীরাধা যে রমণী বা কান্তা—এইরূপ জ্ঞানও শ্রীরাধার মনেও থাকেনা, শ্রীকৃষ্ণের মনেও থাকে না । এইরূপ অবস্থার কথাই পরবর্তীকালে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—“সখি ন সো রমণো নাহং রমণীতি ভিদ্যাবয়ো রাস্তে । প্রেমরসেনোন্ময়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ ॥ অথবা অহং কান্তা কান্তস্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্ননোবৃত্তিলুপ্তা স্বমহমিতি নো ধীরপি হতা ॥—হে সখি, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রমণ, আর আমি রমণী—এই ভেদবুদ্ধি তখন আমাদের ছিল না ; কারণ, হৃদয় মদন বলপূর্বক যেন প্রেমরসে উভয়ের চিত্তকে নিষ্পেষিত করিয়াছিল । অথবা, সেই সময়ে, ‘আমি কান্তা এবং তুমি কান্ত’—এইরূপ বুদ্ধি ছিল না ; যেহেতু তখন চিত্তবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়াতে ‘তুমি ও আমি—এই ভেদবুদ্ধিও আমাদের উভয়ের বিনষ্ট হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক । ৭।১৬-১৭ ॥” গীতের “না সো রমণ”-ইত্যাদি আলোচ্য পয়ারেও এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহা দ্বারা পরবর্তী “রাধায়া ভবতশ্চ”-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত “নিধূতভেদভ্রমম্” অবস্থার কথা, বিলাস-মাত্রিক-তন্ময়তাবশতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের চিত্তের “পরৈক্যের” কথাই বলা হইয়াছে । যে বিলাসে এইরূপ অবস্থা জন্মে, তাহাতেই বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই প্রেমজনিত-বিলাসের চরম-পরিপক্কতা—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত । রায়-রামানন্দের গীতাটীর মধ্যে এই পয়ারটীই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক ।

১৫৪। এ সখি—হে সখি । সে-সব প্রেমকাহিনী—“পহিলিহি রাগ” হইতে “পেষল জানি” পর্য্যন্ত পয়ার-দ্বয়োক্ত প্রেমের কথা । কানুঠামে—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে । কানু—কানাই, কৃষ্ণ । কহবি—বলিবে । বিচুরহ জানি—যেন বিশ্বত হইও না ; ভুলিয়া যাইওনা যেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পূর্বোক্ত (২।৮।১৫০ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত) “অহং কান্তা কান্তস্বমিতি” (৭।১৬-১৭) উক্তি হইতে জানা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন এই গীতোক্ত কথাগুলি তাঁহার নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজের একজন দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়া ছিলেন । সেই দূতীরূপ সখীকে লক্ষ্য করিয়াই মথুরায় যাওয়ার প্রাক্কালে—যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কি কি কথা বলিতে হইবে, শ্রীরাধা তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেছিলেন, তখন—শ্রীরাধা এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন—সখি, স্বতঃ-উদ্ভূত যে প্রেম দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িতে বাড়িতে এমন এক স্তরে উপনীত হইয়াছিল, যে স্তরে এই ব্রজে আমাদের মিলনে পরম-উৎকর্ষাবশতঃ আমাদের পরৈক্য জন্মিয়াছিল বলিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে—কে রমণ, আর কে রমণী—এই জ্ঞানটা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রেমের কথা তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবে ; দেখিও যেন ভুলিয়া যাইওনা ।” “যেন ভুলিয়া যাইওনা” কথা বলার ব্যঞ্জন

না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন ।

।

দুহকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ ১৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

এই যে—“এমন ক্রম-বর্দ্ধমান প্রেমের কথা, এমন ভেদজ্ঞান-রাহিত্য-জনিকা বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার কথাও ভুলিয়া গিয়া যিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় অবস্থান করিতে পরিয়াছেন, সেই বিশ্বরণশীল নাগরের নিকটেই তো তুমি যাইতেছ; দেখিও, তাঁহার সঙ্গে প্রভাবে আমার এই কথাগুলি তুমিও যেন ভুলিয়া যাইও না। অথবা, মথুরারই বুঝিবা এমন কোনও এক অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, যে সেখানে যায়, সে-ই পূর্ব কথা ভুলিয়া যায়; নচেৎ আমার এমন নাগর, সেখানে গিয়া পূর্বের মিলন-কথা সমস্তই এমন ভাবে ভুলিয়া যাইবেন কেন? তুমিও তো সেই মথুরাতেই যাইতেছ; দেখিও, স্থানের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি ভুলিয়া যাইও না।” এই “বিছুরহ জানি”-কথাটা শ্রীরাধার বক্তব্য।

১৫৫। না খোঁজলুঁ দূতী—কোনও দূতীকে খুঁজি নাই। সখি, যে প্রেমের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেম উদ্ধৃদ্ধ করাইবার জন্ত, বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্ত কোনও দূতীর অনুসন্ধান করি নাই; তজ্জন্ত কোনও দূতীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় নাই। না খোঁজলুঁ আন—দূতীর অনুসন্ধান তো করিই নাই, মিলন ঘটাইবার জন্ত অপর (আন) কাহারও অনুসন্ধানও করি নাই। আমাদের মিলন ঘটাইবার জন্ত অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। তবে কিরূপে মিলন সংঘটিত হইল? তাহাই বলিতেছেন—দুহকেরি মিলনে—আমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে, মধ্যত—মধ্যস্থ ছিলেন পাঁচবাণ—পঞ্চশর, বা কন্দর্প, বা কাম; পরস্পরকে স্তম্ভী করিবার নিমিত্ত আমাদের তীব্র বাসনা (২৮।৮৭-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পর্যায়ের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার যেমন বলবতী উৎকর্ষা, শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ উৎকর্ষা। ইহাও মঞ্জিষ্ঠারাগের লক্ষণ (২৮।১৫২-পর্যায়ের টীকায় উদ্ধৃত উ. নী. স্থা. ২৭-শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই মঞ্জিষ্ঠারাগ শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই বিরাজিত। অবশ্য শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠারাগ বর্দ্ধিত হইয়া মাদনাখ্য-মহাভাবে পর্যাবসিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জিষ্ঠারাগ সেই পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় না; যেহেতু, আশ্রয়ে প্রেমের যেক্রপ বিকাশ হয়, বিষয়ে সেক্রপ হয় না; শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া প্রেমের চরমতম বিকাশেরও আশ্রয়; আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সেই প্রেমের বিষয় মাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। “সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১৪।১১৪ ॥”

যাহাউক, শ্রীরাধা দূতীকে আরও বলিলেন—“শুন সখি, শ্রীকৃষ্ণ এবং আমি এই উভয়ের প্রথম মিলনের জন্ত আমাদের দূতী বা অন্ত কাহারও সহায়তার অবেশ্যন করিতে হয় নাই। একজনের মধ্যেই যদি মিলনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে তাহাহইলেই মিলনের নিমিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়; যাহার মধ্যে মিলন-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তিনিই দূতী বা অপর কাহারও আনুকূল্য খুঁজিয়া বেড়ান। কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যেই যদি বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তাহা হইলে আর তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয় না; উভয়ের আকর্ষণই তাঁহাদিগকে মিলাইয়া দেয়। আমাদের মিলনও ঘটাইয়া দিয়াছিল—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ, পরস্পরকে স্তম্ভী করিবার নিমিত্ত পরস্পরের বলবতী উৎকর্ষা।”

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত রূপই যদি হইবে, তাহা হইলে দূতীর কথা গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় কেন? সখীদের এবং বংশীধ্বনিরও দৌত্যের কথা শুনা যায় কেন? উত্তর বোধ হয় এই। মিলন-বাসনাই মিলনের মুখ্য হেতু। যদি একজনের মধ্যেই মিলন-বাসনা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি মিলন-বাসনাহীন জনের নিকট যাইয়া অপর জনের রূপ-গুণাদির কথা, মিলনের নিমিত্ত অপর জনের উৎকর্ষার কথা জানাইয়া মিলন-বাসনাহীন জনকে মিলনের জন্ত প্ররোচিত করিয়া তাঁহার চিন্তে মিলন-বাসনা জাগাইয়া মিলন সংঘটিত করিতে পারে; তাহা হইলেই বলা যায় যে, এই তৃতীয় ব্যক্তিই মিলন-সংঘটনের মুখ্য

অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী ।

| সুপুরুষ-প্রেম কি ঐছন রীতি ॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হেতু । আর উভয়ের মধ্যেই যদি পরস্পরের সহিত মিলনের জন্ম বলবতী উৎকর্ষা থাকে, তাহাই হইলে এই উৎকর্ষাই হইবে মিলনের মুখ্য হেতু ; একরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইবে উপলক্ষ্য মাত্র—মুখ্য হেতু নয় । পরস্পরের সহিত মিলনের জন্ম যখন উভয়ের মধ্যেই বলবতী লালসা জাগে, তখনই উভয়ের আন্তরিক মিলন সংঘটিত হয় এবং এই আন্তরিক মিলনই বাস্তব-মিলন ; ইহার জন্ম কোনও মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না । বাহিরের মিলনের জন্ম সময় সময় তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়—মিলনের স্থান ও সময়াদি জ্ঞাপনার্থ ; অথবা প্রেমের স্বভাববশতঃ পরস্পরের উৎকর্ষা বৃদ্ধির নিমিত্ত যদি প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বাম্য বক্রতা দি তাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দূরীকরণার্থ । এ-সকল কাজ হইল মিলনের আনুশঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, বাস্তব আন্তরিক মিলনকে বাহিরে রূপায়িত করার উপলক্ষ্যমাত্র । সুতরাং যে দূতী-আদির কথা শুনা যায়, তাঁহারা হইলেন মিলনের উপলক্ষ্য বা গোণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ হইল পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত পরস্পরের হৃদয়ে স্বতঃ উদ্ভূত বলবতী বাসনা । তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—“না খোঁজলু দূতী” ইত্যাদি ।

এই পন্থারে ললনানিষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা-রাগের নিরূপাধিত্ব, বা অনন্ত-সাপেক্ষত্ব, বা স্বতঃ উদ্ভূতত্ব স্থচিত হইয়াছে ।

১৫৬ । অব—অধুনা, এক্ষণে । সোই—সেই শ্রীকৃষ্ণ ; দূতী বা অল্প কাহারও সাহায্য ব্যতীতই, কেবলমাত্র অমুরাগের প্রভাবেই, যিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ । বিরাগ—বিগত হইয়াছে রাগ (অমুরাগ) বাহা হইতে ; অমুরাগশূন্য । যেই রাগের (অমুরাগের) প্রভাবে অপর কাহারও সহায়তা ব্যতীতও তিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি সেই অমুরাগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন । তাই, হে সখি, তুঁহু ভেলি দূতী—তোমাকে দূতী হইতে হইল ; দূতীরূপে তোমাকে আমার তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইতেছে, তাই তোমাকেও আমার দূতীর কাজ করিতে হইতেছে । তাঁহার মধ্যে পূর্বের সেই অমুরাগ এখনও যদি থাকিত, তাহা হইলে আর তোমাকে দূতীর কাজ করিতে হইত না ; কারণ, পূর্বে যখন অমুরাগ ছিল, তখন দূতী ব্যতীতই উভয়ের মিলন হইয়াছিল । এস্থলে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এখন আর তাঁহার প্রতি পূর্বের অমুরাগ নাই ; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে পারিয়াছেন এবং মথুরায় যাইয়াও আর ফিরিয়া আসিতেছেন না ; ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্ম শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে এখন আর বলবতী বাসনা নাই ; থাকিলে তিনি মথুরায় থাকিতে পারিতেন না । তাই, পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে শ্রীরাধার সহিত মিলনের বাসনা জাগ্রত করিবার জন্ম শ্রীরাধা এই দূতীকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া মথুরায় পাঠাইতেছেন ।

কিন্তু শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই দূতীকে পাঠাইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার চিন্তে এখনও পূর্বেরই গায় বলবতী লালসা আছে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই । ইহা দ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের অহাৰ্ঘ্যত্ব বা নিত্যত্ব স্থচিত হইতেছে ।

সুপুরুষ প্রেমকি—সুপুরুষের প্রেমের । ঐছন রীতি—এইরূপ রীতি । সুপুরুষের (উত্তম বিদগ্ধ নাগরের) প্রেমের এইরূপই নিয়ম ! ইহা পরিহাসোক্তি । ব্যঞ্জনা এই যে, অমুরাগের প্রেরণায় প্রথমে মিলিত হইয়া পরে সেই অমুরাগকে হারাইয়া ফেলা বিদগ্ধ-নাগরের প্রেমের রীতি নহে ।

রায়-রামানন্দকৃত এই গীতটীর প্রকরণ-সম্বন্ধে—ইহা কোন্ বিষয়ের গীত, সেই সম্বন্ধে—মতভেদ দৃষ্ট হয় । নিম্নে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইতেছে ।

(ক) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে ইহা মাথুর-বিরহের গীত । “পহিলিহি রাগ”-ইত্যাদি গীতের টীকার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

উপক্রমে চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“পহিলহি”—ইতি । মথুরাবিরহবত্যাঃ শ্রীরাধায়া উক্তিরিয়ম্; ইহা মাথুর-বিরহবতী শ্রীরাধার উক্তি । শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধার যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ, তাহাই মাথুর-বিরহ ।

(খ) কবিকর্ণপুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের যে উক্তির (৭।১৬-১৭) কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, ইহা মাথুর-বিরহেরই গীত । কবিকর্ণপুর বলেন—এই গীতোক্ত কথাগুলি মথুরার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা এক দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন । (কর্ণপুর তাঁহার গ্রন্থে এই গীতের মর্ম্মই সংস্কৃতে অম্বুবাদ করিয়া দিয়াছেন) ।

প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা যদি মাথুর-বিরহের গানই হইবে, তাহাহইলে গীতরচয়িতা স্বয়ং রায়-রামানন্দ কেন প্রেমবিলাস-বিবর্তের উদাহরণরূপে এই গীতটী মহাপ্রভুর নিকটে উল্লেখ করিলেন? উত্তর এই হইতে পারে—এই গীতটির অন্তর্গত “না সো রমণ না হাম রমণী । ছুহঁ মন মনোভব পেমল জানি ॥”—ইত্যাদি বাক্যে প্রেমবিলাস-বিবর্তের বিশেষ লক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য বা পট্টকোষ ইঙ্গিত আছে বলিয়াই প্রেম-বিলাস-বিবর্তের উদাহরণে এই গীতটী উল্লিখিত হইয়াছে । “অব সোই বিরাগ” ইত্যাদি বাক্য ভেদজ্ঞান রাহিত্যসূচক বা পট্টকোষসূচক নহে বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত জ্ঞাপকও নয়; সুতরাং গীতটী সমগ্রভাবে প্রেমবিলাস-বিবর্তক-সূচক না হইলেও “না সো রমণ” ইত্যাদি বাক্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত-সূচক ।

(গ) শ্রীলরাধামোহন-ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার “পদামৃত-সমুদ্র”-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে কলহাস্তুরিতা-প্রকরণেই এই গানটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । পদামৃতসমুদ্রে ইহার অব্যবহিত পূর্বে যে গানটী আছে, তাহার সহিত ইহার একটু সম্বন্ধ আছে; তাই সেই গানটী এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এক দূতী আসিয়া শ্রীরাধিকাকে বলিল—“শুনহ রায়ানখি । লোকে না বলিবে কি? ॥ মিছাই করলি মান । তো বিনে জাগল কাণ ॥ আনত সঙ্কেত করি । তাঁহা জাগাইলে হরি ॥ উলটি করসি মান । বড় চণ্ডীদাস গান ॥—রাধে! লোকে শুনিলে কি বলিবে বলত? মিছামিছি—অকারণে—তুমি মান করিয়াছ । তোমার বিরহে কৃষ্ণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন । তুমিই সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে আনিলে, আনিয়া তুমি তাঁহাকে আবার সমস্ত রাত্রি ভরিয়া জাগাইলে! আবার উণ্টা তুমিই মান করিলে!!” দূতীর এই উক্তি শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—“পহিলহিরাগ—” ইত্যাদি । “বহুদিন একসঙ্গে মিলামিশার পরে একটু সাময়িক বিচ্ছেদ হওয়াতেই কৃষ্ণ এখন তোমাকে দূতী করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন ।—আমাদের মিলন করাইয়া দেওয়ার জন্ত । কিন্তু দূতী শুন বলি । যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও জানা শুনাই ছিল না, তখন আমাদের মিলাইবার জন্ত তো কোনও দূতীরই দরকার হয় নাই! কেবল চোখের দেখা-দেখিতেই—চারি চোখের মিলনেই—আমাদের পূর্বানুরাগ, পরস্পরের প্রতি আমাদের আসক্তি, জন্মিয়াছিল; সেই অনুরাগ আপনা আপনিই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল—কখনও শেষ সীমায় পৌঁছে নাই । তাহা বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় আসিয়াছিল, যাহাতে আমাদের পরস্পরের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল—উভয়ের মিলনে বিলাসৈকতনয়ন্যতাবশতঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে কে রমণ, আর কে-রমণী সেই অনুসন্ধান বা সেই অনুভবই ছিল না; এই অবস্থা দেখিয়া কন্দর্প আমাদের উভয়ের মনকে পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছিল । সখি! এ সকল কথা কাহুর নিকটে বলিবে—দেখিও যেন ভুলিয়া যাইওনা । এরূপ অবস্থা যে আমাদের হইয়াছিল—তাহার জন্ত তো কোনও দূতী বা অণু কাহারও সহায়তা বা মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন হয় নাই—পঞ্চবাণের মধ্যস্থতাতেই আমাদের উভয়ের মিলন হইয়াছিল । এখন তাঁহার সেই অনুরাগ নাই—তাই তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়াছেন । হাঁ, স্পৃহকৃষ্ণের প্রেমের রীতিই বুঝি এইরূপ ।”

উজ্জলনীলমণিতে কলহাস্তুরিতা নায়িকার লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে । “বা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং কৃষা । নিরস্ত পশ্চাত্তপতি কলহাস্তুরিতা হি সা ॥ অস্তাঃ প্রলাপ-সস্তাপ-শ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ ॥ নায়িকাভেদ ১৪৮।—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

যে নায়িকা সখিজনের সমক্ষে পাদ-পতিত বলভকে রোষের সহিত বর্জন করিয়া পরে তাপ অনুভব করেন, তাঁহাকে কলহাস্তুরিতা বলে (কলহবশতঃ ষাঁহার অন্তর বা ভেদ—বিচ্ছেদ—জন্মিয়াছে, তিনি কলহাস্তুরিতা) । প্রলাপ, সস্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘ-শ্বাস-আদি কলহাস্তুরিতার লক্ষণ ।” উজ্জল-নীলমণিতে কলহাস্তুরিতার যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীরাধা বলিলেন, “হে সখিগণ, আমার কি দুরদৃষ্ট দেখ (গ্লানি ও সস্তাপ), শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মালা আনিয়া আমার উপহার দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছি ; তাঁহার চাটুবচনে কর্ণপাত করি নাই ; তিনি আমার চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন, আমি তাহাতেও তাঁহার প্রতি একবার দৃকপাত করি নাই । এই সকল অপরাধে আমার মন পাকার্থ মৃগয়পাত্রে স্থাপিত স্বর্ণরজতাদির স্থায় যেন জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে ।”

রায়-রামানন্দের গীতে কলহাস্তুরিতার উল্লিখিত লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট না হইলেও পদ্যমৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত এই গীতটির পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত “শুনহ রায়ান বি”-ইত্যাদি গানটির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিবেচনা করিলে, রামানন্দের গীতটিকে কলহাস্তুরিতা-প্রকরণে সন্নিবিষ্ট করার পক্ষে শ্রীপাদ রাধামোহন-ঠাকুরের মনোভাব নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া মনে হয় । শ্রীরাধাকর্তৃক উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়া শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্ত বলবতী উৎকর্ষার ফলে শ্রীকৃষ্ণ একজন দূতিকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছিলেন । (গীতোক্ত দূতী যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিতা দূতী, শ্রীলঠাকুরমহাশয় গীতের টীকায় তাহা লিখিয়াছেন) । কিন্তু তখনও শ্রীরাধার মান সম্যক্রূপে তিরোহিত হয় নাই ; তাই তিনি দূতীর নিকটে গীতোক্ত বক্তোক্তিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ বক্তোক্তি মানবতী ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণ । “ধীরাধীরা তু বক্তোক্ত্যা সবাঙ্গং বদতি প্রিয়ম্ ॥ উঃ নী. নায়িকা । ২২ ॥” উল্লিখিত ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণে বক্তোক্তি-প্রয়োগের সময়ে অশ্রুর কথা দৃষ্ট হয় (সবাঙ্গম্) ; কিন্তু রামানন্দের গীতে শ্রীরাধার অশ্রুর কথা নাই ; কিন্তু ইহারও সমাধান আছে । উজ্জলনীলমণিতে ধীরাধীরা নায়িকার উদাহরণস্থলে “তামেব প্রতিপদ্যকামবরদাং সেবস্ব”-ইত্যাদি ২৩শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ধীরাধীরা নায়িকা দুই রকমের ; এক রকমে ধীরতাংশের আধিক্য, আর এক রকমে অধীরতাংশের আধিক্য ; যখন অধীরতাংশের আধিক্য থাকে, তখন অশ্রুর অভাব থাকিতে পারে । রামানন্দের গীতে মানবতী শ্রীরাধাতে অধীরতাংশেরই আধিক্য বলিয়া নয়ন-বাস্পের অভাব । এট গীতের টীকায় শ্রীপাদ-ঠাকুর মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও এইরূপ অতিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে । “অব সৌই বিরাগ”-ইত্যাদিই শ্রীরাধার বক্তোক্তি । শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দূতীপ্রেরণেই বুঝা যায়, তাঁহার চিন্তে মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি তিনি বিরাগ—অহুরাগশূন্য—নহেন ; তথাপি মানের স্বাভাবিক কোটিল্যাদিবশতঃ শ্রীরাধা তাঁহাকে “বিরাগ” বলিয়াছেন ।

শ্রীরাধামোহনঠাকুর গীতের “পহিলহি রাগ”-পদের অর্থ করিয়াছেন—পূর্ব্বরাগ । পূর্ব্বরাগের পারিভাষিক অর্থ ধরিলে এই গীতের সহিত সঙ্গতি থাকে না । পারিভাষিক পূর্ব্বরাগের লক্ষণ এইরূপ । “রতির্থা সঙ্গমাং পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা । তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ উ. নী. শৃঙ্গারভেদ । ৫ ॥—সঙ্গমের পূর্ব্ব দর্শন-শ্রবণাদি হইতে যে রতি জন্মে, তাহা যদি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময়ী হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে । ইহা বিপ্রলম্বেরই এক বৈচিত্রী । রামানন্দের গীতের “পহিলহি রাগ” দর্শন-শ্রবণাদিজাত নহে, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—একথা পূর্ব্বেরই বলা হইয়াছে । সুতরাং ইহাকে পারিভাষিক পূর্ব্বরাগ বলা যায় না । শ্রীলঠাকুর-মহাশয় বোধ হয় “পূর্ব্বরাগ”-শব্দে পূর্ব্ব (সর্ব্ব প্রথম) জাত বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাগের কথাই বলিয়াছেন ।

বাহা হউক, এই গীতটি কলহাস্তুরিতার গীত হইলেও “না সো রমণ”-ইত্যাদি বাক্যে “প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত”-ই সূচিত হইয়াছে ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে প্রসঙ্গে এই গীতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

গানটীর মর্ম বিবেচিত হইলে ইহাকে হয়তো মাথুর-বিরহের বা কলহাস্তরিতার গানও বলা যাইতে পারে ; তথাপি কিন্তু “না সো রমণ”-ইত্যাদি বাক্যে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

(ঘ) কেহ কেহ মনে করেন—রায়-রামানন্দ যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণরূপেই এই গীতটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন সমগ্র গানটীই—তাহার কেবল অংশনাত্র নহে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তোত্তক । ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের একটি বিশেষ লক্ষণ হইতেছে পঠৈক্য বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য ; কিন্তু গীতটীর শেষ দিকে “এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী” এবং “অব সোই বিরাগ”-ইত্যাদি পদে পঠৈক্য বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্যের কথা নাই ; আছে বরং ভেদজ্ঞানের কথা । এই ভেদজ্ঞান-সূচক কথাগুলি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-উত্তক নয় বলিয়া সমগ্র গানটীই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-উত্তক কিরূপে হয় ? এই গীতটীর অন্তর্গত “না সো রমণ”-ইত্যাদি পঠৈক্যবাচক—সুতরাং প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক—বলিয়াই রামানন্দ তাহার পূর্বরচিত এই গীতটী প্রভুর নিকটে উল্লেখ করিয়াছেন ।

যদি বলা যায়, গীতটী সমগ্রভাবেই মজিষ্ঠারাগের পরিণায়ক ; মজিষ্ঠারাগের চরমতম পরিণামেই যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব, তখন গীতটী সমগ্রভাবেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক হইতে পারে । উত্তরে বলা যায়—শ্রীরাধা যখন মজিষ্ঠারাগবতী, বিরহে বা মিলনে সকল অবস্থাতেই তাঁহার মধ্যে মজিষ্ঠারাগ থাকিবে এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় সকল ভাবের পদেই মজিষ্ঠারাগের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । মাদনে মজিষ্ঠারাগের চরমতম বিকাশে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব হইলেও মজিষ্ঠারাগই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ নয় ; সুতরাং গীতটীর সকল পদেই মজিষ্ঠারাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা সমগ্রভাবে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক, একথা বোধ হয় বলা যায় না ।

(ঙ) কেহ কেহ বলেন, এই গীতটী মাদনাখ্য-মহাভাব-উত্তক ; মাদনের চরমতম বিকাশেই যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব, তখন সমগ্র গীতটীকে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উত্তকও বলা যায় । কিন্তু ইহাতেও পূর্বোক্ত (ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আপত্তিগুলির অবকাশ যেন থাকিয়া যায় ।

যাহা হউক, এই গীতটীর মাদনাখ্য-মহাভাব-সূচক অর্থও হইতে পারে, পূর্বে যেমন মজিষ্ঠারাগ-সূচক অর্থের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ । কিন্তু সমগ্র গীতটী মাদনাখ্য-মহাভাবসূচক হইলেও মাদনের চরমতম-পরিণতিতে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে—“না সো রমণ”-ইত্যাদি বাক্যেই । এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাব-উত্তক অর্থ বিবৃত হইতেছে ।

পহিলিহি, রাগ ও নয়নভঙ্গ প্রভৃতি শব্দের অর্থ পূর্ববৎ । কটাক্ষ-পরিমিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের যে অভিব্যক্তি, তাহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে শ্রীরাধিকাদির প্রেমসম্বন্ধে একটি কথা জানা দরকার । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তাগণের—মহিবীগণের কি ব্রজসুন্দীগণের—প্রেম নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই বর্তমান ; অপ্রকট-লীলায় এই প্রেম নিতাই অভিব্যক্তিময় ; কিন্তু প্রকট-লীলায় নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রেম প্রথমে প্রচ্ছন্ন থাকে ; কান্তার স্বরূপভেদে এই প্রচ্ছন্নতার পরিমাণেরও পার্থক্য আছে । কৃষ্ণিণী-আদি মহিবীগণ প্রকটলীলায় যখন কুমারী ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—কিন্তু কোনও অজ্ঞাত প্রিয়তমের প্রতি—তাঁহাদের প্রাণের কোনও আকর্ষণের অনুভূতি তাঁহাদের ছিল না ; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি-শ্রবণকে হেতু করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাদের অনুভূতি জন্মে এবং তাঁহাদের চিত্তে তদনুরূপ প্রেমও উদ্ভূত হয় ; তৎপূর্বে তাঁহাদের চিত্তে প্রেমের কোনওরূপ অস্তিত্ব তাঁহারা অনুভব করেন নাই, সুতরাং প্রেমের তাড়নায় চিত্তের কোনওরূপ আকুলি-বিকুলিও তখন তাঁহাদের ছিলনা—এতই বেশী ছিল তখন তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রচ্ছন্নতা । বস্তুতঃ সমজসা-রতির ধর্মবশতঃই এরূপ প্রচ্ছন্নতা সম্ভব হইয়াছিল (২২৩৩৭ পয়ারের

গৌর-কৃপা-তবঙ্গিণী টীকা ।

টীকা দ্রষ্টব্য) । শ্রীরাধিকাদি-ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতির প্রচ্ছন্নতা কিন্তু অগুরূপ ছিল । যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধের কথা ব্রজসুন্দরীগণ ভুলিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রেম, সেই প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত ছিল—অবশ্য নির্বাতস্থানে নিম্বরঙ্গ-নদীর ত্রায় উচ্ছ্বাসহীন অবস্থায় । তাঁহাদের চিত্তে সদাজাগ্রত এই প্রেমের বিষয় যে কে, তাহা ব্রজসুন্দরীগণ জানিতেন না ; তথাপি কিন্তু প্রেমজনিত প্রাণের আকুলি-বিকুলি তাঁহারা অনুভব করিতেন ; কাহার জন্ত এই আকুলি-বিকুলি, কাহার জন্ত প্রাণের এই আকর্ষণ, কে তাঁহাদের সেই প্রিয়তম, তাহা তাঁহারা অবশ্য জানিতেন না । এইরূপ আকর্ষণ চুষকের প্রতি চুষকের আকর্ষণের ত্রায় স্বাভাবিক । দুইটী চুষক যদি একই স্থানে থাকে, উভয়টী প্রচ্ছন্ন থাকিলেও একটী অপরটীকে আকর্ষণ করিবেই । একস্থানে যদি একটি বজ্রাচ্ছাদিত বড় চুষক থাকে এবং তাহারই নিকটে যদি একটি ছোট চুষককে আনা যায় এবং একটি কাঁটার উপর অবস্থিত থাকিয়া যদি ছোট চুষকটী চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে, তাহাহইলে দেখা যাইবে—ছোট চুষকটীকে যে অবস্থাতেই রাখা যাউক না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহা প্রচ্ছন্ন বড় চুষকটীর দিকেই মুখ করিয়া অবস্থান করিবে । ছোট চুষকটীর যদি জ্ঞান থাকিত, ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহাহইলে প্রচ্ছন্নবশতঃ বড় চুষকটীকে দেখিতে না পাওয়া সত্ত্বেও এবং কোনও একটী চুষক-কর্তৃক যে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা না-জানাসত্ত্বেও ছোট চুষকটী বুঝিতে পারিত যে, তাহা ঐ দিকে আকৃষ্ট হইতেছে—কেন আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্য বুঝিতনা । ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমও এইরূপ ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্বে—এমন কি তাঁহাকে দর্শন করার পূর্বে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কিছু শ্রবণ করার পূর্বেও কোনও এক অজ্ঞাত অশ্রুত প্রিয়তমের জন্ত তাঁহাদের চিত্তে একটা আকর্ষণের স্রোত বহিয়া যাইত ; নিম্বরঙ্গ-নদীর তরঙ্গ থাকেনা বটে ; কিন্তু সমুদ্রাভিমুখে তাহার স্রোতের যেমন একটা গতি থাকে ; তদ্রূপ, ব্রজসুন্দরীদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমেরও তখন উচ্ছ্বাস ছিল না বটে ; কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত-অশ্রুত প্রিয়তমের দিকে তাহার গতি ছিল । ব্রজ-ললনাগণে এই প্রেম নিত্য বিরাজিত ; তাই তাঁহাদের প্রেমকে ললনানিষ্ঠ প্রেম বলে । “স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ । অদৃষ্টেহপ্যশ্রুতেহপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্যাদ্ভ্যং রতিম্ ॥ উঃ নীঃ স্থা. ২৬৥” পুরুষ-বিষয়ে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ যে আকর্ষণ থাকে, ইহা সেই আকর্ষণ নহে ; কারণ, দৃষ্ট-শ্রুত অপর কোনও পুরুষ-প্রবরের রূপ-গুণাদিতেও ব্রজসুন্দরীদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতনা এবং তাদৃশ কোনও পুরুষের দর্শনে বা তাহার রূপ-গুণাদির কথাশ্রবণে তাঁহাদের চিত্তের প্রেমজনিত আকুলি-বিকুলিও প্রশমিত হইতনা ; অধিকন্তু, তাঁহাদের এই প্রেম এতই শক্তিমান ছিল যে, এই প্রেম তাঁহাদের অজ্ঞাত-অশ্রুত-অদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেও যেন তাঁহাদের চিত্তের সাক্ষাতে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত করাইত এবং এইরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের অভিমুখেই তাঁহাদের প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিত ।

এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাহার জন্ত প্রেমবতীর এই প্রেমজনিত চিত্তের আকুলি-বিকুলি, তাহা জানা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও বস্তুর সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ জন্মিলেই—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ, কি তাঁহার নাম শ্রবণ, কি তাঁহার চিত্রপটদর্শনাদি যাত্রেই—এই প্রেম আপনা-আপনিই হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে । তাই শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া স্বীয় অন্তরঙ্গা সখীর নিকটে বলিয়াছিলেন—“সখি, একজন পুরুষের ‘কৃষ্ণ’ এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্রে আমার বুদ্ধিলোপ ঘটিল ; আর এক জনের বংশীধ্বনি আমার প্রগাঢ় উন্মত্ততা-পরম্পরা জন্মাইল ; চিত্রপট দর্শনমাত্রে অপর একজনের স্নিগ্ধ-জলদকাস্তি আমার মনে সংলগ্ন হইল । ধিক্ আমাকে । একে তো পরপুরুষে রতি, তাতে আবার তিনজন পুরুষের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে ; অতএব আমার মরণই শ্রেয়ঃ । একশ্রু শ্রুতমেব লুপ্তি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্ । সাক্ষোন্মাদপরম্পরামপনয়ত্যশ্রু বংশীকলঃ ॥ এষ স্নিগ্ধঘনদ্ব্যতি র্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণং । কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূম্নাশ্চে মৃতিং শ্রেয়সীম্ ॥ বিদগ্ধমাধব । ২।১৯৥” ‘কৃষ্ণ’ এই নাম, বংশীধ্বনি এবং চিত্রপট—এই তিনটী বস্তু যে একই জনের, শ্রীরাধা তাহা জানেন না ; যেহেতু তখনও সেই ব্যক্তির সাক্ষাদর্শন তিনি পানেন নাই, কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কিছু তখনও তিনি শুনে নাই । অথচ

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ঐ তিনটী বস্তুর যে কোনও একটি শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়-পথবর্ত্তি হওয়ামাত্রই—তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে—তাঁহার ললনানিষ্ঠ প্রেম আপনা-আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললনানিষ্ঠ প্রেম যে স্বয়ংই উদ্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, “পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল”-পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। “না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন। ছুঁহকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।”—এই পয়ারে উল্লিখিত তথ্যটি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রেম ললনানিষ্ঠস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের নিমিত্ত, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ উদ্বুদ্ধ করাইবার নিমিত্ত, কোনও দূতীরও প্রয়োজন হয় নাই, কুজাদির ছায় রূপদর্শনের, কিম্বা কলিঙ্গাদির ছায় গুণাদি-শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় নাই ; ইহা স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ। **মধ্যত পাঁচ বাণ**—পঞ্চবাণই উভয়ের মিলনে মধ্যস্থ-স্বরূপ। **পঞ্চবাণ**—কাম ; ব্রজ-সুন্দরীদের প্রেমই কাম-নামে অভিহিত হয় ; সুতরাং এস্থলে পাঁচবাণ শব্দে প্রেমই সূচিত হইতেছে। শ্রীরাধার হৃদয়ে যে ললনানিষ্ঠ প্রেম নিত্য বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার নিমিত্ত—সেই প্রেমই যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন ; এই প্রেমই স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার, কিম্বা জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব হইতেই শ্রীরাধার চিত্তপটে শ্রীকৃষ্ণকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর প্রেম অপেক্ষা শ্রীরাধাপ্রমুখ ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের এই একটি অপূর্ব বিশিষ্টতা, ইহা তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য ; সমর্থ্য-রতির স্বরূপগত ধর্মই এইরূপ। (১৫২ ও ১৫৫ পয়ারে শ্রীরাধার প্রেমের এই ললনানিষ্ঠ-স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে)।

এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত এই প্রেম সঙ্কাদির বা অচ্ছ কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। “কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-ইচ্ছার”—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছার—নামই প্রেম ; শ্রীরাধিকাদির মধ্যে এই প্রেম ললনানিষ্ঠ বলিয়া ইহার উন্মোচের জন্ত যেমন রূপদর্শন বা গুণশ্রবণাদির কোনও অপেক্ষা নাই, ইহার সেবার নিমিত্তও অচ্ছ কিছুর অপেক্ষা থাকিতে পারে না—দাস-সখা-পিতামাতাদির ছায় সঙ্কদের অপেক্ষা বা মহিষী-আদির ছায় স্বজন-আর্য্যপথাদির অপেক্ষা ললনানিষ্ঠ প্রেমবতী শ্রীরাধিকাদির নাই। বেগবতী স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত বাধাবিল্লকে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, অপ্রতিহত-শক্তিসম্পন্ন ললনানিষ্ঠ প্রেমও স্বজন-আর্য্যপথাদির বাধাবিল্লকে অতিক্রম—তৎসমস্তকে তৃণবৎ উপেক্ষা—করিয়া প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়, সর্বপ্রকারে তাঁহার প্ৰীতিসম্পাদনে তৎপর হয়। সঙ্কাদিহীন সেবায় সঙ্কদের মর্য্যাদাকে অতিক্রম করা চলে না ; তাই তাহা নির্বাধ নহে ; কিন্তু ললনানিষ্ঠ-প্রেমের সেবা সম্যক্রূপে বাধাশূন্য—শ্রীকৃষ্ণের প্ৰীতির নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই এই প্রেম করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। পিতামাতা-দাস-সখা-মহিষী-আদির বেলায় আগে সঙ্ক, তারপর সঙ্কাদিহীন সেবা ; তাই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিকে সঙ্কাদিহীন বলে ; কিন্তু ললনানিষ্ঠ-প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীদের বেলায় আগে প্রেম, তারপর সেবা। তাই তাঁহাদের রতিকে বলে কামাচ্ছ বা প্রেমাচ্ছ। সঙ্কাদিহীন সেবাই সেবাবাসনার প্রবর্ত্তক ; কামাচ্ছ প্রেমই সেবাবাসনার প্রবর্ত্তক ; কৃষ্ণকান্তা বলিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণসেবা অঙ্গীকার করেন নাই ; কৃষ্ণসেবার জন্তই তাঁহারা কৃষ্ণকান্তা অঙ্গীকার করিয়াছেন ; অচ্ছ সঙ্ক অঙ্গীকার না করিয়া কান্তা অঙ্গীকারের হেতু এই যে—এই ভাবেই তাঁহারা কৃষ্ণসেবার নির্বাধ—সীমাহীন—সুযোগ পাইয়া থাকেন (২১২২৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, “পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।” এবং “না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন। ছুঁহকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।”—এই বাক্যে যে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইল। উক্ত আলোচনায় প্রেমের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হইয়াছে ; এক্ষণে তাহার পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা স্বল্প—সসীম, তাহার হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে ; কিন্তু বৃদ্ধি থাকিলেও ইহা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতে পারে না ; সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

ভূমা বস্তু বা বিভূ বস্তুর কথা অগ্নরূপ ; বিভুবস্তু পূর্ণ ; পূর্ণবস্তুর ধর্ম এই যে—তাহা হইতে যাহা লইয়া যাওয়া যায়, তাহাও পূর্ণ এবং লইয়া যাওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ । “পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।—শ্রুতি ।” আমাদের নিকটে ইহা হেয়ালি বলিয়া মনে হইতে পারে, বিশ্বাসের অযোগ্য কথা বলিয়া মনে হইতে পারে ; তাহার কারণ এই যে, পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ অভিজ্ঞতা নাই ; যেবস্তু সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, কিম্বা আমাদের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিদ্বারাও যে বস্তু সম্বন্ধে আমরা কোনওরূপ ধারণা করিতে পারি না, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না । তথাপি কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য ।

বিভূ বস্তুর আর একটা অদ্ভুত ধর্ম আছে । আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, যাহা বিভূ—পূর্ণ, তাহার আর বুদ্ধি পাওয়ার অবকাশ নাই ; সুতরাং তাহা আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না ; কিন্তু বিভুবস্তুর অদ্ভুত ধর্ম এই যে, স্বরূপে পূর্ণ হইলেও—সুতরাং বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ না থাকিলেও—ইহা ক্ষণে-ক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে । ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধধর্মের পরিচায়ক ; কেবল মাত্র বিভুবস্তুই এইরূপ বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয় হইতে পারে—অন্য কোনও বস্তু বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয় হইতে পারে না ।

সুতরাং যে স্থলে বিরুদ্ধ-ধর্মশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেস্থলেই বিভুবস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে ।

“পহিলিহি রাগ”—গীতে যে প্রেমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বিরুদ্ধ-ধর্মশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—সুতরাং তাহা বিভূ । গীতের কোন্ পদে বিরুদ্ধ-ধর্মশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ? “অনুদিন বাড়ল—অবধি না গেল”—পদে । অনুদিন—দিনের পর দিন ; ক্ষণে ক্ষণে ; সর্বদা । বাড়ল—বর্দ্ধিত হইল । অবধি—সীমা ; বুদ্ধির শেষসীমা । শ্রীরাধার যে ললনা-নিষ্ঠ প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্ফূর্তিতেই স্বীয় বিষয়কে জ্ঞাত হইয়াছিল, তাহা ক্ষণে ক্ষণে সর্বদা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও কখনও বুদ্ধির শেষসীমায় পৌঁছিতে পারে নাই, অনুক্ষণ কেবল বর্দ্ধিতই হইতেছে । ইহা দ্বারাই শ্রীরাধা-প্রেমের বিভূত্ব সূচিত হইতেছে । “রাধাপ্রেম বিভূ, যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি । তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১।৪।১১।” ইহার কারণ—বিভুবস্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—“আমি বৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মশ্রয় । রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্মময় ॥ ১।৪।১১০॥” রাধাপ্রেম যে বিভূ—সুতরাং পরিমাণে সর্বাতিশায়ী—“অনুদিন বাড়ল”—ইত্যাদি বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে । ইহাই এই প্রেমের পরিমাণগত-বৈশিষ্ট্য ।

এক্ষণে উক্তপ্রেমের পরিণামগত-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইতেছে—“না সো রমণ”—ইত্যাদি পদে । দুহু মন—উভয়ের মনকে । মনোভব—কাম । “প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমং প্রথাম্”—এই প্রমাণবলে ব্রজ-গোপীদের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হয় বলিয়া এস্থলে মনোভব-শব্দেও ব্রজগোপীদের প্রেমকেই বুঝাইতেছে । অথবা, মনোভব—মনে যাহা জন্মে ; বাসনা ; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্তই ব্রজগোপীদিগের একমাত্র বাসনা ; তাঁহাদের মনে নিমিষাঙ্গিকালের জন্তও অল্প বাসনা স্থান পাইতে পারে না ; সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মনোভব বলিতে তাঁহাদের তাদৃশী বাসনাকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছার নামই প্রেম ; সুতরাং মনোভব-শব্দে এস্থলে প্রেমই সূচিত হইতেছে । পেষল—পিষিয়া ফেলিল ; চন্দন ও কর্পূরকে একত্রে ঘষিয়া পিষিয়া ফেলিলে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন লোপ পাইয়া যায়, উভয়ে মিলিয়া যেমন শীতল, স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধি একটা জিনিস হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনও প্রেমের প্রভাবে মিলিয়া এক হইয়া গেল । শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের রমণী—তাঁহার চিত্তে রমণী-জনোচিত ভাব থাকাই স্বাভাবিক । শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শ্রীরাধার রমণ—তাঁহার চিত্তেও রমণ-জনোচিত ভাব থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু প্রেম-প্রকর্ষের প্রভাবে তাঁহাদের এতাদৃশ বিভিন্ন ভাব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে । ইহা প্রণয়েরই পরিণাম । প্রণয়ে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কাস্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির ঐক্য ভাবনা করা হয় । প্রণয় যতই গাঢ়তা লাভ করে, এই ঐক্যভাবও ততই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; প্রেম-পরিণামের

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

গাঢ়তারুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যভাবের গাঢ়তাও বর্দ্ধিত হইতে হইতে শেষকালে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন আর কাস্তা-কাস্তের চিত্তের কোনওরূপ ভেদই লক্ষিত হয় না—যখন তাঁহাদের চিত্তাদির ভেদজ্ঞান নিধৃত—সম্যাক্রূপে বিদূরিত—হইয়া যায়। সুতরাং তখন কাস্তার চিত্তের রমণী-জনোচিত ভাব এবং কাস্তের চিত্তের রমণ-জনোচিত ভাব মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়—উভয়ের চিত্তের কোনওরূপ পার্থক্যই তখন আর লক্ষিত হয় না। এই অবস্থাকেই নিধৃত-ভেদভ্রমের অবস্থা—যে অবস্থায় ভেদের জ্ঞান তো দূরের কথা, ভেদের ভ্রম পর্যন্তও থাকিতে পারেনা, ভ্রমেও ভেদের কথা মনে উঠিতে পারেনা, তাদৃশী অবস্থা বলে। প্রেমের চরম-পরিণাম যে মহাভাব, সেই মহাভাবেরই লক্ষণ এইরূপ অবস্থা। “না সো রমণ”—ইত্যাদি পদে এইরূপ লক্ষণই স্থচিত হইয়াছে। এই পদের প্রমাণরূপে পরে “শ্রীরাধায়া ভবতঃ চিত্তজতুনী”—ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। শ্রীউজ্জলনীলমণিতে মহাভাবের লক্ষণ-প্রকাশে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—অগ্নির উত্তাপে গলিয়া দুই খণ্ড লাক্ষা যেমন মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেম-পরিণামের প্রভাবে শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উত্তাপে লাক্ষা গলিয়া যায়; অল্প উত্তাপে অল্প গলে; অল্প গলিলেও দুই খণ্ড লাক্ষাকে একত্র করিয়া একটু চাপিয়া ধরিলে পরস্পরের গায়ে আবদ্ধ হইয়া তাহারা একটীমাত্র খণ্ডে পরিণত হয়; কিন্তু এইরূপে একটীমাত্র খণ্ডে পরিণত হইলেও তাহারা যে দুইটী পৃথক পৃথক খণ্ড ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু লাক্ষাখণ্ডদ্বয়কে (কিষ্ণা একত্ৰীভূত লাক্ষাখণ্ডদ্বয়কে) কোনও পাত্রে রাখিয়া যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে উত্তাপ দিতে দিতে তাহারা গলিয়া তরল হইয়া এমনভাবে মিশিয়া যাইবে যে—দুই ঘটি জল একটী পাত্রে ঢালিয়া একত্রে মিশাইয়া ফেলিলে তাহাদের পূর্ববর্তী পৃথকত্বের যেমন বিনুমাত্র চিহ্নও বর্তমান থাকেনা, তদ্রূপ তখন আর ঐ লাক্ষাখণ্ডদ্বয়েরও পূর্ববর্তী পৃথকত্বের সামান্য চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকে না; উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরলতাও বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে একটীর অণু-পরমাণুর সহিতই অপরটীর অণু-পরমাণু মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়—তখন আর তাহাদের পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও মনে উদিত হইতে পারে না। উত্তাপ যেমন লাক্ষাকে দ্রবীভূত করে, প্রেমও তদ্রূপ চিত্তকে দ্রবীভূত করে। প্রেম যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, চিত্তের দ্রবতাও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অবশেষে প্রেমের গাঢ়তা যখন চরমস্ত লাভ করে—প্রেম যখন মহাভাবস্থ প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তও যেন গলিয়া মিলিয়া মিশিয়া এমনভাবে এক হইয়া যায় যে, তাহাদের পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও যেন আর মনে উদিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় কে-ই বা রমণ এবং কে-ই বা রমণী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনে এইরূপ কোনও ভাবও উদিত হইতে পারেনা, তখন তাঁহাদের চিত্তের নিধৃত-ভেদ-ভ্রমের অবস্থা। “না সো রমণ” ইত্যাদি পদে রাধাপ্রেমের এই অবস্থার কথা—এই প্রেমের মহাভাবত্বের কথাই স্থচিত হইয়াছে।

মহাভাবেরও বিভিন্ন স্তর আছে—মাদনাখ্য-মহাভাবই উচ্চতম স্তর, প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা-মাদনেই প্রণয়ের চরমতম-পরিণতি—সুতরাং নিধৃত-ভেদ-ভ্রমত্বেরও চরমতম-পরিণতি; “হুঁ মন মনোভব পেবল জানি”—এই পদের “পেবল”-শব্দের তাৎপর্য হইতে নিধৃত-ভেদভ্রমত্বের চরমতম-পরিণতি—সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমেরও চরমতম-পরিণতি মাদনাখ্য-মহাভাবই স্থচিত হইতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—আলোচ্য গীতে যদি মাদনাখ্য-মহাভাবই স্থচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে “অব সোই বিরাগ”—ইত্যাদি পদে বিরহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কেন? মাদনে তো বিরহ থাকিতে পারে না? “মাদনে বিরহাভাবাৎ। উ. নী. স্থা. ১৫৫-শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা।”

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, “অব সোই বিরাগ”—ইত্যাদি পদে বিরহ স্থচিত হইতেছে সত্য; কিন্তু এই বিরহ সাধারণ বিরহ নহে; ইহা মাদনেরই একটী বৈচিত্রী বিশেষ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

মাদন “সৰ্বভাবোদগমোন্মাদী”—ইহাতে যুগপৎ সকল ভাবই উল্লাসপ্রাপ্ত হয় ; মাদন সন্তোষগময় ; সন্তোষগানন্দে মত্ততা জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম মাদন । ইহাতে আলিঙ্গন-চুষনাদি অসংখ্যলীলার যুগপৎ সাক্ষাৎ অল্পভূতি জন্মিয়া থাকে—ক্ষুণ্ণ দ্বারাও নহে, কাষব্যূহদ্বারাও নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া চুষনালিঙ্গনাদি প্রয়োগ করিলে শ্রীরাধা যে আনন্দ অল্পভব করিয়া থাকেন, মাদনের উল্লাসে তিনি সৰ্বদাই সেই আনন্দ অল্পভব করিয়া থাকেন । তথাপি মাদনের একটা অদ্ভুত ধর্ম এই যে—যখন মাদনের অভ্যুদয় হয়, তখন চুষনালিঙ্গনাদি-সন্তোষ-স্বথের অল্পভবের মধ্যেও—তদ্রূপ অল্পভবের সমকালেই—একই প্রকাশে বিরহের অল্পভব জন্মিয়া থাকে । “যদা তু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুষনালিঙ্গনাদি-সন্তোষাল্পভবমধ্য এব বিবিধঃ বিয়োগাল্পভব ইত্যেকস্মিন্নেব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্মাল্পভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবৈতি । উ. নী. স্থা. ১৬০-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ॥” মধুরায়ের আশ্বাদনে অল্প ও মধুরের যুগপৎ আশ্বাদন অল্পভূত হয় ; অল্প তাহাতে মধুরতার বৈচিত্রীবিধানই করিয়া থাকে ; মাদনে সন্তোষগানন্দের অল্পভবের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের অল্পভবও বোধ হয় তদ্রূপ সন্তোষগানন্দের এক অনির্কচনীয় বৈচিত্রীই সম্পাদন করিয়া থাকে এবং এতদ্ভেদেই সম্ভবতঃ মাদনে সন্তোষগানন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের অল্পভবও করাইয়া থাকে । বাহা হউক, মাদনের স্বরূপগত ধর্মবশতঃ অসংখ্য-সন্তোষগানন্দের অল্পভবের সঙ্গে সঙ্গে যে বিরহের অল্পভব আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই বিরহের অল্পভবেই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—“অব সোই বিরাগ”-ইত্যাদি । সূতরাং “অব সোই”-পদে যে বিরহ সূচিত হইতেছে, তাহা মাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ । একই গীতে “না সো রমণ না হাম রমণী”-ইত্যাদি পদের সঙ্গে “অব সোই বিরাগ”-ইত্যাদি পদ সংযোজিত হওয়ায় মিলনের বা সন্তোষের চরমতম পরাকাষ্ঠার সহিত বিরহ-ভাবেরই যোগপত্য সূচিত হইতেছে এবং এই গীতটী যে মাদনাখ্য-মহাভাবেরই ছোতক, তাহাও সূচিত হইতেছে ; কারণ, মাদন-ব্যতীত অল্প কোনও ভাবেই একই প্রকাশে সন্তোষ ও বিরহের যোগপত্য দেখা যায় না । এই মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই নাই । এই গীতে শ্রীরাধার প্রেমের জাতিগত, প্রকৃতিগত, পরিমাণগত এবং পরিপক্বতাগত অপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে ।

এই গীতে প্রেমের যে চরমতম-পরিপক্বতার কথা এবং রাধাপ্রেমের যে অপূর্ণ, অদ্ভুত এবং অনির্কচনীয় বিশেষত্বের কথা—একই প্রকাশে অসংখ্যবিধ সন্তোষগানন্দের এবং বিরহের যুগপৎ সাক্ষাৎ অল্পভূতির কথা—বলা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া “প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল । ২৮।১৫১ ॥” এবং প্রেমের আবেগ প্রশমিত হইলে বলিলেন—“সাধ্যবস্ত অবধি এই হয় । তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ২৮।১৫৭ ॥” এতক্ষণে প্রভু পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ; সাধ্যবিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না ।

২৮।৬৩-৭২ পয়ারে সাধারণ ভাবে কাণ্ডাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া ২৮।৭৫-৮৮ পয়ারে অত্যাচ্ছ কৃষ্ণকান্তা অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তৎপরে “পহিলিহি রাগ”-ইত্যাদি গীতে সেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপ—রাধাপ্রেমের অদ্ভুতত্ব ও অনির্কচনীয়ত্ব, তাহাতে সমগ্র সন্তোষগলীলার এবং বিরহের অল্পভব-যোগপত্য দেখাইয়া—রাধাপ্রেমের সর্বাতিশায়িত্ব এবং সাধ্য-শিরোমণিত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে । “পহিলিহি রাগ”-ইত্যাদি গীতে প্রেমের যে বিলাস বা বৈচিত্রীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই প্রেমের পরিপক্বতম বা পরিপূর্ণতম বৈচিত্রী (বা বিলাস) বলিয়া উক্ত গীতটী “প্রেমবিলাস-বিবর্তের” ছোতক হইল (বিবর্ত—পরিপক্ব অবস্থা) ।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—এই গীতটী শুনিয়া প্রভু রামরায়ের মুখে হাত দিলেন কেন ?

ইহার কারণ বোধ হয় এই । মাদনে নিত্য মিলন—নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্তোষ । রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই উভয়ের সম্মিলিত স্বরূপই হইলেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর । রসরাজ-শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব এবং বাহিরে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়া ভিতরে ও বাহিরে তাঁহাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতম মিলনের প্রতিমূর্তি হইয়া—তদ্ব্যবস্থায়মাগ্ধ হইয়া—গৌররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন । শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং বাহিরেও শ্রীরাধা নিজে নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ, স্থায়িতাব-

কথনে (১১০)

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বৈদৈর্বিলাপ্যভ্রমাদ্

যুগ্মদ্বিনিবুজকুঞ্জরপতে নিধূতভেদভ্রমম্ ।

চিত্রায় স্বয়মম্বরজয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে

ভূয়োভিনবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

এতৎ সর্বানন্তরমস্ত্য তাবস্তোদাহরণমাহ রাধায়া ভবতশ্চেতি । স্বৈদৈন্তদাখ্যাস্বাত্ত্বিকবিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্কহি
 র্দ্ৰবীভাবরূপাভিঃ । পক্ষে মুহুরয়িতাপৈ শিত্রায়াম্চর্য্যায় পক্ষে চিত্রলেখায় । অত্র পরস্পরমভিন্নচিত্তদ্ব্যন্তরাগুস্তাপ্রবেশাৎ
 স্বসম্বন্ধদশা দর্শিতা । তদেবমুত্তরেষপি জ্ঞেয়ম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৪৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়াই যেন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের গৌরস্ব সম্পাদন করিয়াছেন । তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—
 ভিতরে ও বাহিরে সর্বতোভাবেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনের—নিত্যসন্তোগের—একট বিগ্রহ ; তাই শ্রীশ্রীগৌর-
 সুন্দরও মাদনাখ্য-মহাভাবেরই একট বিগ্রহ ; গম্ভীরালীলায় প্রভুর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণবিরহের বেগবান উচ্ছ্বাস লক্ষিত
 হইয়াছিল, সেই বিরহও মাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ ।

প্রভু সর্বদাই আত্মগোপন করিতে উৎকণ্ঠিত ; কেহ কোনওরূপে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাহা প্রকাশ
 করিতে চেষ্টা করিলেও প্রভু নানাভাবে তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন । যে লোক সর্বদা আত্মগোপন করিতেই
 ব্যস্ত, তাহার সাক্ষাতে অপর কেহ যদি তাহার স্বরূপের বিষয় কিছু না জানিয়াও স্বরূপের অমুরূপ কথা প্রকাশ করিতে
 চায়, তাহাহইলেও আত্মপ্রকাশের আশঙ্কায় সেই লোক একটু বিচলিত হইয়া পড়ে ; ইহা স্বাভাবিক । প্রভুরও তদ্রূপ
 অবস্থা হইয়াছে ; মাদনাখ্য-মহাভাবের একট বিগ্রহ হইয়াও তিনি আত্মগোপন করিতে ব্যস্ত বলিয়া রামরায়ের মুখে
 মাদনাখ্যভাবের স্বরূপ-স্রোতক গীত শুনিয়া স্বীয় গূঢ়রহস্য উদ্ঘাটনের—আত্মপরিচয়-প্রকাশের—আশঙ্কাতেই বোধ হয়
 প্রভু রামরায়ের মুখ স্বীয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ; আচ্ছাদনের তাৎপর্য্য এই যে—রামরায় যেন আর কিছু
 না বলে ; আরও কিছু বলিলে হয়তো প্রভুর স্বরূপের কথাই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । রামরায়ের মুখ আচ্ছাদিত
 করিয়া প্রভু সেই সম্ভাবনাই বন্ধ করিয়া দিলেন ।

শ্লো। ৪৩। অম্বর। অদ্বিনিবুজকুঞ্জরপতে (হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জে স্বচ্ছন্দবিহারিন্)! কৃতী (কৃতী)
 শৃঙ্গারকারুঃ (শৃঙ্গারশিল্পী) স্বৈদৈঃ (স্বৈদদ্বারা—স্বৈদনামকসাত্ত্বিকভাবরূপ তাপদ্বারা) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) ভবতশ্চ
 (এবং তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) চিত্তজতুনী (চিত্তরূপ লাক্ষাকে) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) বিলাপ্য (গলাইয়া) নিধূতভেদ-
 ভ্রমং যুগ্ম (ভেদভ্রম দূরীকরণপূর্ব্বক একীভূত ভাবে মিলাইয়া) ইহ (এই) ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহমধ্যে)
 চিত্রায় (চিত্রিত করিবার নিমিত্ত) ভূয়োভিঃ (বহুলপরিমাণে) নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ (নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা) স্বয়ং
 (স্বয়ং) অম্বরজয়ৎ (অম্বরজিত করিয়াছেন) ।

অনুবাদ । হে গোবর্দ্ধন-গিরি-নিকুঞ্জবিহারি-কুঞ্জরপতে ! শ্রীরাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে
 স্বৈদ-(নামক-সাত্ত্বিকভাবরূপ তাপ)-দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম-অপসারণ পূর্ব্বক (উভয়ের চিত্তকে)
 একীভূত করিয়া স্ননিপুণ-শৃঙ্গারশিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহুলপরিমাণ-নবরাগরূপ
 হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে অম্বরজিত করিয়াছেন । ৪৩

গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কোনও এক কুঞ্জে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন, উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাব
 তাঁহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে ; তাঁহাদের এই মহাভাব-মাধুরীর অমুমোদন করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী যাহা
 বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে ।

অদ্বিনিবুজ-কুঞ্জরপতে—অদ্বি অর্থ পর্ব্বত ; এস্থলে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ; সেই অদ্বিমধ্যস্থ—গোবর্দ্ধনগিরি-
 স্থিত—যে নিকুঞ্জ, সেই নিকুঞ্জে কুঞ্জর-পতি (হস্তিশ্রেষ্ঠ) তুল্য—অদ্বিনিবুজ-কুঞ্জরপতি, সম্বোধনে—কুঞ্জরপতে । মদমস্ত

প্রভু কহে—সাধ্যবস্ত্র অবধি এই হয় ।

তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

গজেন্দ্র যেমন করিণীকে লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে বিহার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরাধাকে লইয়া গোবর্দ্ধনস্থিত নিকুঞ্জমধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন—ইহাই অদ্ভিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতি-শব্দের স্বচনা । বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে এতাদৃশ মত্তগজেন্দ্রলীল শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তজতুণী—চিত্তরূপ জতুকে (লাক্ষ্যকে) ; [লাক্ষ্যের ভিতর বাহির সর্বত্রই হিঙ্গুলভ ; শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে লাক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—উভয়ের চিত্তই—চিত্তস্থিত মঞ্জিষ্ঠারাগই—মহাভাবাকারক প্রাপ্ত হইয়াছে] স্বৈর্দৈঃ—স্বৈদনামক-সাত্ত্বিকভাবের বৃত্তিবিশেষ দ্বারা, স্বৈদরূপ তাপদ্বারা, ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে বিলাপ্য—দ্রবীভূত করিয়া, গলাইয়া নিধূতভেদভ্রমং যুগ্ম—উভয়ের ভেদভ্রম সম্যক্রূপে দূরীভূত করিয়া, উভয়ের চিত্তকে সম্যক্রূপে মিলাইয়া একীভূত করিয়া ভূয়োভিঃ—বহুল-পরিমিত নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ—নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা, নিত্য নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মান যে রাগ, সেইরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা সেই চিত্তরূপ লাক্ষ্যকে অন্বরঞ্জয়ৎ—অনুরঞ্জিত করিয়াছেন । চিত্তরূপ লাক্ষ্যকে গলাইয়া সম্যক্রূপে মিশাইয়া নিত্যনব-নবায়মান রাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন । কে রঞ্জিত করিলেন ? কৃতী—নিজকর্মে-নিপুণ শৃঙ্গারকারুঃ—শৃঙ্গার-রসরূপ শিল্পী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ লাক্ষ্যকে গলাইয়া মিলাইয়া সম্যক্রূপে একীভূত করিয়া নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন । কি নিমিত্ত এরূপ করিলেন ? ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ষোদরে—এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগে চিত্রায়—চিত্র করিবার নিমিত্ত ; পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণের চিত্তকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার নিমিত্ত । শিল্পী যেমন ধনীলোকদিগের অট্টালিকাদিকে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ হিঙ্গুলভ লাক্ষ্যকে আঙনের তাপে আঙে আঙে গলাইয়া ভাল রকমে মিলাইয়া আবার প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল মিলাইয়া উত্তম রং প্রস্তুত করেন ; তদ্রূপ স্বয়ং শৃঙ্গার-রস শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব-স্বরূপতাপ্রাপ্ত চিত্তদ্বয়কে প্রেম-প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্যক্রূপে মিশাইয়া এমন ভাবে মিলিত করিয়াছেন যে, ঐ চিত্তদ্বয় যে দুইটা পৃথক বস্তু ছিল, তাহা আর কিছুতেই বুঝা যায় না ; এইরূপ ভাবে মিশাইয়া তাহাতে প্রচুর-পরিমাণে নিত্য-নব-নবায়মান রাগের সঞ্চার করিয়াছেন—যেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের একট-লীলাকালে ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের তাদৃশ চিত্তের মহাভাব-ক্রিয়া-ক্ষোভ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে ।

প্রেম-পরিপাকে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ভেদজ্ঞান যে দূরীভূত হইয়া যায়, শৃঙ্গাররস তাঁহাদের উভয়ের চিত্তকে পিষিয়া যে এক করিয়া দেয়—তাহাই শ্লোকে দেখান হইল । “তুহঁ মন মনোভব পেশল জানি”—এই ১৫৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক । ইহা মহাভাবেরই একটি লক্ষণ ।

১৫৭। সাধ্যবস্ত্র অবধি—সাধ্যবস্ত্র শেষসীমা ; পরম সাধ্যবস্ত্র ; সাধ্যবস্ত্র পূর্ণতম অভিব্যক্তি । এই হয়—তোমার কথিত প্রেমবিলাস-বিবর্তেই সাধ্যবস্ত্র পূর্ণতম অভিব্যক্তি ; ইহার উপরে আর কোনও বস্ত্র থাকিতে পারে না, যাহার জন্ত লোকের লোভ জন্মিতে পারে ।

প্রেমবিলাস-বিবর্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের চরমতম মহত্বের কথা এবং শ্রীরাধা-প্রেমের চরমতম মহিমার কথা—যে মহিমার প্রভাবে উভয়ের ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, যাহা উভয়ের পরৈক্য-সম্পাদন করিয়া দেয়, সেই মহিমার কথা—অভিব্যক্ত হওয়ায় রাধাপ্রেমের অনির্কচনীয় ও অপূর্ব মহিমা অভিব্যক্ত করাইবার জন্ত প্রভুর কোতুল চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে ; তাই এসম্বন্ধে প্রভুর আর কোনও জিজ্ঞাস্তা রহিলনা । আবার, প্রেমবিলাস-বিবর্তেই সেবা-বাসনারও চরমতম বিকাশ ; সুতরাং সেবা-বাসনার আধার-নিরপেক্ষ বিচারে প্রেমবিলাস-বিবর্তেই সাধ্যবস্ত্রও চরমতম বিকাশ (২৮৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । তাই প্রভু বলিলেন—“সাধ্যবস্ত্র অবধি এই হয় ।”

তোমার প্রসাদে—তোমার (রামরায়ের) অনুগ্রহে । ভক্তভাবে ইহা প্রভুর দৈত্বোক্তি ।

সাধ্যবস্ত্র সাধন-বিষু কেহো নাহি পায় ।
 কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায় ॥ ১৫৮
 রায় কহে—যে কহাও সেই কহি বাণী ।
 কি কহিয়ে—ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥ ১৫৯
 ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর ।

যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ? ॥ ১৬০
 মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা ।
 অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ।—১৬১
 রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
 দাস্ত বাৎসল্যাদি-ভাবে ন হই গোচর ॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৫৮ । প্রভু রামরায়কে বলিলেন—“সাধনব্যতীত কেহই সাধ্যবস্ত্র পাইতে পারে না । তুমি এই যে চরম-সাধ্যবস্ত্র কথা বলিলে, কোন্ সাধনে তাহা পাইয়া যায়, কৃপা করিয়া তাহা বল ।”

একটি কথা এস্থলে বিবেচ্য । “না সো রমণ না হাম রমণী”—ইত্যাদি বাক্যে যে প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধনলভ্য বস্ত্র নহে ; শ্রীকৃষ্ণের ফ্লাদিনী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাতাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারই ইহা অনাদিসিদ্ধ নিজস্ব বস্ত্র । শ্রীরাধার সেবাও স্বাতন্ত্র্যময়ী ; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় নিত্যদাস-জীবের স্বরূপগত-অধিকারও নাই ; আনুগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার । ব্রজমুন্দরীগণের আনুগত্যে উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্তরূপ লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্যবস্ত্র হইতে পারে এবং এই সাধ্যবস্ত্র লাভের অনুকূল যে সাধন, তাহার কথাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই পয়ারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।

১৬১ । অত্যন্ত রহস্য—অতি গোপনীয় । ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তির সাধনের কথা ১৬২—১৮৬ পয়ারে বলা হইল ।

১৬২ । অতি গূঢ়তর—অত্যন্ত রহস্যময়, গূঢ়তম । শ্রুতি বলেন, প্রণবকে জানিতে পারিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন । “এতদ্ব্যবস্করং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥ কঠ । ১।২।১৬॥” লোক ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদি-স্বর্থ ইচ্ছা করিতে পারে, কিম্বা সাযুজ্যমুক্তি কামনা করিতে পারে, অথবা ভগবানের যে কোনও ধামে তাঁহার সেবা কামনা করিতে পারে—যাহাই ইচ্ছা করুক না কেন, তাহাই পাইতে পারে ; সুতরাং অতীষ্ট-বস্ত্রলাভ সম্বন্ধে ইহা একটি সাধারণ কথা । আবার উক্ত শ্রুতিই অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে একটা বিশেষ অতীষ্ট বস্ত্রের কথা বলিয়াছেন । “এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ । ১।২।১৭॥—এই পরম-আলম্বনরূপ ব্রহ্ম-বাচক প্রণবকে (নাম ও নামীর অভেদবশতঃ ব্রহ্মকে বা শ্রীকৃষ্ণকে) জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হওয়া যায় ।” ব্রহ্মলোক বলিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত-ধামকে বুঝায় ; কোনও এক স্বরূপের ধামে ভগবৎ-সেবা পাইলেই জীব “মহীয়ান” হইতে পারে ; যেহেতু, সেবাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম ; যে পর্যন্ত জীব তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, সে পর্যন্ত তাহাকে “মহীয়ান” বলা যায়না । যাহাহউক, “ব্রহ্মলোকে মহীয়তে”—এই বিশেষ বাক্যাটীও পূর্বোক্ত সাধারণ বাক্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল—কিন্তু প্রচ্ছন্ন বা গূঢ়ভাবে ; সুতরাং কোনও ধামে ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি হইল একটি গূঢ় রহস্য ; কিন্তু সাধারণ অতীষ্টের বিচারে ইহা গূঢ় হইলেও সেবা-বিষয়ে ইহা সাধারণ ; সকল ভগবৎ-স্বরূপের ধামেই সেবার অবকাশ আছে—যদিও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে সেবা-মাহাত্ম্যেরও তারতম্য আছে । সেবা মোটামুটি দুই রকম হইতে পারে—ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রিত এবং ঐশ্বর্যজ্ঞান-হীন । পরব্যোমের বা দ্বারকা-মথুরার ভাব ঐশ্বর্যমিশ্রিত, আর ব্রজের ভাব ঐশ্বর্যজ্ঞান-হীন শুদ্ধমাধুর্যপূর্ণ । সাধারণ অতীষ্টের বিচারে এই দুই রকম ভাবই গূঢ় ; কিন্তু এই দুইটাই গূঢ় হইলেও মহিমার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যেও আবার পার্থক্য আছে । ঐশ্বর্যজ্ঞানবশতঃ পরব্যোম-দ্বারকা-মথুরায় সেবা-বাসনার সম্যক বিকাশ সম্ভব হয়না ; ঐশ্বর্যজ্ঞাননাই বলিয়া ব্রজে তাহার অধিকতর বিকাশ সম্ভব ; সুতরাং দ্বারকা-মথুরার ভাব অপেক্ষা ব্রজের ভাব অধিকতর লোভনীয়—কাজেই অধিকতর গূঢ় বা গূঢ়তর (২।৮।৬০-টীকা-দ্রষ্টব্য) । ব্রজভাবে মধ্যে আবার দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-ভাব (অর্থাৎ সম্বন্ধানুগ-ভাব) অপেক্ষা কামানুগ-কান্ত্যভাবে

সবে এক সখীগণের ইহঁ। অধিকার ।

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ১৬৩

সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় ।

সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয় ॥ ১৬৪

সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অণ্ডের গতি ।

সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥ ১৬৫

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায় ।

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

সেবা-বাসনার বিকাশ অধিকতর ; সুতরাং দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-ভাব গূঢ়তর হইলে কাস্তাভাব হইবে অতি-গূঢ়তর বা গূঢ়তম । এইজন্তই রাধাকৃষ্ণের কাস্তা-ভাবাত্মিকা লীলাকে অতি-গূঢ়তর বলা হইয়াছে ।

দাস্ত-বাৎসল্যাঙ্গ-ভাবের না হয় গোচর—কাস্তাভাবাত্মিকা রাধা-কৃষ্ণলীলা দাস্ত-বাৎসল্যাঙ্গ ভাবের অনধিগম্য । দাস্ত-বাৎসল্যাঙ্গভাবে সেবা-বাসনার বা প্রেমের যে পরিমাণ বিকাশ, তদ্বারা কাস্তাভাবের সেবা সম্ভব নহে । কাস্তাভাবের পরিকরদের প্রেম (বা সেবাবাসনা) মহাভাব পর্য্যন্ত বিকশিত ; মহাভাব-ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের লীলার সেবালাভ সম্ভব নয় । ব্রজের দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবে মহাভাবের বিকাশ নাই ; সুতরাং এই কয়ভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলার সেবা সম্ভব নহে । ব্রজব্যতীত অগ্রধামে শুদ্ধমাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভাবই নাই ; সুতরাং অগ্রধামের পরিকরদের ভাবে রাধা-কৃষ্ণলীলার সেবা একেবারেই অসম্ভব । বৈকুণ্ঠের কাস্তাভাবেও ইহা প্রাপ্য নয় ; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবালাভের নিমিত্ত উৎকট তপস্তা করিতেন না । দ্বারকা-মহিষীদের পক্ষেও ইহা দুর্লভ ; কেননা, মহাভাবই তাঁহাদের পক্ষে অতি দুর্লভ । মহাভাব-সম্বন্ধে উজ্জল-নীলমণি বলেন—মুকুন্দমহিষীবৃন্দের প্যাসাবতিদুর্লভঃ । শ্রীরাধার সমুদানিধি-নামক-গ্রন্থ বলেন—“ন দেবৈব্রজ্যৈ ন খলু হরিভক্তৈ ন সুহৃদাদিভি যদৈ রাধামধুপতিরহস্তং সুবিদিতম্ । ২।১৪৯—শ্রীরাধামাধবের রহস্ত ব্রজাদি দেবগণের, (অম্বরীষ-প্রহ্লাদাদি) হরিভক্তগণের, এমন কি (নন্দ-যশোদাদি) সুহৃদগণেরও সুবিদিত নহে ।”

দাস্ত-বাৎসল্যাঙ্গ-শব্দের অন্তর্গত আঙ্গি-শব্দে এস্থলে অগ্রধামের পরিকরদের ভাব, এমনকি দ্বারকা-মহিষীদিগের কাস্তাভাবও, সূচিত হইতেছে ।

১৬৩। শ্রীরাধার সখীগণের সকলের মধ্যেই মহাভাব বিরাজিত, তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় কেবলমাত্র সখীদেরই সেবার অধিকার থাকিতে পারে ।

১৬৪। সখীরাই এই লীলা বিস্তার করেন, পুষ্টি করেন এবং তাহাতে আনন্দানুভব করেন ।

১৬৫-৬৬। গতি—প্রবেশ । যেই—যেই জন । তাঁরে—সখীকে । অনুগতি—সখীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করে । সখী ব্যতীত অপর কাহারও রাধাকৃষ্ণের এই নিগূঢ়-লীলায় প্রবেশাধিকার নাই । সুতরাং যে ব্যক্তি সখীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করেন, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবার অধিকার পাইতে পারেন । এতদ্ব্যতীত আর অল্প কোনও উপায় নাই (২।২১।১০—১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । (স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে যে সখীর আনুগত্য-স্বীকারের কথা বলা হইল, সেই সখী ললিতা-বিশাখাদি, বা শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী-আদি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর-বিশেষ ; পরন্তু শুক্ল-শোণিতে গঠিত কোনও প্রাকৃত রমণী নহে । সেবা শিক্ষা করিবার জন্তই আনুগত্য-স্বীকার প্রয়োজন ; যাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, তাঁহারাশ্রীকৃষ্ণসেবা জানেন এবং শিক্ষা দিতে পারেন । অনাদিবহির্ভূত প্রাকৃত জীব তাহা কিরূপে শিক্ষা দিবে ? অন্তর্নিহিত দেহেই সখীদের আনুগত্য করিতে হয় ।)

কুঞ্জসেবা-সাধ্য—নিভৃত-নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবারূপ সাধ্যবস্ত ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)—

বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপি ভাবঃ

ক্ষণমপি ন হি রাধাক্ষণয়োরা স্বতে স্বাঃ ।

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ

শ্রয়তি ন পদমাশাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

রাধাক্ষণয়োৰ্ভাবঃ স বিভূৰ্য্যাপকোহতিমহান্ । অতি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশমানশ্চ । এবং বিশেষণৈ-
বিশিষ্টোহপি । যাঃ সখীঃ স্বতে বিনা রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি । তাঃ কীদৃশীঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ তয়োঃ রাধাক্ষণয়োরা স্বীয়াঃ ।
কাঃ বিনা ক ইব । ঈশঃ ঈশ্বরঃ চিদ্বিভূতীর্বিনা যথা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি তথা । অত আসাং পদং কো রসজ্ঞো
ভক্তো ন শ্রয়তি সর্বের রসজ্ঞা আশ্রয়ন্ত্যেবেতি ভাবঃ । সদানন্দবিধায়িনী । ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো ৪৪ । অর্থঃ । ঈশঃ (বিভূ পরমেশ্বর) চিদ্বিভূতীঃ ইব (চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পুষ্টিলাভ করেন
না, তদ্রূপ) রাধাক্ষণয়োঃ (শ্রীশ্রীরাধাক্ষণের) ভাবঃ (ভাব) বিভূঃ (মহান্) অতিসুখরূপঃ (অতিসুখরূপ) স্বপ্রকাশঃ
(এবং স্বপ্রকাশ) অপি (হইয়াও) স্বাঃ (স্বীয়) যাঃ (যে সখীগণ) স্বতে (বিনা—ব্যতীত) ক্ষণং (ক্ষণকাল) অপি
(ও) রসপুষ্টিং (রসপুষ্টি) ন প্রবহতি (ধারণ করে না), আসাং (এই—সেই) সখীনাং (সখীদিগের) পদং (চরণ)
কঃ (কোন্) রসজ্ঞঃ (রসিক ব্যক্তি) ন শ্রয়তি (আশ্রয় করেন না) ?

অনুবাদ । পরমেশ্বর বিভূত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়াও যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ
শ্রীরাধা-ক্ষণের ভাব অতি বৃহৎ, অতি সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও নিজ-সখীব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টিকে ধারণ
করে না । অতএব, কোন্ রসজ্ঞ ভক্ত ঈদৃশী সখীদিগের চরণাশ্রয় না করেন ? অর্থাৎ রসিক ভক্তমাঝেই সখীদের
চরণাশ্রয় করেন । ৪৪

শ্রীশ্রীরাধাক্ষণের ভাব বা প্রেম অতিসুখরূপ—অত্যধিকসুখের স্বরূপতুল্য, স্বরূপতঃ ইহা সুখের পরাকাষ্ঠা ;
স্বরূপতঃ ইহা সুখ-পরাকাষ্ঠা হওয়ায় ইহার আনন্দনের নিমিত্ত অন্তের সহায়তার প্রয়োজন হয় না ; মিছরী মুখে
থাকিলে আপনা-আপনিই যেমন ইহার মিষ্টত্ব অমুভূত হয় ; তদ্রূপ, এই প্রেমের অধিকারী যাহারা, আপনা-আপনিই
তঁাহাদের (শ্রীরাধাক্ষণের) এই প্রেমের সুখ-রূপত্বের অমুভব হইতে পারে ; তথাপি কিন্তু সখীদের আনুকূল্যব্যতীত
শ্রীরাধাক্ষণের এই প্রেমের সুখরূপত্ব রসপুষ্টি ধারণ করিতে পারে না । আবার এই প্রেম বিভূঃ—সর্বব্যাপক এবং
স্বপ্রকাশঃ—স্বপ্রকাশ । যাহা বিভূ, সর্বব্যাপক, তাহার আর পুষ্টির দরকার নাই । এবং যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাও
আপনা-আপনিই সকলের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়—যেমন সূর্য—তাহাকে কাহারও দেখাইয়া দিতে হয় না । স্বরূপ-
শক্তির বিলাস-বিশেষই প্রেম । স্বরূপ-শক্তি নিজেই বিভূ—ব্রহ্মবস্ত, তাহার বিলাসভূত ভক্তি বা প্রেমও বিভূ ।
তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—ভক্তিরেব গরীয়সী । বস্তুতঃ প্রেম বা ভক্তি বিভূ না হইলে তাহা কিরূপে ব্রহ্মবস্ত ভগবান্কে
বশীভূত করিতে পারে ? শ্রুতি বলেন—ভক্তিবশঃ পুরুষঃ । মহাসমুদ্র সর্বদা জলদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও বায়ুর
প্রবাহেই তাহা তরঙ্গায়িত হইয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠে ; তদ্ব্যতীত ইহা উচ্ছসিত হয় না ; তদ্রূপ শ্রীরাধাক্ষণের প্রেম
বিভূ এবং স্বপ্রকাশ হইলেও সখীদের সাহচর্য্যব্যতীত ইহা পুষ্টিলাভ করে না এবং অভিব্যক্তও হয় না ; ইহা
শ্রীরাধাক্ষণের প্রেমের এবং সখীতাবের এক অন্তত মহিমা । একটা দৃষ্টান্তদ্বারা এই ব্যাপার বুঝাইতেছেন—ঈশঃ—
ঈশ্বর বিভূ এবং স্বপ্রকাশ হইলেও যেমন তঁাহার চিদ্বিভূতীঃ—চিং (চিন্ময়) বিভূতীঃ (শক্তিসমূহ)—চিচ্ছক্তির
সাহচর্য্য ব্যতীত তিনি পুষ্টিলাভ করিতে পারেন না, অভিব্যক্তও হইতে পারেন না, তদ্রূপ । ঈশ্বরের পুষ্টি বলিতে
তঁাহার গুণাদির এবং রসত্বাদির পুষ্টি ; তঁাহার প্রকাশ বলিতে, তঁাহার মহিমার প্রকাশই বুঝায় । শক্তি-শক্তিমানের
অভেদবশতঃ চিচ্ছক্তিদ্বারা ঈশ্বরের গুণপুষ্টি এবং মহিমাপ্রকাশ হওয়ায় তঁাহার বিভূত্বের এবং স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপতঃ

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন ।

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ ১৬৭

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায় ।

নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ ১৬৮

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা ।

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ ১৬৯

কৃষ্ণলীলামতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ।

নিজসেক হৈতে পল্লবাচের কোটি সুখ হয় ॥ ১৭০

তথাহি গোবিন্দলীলামতে (১০।১৬)—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায় ব্রজকুমুদবিধোহ্লাদিনি নামশক্তেঃ

সারাংশপ্রেমবল্লভাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ ।

সিদ্ধায়াং কৃষ্ণলীলামতরসনিচয়ৈরুপসম্যামুশ্রুতাং

জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাং শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন

চিত্রম্ ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শ্রীরাধিকায় নিবর্ত্তে সত্যং সখীনাং নিবর্ত্তিঃ স্ত্রাং তত্র তয়া সহাসামভেদঃ এব কারণমিত্যাহ সখ্য ইতি । ব্রজরূপ-কুমুদানাং বিধোশ্চন্দ্রশ্চ হ্লাদিনি নাম বা শক্তিস্ত্রুতাঃ সারাংশো যঃ প্রেমা স এব বল্লী লতা অস্তাঃ শ্রীরাধিকায়ঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হানি হয় না । শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে ও ঐ একই কথা । শ্রীরাধা এবং সখীগণ প্রেম-স্বরূপিণী, তাঁহারা প্রেমবিগ্রহ ; হ্লাদিনির প্রতিমূর্ত্তি ; প্রেম হইতে তাঁহাদের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই ; সুতরাং লীলাতে তাঁহাদের দ্বারা প্রেমের পুষ্টি এবং প্রকাশ সাধিত হইলেও তাহাতে প্রেমের বিভূষ ও স্বপ্রকাশত্বের তদ্বতঃ কোনও হানি হয় না ।

“সখী বিহু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়”—এই ১৬৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৬৭-৬৮ । সখীর স্বভাব এক ইত্যাদি—সখীদের স্বভাব অপূর্ণ, অবর্ণনীয় । কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিলে যে সুখ পাওয়া যায়, কোন সখীই সেই সুখ পাইতে ইচ্ছা করেন না ; সুতরাং কোনও সখীই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন না । পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়া করাইবার জন্তই তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করেন ; কারণ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া করাইতে পারিলে তাঁহারা যে আনন্দ পান, তাহা নিজ ক্রীড়া-সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক [ইহার হেতু পরবর্ত্তী দুই পায়ারে দেখান হইয়াছে ।] । সখীগণ স্বসুখবাসনা-গন্ধলেশহীন ।

১৬৯-৭০ । রাধার স্বরূপ—কোটি সুখ হয় । শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে সখীদের নিজ-ক্রীড়া-সুখ অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ হয় কেন, তাহা বলিতেছেন । শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা-স্বরূপ । সখীগণ এই লতার পত্র ও পুষ্প স্বরূপ । লতার মূলে জল সেচন না করিয়া, কেবলমাত্র পত্র ও পুষ্পে জল সেচন করিলে পত্র ও পুষ্প যত প্রফুল্ল হইয়া থাকে, কেবলমাত্র লতার মূলে জল সেচন করিলেই পত্র ও পুষ্প তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রফুল্ল হয় । তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের ক্রীড়ায় সখীদের যে সুখ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়ায় তাঁহাদের তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখ হইয়া থাকে । কারণ, পত্র ও পুষ্প যেমন লতা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, সখীগণও তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতে অভিন্ন ; এই অভিন্নতা-প্রযুক্তই সখীদের অধিক সুখ হয় ।

কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা—কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা । কৃষ্ণপ্রেমের চরম-পরিণতি হইল মহাতাব ; শ্রীরাধা হইলেন মহাতাব-স্বরূপিণী ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমই হইল শ্রীরাধার স্বরূপ, স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণপ্রেম—মহাতাব । এই কৃষ্ণপ্রেমকেই কল্পলতার সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে ; কল্পবৃক্ষের ছায়, যে লতার নিকটে বাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, তাহাকে বলে কল্পলতা । কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা সদৃশ । পল্লব—কিশলয় ; নূতন পাতা ।

কৃষ্ণলীলামতে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়ারূপ অমৃত যদি রাধারূপ কল্প-লতায় সেচন করা হয় ।
সিজসেক—(পত্রপুষ্পের) নিজের গায়ে জল সেচন ।

শ্লো। ৪৫ । অর্থঃ । ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের) হ্লাদিনি নামশক্তেঃ (হ্লাদিনি নামী শক্তির) সারাংশপ্রেমবল্লভাঃ (সারাংশরূপ প্রেমলতা সদৃশী) শ্রীরাধিকায়ঃ (শ্রীরাধিকার) সখ্যঃ (সখীগণ) কিশলয়-দল-

যত্নপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন ।

তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ ১৭১

নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।

আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি স্তুতি পায় ॥ ১৭২

অন্যোন্মত্তে বিস্মৃত প্রেম করে রসপুষ্টি ।

তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় ভুষ্টি ॥ ১৭৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সখ্যঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ শ্রীরাধিকাতুল্যাশ্চ । অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসস্য নিচয়ৈঃ সমূহৈরমুখ্যং রাধায়াং সিক্তায়াং উল্লাসস্ত্যাঞ্চ সত্যং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাং শতগুণমধিকং জাতোল্লাসা ভবন্তি ইতি যং তং চিত্রং ন । সদানন্দ-বিধায়িনী । ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

পুষ্পাদিতুল্যাঃ (নবপল্লব, পত্র ও পুষ্পাদির তুল্যা) স্বতুল্যাঃ (এবং শ্রীরাধার নিজের তুল্যা) । [অতঃ] (অতএব) কৃষ্ণলীলামৃত-রসনিচয়ৈঃ (শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসমূহ দ্বারা) অমুখ্যং (ঐ শ্রীরাধা) সিক্তায়াং (সিক্তা)-উল্লাসস্ত্যাং (এবং উল্লাসিতা হইলে) স্বসেকাং (নিজ সেকাপেক্ষা) শতগুণং (শতগুণ) অধিকং (অধিক) জাতোল্লাসঃ (উল্লাসিতা) সন্তি (হয়েন—সখীগণ)—যং (এই যাহা) তং (তাহা) ন চিত্রং (বিচিত্র নহে) ।

অনুবাদ- ব্রজকুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীনাগ্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতার সদৃশী হইলেন শ্রীরাধিকা ; আর তাঁহার সখীগণ হইলেন সেই লতার কিশলয়, পত্র ও পুষ্পাদিতুল্যা এবং তাঁহার শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও । তাই কৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেকা শ্রীরাধা সিক্ত এবং উল্লাসিত হইলে তাঁহাদের যে নিজ-সেকজনিত স্তুতি অপেক্ষা শতগুণ অধিক স্তুতি জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? । ৪৫

ব্রজকুমুদবিধোঃ—ব্রজ (ব্রজবাসী, বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীগণ) রূপ কুমুদ (সাপলা) সম্বন্ধে বিধু (চন্দ্র) তুল্যা যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার । চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদগণ (বা কুমুদিনীগণ) প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজবাসীদের (বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদের) অত্যন্ত উল্লাস হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজকুমুদবিধু বলা হইয়াছে । এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাগ্নী যে শক্তি, তাহার সারাংশপ্রেমবল্ল্যা—সারাংশরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ যে বল্লী (লতা) তাহার । হ্লাদিনীর সারাংশ হইল প্রেম ; এই প্রেমরূপ লতাই হইলেন যিনি, সেই শ্রীরাধার সখীগণই হইলেন সেই লতার কিশলয়-দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ—কিশলয় (নবপল্লব), দল (পত্র) এবং পুষ্পাদির তুল্যা ; সখীগণ শ্রীরাধার স্বতুল্যাঃ—নিজের তুল্যাও বটেন । লতার পত্র-পুষ্পাদির সহিত মূল লতার যেমন স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীরাধার সহিত তাঁহার সখীগণের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই ; তাই শ্রীরাধার স্তুতিই সখীদের স্তুতি ; কৃষ্ণলীলামৃত-রসের সেক পাইয়া রাধারূপ লতা সিক্ত ও উল্লাসিত হইলে—পত্র-পল্লব-স্থানীয়া সখীগণ নিজসেক অপেক্ষা শতগুণ অধিক স্তুতি হয়েন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম পাইলে সখীগণ যে পরিমাণ স্তুতি পাইতেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করাইতে পারিলে তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী স্তুতি পাইয়া থাকেন । কারণ, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু ।

১৬২-৭০ পর্যায়োক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৭১-৭২ । শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি তবে সখীদের কোনও সঙ্গম হয় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন “যত্নপি” ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিবার জন্ত সখীদের নিজের কোনও ইচ্ছা না থাকিলেও শ্রীরাধা যত্নপূর্বক নানা ছলে কৃষ্ণকে সখীদের নিকট পাঠাইয়া সখীদের সহিত সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিসম্পাদন করান । শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-সম্পাদন পূর্বক যে আনন্দ পান, সখীদের সহিত সঙ্গম করাইয়া কৃষ্ণের স্তুতিসম্পাদন করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক স্তুতি অন্বেষণ করেন ।

কৃষ্ণে প্রেরি—কৃষ্ণকে সখীদের নিকট প্রেরণ করিয়া ।

১৭৩ । **অন্যোন্মত্ত**—শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের পরম্পর । **বিস্মৃত প্রেম**—স্বস্বখাভিলাষশূন্য প্রেম । সখীগণ যে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম করান, তাহা কেবল কৃষ্ণের স্তুতির জন্ত এবং শ্রীরাধাও যে নানাছলে সখীদের

সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত-কাম ।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম ॥ ১৭৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঙ্কৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (২।১৪৩)—
প্রৈমৈব গোপরামাণ্যং কাম ইত্যগমং প্রথম ।
ইতু্যাদ্বাদয়োহপ্যেতং বাঙ্কস্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৪৬

নিজেদ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য ।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী-ভাববর্য্য ॥ ১৭৫

নিজেদ্রিয়-সুখবাঙ্ক্য নাহি গোপিকার ।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥ ১৭৬

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৯)—
যত্তে স্জাতচরণাশুকং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কৰ্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্মিং
কুর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুযাং নঃ ॥ ৪৭
সেই গোপীভাবামৃতের যার লোভ হয় ।
বেদধর্ম্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয় ॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করান, তাহাও কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্ত । সখীগণ মনে করেন, শ্রীরাধার সহিত সঙ্গমেই শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হইবে; তাই তাঁহারা রাধার সহিত সঙ্গম করান । আবার শ্রীরাধা মনে করেন—সখীদের সহিত সঙ্গম করিলেই শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হইবে, তাই তিনি সখীদের সহিত সঙ্গম করান । উভয়ের উদ্দেশ্য এক—শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন, স্বসুখবাসনা কাহারও নাই; এজন্য তাঁহাদের প্রেমকে “বিশুদ্ধ” বলা হইয়াছে । তাঁহাদের এইরূপ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সুখের পুষ্টি হয় এবং তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ প্রেম দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন ।

রস—শ্রীকৃষ্ণের সুখ-রস ।

১৭৪ । যদি বল, গোপীদের যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমাদি আছে, তখন উহাতো কামই হইল? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“সহজে গোপীর প্রেম” ইত্যাদি—গোপীরা যে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করেন, তাহা কাম নহে; যেহেতু, তাহা তাঁহাদের নিজের সুখের জন্ত নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্ত; এজন্য তাঁহাদের প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নাই, এই প্রেম বিশুদ্ধ । আবার, স্বভাবতঃ এই প্রেম প্রাকৃতও নহে । অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়; বাস্তবিক ইহা কাম নহে । ২।৮।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৪৬ । অম্বয় । অম্বয়াদি ১।৪।২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১৭৫-৭৬ । গোপী-প্রেম যে বস্তুতঃ কাম নহে, তাহা বুঝাইবার জন্ত কাম ও প্রেমের পার্থক্য বলিতেছেন “নিজেদ্রিয়সুখহেতু”……ইত্যাদি দ্বারা । কামের তাৎপর্য্য হইল—নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করা; আর গোপী-প্রেমের তাৎপর্য্য হইল, শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করা । গোপীদের স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার গন্ধমাত্রও নাই । তবে যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমাদি করেন, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্ত, নিজেদের জন্ত নহে । ১।৪।১৪০-৪৮ পয়ারের টীকাদি দ্রষ্টব্য ।

গোপীভাব—গোপী-প্রেম । বর্য্য—শ্রেষ্ঠ ।

গোপীভাববর্য্য—সমস্ত ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে গোপীভাব, কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদের প্রেম ।

শ্লো । ৪৭ । অম্বয় । অম্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১৭৫-৭৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৭৭ । কিরূপে রাধাকৃষ্ণের দেবা পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছেন, “সেই গোপীভাবামৃত”—ইত্যাদি কয় পয়ারে । সেই গোপী—ইতিপূর্বে স্বসুখ-বাসনাহীন বিশুদ্ধ-প্রেমবতী যে গোপীদের গুণের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ গুণবতী গোপী । গোপীভাবামৃত—গোপীপ্রেমরূপ অমৃত । বেদধর্ম্ম—বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি ।

রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেইজন ।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৭৮
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে ।

ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥ ১৭৯
তাহাতে দৃষ্টান্ত-উপনিষদ্ শ্রুতিগণ ।
রামমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

লোক—স্বর্গাদি-লোক ; অথবা লোকধর্ম । ব্রজগোপীদিগের বিশুদ্ধ-প্রেমের কথা শুনিয়া সেই প্রেমলাভ করিবার জন্ত যাহার লোভ জন্মে, তিনি বেদধর্ম, লোকধর্ম, স্বর্গাদিধাম-কামনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের তজ্জন করিয়া থাকেন ।

১৭৮ । কিরূপ ভজনে কৃষ্ণ পাওয়া যায় ? তাহা বলিতেছেন “রাগানুগামার্গে” ইত্যাদি দ্বারা ।

রাগানুগামার্গ—রাগানুগা-ভক্তি । অভিলষিত বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ যে পরমাবিষ্টতা, তাহাকে রাগ বলে ; সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে । এই রাগাত্মিকা বা রাগময়ী ভক্তি একমাত্র ব্রজবাসিজনাই বিরাজিত । এই রাগাত্মিকা ভক্তির অঙ্গুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি । “ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ । তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা । বিরাজস্তীমতিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু । রাগাত্মিকামনুষ্যতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ভ. র. সি. ১২।১৩১ ।” রাগানুগা ভক্তিতে রাগাত্মিক-ভক্ত ব্রজবাসীদের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় ; অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সিদ্ধদেহে ব্রজগোপীদের (অথবা ভাবানুসারে ব্রজের দাস, সখা বা পিত্রাদির) আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় । বিশেষ বিবরণ ২।২২।৮৫-৯১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন—ব্রজধামেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পায়, অথ ধামে নহে । শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যে অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অগ্নত্র দুর্লভ ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন—নরলীলাকারী শুদ্ধমাধুর্য্যময় নন্দমুত-শ্রীকৃষ্ণ । ঐশ্বর্য্যমার্গে ভজন করিলে বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদিরূপকে পাওয়া যায় ; আর রাগানুগামার্গে ভজন করিলে ব্রজে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় ।

১৭৯ । **ব্রজলোকের**—ব্রজের দাস, সখা, মাতাপিতা ও কাস্তা, এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে যে কোনও প্রকারের ভক্তের ; দাসের দাস্ত্যভাব, সখার সখ্যভাব, মাতা-পিতার বাৎসল্য-ভাব, কি গোপীদের মধুরভাব, ইহাদের যে কোনও ভাব লইয়া রাগানুগামার্গে যিনি ভজন করেন, তিনি ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া শুদ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজধামে শুদ্ধমাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবা লাভ করিতে পারেন ।

ভাবযোগ্য দেহ—নিজের অভীষ্টভাবের অনুকূল দেহ । দাস্ত্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি ভাবের যে কোনও একটি ভাবে সাধকের লোভ জন্মিলে, সেই ভাবের অনুকূল ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় প্রেমোদয় হইলে দেহভঞ্নের পরে ব্রজধামে, সেই ভাবের অনুকূল সেবার উপযোগী দেহ (দাস্ত্যভাবের সাধক দাস-দেহ, সখ্যভাবের সাধক সখার দেহ, মধুরভাবের সাধক গোপীদেহ ইত্যাদিরূপ সিদ্ধদেহ) লাভ করিয়া থাকেন । ২।২২।৯৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৮০ । **তাহাতে দৃষ্টান্ত**—রাগানুগামার্গে ভজন করিলে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত (উদাহরণ) । **শ্রুতিগণ**—শ্রুত্যাভিমানিনী দেবতাগণ । **রাগমার্গে**—এহলে রাগমার্গে অর্থাৎ রাগানুগামার্গে ; যেহেতু, ব্রজবাসী ভিন্ন অগ্নত্র রাগভক্তি (অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তি) সম্ভব নহে ; বিশেষতঃ রাগাত্মিক ভক্তি সাধন দ্বারা লভ্যও নহে । ইহা নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে অনাদিসিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজিত ।

রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া শ্রুত্যাভিমানিনী দেবতাগণ যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-রূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)

নিভৃতমক্ৰম্ননোক্ষদৃঢ়যোগযুক্তো হৃদি য-

মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাং ।

দ্বিয় উরগেন্দ্রভোগভূজদণ্ডবিবক্তধিয়ো

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজিষ্য সরোজসুধাঃ ॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ভগবৎস্বরূপেষপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্ত তদ্বিষয়ক-সৰ্ববিলক্ষণতত্ত্বযোগস্ত চ সৰ্বোৎকর্ষঃ বক্তু প্রথমং ব্রহ্মবিষয়কং জ্ঞানযোগমপকর্ষকক্ষায়াং নিক্ষিপন্ত্য আহঃ । নিভৃতৈঃ সংযমিতৈ র্ক্রম্ননোহনৈকৈ যো দৃঢ়ো নিশ্চলো যোগস্তং যুক্তস্তীতি তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি পরমশুদ্ধে ব্রহ্মাকারীভূতে যদ্রূপস্বরূপমুপাসতে তদরয়ঃ কৃষ্ণাবতারসময়গতাঃ অমুরা অপি অরিভাবময়াদপি স্মরণাদ যযুঃ । অহো কৃষ্ণাকারস্ত মহাত্মা তাদৃশা অপি মুনয়োহপরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়োহপি যাবদব্রহ্ম কেবলমুপাসীনা এব তিষ্ঠন্তি তন্মধ্য এব কংসাদয়োহমুরাঃ পরিচ্ছিন্নদর্শিনঃ পাপাত্মত্বাদগুহ্যচিত্তা অপি অরিভাবত্বাং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাধুর্য্যাপারোক্ষাত্তবরহিতা অপি কেবলতদাকারমাত্রস্মরণাং তদেব ব্রহ্ম প্রাপ্যৈব স্থিতাঃ । মুনয়স্ত নজনীমহে কিয়তা কালেন তং প্রাপ্তস্তীতিভাবঃ । এবঞ্চ তচ্ছব্রহ্মণপ্রাপ্তং ব্রহ্মরসাস্বাদং মুনয়ো যত্নেন প্রাপু বস্তীতি পূর্ব্বাক্কেনোক্তা তন্নিগ্রহণপ্রাপ্তং প্রেমরসাস্বাদং বয়ং শ্রুতয়ো যত্নেন প্রাপু ইত্যাহঃ । দ্বিয়ো ব্রজদেব্য উরগেন্দ্রস্ত ভোগো দেহস্তং-সদৃশয়োস্তদীয়ভূজদণ্ডয়োঃরতিরাগেগৈব বিষক্তা ধীর্ঘাসাং তা হৃদি স্ববক্ষঃস্থলে যন্তে স্রজাতচরণাশ্রুহং স্তনেষিত্যুক্তিরীত্যা অজিষ্য সরোজয়ো ষা সুধা উপাসতে সেবন্তে অল্পভবস্তীতি যাবৎ । তা এব বয়ং শ্রুতয়োহপি যযিম সমাঃ তপসা গোপীস্ব-প্রাপ্ত্যা ততুল্যরূপাঃ সত্যাঃ । কথং যযিথ তত্রাহঃ । সমদৃশঃ সমদৃষ্টয়ঃ । তাসাং যযিন্ বসুনি দৃষ্টিস্তস্মিন্বেব বসুনি তদমুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ । অত্র চত্বারোগনা বর্ণিতান্ত্র পূর্ব্বাঙ্গগতো মুনীগণদৈত্যগণৌ যথাসমপ্রাপ্যৌ তথৈবো-ত্তরার্ঙ্গগতো গোপীগণশ্রুতিগণৌ সমপ্রাপ্যৌ পৃথক্-পৃথগপি শঙ্কাভ্যামবগম্যোতে । ইতিহাসশ্চাত্র বৃহদ্বামনে উত্তরস্থানে থিলে । ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজিতঃ । তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্ততো বেদৈঃ পরাংপরঃ । চিরং স্তত্যা ততস্তষ্ঠঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা । তুষ্ঠোহস্মি ক্রত ভো প্রাজ্ঞা বয়ং যন্মনসীপ্সিতম্ । শ্রুতয় উচুঃ । যথা স্তল্লোকবাসিষ্ঠঃ কামতত্নেন গোপিকাঃ । ভজন্তি রমণং মহা চিকীর্ষাজনি নস্তথা ॥ শ্রীভগবানুবাচ । দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুগ্মাকং স্তম্ননোরথঃ । ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ আগামিনি বিরিকৌতু জাতে স্তম্ভ্যর্থমুচ্ছতে । কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥ পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে । বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে । জারধর্ম্মেণ স্তম্নেহং স্তদৃঢ়ং সৰ্ব্বতোহধিকম্ । যয়ি সংপ্রাপ্য সৰ্ব্বৈহপি ক্রূতকৃত্যা ভবিষ্যথ ॥ ব্রহ্মোবাচ । শ্রুত্বতচ্চিস্তয়ন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরং । উক্তকালং সমাসাচ্চ গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতা ইতি ॥ অত্র আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি । অর্থশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্তব্যঃ অশ্রু সাধনাচ্ছাহ । শ্রোতব্যঃ শ্রীগুরোর্মুখাদুপক্রমাদিতিস্তাংপর্য্যোণাবধারণিতব্যঃ । মন্তব্যঃ অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনা-নিবারণায় স্বয়ং পুনর্বিচারণীয়ঃ । নিদিধ্যাসিতব্য ইতি । নির্বর্গনস্ত নির্ধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরোক্তে নির্ধ্যানং দর্শনম্ । তন্ত্বেচ্ছা নিদিধ্যাসনম্ । মন্ত্যর্থসম্যঙ্মননপূর্ব্বক-জপাভ্যাসাং স্বেষ্টদেবঃ স দিদৃক্ষিতব্য ইত্যর্থঃ । দিদৃক্ষাভ্যাসাং দ্রষ্টব্য ইতি । বেদনাং কামতাবেচ্ছায়াং তু যং মাং স্ত্বত্বা নিষ্কামঃ সকামো ভবতীতি কৃষ্ণোক্তিরূপা গোপালতাপনী-শ্রুতিঃ । ব্রজজীজনসংভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গত ইতি চ । অর্থশ্চ । ব্রজজীজনেষু সংভূতা বৃহদ্বামনপূরাণদৃষ্টতপোভিকৃৎপন্ন যাঃ শ্রুতয়স্তাভ্যো হেতুভ্যঃ তাঃ প্রাপ্যোতি বা কৃষ্ণো ব্রহ্মসঙ্গতঃ প্রাপ্তবেদাঙ্গসঙ্গোহভূৎ ॥ চক্রবর্তী ॥ ৪৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

শ্লো। ৪৮ । অম্বয় । নিভৃতমক্ৰম্ননোক্ষদৃঢ়যোগযুক্তঃ (প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমনপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত) মুনয়ঃ (মুনীগণ) হৃদি (হৃদয়ে) যৎ (যাহা—যে নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যাত্ত্বের) উপাসতে (উপাসনা করে), অরয়ঃ (শক্রগণ) অপি (ও) তে (তোমার—তোমার ভগবদাকারের) স্মরণ প্রভাবে—ভয়বশতঃ সৰ্ব্বদা স্মরণ করিয়াছে বলিয়া) তৎ (তাহা—সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব) যযুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে) । উরগেন্দ্রভোগভূজদণ্ড-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

বিষক্তধিয়ঃ (নাগরাজ-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি) স্থিয়ঃ (জীগণ—তোমার নিত্যকান্তা শ্রীরাধিকাদি রমণীগণ) [যং—যাঃ] (যে) অজিষ্মরোজস্বধাঃ (চরণপদ্মের স্বেদা) [হৃদি উপাসতে] (সাক্ষাদ্ বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন), সমদৃশঃ (তুল্যদৃষ্টি, স্বদীয়-প্রেয়সীগণতুল্যদৃষ্টি—তদ্ব্যবহাঙ্গতভাবা) বয়ং (আমরা—ঐক্যভিমানিনী দেবতাগণ) অপি (ও) সমাঃ (তুল্যা—গোপীদেহপ্রাপ্তিবশতঃ তাঁহাদের তুল্য) [সত্যঃ] (হইয়া) [তৎ—তাঃ] (সেই) [অজিষ্মরোজস্বধাঃ] (চরণ-পদ্মের স্বেদা) (যযুঃ) (প্রাপ্ত হইয়াছি) ।

অনুবাদ । ঐক্যভিমানিনী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমনপূর্বক দৃঢ়-যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্ব উপাসনা করেন (উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হইবেন), তোমার শত্রুগণও (সর্বদা তোমার অনিষ্ট-চিন্তায় বা তোমার প্রতি ভয় বশতঃ সর্বদা) তোমার স্মরণ করিয়া তাহা (সেই ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্ব) পাইয়াছে । আর, সর্পরাজের শরীরতুল্য স্বদীয় ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি শ্রীরাধাপ্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার যে চরণ-সরোজস্বধা সাক্ষাদ্ বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বন পূর্বক আমরাও তাঁহাদের তুল্য (সেই চরণ-সরোজস্বধা) প্রাপ্ত হইয়াছি ।” ৪৮

নিভৃতমকুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ—নিভৃত (সংযমিত) হইয়াছে মকুং (প্রাণবায়ু), মন এবং অক্ষ (ইন্দ্রিয়) সমূহ ঐহাদিগকর্তৃক এবং দৃঢ়যোগযুক্ত ঐহারা—ঐহারা, প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযমিত করিয়া কঠোর ব্রতপালনপূর্বক যোগচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ মুনয়ঃ—ধ্যানপরায়ণ মুনিগণ হৃদি—হৃদয়ে, চিন্তে যং—ঐহাকে, যে নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বকে উপাসতে—উপাসনা করেন, এবং উপাসনা দ্বারা যে ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইবেন—যে ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়া যাবেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার (ভগবানের) অরয়ঃ—কংসাদি শত্রুগণও সর্বদা তোমার অনিষ্ট চিন্তায় বা তোমার ভয়ে সমস্ত হইয়া যে তোমায় স্মরণ করে, সেই স্মরণাৎ—সেই স্মরণের প্রভাবেই তাহারা তৎ যযুঃ—সেই ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে । এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ বহুকষ্টে মুনিগণ যে ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবানের শত্রুগণও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে—কেবল তোমার স্মরণের প্রভাবে; দ্বিতীয়তঃ, মুনিগণ অপরিচ্ছিন্নরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া যাহা পায়, অরিগণ পরিচ্ছিন্নরূপে ভগবানের স্মরণ করিয়াও তাহাই পায়; তৃতীয়তঃ, মুনিগণ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক ভগবদ্বুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যাহা পায়, অরিগণ ভগবান্কে মনুষ্যবুদ্ধিতে হিংসা করিয়াও তাহাই পায় । এই এক আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া ঐক্যগণ অপর এক আশ্চর্য্যের কথা বলিতেছেন—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্কে । উরগেদ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ—উরগ অর্থ সর্প; সর্পদের মধ্যে ইন্দ্র বা শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি উরগেদ্র—সর্পরাজ; তাঁহার ভোগ বা দেহ উরগেদ্রভোগ; তাদৃশ ভুজরূপদণ্ডে বিশেষরূপে আসক্তা ধী (বা বুদ্ধি) যে সমস্ত রমণীর, তাঁহারা হইলেন উরগেদ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ঃ; সর্পের শরীর যেমন ক্রমশঃ সর হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাহ ও তদ্রূপ ক্রমশঃ সর, তাই শ্রীকৃষ্ণের বাহ অত্যন্ত সুন্দর; শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ভুজযুগলে ব্রজসুন্দরীদের চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে; সেই বাহযুগলদ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার লোভে তাঁহারা লুপ্তচিত্ত (ইহাদ্বারা ইহাও স্মৃতি হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বিহু—অপরিচ্ছিন্ন—বস্তু হইলেও ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করেন; যাহা হউক) এতাদৃশী স্থিয়ঃ—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদি রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে অজিষ্মরোজস্বধাঃ—অজিষ্ম (চরণ) রূপ সরোজ (পদ্ম), তাহার স্বেদা (স্পর্শমাধুর্য্য), পদ্মের ছায় সুদৃশ্য এবং সুকোমল চরণযুগলের স্পর্শজনিত মাধুর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সমদৃশঃ—সমানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাদেরই পন্থার অনুসরণপূর্বক বয়মপি—আমরাও, ঐহারা স্বয়ং ভগবান্কে নিরবচ্ছিন্ন বলিয়াই মনে করেন, সেই ঐক্যভিমানিনী দেবতাগণও সমাঃ—কায়বাহুদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের ছায়াই গোপীদেহ লাভ করিয়া তাঁহাদেরই তুল্য হইয়া তাহাই—শ্রীকৃষ্ণের সেই অজিষ্মরোজস্বধাই পাইলাম ।

‘সমদৃশ’-শব্দে কহে সেইভাবে অনুগতি ।

‘সমা’-শব্দ কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ॥ ১৮১

‘অজিৎ পদ্মসুধা’ কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ ।

বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

এইস্থলে আশ্চর্যের হেতু এই যে—প্রথমতঃ, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেমসী ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম পক্ষে ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে ; কিন্তু শ্রুতিগণ নিত্যপ্রেমসী নহেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শভ ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের নাগর বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিচ্ছিন্নরূপেই মনে করিয়াছেন, আর শ্রুতিগণ ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে অপরিচ্ছিন্ন রূপেই মনে করিয়াছেন ; তথাপি ব্রজসুন্দরীগণের হায় শ্রুতিগণও শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা পাইলেন—ব্রজে গোপীদেহ পাইলেন—ব্রজগোপীদের আনুগত্যের প্রভাবে ।

বৃহদ্বামন-পুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রুতিভিনানিনী দেবীগণ বহুকাল-যাবৎ ভগবানের শুব করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের শুব তুষ্ট হইয়া ভগবান্ পরোক্ষে (দৈববাণীরূপে) তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । তখন তাঁহারা বলিলেন—ব্রজে গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, সেই ভাবে তাঁহাদেরও ভজনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে । তখন ভগবান্ বলিলেন—“শ্রুতিগণ, তোমাদের এই অভিলাষ দুর্ঘট ; যাহা হউক, আমি তাহা অনুমোদন করিলাম, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে । আমি যখন ভারত-ক্ষেত্রে মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইব, তখন তোমরাও আমার প্রতি উপপতিভাব-পোষণ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারিবে ।” ইহার পরে শ্রুতিগণ বহুকাল পর্যন্ত ভগবানের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন এবং গোপীদেহ লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিলেন । তাঁহারা কি ভাবে ভজন করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে তাঁহাদের নিজের মুখেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে ।

১৭৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক । ব্রজগোপীদের ভাবগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রুতিভিনানিনী দেবতাগণ ভাবযোগ্য গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিলেন ।

১৮১-৮২ । এই দুই পয়ারে “নিভৃতমরুৎ” ইত্যাদি শ্লোকের প্রকরণ-সঙ্গত তাৎপর্য প্রকাশ করিতেছেন ।

শ্রুতিগণ গোপীদের আনুগত্য স্বীকার পূর্বক রাগানুগা-মার্গে ভজন করিয়া যে ব্রজে ভাবযোগ্য দেহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে “নিভৃতমরুন্মনোক্ষ” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, এই শ্লোক হইতে কিরূপে উক্ত বিষয় প্রতিপাদিত হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্লোকোক্ত সমদৃশঃ, সমাঃ এবং অজিৎ পদ্মসুধাঃ, এই তিনটি পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

সমদৃশ—শ্রীপাদ বিখনাথচক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় “সমদৃশঃ” শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন :—সমদৃশঃ সমদৃষ্টয়ঃ তাসাং যস্মিন্ বস্মনি দৃষ্টিস্তস্মিন্ বস্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ । অর্থাৎ তাঁহাদিগের (গোপীদিগের) যে পথে দৃষ্টি, তাঁহাদের অনুগমন করিয়া সেই পথেই দৃষ্টি দিয়াছে বাহারা, তাহারাই “সমদৃশঃ” (তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন) ।

শ্রীপাদজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন, “সমদৃশঃ তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্য ইত্যর্থঃ ।” অর্থাৎ গোপীদের ভাবের অনুগত ভাববৃত্ত—ইহাই “সমদৃশঃ” শব্দের অর্থ ।

উভয়-টীকাকারের মতেই বুঝা গেল—“ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ভজন করে বাহারা, তাহারাই উক্ত শ্লোকে সমদৃশঃ-শব্দবাচ্য । এজন্য কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—“সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি ।” **সেই ভাবে**—গোপীদের ভাবে । অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে গোপীদের ভাব লইয়া তাঁহাদেরই আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিয়াছিলেন, “সমদৃশঃ”-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায় ।

সমা—চক্রবর্তীপাদ লিখিয়াছেন, “সমাঃ তপসা গোপীস্বপ্রাপ্ত্যা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ ।” ভজনের দ্বারা গোপীস্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রজগোপীদের তুল্য রূপ পাইয়াছেন বাহারা, সেই শ্রুতিগণই গোপীদের “সমাঃ ।”

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০৩২১)

নায়ং স্মৃথাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ

জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ, শ্রীভাগবতেহস্মিন্ ভগবৎ-প্রেমৈব সর্বশুক্লার্থশিরোমণিহেনোদযুগ্মতে তস্ম মূলভূতাশ্রয়ানাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধত্ব এব তস্ম নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ তেষপি মধ্যে গোকুল-বর্তিনস্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠা যেষাং বাৎসল্যাদি-ভাববিষয়ীভূতঃ কৃষ্ণস্তদনুগমন-ভক্তিমন্দিরেব সুলভো নাষ্টৈরিত্যাহ নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতঃ ন স্মৃথাপঃ। কেবাং দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং জ্ঞানিনাং দেহাধ্যাসরহিতানাং আআরামভক্তানাং তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“সমাঃ শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্ত্যা কার্যবাহেন তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ”—অর্থ পূর্ববৎই।

উভয়-টীকাকারের মত হইতেই বুঝা গেল—গোপীদের তুল্য দেহ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই শ্রুতিগণকে গোপীদের “সমাঃ” (তুল্যা) বলা হইয়াছে। এজতাই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন “সমা-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি।” অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে গোপীদেহ ও গোপীরূপ লাভ করিয়াছেন, “সমাঃ”-শব্দের অর্থ দ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

অজিষ্ম পদ্বাস্থধা। অজিষ্ম—চরণ। পদ্বাস্থধা—কমল। অজিষ্ম পদ্বাস্থধা—চরণ-কমলের মধু।

শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন :—“অজিষ্ম পদ্বাস্থধা—তদীয়স্পর্শমাধুর্য্যাদি” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শজনিত মাধুর্য্য, অথবা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ। এজতাই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—“অজিষ্ম পদ্বাস্থধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।” অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, শ্লোকোক্ত “অজিষ্ম পদ্বাস্থধা” শব্দের অর্থ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

এখন উক্ত শ্লোকের সমদৃশ, সমা এবং অজিষ্ম পদ্বাস্থধা, এই তিনটি শব্দের অর্থ হইতে বুঝা গেল—(১) শ্রুতিগণ গোপীদের অনুগত হইয়া তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ভজন করিয়াছিলেন ; (২) এইরূপ ভজনের ফলে তাঁহারা শ্রীমন্নন্দব্রজে ভাবযোগ্য গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন এবং (৩) গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বিধিমার্গ—বৈধীভক্তি। অমুরাগের অভাবহেতু কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনের ভয়ে যে ভক্তিতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে। প্রাণের টানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হইলে, তাহাকে রাগানুগামার্গ বলে ; যদি প্রাণের টান কিছুমাত্র না থাকে, পরন্তু—শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে অস্তিমে নরক-ভোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি—ভয়েই ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে তাহাকে বিধিমার্গ বলে। ২১২২৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই শ্রীমন্নন্দব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়—তাহা বলিয়া এখন বলিতেছেন—রাগানুগামার্গে না ভজিয়া যদি কেবল বিধিমার্গেই ভজন করা যায়, তবে কখনও ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যাইবে না। বিধিমার্গের ভজনে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অপর-রূপ শ্রীনারায়ণাদিকে পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে না। “বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ * * ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ ১০৩১৩-১৫ ॥”

ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজভাব অঙ্গীকার ব্যতীত যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ;

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। অয়ং (এই) ভগবান্ (ভগবান্) গোপিকাসুতঃ (যশোজ্ঞানন্দন-শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তিমতাং (ভক্তিমান্দের পক্ষে) যথা (যেমন) স্মৃথাপঃ (স্মৃথলভ্য—অনায়াসলভ্য), দেহিনাং (দেহাভিমাত্রীদিগের) জ্ঞানিনাং

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ।

। রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ১৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যোগ্যতায়ান্ নিষেধসম্ভবাৎ । আত্মভূতানাং পূৰ্ব্বশ্লোকনির্দিষ্টানাং বিরুদ্ধতবশ্রিয়াম্ । তত্র বিরুদ্ধতবায়োঃ স্বাবতারস্থেন লক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপ-শক্তিস্থেনাত্মভূতত্বম্ । এবং ত্রিবিধজনানাং গোপিকাস্মতো ভগবান্ ন স্মৃথাপঃ । কিং তদিত্তি বিকুষ্ঠা কৌশল্যা দিস্মৃত এব দুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি । যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্য-সখ্য-কাস্ত্যতাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু বা ভক্তিঃ স্ত্রিয় উরগেজ্জভোগ-ভুজদণ্ডেত্যাদিনা যথা স্বশ্লোকবাসিষ্ঠ ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা শ্রুত্যা দিভিরনু-গতিময়ী তদ্বতাং যথা স্মৃথাপস্মৃথা তেনেতি তেন গোপিকাঃ অনুগতিময়স্বনু-নতাদুঃখাঙ্গীকারস্ত বিরুদ্ধ-তব-লক্ষ্ম্যা দিভিরী-শ্বরভিমানিভিঃ স্বশ্লোকস্থিতৈর্দুঃশক এব অচ্ছেবাস্ত তাদৃশোপদেশস্তালাভদরোচকত্বাচ্চ তদনুগত্যভাব এবেতি ভাবঃ । তত্র স্মৃথাপদুঃখাপশদ্ব্যভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী এবোচ্যতে ইতি কেচিদ্ধাঃ । চক্রবর্তী । ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

(দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদিগের) আত্মভূতানাং চ (এবং ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মী-আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও) ন তথা স্মৃথাপঃ (সেইরূপ স্মৃথলভ্য নহেন) ।

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন—“এই গোপিকাস্মৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের পক্ষে যেমন স্মৃথ বা অনায়াসলভ্য, দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদিগের পক্ষে, এমন কি ব্রহ্মা, শিব বা লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও তিনি তত অনায়াসলভ্য নহেন । ৪২

দেহিনাং—দেহাদিতে অভিমান আছে যাহাদের, সে সমস্ত লোকদের পক্ষে, কিম্বা **জ্ঞানিনাং—**দেহাদিতে অভিমানশূন্য জ্ঞানমার্গের লোকদের পক্ষে, এমন কি **আত্মভূতানাং—**ভগবানের স্বরূপভূতদের পক্ষেও (ব্রহ্মা ও শিব নিজের অবতার বলিয়া ভগবানের আত্মভূত, লক্ষ্মী তাঁহার স্বরূপশক্তি বলিয়া আত্মভূত ; কিন্তু এই সমস্ত আত্মভূত ব্যক্তিগণের পক্ষেও) ভগবান্ গোপিকাস্মৃত সেইরূপ স্মৃথ নহেন,—যেমন স্মৃথ তিনি ভক্তিমানদের পক্ষে । **গোপিকাস্মৃতঃ—**যশোদানন্দন ; পরম-বাৎসল্যময়ী গোপিকা-যশোদার নামে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে পরিচিত করার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যময়ী যশোদার প্রেমের অধীন । ইহার উপলক্ষণে—তিনি যে দাস্ত, সখ্য এবং মধুর ভাবের ব্রজপরিকরগণেরও প্রেমের অধীন, তাহাও স্মৃতি হইতেছে । এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপরিকরদের প্রেমের বশীভূত বলিয়া ব্রজপরিকরগণ কৃপা করিয়া যাহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের প্রেমবশতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন । তাই ব্রজে কৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিতে হইবে—যেন ব্রজপরিকরগণ এই আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা দান করিতে ইচ্ছুক হইবেন । এইভাবে যাহারা ভজন করেন, তাদৃশ **ভক্তিমতাং—**ভক্তিমানদিগের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ স্মৃথলভ্য ।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজ ; আর যাহারা আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা—ব্রহ্মা, শিব, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী হইলেও—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন না । এইরূপে অষয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে দেখান হইল যে—ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগামার্গের ভজনেই ব্রজেজ্ঞ-নন্দনের সেবা পাওয়া যাইতে পারে ।

১৮৩ । ১৭৭ পর্যায়োক্ত (সেই গোপীভাবাস্মৃতে ইত্যাদি) বাক্যের উপসংহার করিতেছেন ১৮৩-৮৬ পর্যায় ।

অতএব—রাগানুগামার্গেই ব্রজে ব্রজেজ্ঞ-নন্দনকে পাওয়া যায় বলিয়া এবং বিধিমার্গে পাওয়া যায় না বলিয়া ।

চিন্তে—চিন্তা করে । **রাধাকৃষ্ণের বিহার—**শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা । দিন ও রাত্রির মধ্যে যে সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে লীলা করেন, সেই সময়ে সাধক সেই লীলা ভাবনা করিবেন এবং নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই সেই লীলাস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন । ইহাই রাগানুগামার্গে মানসিক ভজনের স্থল বিধি ।

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঁই সেবন ।
 সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ১৮৪
 গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ।
 ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে । ১৮৫
 তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন ।
 তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৮৬
 তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)
 নায়াং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ
 স্বর্ঘোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহুচ্যঃ ।

রাসোৎসবেহস্ত ভুজদগুহীতকণ্ঠ-
 লক্ষ্মীশিবাং য উদগাদব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫০
 এতশুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
 দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ ১৮৭
 এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোড়াইলা ।
 প্রাতঃকালে নিজনিজকার্য্যে দৌহে গেলা ॥ ১৮৮
 বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
 রামানন্দরায় কহে মিনতি করিয়া ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৮৪। সিদ্ধদেহ—অন্তর্নিহিত ভাবযোগ্য-দেহ । শ্রীগুরুদেব এই দেহ নির্দিষ্ট করিয়া দেন । তাহাও—
 শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলে । সেবন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা । সখীভাবে—সেবাপরায়ণা মঞ্জরী (দাসী)
 রূপে । “এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে । হেন শুভদিন মোর কত দিনে হবে ॥ শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী
 হেথা আয় । সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ স্বরায় ॥” “কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দৌহা
 বাক্য শুনি । মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥ অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল । সেবাকার্য্য দিয়া তবে
 হেথায় রাখিল ॥” “সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক-বসন-নানারঙ্গে । এই সব সেবা যার, দাসী যেন হও
 তাঁর, অনুলক্ষণ থাকি তার সঙ্গে ।” শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয়ের উক্ত রূপ প্রার্থনাদি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়,
 শ্রীযুগল-কিশোরের সেবাপরায়ণা দাসী (মঞ্জরী)-দেহই রাগানুগামার্গে গোপী-ভাবানুগত সাধকের প্রার্থনীয় ।
 ২।২২।৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৮৫। গোপী-অনুগতি বিনে—কাস্তাভাবের সেবায় ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া ।
 ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, আর আমি তাহার
 তুলনায় ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণা হইতেও ক্ষুদ্র—ইত্যাদি ভাব হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখিয়া । ১।৩।১৪ পয়ারের
 টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৮৬। তাহাতে দৃষ্টান্ত—গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে
 যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না, লক্ষ্মীই তাহার দৃষ্টান্ত ।

লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী ; ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও দিক্‌পালগণ তাঁহার চরণসেবা করেন ; কাহারও আনুগত্যে
 তিনি অভ্যস্তা নহেন ; প্রভুত্বই তিনি অভ্যস্তা । যাহারা প্রভুত্বই অভ্যস্ত, অতএব আনুগত্য স্বীকারের হীনতা
 তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না । তাই বোধ হয় লক্ষ্মীদেবী ব্রজসুন্দরীদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; তাহার
 ফল হইল এই যে, কঠোর ভজন করিয়াও তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইলেন না ; তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে
 একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । লক্ষ্মীদেবী যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্ত উৎকট তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহার
 প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় । “যদ্বাঙ্গায়া শ্রীললনাচরন্তপো বিহায় কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১০।১৬।৩৬॥”

শ্লো। ৫০। অম্বয় । অম্বয়াদি ২।৮।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১৮৭। এত শুনি—পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ও রাগানুগামার্গের ভজন-প্রণালী-আদি শুনিয়া । তারে—
 রায়-রামানন্দকে । গলাগলি করেন ক্রন্দন—প্রেমাবেশে গলাগলি হইয়া ক্রন্দন করেন ।

১৮৯। বিনতি—বিনয়, দৈন্ত ।

মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহা আগমন ।
 দিন-দশ রহি শোধ' মোর দুর্ঘটন ॥ ১৯০
 তোমা বিনা অণু নাহি জীব উদ্ধারিতে ।
 তোমা বিনা অণু নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ ১৯১
 প্রভু কহে—আইলাঙ' শুনি তোমার গুণ ।
 কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ১৯২
 যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা ।
 রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ১৯৩
 দশদিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব' ।
 তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ১৯৪
 নীলাচলে তুমি-আমি রহিব একসঙ্গে ।
 স্থখে গোড়াইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৯৫
 এত বলি দৌহে নিজনিজ কার্যে গেল ।
 সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিয়া মিলিল ॥ ১৯৬
 অণ্ডোণ্ডে মিলিয়া দৌহে নিভূতে বসিয়া ।

প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥ ১৯৭
 প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর ।
 এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ১৯৮
 প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ? ।
 রায় কহে—কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা নাহি আর ॥ ১৯৯
 কীর্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি ? ।
 কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ ২০০
 সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গনি ? ।
 রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সে-ই বড় ধনী ॥ ২০১
 দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ? ।
 কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনু দুঃখ নাহি আর ॥ ২০২
 মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ? ।
 কৃষ্ণপ্রেম যার—সে-ই মুক্ত-শিরোমণি ॥ ২০৩
 গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম ? ।
 রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৯১ । কৃষ্ণপ্রেম—কোন কোন গ্রন্থে “ব্রজপ্রেম” পাঠ আছে । মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামানন্দ-রায় তাহা অল্পভব করিয়াছেন ; তাই বলিলেন—“তোমা বিনা অণু নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥” কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অণু কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না । “সম্ভবতারা বহবঃ পঞ্চজনাভ্যন্ত সর্বতোভদ্রাঃ । কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥”

১৯৩ । যৈছে শুনিল—সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের মুখে তোমার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম । জ্ঞানের তুমি সীমা—তুমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তত্ত্ব ও তাঁহাদের বিলাসাদির তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ ।

১৯৭ । অণ্ডোণ্ডে—পরস্পর । নিভূতে—নির্জনে । প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী—প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী । তত্ত্বকথাদি সম্বন্ধে একজন প্রশ্ন করেন, আর একজন উত্তর দেন, এইভাবে ।

১৯৯ । যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকে বলে বিদ্যা । শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব ; স্মতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, তাঁহার আর অজানা কিছু থাকে না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্রূপে জানিবার একমাত্র উপায় হইল কৃষ্ণভক্তি ; স্মতরাং কৃষ্ণভক্তিই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা । “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি । ছান্দোগ্য । ৬।১।৩ ॥”

২০০ । যিনি খুব বড় কাজ করেন, তাঁহারই খুব বড় কীর্তি ; শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা অপেক্ষা বড় কাজ আর কিছুই থাকিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার একমাত্র উপায় হইল কৃষ্ণপ্রেম ; স্মতরাং কৃষ্ণপ্রেম যাহার আছে, তিনিই সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তিশালী । ভক্তের মহিমা-খ্যাপনে ভগবান্ও অত্যন্ত আনন্দ পান । ইহাই ভক্তকীর্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ।

২০৪ । জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাহার নিজ ধর্ম বা স্বরূপাচুবন্ধি কর্তব্য ; রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রীত হইবেন ; স্মতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলাগানই হইল জীবের নিজধর্ম বা স্বরূপাচুবন্ধি কর্তব্য ।

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ? ।
 কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥ ২০৫
 কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ? ।
 কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥ ২০৬
 ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান ? ।
 রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান ॥ ২০৭
 সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাহাঁ বাস ? ।

ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাহাঁ লীলা রাস ॥ ২০৮
 শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ? ।
 রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥ ২০৯
 উপাস্তোর মধ্যে কোন্ উপাস্ত প্রধান ? ।
 শ্রেষ্ঠ উপাস্ত—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥ ২১০
 মুক্তি-ভক্তি-বাঞ্ছা যেই কাহাঁ দৌহার গতি ?
 স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

২০৫ । শ্রেয়ঃ—মঙ্গল । কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে বলিয়া কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই জীবের প্রধান শ্রেয়ঃ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে মঙ্গলজনক ।

২০৬ । করে অনুক্ষণ—সর্ব্বদা করা উচিত । কৃষ্ণ-নাম ইত্যাদি—“অর্থব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ”—এই (পাদ্ম । ৭২।১০০) বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই জীবের প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য । “সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা ।” “মনের স্মরণ প্রাণ”—ইত্যাদিই স্মরণ সম্বন্ধে শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ের উক্তি ।

২০৭ । ধ্যেয়—ধ্যানের বস্তু । রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ইত্যাদি—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-কমলের ধ্যানই জীবের প্রধান ধ্যান ।

২০৯ । কর্ণ-রসায়ন—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ।

২১০ । যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম—রাধাকৃষ্ণ নামক যুগল ; যাহাদের নাম শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ, সেই যুগল (বা উভয়) হইলেন শ্রেষ্ঠ উপাস্ত । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত স্বরূপই পরম-স্বরূপ বলিয়া তাঁহারাি শ্রেষ্ঠ উপাস্ত বা পরম উপাস্ত । অথবা, নাম ও নামীর অভেদবশতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই শ্রেষ্ঠ উপাস্ত । “রাধেতি নাম নবসুন্দর-গীতযুগ্মং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাঙ্কুর-গাঢ়দুগ্ধম্ । সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমে ন রম্যং কৃষ্ণা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥ ‘রাধা’ এই নামটী নূতন সুন্দর অমৃতের স্থায় মনোমুগ্ধকর ; আর ‘কৃষ্ণ’ এই নামটী মধুর অঙ্কুর গাঢ়দুগ্ধতুল্য ; হে ক্ষুধার্ত্ত-রসনা, সুরভি রাগ (অমুরাগ) রূপ হিমের দ্বারা রমণীয় করিয়া তাহা সর্ব্বক্ষণ পান কর । দাসগোস্বামীর অতীষ্টস্মৃচন । ১০ ॥” শ্রীলনরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—“যুগল-চরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে । কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ॥ ৫৪ ॥ রাধাকৃষ্ণ নাম গান, সেই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ ॥ প্র. ভ. চ. ॥ ৬৭ ॥ কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকাচরণ পাই, রাধানামে পাই কৃষ্ণচন্দ্র ॥ প্র. ভ. চ. ॥ ১০৪ ॥” শ্রীমদাস-গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—“অজাণ্ডে রাধেতি স্মরদতিধয়াসিতজনয়াহনয়া সাকং কৃষ্ণং তজ্জতি য ইহ প্রেমমগিতঃ । পরং প্রক্ষাল্য প্রক্ষাল্যেতচ্চরণকমলে তজ্জল-মহো মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥-স্বনিয়মদশকম্ ॥ ৭ ॥”

২১১ । যাহারা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের গতি হইল ব্রহ্মসায়ুজ্য ; এই ব্রহ্মসায়ুজ্যকে বৃক্ষাদি-স্থাবরদেহে অবস্থিতির মতন বলা হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে, বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি স্থাবর-দেহাবিষ্ট জীব প্রাকৃতিক নিয়মে সামান্য কিছু আনন্দ অল্পভব করিতে পারিলেও যেমন আনন্দের বৈচিত্রী অল্পভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সায়ুজ্যপ্রাপ্ত জীবও আনন্দময়-ব্রহ্মের সহিত তাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসত্ত্বায় লীন হইয়া যায় বটে এবং অব্যক্তশক্তিক আনন্দসত্ত্বায় স্বরূপাধিবন্ধী ধর্ম্মবশতঃ সামান্য আনন্দমাত্র অল্পভব করিতে পারে বটে ; কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দবৈচিত্রীর অভাববশতঃ কোনওরূপ আনন্দ-বৈচিত্রীই অল্পভব করিতে পারে না ।

আবার, যাহারা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, সিদ্ধাবস্থায় স্বস্ব-ভাবানুকূল পার্শ্বদেহে শ্রীকৃষ্ণসমীপেই তাঁহারা অবস্থান করিয়া ভাবানুকূল লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা কারতে পারেন । তাঁহাদের এই সেবাপ্রাপ্তিকে দেবেদেহে অবস্থিতির তুল্য

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিষফলে ।
 রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাত্ম-মুকুলে ॥ ২১২
 অভাগিয়া জ্ঞানী আশ্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান ।
 কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান ॥ ২১৩
 এইমত দুই জন কৃষ্ণকথারসে ।
 নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥ ২১৪

দৌহে নিজনিজ কার্যে চলিলা বিহানে ।
 সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥ ২১৫
 ইচ্ছাগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ ।
 প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ২১৬
 কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার ।
 রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বলা হইয়াছে ; তাহার কারণ এই যে, দেবদেহাবিষ্ট জীব যেমন স্বচ্ছন্দভাবে নানাবিধ সুখ উপভোগ করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বভক্ত তদ্রূপ বিবিধ-বৈচিত্রীময় লীলারস আশ্বাদন করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারেন ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “মুক্তি-ভক্তি”-স্থলে “মুক্তি-ভুক্তি”-পাঠ দৃষ্ট হয় ॥ ভুক্তি অর্থ—ইহকালের সুখভোগ বা পরকালের স্বর্গাদি-সুখভোগ । এই সুখ যাহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তির কৃপা হয় না । “ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । তাবৎ ভক্তি-সুখাশ্রিত কথমভ্যদয়োভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ১:২১:১৫ ॥” এইরূপ ভুক্তিবাসনা আশ্রয়িত-প্রীতি-ইচ্ছামূলক কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে ; সুতরাং ভুক্তিবাসনা যাহাদের আছে, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারেন না । অথচ পরবর্তী ২১২ এবং ২১৩ পয়ারের প্রথমার্ধে মুক্তিকামী জ্ঞানীর কথা এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রেমিক ভক্তের কথা বলা হইয়াছে ; এই পয়ার দুইটী ২১১ পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধেরই বিবৃতি । “ভুক্তির” পরিবর্তে “ভক্তি”-পাঠ হইলেই ২১২:২১৩ পয়ারোক্তির সার্থকতা থাকে ; “ভুক্তি” পাঠের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধই নাই । তাই “মুক্তি-ভক্তি”-পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয় । “ভুক্তি”-পাঠ লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয় ।

২১২ । কাক ও কোকিলের দৃষ্টান্তদ্বারা মুক্তজীব ও ভক্তজীবের পার্থক্য দেখাইতেছেন । অরসজ্ঞ কাক—প্রেমরসে অনভিজ্ঞ (অজ্ঞ) জ্ঞানমার্গের সাধকরূপ কাক ; যাহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, সাযুজ্য-মুক্তিকামী, তাঁহারা প্রেমরসের মর্ম্ম জানেন না ; তাঁহাদিগকে কাকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ; কারণ, কাক যেমন-সুস্বাদু আমের মুকুল খায় না, অথচ স্বাদহীন নিষফল খায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী জ্ঞানমার্গের সাধকের ভক্তিরসে রুচি নাই, রুচি থাকে সাযুজ্যমুক্তিতে, যাহাতে কোনওরূপ লীলা নাই, আনন্দ-বৈচিত্রী নাই ।

রসজ্ঞ কোকিল—ভক্তিরসে অভিজ্ঞ ভক্তরূপ কোকিল ; যাহারা ভক্তিমার্গের সাধক, শ্রীকৃষ্ণসেবাই যাহাদের একমাত্র কামনা, তাঁহাদিগকে কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ; যেহেতু, কোকিল যেমন সুস্বাদু আম-মুকুলই ভালবাসে, তাঁহারাও তদ্রূপ বিবিধ-রসবৈচিত্রীর উৎস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই একাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করেন । জ্ঞান-নিষফলে—জীবেশ্বরের ঐক্যজ্ঞানরূপ নিষফল । প্রেমাত্মমুকুল—কৃষ্ণপ্রেমরূপ আমমুকুল ।

২১৩ । পূর্বপয়ারের মর্ম্ম আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে ; এই পয়ারে ।

অভাগীয়া—অভাগ্য ; হতভাগ্য ; দুর্ভাগ্য । জ্ঞানী—জ্ঞানমার্গের সাধক, যিনি জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ বলিয়া মনে করেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্যপ্রাপ্তিই যাহার একমাত্র কাম্য । রস-বৈচিত্রীর আশ্বাদন হইতে বঞ্চিত বলিয়া জ্ঞানীকে “অভাগীয়া” বলা হইয়াছে । শুষ্কজ্ঞান—রসবৈচিত্রীহীন জ্ঞান (জীবেশ্বরের ঐক্যজ্ঞান বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান) ।

১২৯—২১৩-পয়ারে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও বস্তুতঃ সাধন-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত । ১৬২-৮৬ পয়ারে যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল অঙ্গী সাধন ; আর ১২৯-২১৩ পয়ারে সাধনের কতকগুলি অঙ্গের কথাই বলা হইয়াছে ।

২১৫ । বিহানে—প্রাতঃকালে ।

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ।

ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ ॥ ২১৮

অন্তর্যামি-ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে ।

বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ২১৯

তথাহি (ভাঃ ১।১।১)

জন্মান্তর যতোহম্মাদিতরতশ্চার্থেধভিজ্ঞঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহুস্তি যৎস্মরণঃ ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃদা

ধাম্মা স্বেন সদা নিরন্তরকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভ্যমানস্তত্র তত্রাপরিত্যক্তান্নাদোপদেশতঃ শ্রীমদভগবদ্গুণবর্ণন-প্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিণ্মুর্বেদব্যাসস্তং-প্রতিপাঠ-পরদেবতানুশ্রবণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি জন্মান্তরোতি । পরং পরমেশ্বরম্ । ধীমহীতি ধ্যায়তেলিঙি ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ । বহুবচনং শিখ্যাভিপ্রায়কম্ । তমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যামুপ-লক্ষয়তি । তত্র স্বরূপলক্ষণং সত্যমিতি । সত্যত্বে হেতুঃ যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং যান্নাশুণানাং তমোরজঃসন্ধানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপোহমৃদা সত্যঃ যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোহপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ । তত্র তেজসি বারিবুদ্ধি রীচিকায়াম্ প্রসিদ্ধা মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাदि যথাযথমুহম্ । যদ্বা । তত্শেব পরমার্থসত্যত্ব-প্রতিপাদনায় তদিতরশ্চ মিথ্যাস্বপ্নমুহম্ । যত্র মূর্ষেবায়াং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি যত্রেত্যেনে প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি স্বেনৈব ধাম্মা মহসা নিরন্তরং কুহকং কপটং যস্মিন্ তম্ । তটস্থলক্ষণমাহ জন্মান্দীতি । অস্ত্র বিশ্বস্ত্র জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি তত্র হেতুঃ অম্মাদিতরতশ্চ অর্থেষু কার্যেষু পরমেশ্বরশ্চ সঙ্কপেণাম্মাদাং অকার্যেভ্যঃ খপুস্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ । যদ্বা । অম্মরশন্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশন্দেন ব্যাবৃত্তিঃ অনুবৃত্তত্বাৎ সঙ্কপং ব্রহ্ম কারণং মৃৎস্ববর্ণাদিবৎ । ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ । যদ্বা । সাবয়বত্বাদম্মব্যতিরেকাত্যাৎ যদস্ত্র জন্মান্দি তদ্ যতো ভবতীতি সম্বন্ধঃ । তথাচ ঋতিঃ । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিশস্তীত্যাচ্চ । স্মৃতিশ্চ । যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে । যস্মিংশ্চ এলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাচ্চ । তর্হি কিং প্রধানং জগৎকারণত্বাৎ ধ্যেয়মিত্যভিপ্রেতং নেত্যাহ অভিপ্রো যন্তং স ঐক্ষত লোকানুৎসৃজাম ইতি স ইমান্ লোকানুৎসৃজতেত্যাদি ঋতেঃ ঐক্ষতের্নাশকমিতি দ্বায়াৎ । তর্হি কিং জীবঃ শ্রান্নেত্যাহ স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যন্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ । তর্হি কিং ব্রহ্মা । হিরণ্যগর্ভঃ সমবস্তুতাগ্রে ভূতস্ত্র জাতঃ পতিরেক আদীদীতি ঋতেঃ । নেত্যাহ তেনে ইতি আদিকবয়ে ব্রহ্মণেহপি ব্রহ্ম বেদং যন্তেনে প্রকাশিতবান্ । যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তত্শ্চ তং হ দেবমাঅবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপঞ্চে ইতি ঋতেঃ । নহু ব্রহ্মণোহুতঃ বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্ত্ব হৃদা মনসৈব তেনে । অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোহপি দর্শিতঃ । বক্ষ্যতি হি প্রোচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতস্তাহজস্ত্র সতীং স্মৃতিং হৃদি । সলক্ষণা প্রোচুরভুং কিলান্ততঃ স মে স্বধীণামৃষভঃ প্রসীদতামিতি । নহু ব্রহ্মা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

২১৮-১১৯ । ঈশ্বর অন্তর্যামী ; তিনি অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, প্রত্যেককেই উপদেশ দেন—কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে নহে ; কথাবার্তা বলিয়া নহে—উপদেশের মর্ম্ম তিনি নীরবে জীবের চিত্তে স্মুরিত করেন । এই ভাবেই তিনি ব্রহ্মাকে বেদ-উপদেশ করিয়াছিলেন—বেদের মর্ম্ম ব্রহ্মার চিত্তে স্মুরিত করিয়া । এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৫১ । অম্ময় । অর্থেষু (কার্য্যসমূহে—বস্তুসমূহে—সৃষ্ট বস্তুমাংসেই) অম্মাদাং (যাঁহার সংশ্রববশতঃ —যিনি সং-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐসকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে) ইতরতঃ চ (এবং অচ্ছ প্রকারেও — অকার্য্যসমূহে, অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদিবং অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদয়ের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছেনা), (অতএব) (এই হেতু—তাঁহার সম্বন্ধহেতু বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি জন্মে বলিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধাভাব হেতু অবস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি জন্মে না বলিয়া) অস্ত্র (ইহার—এই জগতের) জন্মান্দি (সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশ) যতঃ

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অপ্তপ্রতিবুদ্ধত্বায়েন স্বয়মেব বেদং উপলভতাম্ । নেত্যাহ যদ্ যস্মিন্ ব্রহ্মণি স্থরয়োহপি মুহুস্তি । তস্মাদ্ ব্রহ্মণোহপি পরাধীনজ্ঞানত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণম্ । অতএব সত্যঃ অসত্যঃ সত্ত্বাপ্রদত্বাচ্চ পরমার্থসত্যঃ সৰ্ব্বজ্ঞত্বেন চ নিরন্তকূহকলং ধীমহীতি গায়ত্র্যা প্রারম্ভণে চ গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎপুরাণমিতি দর্শিতম্ । যথোক্তং মৎস্তপুরাণে পুরাণদানপ্রস্তাবে । যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ । বৃত্তাস্তুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিচ্ছতে ॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দত্ত্বাঙ্কেমসিংহসমব্রিতম্ । প্রৌঢ়পত্ন্যাং পৌর্ণমাস্ত্যাং স যাতি পরমং পদম্ । অষ্টাদশমহাশ্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্তিতম্ ॥ পুরাণান্তরে চ । গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ । হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্তবধস্তথা । গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি । পদ্মপুরাণে চ অম্বরীষং প্রতি শ্রীগৌতমবচনম্ । অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু । পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি ॥ অতএব ভাগবতং নামাচ্ছদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্ । স্বামী । ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(যাঁহা হইতে) [ভবতি] (হয়), [যঃ] (যিনি) অভিঃ (সর্বজ্ঞ) স্বরাট্ (এবং স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞানবান), যং (যাহাতে—যে বেদে) স্থরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহুস্তি (মুগ্ধ হয়েন), [তৎ] (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদিকবয়ে (ব্রহ্মাতে) হৃদা (হৃদয়দ্বারা) [যঃ] (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন—সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকাশিত করিয়াছেন), যথা (যেরূপ) তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (তেজ, জল বা মৃত্তিকা-বিকার কাচের বিনিময়—তেজে, জলে বা কাচে ঐ সকল বস্তুর এক বস্তুতে অল্প বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ) যত্র (যাঁহাতে—যাঁহার সত্যতায়) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদি) অম্ববা (সত্য—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে) [অথবা, মৃষা (মিথ্যা—তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহাব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সমস্তই মিথ্যা—যাঁহার পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে], শ্বেন (স্বীয়) ধ্যানা (তেজঃপ্রভাবে) সদানিরন্তকূহকং (যাঁহাতে কূহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ সর্বদা নিরন্ত হইয়াছে, সেই) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি) ।

অনুবাদ । “যিনি সৃষ্টবস্তুমাত্রেই সং-স্বরূপে বর্তমান আছেন বলিয়া ঐসকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সম্ভার উপলব্ধি হইতেছে না ; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং তেজ, জল, বা মৃত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তুসকলের একবস্তুতে অল্প বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে [অথবা, তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, (যাঁহার পরমার্থসত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে)], এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কূহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ নিরন্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥”—শ্রীপাদ শ্রীমদাচার্য-গোস্বামী । ৫১

ব্যাসদেব শ্রীমদভাগবতের প্রথমে এই শ্লোকটী দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি । **সত্যং**—সত্যস্বরূপ এবং **পরং**—পরমেশ্বরকে **ধীমহি**—ধ্যান করি । “সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যশ্চ যোনিং নিহিতং চ সত্যো । সত্যশ্চ সত্যমৃতসত্যানেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।২। ২৬ ॥”—ইত্যাদি বাক্যে দেবগণ সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন । “সত্য”-শব্দের উপলক্ষণে, পরমেশ্বর যে “সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”-তাহাও স্মৃতিত হইতেছে । বৃহদ্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণ (১।২। ৫৭)-বচনানুসারে ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্ম পরমেশ্বর । পরং শব্দে এস্থলে পুরাণোক্ত “নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম”-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে । গোপালতাপনীশ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করার কথাই বলিয়াছেন—“তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ । পৃঃ ৫০ ।” এই শ্লোকে ধ্যেয় পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ দুইই বলা হইয়াছে । স্বরূপলক্ষণে তিনি সত্যঃ—সত্যস্বরূপ । তাঁহার সত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ এই যে—যত্র ত্রিসর্গোহুযা—তাঁহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিত বলিয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে ; এই প্রতীতির কারণই তাঁহার সত্যতা ; সুতরাং যিনি সত্যস্বরূপ, নচেৎ মিথ্যা গুণসৃষ্টি তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীত হইত না । অধিষ্ঠানের সত্যতায় মিথ্যা বস্তুও যে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন—যথা তেজোবারিমুদাং বিনিময়ঃ—অধিষ্ঠানের সত্যতা বশতঃই তেজ, জল ও কাচে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অগ্নি বস্তুর ভ্রমও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় । কাচে—দর্পণে—সূর্যের তেজঃ পতিত হইলে তাহাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে ; সেই প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ মিথ্যা ; কিন্তু মিথ্যা হইলেও তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; কারণ, তেজের অধিষ্ঠান সূর্য্য সত্যবস্তু ; সূর্য্যের সত্যতাতেই দর্পণে সূর্য্যের মিথ্যা প্রতিবিম্বও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় । মকুভূমিতে তেজে—মরীচিকায়—জল আছে বলিয়া ভ্রাস্তি জন্মে ; বহু দূরে কোনও স্থানে বাস্তবিকই জল আছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি মকুভূমির বালুরাশিতে প্রতিফলিত হইয়া সত্য জলের ভ্রাস্তি জন্মায় ; জলের সত্যতাতেই মরীচিকায় মিথ্যা জলকেও সত্য বলিয়া মনে হয় । তদ্রূপ, ব্রহ্মের সত্যতাতেই মিথ্যা মায়াসৃষ্টিকে সত্য বলিয়া মনে হয় । অথবা, যত্র ত্রিসর্গো যুযা যথা তেজোবারিমুদাং বিনিময়ঃ—তেজে জলভ্রাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রূপ যাহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা—তিনি নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ । প্রশ্ন হইতে পারে—“যত্র ত্রিসর্গো যুযা”—ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল, সেই সত্যস্বরূপেই মায়িক সৃষ্টি অবস্থিত ; তাহাতে মায়িক উপাধির সঙ্গে সেই সত্যস্বরূপের কোনও সম্বন্ধ জন্মে কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, মায়িকসৃষ্টির অধিষ্ঠান বলিয়া সত্যস্বরূপের সহিত কোনওরূপ মায়িক-উপাধির সম্বন্ধ নাই ; কারণ, সেই সত্যস্বরূপ স্নেন ধান্না—স্বীয় তেজঃ প্রভাবে, স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে নিরস্ত্র কুহকং নিরস্ত্র (দূরীভূত) হইয়াছে কুহক (কপট বা মায়া) যাহা হইতে—মায়া তাঁহা হইতে বহুদূরে অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে । মায়ার অধিষ্ঠান হইয়াও তিনি মায়াতীত । এইরূপে স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন “জন্মাগুণ যতঃ” বাক্যে । অস্ত্র—এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্মাদি—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যতঃ—যাহা হইতে হয় ; তাঁহা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়—তিনিই জগতের মূল কারণ—ইহাই তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ (বা কার্য্য) ; তাঁহার ধ্যান করি—তং ধীমহি । আচ্ছা, তাঁহাকেই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ বলার হেতু কি ? উত্তর—অম্বয়াৎ ইতরতশ্চ অর্থেষু । অর্থেষু—কার্য্যেষু, বস্তুসমূহে, সৃষ্টবস্তু সমূহে তাঁহার অম্বয়াৎ—অম্বয় বা সংপ্রবণতঃ, সং-রূপে তাঁহার অবস্থানবশতঃ এবং ইতরতশ্চ—অকার্য্যেভ্যঃ খ-পুষ্পাদিভ্য-স্তুত্বতিরেকাচ্চ—অবস্তু অর্থাৎ আকাশকুসুমাদি অলীক পদার্থে যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্ত্বার উপলব্ধি হয় না । সং-রূপে সৃষ্টবস্তুতে তিনি আছেন বলিয়া সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হয় ; আর অবস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিয়া অবস্তুর সত্ত্বার প্রতীতি হয় না—যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, সেখানে সত্ত্বার প্রতীতি ; আর যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ নাই, সেখানে সত্ত্বার প্রতীতিও নাই—ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনিই সৃষ্টবস্তুর সত্ত্বার কারণ, তিনিই জগতের কারণ । অথবা অম্বয়-শব্দে অমুবৃত্তি এবং ইতর-শব্দে ব্যাবৃত্তি বুঝায় ; সৃষ্টবস্তুতে সং-রূপে তিনি অমুবৃত্তি বলিয়া ঘট-কুণ্ডলাদির সম্বন্ধে মৃৎস্ববর্ণের ছায়—ব্রহ্মই জগতের কারণ ; আবার ব্যাবৃত্তিবশতঃ—মৃৎস্ববর্ণাদির সম্বন্ধে ঘট-কুণ্ডলাদির ছায়—ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশ্বই কার্য্য । এই অর্থও ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেন । ব্রহ্ম হইতেই যে জগতের জন্মাদি হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও আছে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যতি-সম্বিশন্তীতি । তৈত্তিরীয় । ৩।১।” প্রশ্ন হইতে পারে—সাংখ্য তো বলেন, প্রধানই জগতের কারণ ; তবে ব্যাসদেব এই শ্লোকে কি প্রধান বা প্রকৃতিরই ধ্যান করিতেছেন ? না, প্রকৃতির ধ্যান করেন নাই ; প্রকৃতি জড়, অচেতন ; ব্যাসদেব যাহার ধ্যান করিয়াছেন এবং যাহাকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, তিনি অভিজ্ঞঃ—সর্বজ্ঞ ; চেতনবস্তু ব্যতীত কোনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

অচেতন বস্তুই অভিজ্ঞ হইতে পারে না ; সুতরাং জগতের কারণ যিনি, তিনি চেতন ; সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে “স ঐক্ষত লোকাশ্রয়স্জাম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাঁহার চেতনত্বেরই প্রমাণ দিতেছে ; অচেতনবস্তু দর্শন করিতে পারে না । আবার প্রশ্ন হইতে পারে, অচেতনবস্তু অভিজ্ঞ বা সৃষ্টিকর্তা না হইতে পারিলে, চেতন জীব তো হইতে পারে ? তবে কি জীবকে ধ্যান করার কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ? না, তাহা নহে ; এই শ্লোকে যাহার ধ্যান করার কথা বলা হইয়াছে এবং যাহাকে সৃষ্টিকর্তাও বলা হইয়াছে, তিনি স্বরাট—স্বৈনব রাজতে যঃ, আপনা দ্বারাই যিনি বিরাজিত, যাহার সত্ত্বাদি অণু কাহারও অপেক্ষা রাখে না, যিনি স্বতন্ত্র, যিনি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান । জীব এরূপ স্বরাট নহে । তবে কি ব্রহ্মার কথাই বলা হইয়াছে ? “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীৎ”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও তো হইতে পারে ? না, তাহাও নয় ; ব্রহ্মা এই শ্লোকের ধ্যানের বিষয় নহেন । যিনি ধ্যানের বিষয়, তিনি আদিকবয়ে ব্রহ্ম তেনে—আদিকবয়ে—ব্রহ্মাতে, ব্রহ্ম—বেদ তেনে—প্রকাশিত করিয়াছিলেন—তিনিই ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন ; “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্চৈ”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ ; সুতরাং এই শ্লোকে ব্রহ্মা ধ্যানের বিষয় নহেন । কিন্তু ব্রহ্মা যে অণুর নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাতো জানা যায় না ? একথা সত্য ; ব্রহ্মা বেদ অধ্যয়ন করেন নাই এবং পরমেশ্বরও ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যাপন করান নাই ; পরমেশ্বর সেই বেদ হৃদা তেনে—সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ক্ষুরিত করাইয়াছিলেন, বেদবিষয়ে ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছিলেন । আচ্ছা, পূর্বে তো ব্রহ্মা বেদ জানিতেন ? মহাপ্রলয়ে হয়তো তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার—স্বপ্নব্যক্তি যুম হইতে জাগিয়া উঠিলেই যেমন তাহার পূর্বস্মৃতিও জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার—ব্রহ্মারও তো বেদস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে পারে ? সুতরাং ব্রহ্মার চিত্তে বেদার্থের প্রকাশ যে পরমেশ্বরেরই কার্য, তাহার প্রমাণ কি ? তাহার উত্তর এই যে, বেদার্থ-স্মরণে ব্রহ্মার সামর্থ্য নাই ; কারণ, যস্মিন্ সূরয়ঃ মুহুন্তি—এই বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হইয়া যান, জ্ঞানিগণও এই বেদবিষয়ে কিছু নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন । সুতরাং ব্রহ্মার জ্ঞানও পরাধীন বলিয়া, অণু-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-পরমেশ্বরই জগতের কারণ এবং পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয় । এই সমস্ত কারণে—তিনি সত্য বলিয়া, সদ্বস্তুর (অন্তিত্বযুক্ত বস্তুর) সত্ত্বা দান করেন বলিয়া এবং অসদ্বস্তুর সত্ত্বা দান করেন না বলিয়া তিনি পরমার্থ সত্য ; সর্বজ্ঞ বলিয়া তিনি নিরন্তকুহক ; তিনিই ধ্যানের বিষয় । এই শ্লোকে “সত্যং পরং ধীমহি” এই বাক্য থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—গায়ত্রী দ্বারাই এই শ্লোকের এবং এই শ্লোকযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ । বস্তুতঃ এই শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থই নিহিত আছে (এই উক্তির বিবৃতি ২।২৫।১০২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য) ।

ভগবান্ যে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ২।৮-৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকস্থ “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।”—বাক্য ।

উপরে এই শ্লোকটির যে অর্থ, অনুবাদ ও অর্থ লিখিত হইল, তৎসমস্তই শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী টীকাভাষ্যায়ী । এক্ষণে—এই শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকাভাষ্যায়ী অর্থ, অনুবাদ ও অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ।

শ্লো। ৫১। অর্থঃ । অর্থঃ (ঘটে মৃত্তিকার ঞ্চায়, উপাদান-কারণরূপে এই বিশ্বে যাহার অর্থ বা অনুপ্রবেশ আছে বলিয়া) ইতরতঃ (ব্যতিরেক আছে বলিয়াও, অর্থাৎ মৃত্তিকাতে যেমন ঘট নাই, তদ্রূপ যাহাতে এই বিশ্ব নাই বলিয়া—সুতরাং যিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়া) চ (এবং যিনি বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ বলিয়াও) অণু (এই বিশ্বের—জগৎ-প্রপঞ্চের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) যতঃ (যাহা হইতে) [ভবতি] (হয়), [যঃ] (যিনি) অর্থেষু (সৃজ্যাসৃজ্যবস্তু-বিষয়ে) অভিজঃ (সর্বজ্ঞ), [যঃ] (যিনি) স্বরাট (অণুনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ), যৎ (যাহাতে—যে বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহুন্তি (মোহপ্রাপ্ত হন) [তৎ] (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদিকবয়ে (আদিকবি-ব্রহ্মাতে) হৃদা (হৃদয় দ্বারা, স্বীয় হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে) [যঃ] (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন), তেজোবারিমুদাং (তেজ, জল এবং মৃত্তিকার) বিনিময়ঃ (বিপর্যয়—এক বস্তুকে অণুবস্তু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বলিয়া মনে করা—তেজকে বারি বা বারিকে তেজ বলিয়া, মৃত্তিকার বিকার কাচকে জল বা জলকে কাচ বলিয়া মনে করা—এজাতীয় বিপর্যয়-বুদ্ধি) যথা (যে রূপ) [মুখা] (মিথ্যা), [তথা] (তদ্রূপ) যত্র (যাহাতে—যে চিম্বাকার পরমেশ্বরে, পরমেশ্বরের দেহ বিষয়ে) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের বা গুণত্রয়ের সৃষ্টি—এইরূপ বুদ্ধিও) মুখা (মিথ্যা),—অথবা, তেজোবারিমুদাং (তেজ, বারি ও মৃত্তিকার) যথা (যথাযথ) বিনিময়ঃ (সম্মিলন) যত্র (যে স্থলে), [তত্র] (সে স্থলেই, তথাভূত) ত্রিসর্গঃ (ত্রিগুণসৃষ্টিই) মুখা (মিথ্যা—সেই ত্রিগুণময় বস্তুর যে-সৃষ্টিকর্তার দেহ মিথ্যা নয়)—স্বেন (স্বীয়) ধাম্মা (স্বরূপশক্তিদ্বারা) সদা নিরন্তরকুহকম্ (সর্বদা নিরন্ত বা দূরে অপসারিত হইয়াছে) মায়া যাহা কর্তৃক [তং] (সেই) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি) ।

অনুবাদ । অময়-ব্যতিরেক-ভাবে যিনি এই বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ যাহা হইতে হয়, সৃজ্যাসৃজ্য-বস্তু-বিষয়ে যিনি সর্বত্র, যিনি অন্তরীপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র, সেই বেদে জ্ঞানিগণও মোহ প্রাপ্ত হন, সেই বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তেজ, জল ও মৃত্তিকা এই তিনটি বস্তুর একটিকে অপরটি বলিয়া মনে করা যেমন মিথ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানমাত্র, তদ্রূপ যাহাতে (যে পরমেশ্বরের দেহ-বিষয়ে) ত্রিগুণ-সৃষ্টি-বুদ্ধিও মিথ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানমাত্র—অথবা, যেস্থলে তেজ, জল ও মৃত্তিকার যথাযথ সম্মিলন হয় (এই বস্তুগুলির যথাযথ সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়), সেই স্থলেই (তথাভূত) ত্রিগুণ সৃষ্টিই মিথ্যা (বা অনিত্য), এই ত্রিগুণসৃষ্টির কর্তা যিনি, তাঁহার দেহ মিথ্যা নয়—যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়াকে সর্বদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন, সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করি । ৫১

শ্রীপাদ বিখ্যাতচক্রবর্তীর টীকাভূয়ায়ী অর্থ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে ।

সত্যং পরং ধীমহি—পরং অতিশয়েন সত্যং সর্বকাল-দেশবর্জিতং ধীমহি ধ্যায়ামঃ । সর্বদেশে সকল সময়ে যিনি অতিশয় সত্য, যিনি সর্বত্র (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদিতে) সর্বদা (অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত) বর্তমান, সূতরাং যিনি ত্রিকালসত্য, নিত্য পরম সত্য, তাঁহার ধ্যান করি । ইহাই হইল শ্লোকের মূল বাক্য । এক্ষণে সেই পরম-সত্যস্বরূপের পরমেশ্বরের কথা বলিতেছেন—**জন্মান্তরা যতঃ**—যাহা হইতে, যে পরম-সত্যস্বরূপ হইতে (অন্ত) এই জগদাদির জন্মাদি (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়) হইয়া থাকে । কালেই সৃষ্টি, কালেই স্থিতি এবং কালেই প্রলয় ; তবে কি কালের (সময়ের) কথাই বলা হইতেছে ? কালের ধ্যানের কথা বলা হইতেছে ? এই আশঙ্কার নিরসনের জন্তই বলা হইতেছে—অযাৎ ইতরতঃ চ । সৃষ্টাদিব্যাপারে সেই পরম-সত্যের অময় এবং ইতরতা আছে বলিয়া কাল সৃষ্টাদির হেতু হইতে পারে না । **অযাৎ**—সৃষ্টাদিব্যাপারে সেই পরম-সত্যস্বরূপের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ; ঘটে যেমন মাটির সম্বন্ধ আছে, মাটি ব্যতীত যেমন ঘট প্রস্তুত হইতে পারে না, তদ্রূপ এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মব্যতীত জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না । **ইতরতঃ**—অন্তরূপে, ব্যতিরেকবশতঃ । ঘটে মাটি আছে, কিন্তু মাটিতে ঘট নাই ; তদ্রূপ জগতে ব্রহ্ম আছেন (মাটির ণ্ময় উপাদানরূপে), কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ নাই । ঘটে মৃদম্বয় ইব ; মৃদি ঘটব্যতিরেক ইব । এইরূপে দেখা গেল—পরম-সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ । **চ**-শব্দে ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণত্বও সূচিত হইতেছে । জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ এই উভয় কারণই ব্রহ্ম, কিন্তু কাল নহে । কাল হইল ব্রহ্মের প্রভাব-স্বরূপ । কালস্ত তৎপ্রভাবরূপত্বাৎ । অযাৎ এবং ইতরতঃ শব্দদ্বয়ের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে । অম্ + অয় = অময় ; অম্-অর্থ ভিতরে ; আর গমনার্থক ই-ধাতু হইতে নিম্পন্ন অয়-শব্দের অর্থ—গমন বা প্রবেশ ; তাহা, হইলে অময়-শব্দের অর্থ হয়—অমুপ্রবেশ বা ভিতরে গমন । এইরূপে, **অযাৎ**—মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের পরম-সত্য-ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে অমুপ্রবেশবশতঃ । আর, **ইতরতঃ**—অন্তব্যাপারে, সৃষ্টিকালে জগৎ-প্রপঞ্চ পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া বাহিরে আসে বলিয়া । সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে জগৎ-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

কারণ, তাহাও সূচিত হইল। (এইরূপ অর্থে চ-শব্দে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ, তাহাই সূচিত হইতেছে)। অথবা, **অম্বয়াৎ**—অমুপ্রবেশবশতঃ—যিনি কারণরূপে কার্যস্বরূপ-বিশ্বে অমুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, জন্ম ও কর্মফল দাতা রূপে যিনি বিশ্বে অমুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বের স্থিতি এবং সংহারক রূপে যিনি বিশ্বে অমুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বের ধ্বংস সম্ভব হইয়াছে,— এইরূপে কারণরূপে, জন্ম-কর্মফল-দাতারূপে এবং রূপেই জগৎ-প্রপঞ্চে অমুপ্রবিষ্ট বলিয়া। তাহা হইলে তাঁহার কার্য এই বিশ্বই কি তাঁহার স্বরূপ? না, তা নয়। **ইতরতঃ**—তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলিয়া, স্মৃতাং বিশ্ব তাঁহাকর্তৃক সৃজ্য, পাল্য এবং সংহার্য্য বলিয়া। (স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তিনি সৃষ্টাদিকার্য্য নির্বাহ করেন; বিশ্বে স্বরূপশক্তি নাই, তাঁহাতে আছে; স্মৃতাং) স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন—বিশ্ব তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না। **চ**—চ-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, স্বরূপ-শক্তিদ্বারা তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইলেও মায়াশক্তিদ্বারা কিন্তু অভিন্ন। এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে—পরমেশ্বরই যদি বিশ্বের উপাদান হন, তাহা হইলে তো তিনি বিকারী হইয়া পড়েন; তিনি তো কিন্তু নির্বিকার। স্মৃতাং প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান, পরমেশ্বর নিমিত্ত-কারণমাত্র। উত্তর এই—না, অচেতন প্রকৃতি জগতের উপাদান হইতে পারে না; যেহেতু, ঋতীর “সঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদিতি স ঐক্ষত লোকানসৃজা ইতি তদৈক্ষত বহুশ্চাং প্রজায়েয়”—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, জগতের যিনি কারণ, তিনি চেতন। স্মৃতাং পরমেশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি হইল তাঁহার শক্তি; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহার উপাদানত্ব হইল প্রকৃতিদ্বারক—প্রকৃতিদ্বারাই তিনি উপাদান অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতেই প্রকৃতির উপাদানত্ব, তাহা হইলে তিনিই মুখ্য উপাদান, আর প্রকৃতি হইল গৌণ উপাদান। স্বরূপে তিনি প্রকৃতির অতীত বলিয়া (এবং তাঁহারই শক্তিতে প্রকৃতিই উপাদান হয় বলিয়া স্বরূপে) তিনি নির্বিকারই থাকেন। (প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে; যেহেতু পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ ভাবে প্রকৃতির সত্ত্বাই থাকিতে পারে না; প্রকৃতি তাঁহার শক্তি; যাহা অছনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, তাহারই উপাদানত্ব সম্ভব; পরমেশ্বর পরম-স্বতন্ত্র; স্মৃতাং তিনিই উপাদান; তবে তাঁহার এই উপাদানত্ব বিকশিত হয়, তাঁহারই শক্তি—বহিরঙ্গ শক্তি—প্রকৃতিদ্বারা। যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, তিনিই জগতের কারণ হইতে পারেন; প্রকৃতি জড়, অচেতন; তাই প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ; তাই তিনিই জগতের কারণ। তিনি যে স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, তাহাই বলা হইতেছে)। পরমেশ্বর যে স্বতন্ত্র এবং সর্বজ্ঞ, তাহা জানাইবার জন্ত বলিতেছেন, সেই পরম-সত্যস্বরূপ হইতেছেন—**স্বরাট্**—অছ-নিরপেক্ষ ভাবে নিজে-নিজেই বিরাজিত; পরম-স্বতন্ত্র। আর তিনি **অর্থেষু**—সৃজ্যাসৃজ্যবস্তুমাশ্রেষু; কোন্ বস্তু সৃজনীয়, কোন্ বস্তু তাহা নয়, ইত্যাদি বিষয়ে **অভিজ্ঞঃ**—জ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনিই সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর। সৃষ্টাদি-বিষয়ে যে তাঁহার জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, জগৎ-কারণত্ব-প্রতিপাদক-ঋতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—“স ঐক্ষত লোকানসৃজা ইতি তদৈক্ষত বহুশ্চাং প্রজায়েয়”—সৃষ্টিকাম হইয়া তিনি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহার সৃষ্টিকামনা পূর্ণ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনাপূর্বকই তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন—ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতেই তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব ও সর্ববেত্তা প্রমাণিত হইতেছে। এস্থলে আর একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। বলা হইয়াছে, জগতের সৃষ্টিব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। কিন্তু “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীদিত্যাди” ঋতিবাক্য এবং “স এব ধ্যেয়োহস্থিত্যত আহ তেন” ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্যের এবং ঐশ্বর্যের কথা জানা যায়। তাহা হইলে, ব্রহ্মা কি জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না? না, ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না; যেহেতু, ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়না; ব্যষ্টি-সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার সামর্থ্যও পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখে; তাহা দেখাইবার জন্তই বলা হইয়াছে—তেনে ব্রহ্ম য আদিকবরে—য—যিনি, যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আদিকবরে ব্রহ্মাতে (ব্রহ্মাই আদিকবি) ব্রহ্ম—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

(বেদ বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের তত্ত্ব) তেনে—প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকটে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের কৃপা না হইলে ব্রহ্মা বেদ জানিতে পারিতেন না। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র নহেন, তিনি পরতন্ত্র—পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখেন। ব্রহ্মা যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ নহেন, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু ব্রহ্মা যে অচ্ছ কাহারও নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা তো জানা যায়না? এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—**হুদা**—ব্রহ্মা কাহারও নিকটে বেদ অধ্যয়ন করেন নাই সত্য; পরমেশ্বরের নিকটেও তিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই; পরমেশ্বর হুদয়ের বা মনের দ্বারা (হুদা) ব্রহ্মার নিকটে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার চিত্তে বেদের তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তদ্বারা ব্রহ্মা ব্যষ্টি-সৃষ্টির সামর্থ্যও লাভ করিয়াছেন; অধ্যাপনের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? “প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতম্বতাহজন্ত সতীং স্মৃতিং হৃদি। সলক্ষণা প্রাহুরভূং কিলান্ত ইতি। কিস্বা স্মৃষ্টং হৃদি মে তদৈবেত্যাদি”—শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু লোক যখন নিদ্রিত থাকে, তখন অজ্ঞের মত থাকে, কিছুই জানেনা; আবার যখন জাগ্রত হয়, তখন তাহার চিত্তে জ্ঞান আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়, কাহারও সহায়তার প্রয়োজন হয়না। এই “সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধতায়” এমনও তো হইতে পারে যে, ব্রহ্মা যে বেদের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বরের কৃপায় নয়, আপনা-আপনিই ব্রহ্মা তাহা লাভ করিয়াছেন। এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্তই বলা হইয়াছে—**মুহুস্তি যৎ সুরয়ঃ—** **যৎ—**যাহাতে, যে বেদে বা ভগবত্তত্ত্বে **সুরয়ঃ—**জ্ঞানিগণও, ব্রহ্মাদিদেবতাগণও **মুহুস্তি—**মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদ এতই দুর্ধিগম্য যে, মহামহা জ্ঞানীও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং ব্রহ্মা যে নিজে নিজে বেদের জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা সম্ভব নয়। যাহাউক, এতাদৃশ যে পরম-সত্যবস্তু পরমেশ্বর, যাহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, অবয়-ব্যতিরেকীভাবে যিনি জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদান-কারণ, নিমিত্ত-কারণ এবং অধিষ্ঠান-কারণ, সৃজ্যাসৃজ্যবস্তুমাত্র বিষয়ে যিনি পরম-স্বতন্ত্র এবং অভিজ্ঞ (সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ), যে বেদে মহা-মহা-জ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পরম-দুর্ধিগম্য বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার চিত্তে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পরম-সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে—**ধীমহি—**ধ্যান করি। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি ধ্যানের বিষয়, তিনি তো সাকারই হইবেন; কিন্তু আকারসমূহ তো মায়িক ত্রিগুণ হইতে সৃষ্ট, সুতরাং অনিত্য। সেই সত্যস্বরূপ যদি সাকার হন, তাহাহইলে তো তাঁহার অনিত্যত্বের আশঙ্কা আসিয়া পড়ে? এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ বলা হইয়াছে—**তেজোবারিমৃদাং** যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা। **যথা—**যে রূপ **তেজোবারিমৃদাং—**তেজঃ, বারি (জল) এবং মৃত্তিকা-এসমন্তের **বিনিময়ঃ—**বিপর্যয়; এই তিনটি বস্তুর জ্ঞানের বিপর্যয় হয় বা একটীতে অপরটির জ্ঞান জন্মে। মরুভূমিতে মরীচিকায় তেজে জল ভ্রম হয়; আবার কোনও কোনও স্থলে জল দেখিলে মৃত্তিকা বলিয়া ভ্রম হয়; মৃদ্বিকার কাচাদিতেও জল বলিয়া ভ্রম হয়; এইরূপে, তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—ইহাদের এক বস্তুতে অল্প বস্তুর জ্ঞান (বিনিময়—জল-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লক্ষ্য হইল জল; আর মৃৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লক্ষ্য হইল মৃত্তিকা; কিন্তু জল-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যদি মৃত্তিকায় প্রয়োজিত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকাকে যদি জল মনে করা হয়, তদ্রূপ আবার জলকে যদি মৃত্তিকা মনে করা হয়, তাহাহইলে জল ও মৃত্তিকার জ্ঞানের (বা নামের) বিনিময় বা বিপর্যয় করা হইবে। এইরূপে, তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—ইহাদের এক বস্তুতে অল্প বস্তুর জ্ঞান যেমন (যথা) অজ্ঞলোকের ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যাজ্ঞান, (তথা)—তদ্রূপ যত্র—যাহাতে, যে চিন্ময়াকারে, চিন্ময়াকার পরমেশ্বরে **ত্রিসর্গ—**ত্রিগুণ-সৃষ্টি, মায়ার ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি, এইরূপ বুদ্ধিও **মৃষা—**মিথ্যা। মৃদ্বিকার কাচ কখনও জল নয়; আবার জলও কখনও কাচ নয়; তথাপি কখনও কখনও কেহ কেহ কাচকে জল বলিয়া এবং জলকে কাচ বলিয়া মনে করে; এইরূপ যে কাচেতে জলবুদ্ধি এবং জলেতে কাচবুদ্ধি—এই বুদ্ধি যে মিথ্যা বা ভ্রমমাত্র তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরম-সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইলেন পূর্ণচিন্ময়াকার; তাঁহার আকার বা বিগ্রহ চিদানন্দময়, কিন্তু মায়িক নহে—মায়ার সহ, রজঃ, তমঃ গুণ হইতে উদ্ভূত নহে (অর্থাৎ ত্রিসর্গ নহে)। আর, ত্রিসর্গ—এই জগৎ বা জগতিস্থ জীবের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আকার বা দেহ—হইল মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে উদ্ভূত—চিদানন্দময় নহে । সুতরাং কাচকে জল মনে করা যেমন ভ্রান্তিমান্ত্র, চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বরকে (তাঁহার বিগ্রহকে) ত্রিসর্গ (ত্রিগুণশৃষ্ট) মনে করাও তদ্রূপই ভ্রম মান্ত্র । যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ । তথৈব যত্র পূর্ণ-চিন্ময়াকারে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসর্গোহয়মিতি বুদ্ধিঃ মৃষা মিথ্যেবেত্যর্থঃ । তাৎপর্য্য এই যে—পরমেশ্বরের আকার বা বিগ্রহ মায়িক নয় বলিয়া মায়িক বস্তুর ছায় অনিত্য নয় ; এই বিগ্রহ চিদানন্দময় বলিয়া অনিত্য নয়—পরম নিত্য । পরমেশ্বরের চিদানন্দময়ত্বের—সুতরাং নিত্যত্বের প্রমাণ এই । তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ গোপালতাপনীশ্রুতিঃ ॥ অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দকবিগ্রহঃ ॥ রামতাপনীশ্রুতিঃ ॥ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহম্ ॥ নৃসিংহতাপনী ॥ নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ॥ ইত্যাদি ॥ উল্লিখিতরূপ অর্থে “তেজোবারি-মৃদামিত্যাদি”-বাক্যের অর্থ হইবে এইরূপ :—যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (মৃষা, তথা) যত্র ত্রিসর্গঃ (অয়ম্ ইতি বুদ্ধিরপি) মৃষা । উক্ত বাক্যের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে ; তাহা এই :—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র, (তথাভূতঃ) ত্রিসর্গঃ মৃষা, (যেন তৎত্রিসর্গঃ শৃষ্টঃ, তস্ত্র বিগ্রহঃ ন মৃষা) । অর্থ এইরূপ তেজোবারিমৃদাং—তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা এই তিনটি দৃশ্যভূত বস্তুর যথা—যথাবৎ, যথাযথভাবে বিনিময়ঃ—পরস্পর-মিলন হয় যত্র—যেস্থলে, যে বস্তুতে, তাদৃশ ত্রিসর্গঃ—ত্রিগুণশৃষ্ট দেহই মৃষা—মিথ্যা বা অনিত্য । সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনগুণের বিকার-স্বরূপ তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—এই তিনটির উপলক্ষণে ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (বারি), তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত যথাযথভাবে মিলিত হয় যেখানে (যত্র)—যে দেহে, অর্থাৎ যেই দেহ মায়ার তিনটি গুণের বিকারজাত পঞ্চভূতে গঠিত, সেই ত্রিসর্গরূপ দেহই অনিত্য । এই ত্রিসর্গ বা তদ্রূপ দেহ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার দেহ অনিত্য নয় । তেজো বারিমৃদাং ত্রয়াণাং দৃশ্যভূতানাং যথা যথাবৎ বিনিময়ঃ পরস্পরমিলনং যত্র, তথাভূতত্রিসর্গঃ ত্রিগুণশৃষ্টঃ দেহঃ মৃষা মিথ্যেব । যেন তত্রিতয়ঃ শৃষ্টঃ তদ্বিগ্রহঃ ন মৃষেবোচ্যতে ইত্যর্থঃ । ত্রিগুণশৃষ্ট দেহ মায়িক বলিয়া অনিত্য ; পরমেশ্বরের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া নিত্য । ভগবদাকারের অপ্ৰাকৃতত্ব এবং নিত্যত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে । শ্রুতি বলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া ভগবান্ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন ; ইহার ফলে প্রকৃতি ক্ষুভিতা হয়, তাহার পরে মহত্ত্বাদির উদ্ভব এবং তাহারও পরে দেহেন্দ্রিয়াদির উদ্ভব । সুতরাং প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির উদ্ভবের অনেক পূর্বেই ভগবান্ সৃষ্টিকাম হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন । তখনই তিনি সৃষ্টির কামনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তখনই তাঁহার মন ছিল ; আর তখন তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তখন তাঁহার চক্ষুও ছিল । প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বেই তাঁহার মন ও নয়ন ছিল—এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণে অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ও ছিল—বলিয়া শ্রুতি হইতেই জানা যায় । সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয় এবং দেহও যে অপ্ৰাকৃত, তাহাই বুঝা যাইতেছে । তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দময় । “আনন্দমাত্র-মুখ-পাদ-সরোরুহাদিরিতি” ধ্যানবিশদূপনিষদ্বাক্যও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । শাস্ত্রে যেস্থলে তাঁহাকে নিরাকার বা অনিঙ্গিয় বলা হইয়াছে, সেস্থলে—তাঁহার যে প্রাকৃত আকার বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, সে কথাই বলা হইয়াছে । “অনিঙ্গিয়া ইত্যাদিভিঃ মায়িকাকারত্বনিষেধাৎ ।” যাহাহউক, এসমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল—পরমেশ্বরের আকার যে অমায়িক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা । তথাপি কেহ কেহ কিন্তু বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন । এই বিতর্ক দিরসনার্থই বলা হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব হইলেন—ধামা স্বেন নিরন্তকুহকম্ । স্বেন ধাম্মা—স্বীয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারা নিরন্তকুহকম্—নিরন্ত হইয়াছে কুহক বা মায়ী যৎকর্তৃক, তাঁহার ধ্যান করি । তাঁহার স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়ী তাঁহার নিকটবর্ত্তিনীই হইতে পারেনা ; সুতরাং তাঁহার আকার বা দেহ যে মায়িক হইতেই পারেনা, তাহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায় । এস্থলে ধাম-পদের অর্থ করা হইয়াছে—স্বরূপশক্তি । ধাম-শব্দের অর্থ প্রভাবও হইতে পারে, দেহও হইতে পারে (অমরকোষ) । কুহক-শব্দের অর্থ কুতর্কনিষ্ঠ লোকও হইতে পারে । এসকল অর্থে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

শ্রেন ধান্ন।—স্বভক্তনিষ্ঠ স্বীয় অসাধারণ স্বানুভব-প্রভাবের দ্বারা, অথবা প্রতিপদে সমুচ্ছলিত স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্যোশ্র্যময় শ্রীবিগ্রহদ্বারা কালক্রমে নিরন্তরকুহকম্—নিরন্তর হইয়াছে তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ (কুহক) যদ্বারা, তাঁহাকে ধ্যান করি। ভগবতত্ত্ব তর্ক-বিতর্কদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, ইহা কেবল অনুভববেত্ত। ভক্তগণ প্রেমভক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে যে অনুভব লাভ করেন, সেই অনুভবের দ্বারাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে—অথবা ভগবানের নিত্য-নব-নবায়মান-মাধুর্য্যোশ্র্যময় শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহারই কৃপায় ঘাঁহাদের হয়, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে—ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। তাঁহার তত্ত্বের অনুভব বা তাঁহার দর্শন একমাত্র তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ। “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তানুতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ ভাগবতামৃতত্বত নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্॥ নায়মায়া প্রবচনেন লভ্যো ন নেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তশ্চৈষো লভ্য ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যম্।”

শ্লোকস্থ “ত্রিসর্গোমৃষা”-অংশটির অর্থ স্বামিপাদ একভাবে এবং চক্রবর্তিপাদ আর একভাবে করিয়াছেন। “ত্রিসর্গো মৃষা” হইতেছে সন্ধিবদ্ধ বাক্য। সন্ধির বিশ্লেষণ দুই রকমে হইতে পারে; যথা—ত্রিসর্গঃ + মৃষা = ত্রিসর্গোমৃষা এবং ত্রিসর্গঃ + অমৃষা = ত্রিসর্গোমৃষা (এস্থলে একটি লুপ্ত-অকার স্বীকার করিয়া “ত্রিসর্গোমৃষা” করিলেই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়)। চক্রবর্তিপাদ “ত্রিসর্গঃ + মৃষা” এবং স্বামিপাদ “ত্রিসর্গোমৃষা” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

স্বামিপাদের ও চক্রবর্তিপাদের ব্যাখ্যার আর একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। তেজোবারিমৃদামিত্যাди এবং যত্র ত্রিসর্গোমৃষা ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা স্বামিপাদ যে ভাবে করিয়াছেন, তাহা মায়াবাদীদের মতের অনুবর্তী বলিয়া মনে হইতে পারে; কারণ, মায়াবাদীরাই বলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মেতে এই জগৎ ভ্রম মাত্র। কিন্তু চক্রবর্তিপাদের অর্থে তদ্রূপ মনে করার কোনও অবকাশ নাই। স্বামিপাদের উপসংহার কিন্তু মায়াবাদের অনুকূল নয়। মায়াবাদীরা ব্রহ্মকে চিং-সত্ত্ব মাত্র—নির্কিংশে মনে করেন; স্বামিপাদ কিন্তু শ্লোকস্থ পরম-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পরমেশ্বরম্; ইহাদ্বারাই তিনি সর্বিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাই এই শ্লোকের টীকার উপক্রমে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—জন্মাচ্ছ ইত্যত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণানাময়মভিপ্রায়ঃ পরং পরমেশ্বরমিতি ন পুনরভেদবাদিনামিব চিন্মাত্রং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।—সর্বিশেষত্বই স্বামিপাদের অভিপ্রেত।

শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের আরও কয়েক রকম অর্থ করিয়াছেন; শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও কয়েক রকম অর্থ করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতি-ভয়ে সে সমস্ত এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

এই শ্লোকে যে সত্যস্বরূপ-পরতত্ত্ব-বস্তুর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কে, শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এই শ্লোকোক্ত “সত্যম্”-শব্দের উপলক্ষণে শ্রুতিপ্রোক্ত “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মকেই” লক্ষ্য করা হইয়াছে। “বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম”-এই শ্রুতিবাক্যানুসারে এবং “বৃহত্ত্বাদবৃংহণত্বাচ্চ তদব্রহ্ম পরমং বিদুঃ” এই বিষ্ণুপুরাণবাক্যানুসারে ব্রহ্মের শক্তির কথা জানা যায়। “পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥”-এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের শক্তির স্পষ্ট উল্লেখই দৃষ্ট হয়। শ্লোকের “জন্মাচ্ছ যতঃ”, “অভিজঃ, স্বরাট্”, “তেনে ব্রহ্ম হৃদা”, “ধান্না শ্রেন নিরন্তরকুহকম্”-ইত্যাদি উক্তিও এই পরতত্ত্ব-বস্তুর শক্তির কথাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং শ্লোকোক্ত সত্যস্বরূপ-পরতত্ত্ব-বস্তু পরমেশ্বরই। এই পরমেশ্বরের ধ্যানের কথাই শ্লোকে বলা হইয়াছে। গোপালতাপনীশ্রুতিতে “কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ”-ইত্যাদি বাক্যে পরম-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। “সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যং সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ॥”—মহাভারতের উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণনামের এই নিকৃষ্টি হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দই সত্য; “সত্য” তাঁহার একটী নাম। ইহা হইতেই জানা গেল, শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে সত্যনামা শ্রীগোবিন্দের ধ্যানের

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ।
 কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২২০
 পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ ।
 এবে তোমা দেখি মুণ্ডি শ্যাম-গোপ রূপ ॥ ২২১
 তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ।
 তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥ ২২২
 তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন ।
 নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥ ২২৩

এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার ।
 অকপটে কহ প্রভু ! কারণ ইহার ॥ ২২৪
 প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয় ।
 প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২২৫
 মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ।
 তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ॥ ২২৬
 স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
 সর্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব স্মৃতি ॥ ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকের শব্দগুলি সাক্ষাদভাবেই যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, শ্রীজীবগোস্বামী এবং চক্রবর্তিপাদ উভয়েই অর্থ করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন । বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না ।

২২০। রামরায়ের মুখ দিয়া সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া প্রভু এক্ষণে তাঁহার নিকটে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন । রামানন্দ হঠাৎ দেখিলেন—প্রভুর সন্ন্যাসিরূপ আর নাই, তৎস্থলে শ্যামসুন্দর বংশীবদন-রূপ দণ্ডায়মান ; আর তাঁহার সম্মুখে কাঞ্চন-প্রতিমাসদৃশী এক রমণীও দণ্ডায়মানা ; রমণীর গৌরকান্তিতে শ্যামসুন্দরের সমস্ত অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে । দেখিয়া রায়ের সন্দেহ হইল ; তাই প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—তিনি কে । ২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ।

২২১। পহিলে—প্রথমে । প্রথমে গোদাবরীতীরে যখন তোমার দর্শন পাই, তখন দেখিয়াছি, তুমি একজন সন্ন্যাসী । তাহার পরেও যে কয় দিন তোমার সঙ্গে সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেই কয় দিনও তোমার সন্ন্যাসি-রূপই দেখিয়াছি । আজ যখন আসিয়া তোমাকে দর্শন করিলান, তখনও দেখিয়াছি—তোমার সন্ন্যাসীর বেশ । দেখিলুঁ—দেখিলাম । তোমা—তোমাকে । শ্যামগোপ-রূপ—শ্যামবর্ণ ও গোপবেশধারী ।

২২২। কাঞ্চন—স্বর্ণবর্ণ । পঞ্চালিকা—প্রতিমা, পুস্তলিকা । তাঁর গৌরকান্ত্যে—সেই স্বর্ণবর্ণ প্রতিমার উজ্জল গৌরকান্তিধারা তোমার সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে । সেই কাঞ্চন-প্রতিমা-সদৃশা রমণীর দেহ হইতে প্রসারিত গৌরবর্ণ-জ্যোতিরাশিধারা তোমার শ্যাম-অঙ্গ সম্যক্রূপে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে ।

২২৩। সবংশী বদন—তোমার বদনে বংশীও দেখিতেছি । নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে তোমার কমলসদৃশ নয়নদ্বয়ও বড়ই চঞ্চল দেখিতেছি ।

২২৪। এসব দেখিয়া আমার মনে ঘোরতর সন্দেহের উদয় হইয়াছে ; কৃপা করিয়া ইহার কারণ বলিয়া আমার সংশয় দূর কর ।

২২৫-২৭। প্রভু আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—“রামানন্দ ! প্রথমে আমাকে তুমি যে সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলে, এখনও আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি । কাঞ্চন-প্রতিমার গৌর-কান্তিতে আচ্ছাদিত বংশীবদন যে শ্যামগোপরূপ দেখিতেছ, তাহা আমার অপর রূপ নহে, তাহা তোমার ইষ্টদেবের স্মৃতি মাত্র । ষাঁহার মহাভাগবত, সর্বত্রই তাঁহাদের ইষ্টদেবের স্মৃতি হয় । স্থাবর-জঙ্গমাদি যে কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হউক না কেন, তাঁহারা ঐসকল স্থাবর-জঙ্গমের রূপ আদৌ দেখেন না, সর্বত্রই দেখেন কেবল স্বীয় ইষ্টদেবের মূর্তি । তুমি পরম-ভাগবত, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তুমি তোমার ইষ্টদেবকেই দেখিতেছ, কিন্তু আমার রূপ দেখিতে পাইতেছ না ।

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৫)

সর্বভূতেষু যঃ পশ্বেদ্ ভগবদ্ভাবমাশ্রয়ঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়ে ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তত্রোত্তরং তদনুভবদ্বারা গম্যেয় মানসনিম্পন্ন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্বভূতেষু। এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যাজাতানুরাগ ইতি শ্রীকবিবাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিন্দ্রবহাসরোদনাগ্নুভাবকানুরাগবশাৎ খং বায়ুমগ্নিমিত্যাदि তদুক্ত-প্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্বভূতেষু আশ্রয়নো ভগবদ্ভাবং আশ্রয়ীভীষ্টো যে ভগবদাবির্ভাবস্তমেব ইত্যর্থঃ । পশ্বেৎ অনুভবতি । অতস্তানি চ ভূতানি স্বচিন্তে । তথা স্মৃতি যো ভগবান্ তস্মিন্বেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি । এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি । ইখমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তম্ । বনলতাস্তরব আশ্রয়ি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদি । যদ্বা, আশ্রয়নো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশুতি । শেষং পূর্ববৎ । অতএব তত্তরূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোত্তীতি খং বায়ুমিত্যাদৌ পূর্বমিতি ভাবঃ । তথৈব চোক্তং তাত্তিরেব । নগ্নস্তদা তদুপধাৰ্য্য মুকুন্দগীতনাবৰ্ত্তলক্ষিতমনোভবতগ্নবেগা ইত্যাদি শ্রীপটুমহিষীভিরপি কুররি বিলপসি স্মিত্যাदि । অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে । ভগবতি তজ্জ্ঞানশ্চ তৎফলশ্চ চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাবেন চ ভাগবতত্ব-বিরোধাৎ । অহৈতুক্যব্যবহিতা বা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ইত্যাদিকাত্যস্তিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ স্তবরামুক্তমত্ব-বিরোধাচ্চ । ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানম্ । প্রণয়-রশনয়া ধৃত্যজ্জিহ্বা ইত্যুপসংহারগতলক্ষণ-পরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্ । শ্রীজীব । ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তার মূর্তি—স্বাবর-জঙ্গমের মূর্তি । স্বাবর-জঙ্গমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও স্বাবর-জঙ্গমের মূর্তি দেখিতে পায় না । অন্তর্হৃদয়ে স্মৃতিপ্রাপ্ত ধ্যেয় ইষ্টমূর্তিই দেখিতে পায় । তক্ত তাঁহার ইষ্টদেবকে ভিতরেও দেখেন, বাহিরেও দেখেন ।

২২৬-২৭ পরারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৫২ । অবয় । যঃ (যিনি) সর্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) আশ্রয়ঃ (নিজের—নিজের উপাশ্র) ভগবদ্ভাবং (ভগবানের বিদ্যমানতা) পশ্বেৎ (দেখেন—অনুভব করেন), আশ্রয়ি (আশ্রয়-স্বরূপ—স্বীয় উপাশ্র) ভগবতি (ভগবানে) ভূতানি (প্রাণীসকলকে) [পশ্বেৎ] (দর্শন করেন) এষঃ (তিনিই) ভাগবতোত্তমঃ (ভাগবতোত্তম) ।

অথবা । যঃ সর্বভূতেষু আশ্রয়ঃ ভগবদ্ভাবং পশ্বেৎ, আশ্রয়ি (স্বীয় মনে স্মৃতি হইলে যে ভগবান্) ভগবতি (সেই ভগবানে—সেই ভগবদ্বিষয়ে প্রেমযুক্তরূপে) ভূতানি (প্রাণীসকলকে) পশ্বেৎ ইত্যাদি ।

অনুবাদ । হবি কহিলেন—“হে রাজন্ ! যিনি সর্বভূতে স্বীয় উপাশ্র-ভগবানের বিদ্যমানতা দর্শন করেন এবং যিনি স্বীয়-উপাশ্র ভগবানেও সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, [অথবা নিজের চিন্তে যে ভগবান্ স্মৃতি হইলে, যিনি সর্বভূতকেই সেই ভগবানে প্রেমযুক্ত—স্বীয় প্রেমের অমুরূপ প্রেমযুক্ত-রূপে দর্শন করেন], তিনিই ভাগবতোত্তম ।” ৫২

নিমি-মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে হবি-যোগীন্দ্র মহাভাগবতদিগের মানসিক ভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছেন । যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সমস্তপ্রাণীতেই আশ্রয়ঃ নিজের ভগবদ্ভাবং—ভগবানের ভাব (অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা) দর্শন করেন (ভূ-ধাতু হইতে ভাব-শব্দ নিষ্পন্ন ; অস্তিত্বার্থে ভূ-ধাতু ; স্তবরাং ভাব-অর্থ অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা) ; অথবা, ভাবঃ—আবির্ভাব । আশ্রয়ঃ ভগবদ্ভাবঃ—নিজের অভীষ্ট (উপাশ্র) যে ভগবদাবির্ভাব (বা ভগবৎ-স্বরূপ), তাঁহাকেই দর্শন করেন (শ্রীজীব) । অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপে সর্বভূতে ভগবানের বিদ্যমানতা অনুভব করা, কিম্বা সর্ব্যাপী ব্রহ্মরূপে সর্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা—উক্তবাক্যের অভিপ্রায় নহে ; যেহেতু, একরূপ অনুভব যোগীর বা জ্ঞানীর লক্ষণ হইতে পারে ; কিন্তু পরম-ভাগবতের লক্ষণ নহে । পরম-ভাগবত যিনি, তিনি আরও দেখেন—আশ্রয়ি—নিজের পরমাত্মীয়, স্বীয় অভীষ্ট উপাশ্ররূপে পরমপ্রিয় যে ভগবান্, সেই ভগবতি—ভগবানে, স্বীয়-

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০, ৩৫।২)
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুঃ
বাজয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

নদীনামনাদিসিদ্ধানামচেতনদ্বৈপি দেবতারূপাণাং কা বার্তা । স্বঃ পরমোহৃষ্টজন্মানামতিনিষ্কষ্টানামপি জড়ানাং রসিকতাং বেগুশ্রবণহেতুকাং পশুতেত্যত্য়া আহঃ । অমুচরৈর্গোপৈঃ । আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চলশ্রীঃ । তদপি বনচরঃ বনজীবৈষ্মুরাগাদিতি ভাবঃ । তদা গৃহস্থবৈষ্ণবাঃ সঙ্গীকা যথা সঙ্গীর্জনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা প্রণমন্তি তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তংপতয়ঃ । আত্মনি মনসি বিষ্ণুঃ ক্ষুরস্তং ব্যাজয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশতুল্যা মধুনো মকরন্দস্ত ধারাঃ সন্তজুর্মুচুঃ । ববৃষুরিতি পাঠে অশ্রুণামাধিক্যম্ । পুষ্পফলাঢ্যাঃ পুষ্পেণ হর্ষসঞ্চারিণা ফলেন রতিস্থায়িনা চ বিরাজমানাঃ । প্রণতভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসামিত্যমুভাবঃ । প্রণামঃ প্রেমা হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তাস্তনবো যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ । চক্রবর্তী । ৫৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ভাবানুরূপ অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপে ভূতানি—সর্বপ্রাণীকে তিনি দেখেন, অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্টদেবে তাঁহার যেরূপ প্রেম, তিনি মনে করেন, সমস্ত প্রাণীই তাঁহাকে (তাঁহার অভীষ্টদেবকে) সেইরূপ প্রেম করেন ।

শ্লোকে “পশুতি” না বলিয়া “পশ্যেৎ” বলার তাৎপর্য এই যে, যাহারা ভাগবতোক্তম, শ্লোকোক্তরূপ দর্শনের যোগ্যতা তাঁহাদের আছে ; সর্বদাই যে তাঁহারা সর্বভূতে স্বীয় অভীষ্টদেবকে দর্শন করেন, কিম্বা তাঁহার অভীষ্টদেবকে সকলেই তাঁহার ছায় প্রীতি করেন বলিয়া যে মনে করেন, তাহা নহে ; তদ্রূপ দর্শন বা অনুভব করার যোগ্যতামাত্র তাঁহাদের আছে । যখন তাঁহাদের ভগবদর্শনের জন্ত ব্যাকুলতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখনই তাঁহাদের “যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ ক্ষুরে”, তখনই সকলকে নিজের ছায় মনে করিয়া সকলের মধ্যেই ভগবদর্শনের পরম-ব্যাকুলতা অনুভব করেন । সকল-সময়ে এরূপ অবস্থা নারদ-বাস-শুকাদিরও থাকেনা (চক্রবর্তী) ।

২২৬-২৭ পমারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ । এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধোক্তির প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকে ।

শ্লো। ৫৩। অম্বয় । পুষ্পফলাঢ্যাঃ (পুষ্পফলপরিপূর্ণ) প্রণতভারবিটপাঃ (ভারবশতঃ নম্রশাখ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (প্রেমপুলকিতদেহ) বনলতাঃ (বনলতাসকল) তরবঃ (এবং তরুসকল) আত্মনি (নিজেদের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (ভগবান্ বিষ্ণুকে) ব্যাজয়ন্তঃ (স্বেচনা করিয়াই) ইব (যেন) মধুধারাঃ (মধুধারা) ববৃষুঃ (বর্ষণ করিয়াছিল) স্ম (কি আশ্চর্য্য) ।

অনুবাদ । ফল-পুষ্প-পরিপূর্ণ, অতএব নম্রশাখ এবং পুলকিত-দেহ বনলতা সকল আপনাতে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, যেন এই কথা প্রকাশ করিয়াই আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে এবং সেই লতাদিগের পতি তরুগণও লতাদের মতন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে । ৫৩

এই শ্লোকটি ব্রজসুন্দরীদিগের উক্তি ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রেমবতী ; তাই তাঁহারা মনে করেন, বনের তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদেরই ছায় প্রেম পোষণ করে । শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহারা যেমন আনন্দে অশ্রুমোচন করেন, তাঁহারা মনে করেন, তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকে এবং সেই অনুভবের ফলে তরুলতাদিও অশ্রুমোচন করে ; তরুলতা হইতে যে মধুধারা ক্ষরিত হয়, গোপসুন্দরীগণ মনে করেন—ইহা মধুধারা নহে, ইহা তরু-লতাদির অশ্রুধারা । শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তাঁহাদের দেহে রোমাঞ্চ হয় ; তাঁহারা মনে করেন—তরুলতাদিতে যে পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর দেখা যায়, তাহা পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর নহে—তাহা বস্তুতঃ তরুলতাদির প্রেমজনিত রোমাঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তরুলতাগণ প্রেমহৃষ্টতনু—প্রেমপুলকিতদেহ—হইয়াছে । এই অঙ্কুররূপ রোমাঞ্চ দেখিয়া

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ।

যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে ক্ষুরয় ॥ ২২৮

রায় কহে—তুমি প্রভু ! ছাড় ভারিভুরি ।

মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥ ২২৯

রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার ।

নিজ রস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৩০

নিজ গুঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আশ্বাদন ।

আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

তঁাহারা মনে করেন—এই তরুলতাগণও তো শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করে, তাহারাও তো শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে, নচেৎ তাহাদের দেহে এরূপ রোগাঞ্চ কেন, তাহাদের অশ্রুধারাই বা বারিবে কেন ?

আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্তঃ ইব—তরুলতাগণের নিজেদের মধ্যে যে বিষ্ণু ক্ষুরিত হইয়াছেন, তাহাই যেন তাহারা প্রকাশ করিতেছে ; তাহাদের প্রেমহর্ষ, তাহাদের অশ্রু ইত্যাদি দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাহাদের চিত্তে বিষ্ণু ক্ষুরিত হইয়াছেন । বিষ্ণু-শব্দে সর্বব্যাপকতা সূচিত হয় ; এস্থলে পরম-প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণের চক্ষুতে সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরিত হইতেছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকতা-সূচনার উদ্দেশ্যেই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী “বিষ্ণু”-শব্দে কৃষ্ণকে অভিহিত করিয়াছেন । তদ্ব্যতঃ বৃন্দাবনের তরুলতাদিও চিগ্নয় বস্তু ; সুতরাং তাহাদের মধ্যেও প্রেম উচ্ছলিত হইতে পারে ।

শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজসুন্দরীদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বের জ্ঞান ক্ষুরিত হয় না । যঁাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বের জ্ঞান ক্ষুরিত হয়, ফলপুষ্পভারাবনত তরুলতাকে দর্শন করিয়া তিনি মনে করিবেন—শাখারূপ হস্তদ্বারা এই তরুলতাগণ ফলপুষ্পাদি পূজোপকরণ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণের জন্মই নত হইয়া আছে ; তরুলগণকে লতাদিগের পতি মনে করিয়া তঁাহারা আরও বলিলেন—গৃহস্থ ভক্তগণ যেমন সঙ্গীক সেবা-সন্তার সংগ্রহ করেন, লতা এবং তরুলগণও তদ্রূপ (সঙ্গীক) ফলপুষ্পাদি পূজোপকরণ হস্তে করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া আছে—মস্তক নত করিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছে ।

এইরূপে, ভাগবতোক্তমগণ মনে করেন—তঁাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, অগর সকলেও—এমন কি, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাদি পর্য্যন্ত সেই ভাবই পোষণ করিয়া থাকে ।

২২৮ । মহাপ্রভু বলিতেছেন—“আমি যে সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসীই আছি । তুমি যে শ্রামগোপরূপ ও তদগ্রে কাঞ্চনপঞ্চালিকা দেখিতেছ, তাহাতে আশ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিও না ; উহা তোমার ইষ্টদেবের ক্ষুর্ভিগাত্র । তুমি মহাভাগবত ও মহাপ্রেমিক ; প্রেমের স্বভাববশতঃই তোমার নরনের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্ষুর্ভি হইয়াছে ।”

গোপবেশ-বেণুকর-শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে রাগানন্দ যে কাঞ্চন-পঞ্চালিকা দর্শন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীরাধা, এই পয়ারে প্রভুর মুখে তাহা ব্যক্ত হইল ।

২২৯ । ভারিভুরি—চাতুরালী, কপটতা । না করিহ চুরি—আত্মগোপন করিও না । নিজরূপ—নিজের স্বরূপ ; নিজের তত্ত্ব ।

২৩০-৩১ । প্রভুর কৃপায় রামরায়ের সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, তঁাহার চিত্তে মহাপ্রভুর তত্ত্ব ক্ষুরিত হইয়াছে ; এবং কি জন্ম প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুর কৃপায় তাহাও তঁাহার চিত্তে ক্ষুরিত হইয়াছে । রামরায় এক্ষণে এসমস্ত খুলিয়া বলিতেছেন, এই দুই পয়ারে ।

নিজরস—নিজবিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক) রস ; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি । **নিজ গুঢ়কার্য্য**—অবতারের নিজস্বকীয় গোপনীয় কারণ ; অবতারের মুখ্য এবং অন্তরঙ্গ কারণ । **প্রেম-আশ্বাদন**—আশ্রয়রূপে প্রেমরসের আশ্বাদন ; আশ্রয়জাতীয় রসের আশ্বাদন । **আনুষঙ্গে**—আনুষঙ্গিকভাবে ; আশ্রয়জাতীয় রসআশ্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে । **প্রেমময়-কৈলে**—নির্কিচারে প্রেমবিতরণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করিলে ।

রাগানন্দরায় যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ । প্রভু, আমি চিনিয়াছি, তুমি কে । তুমি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন ; ব্রজে তুমি স্বীয় মাধুর্য্য-আশ্বাদন করিতে পার নাই ; যেহেতু, তাহা আশ্বাদনের একমাত্র উপায় যে

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ।

এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার ? ॥ ২৩২

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ—।

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ ২৩৩

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে ।

ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৩৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

মাদনাথ্য-মহাভাব, তাহা তখন তোমার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিলনা, ছিল শ্রীরাধার মধ্যে । তুমি স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্রূপে আশ্বাদন করিবার জন্ত শ্রীরাধার সেই মাদনাথ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া এবং শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্রামকান্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ । আহুযঙ্গিক ভাবে জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছ ।

কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌর-কান্তিদ্বারা শ্রামগোপনরূপের সর্বদ্বন্দ্ব আচ্ছাদিত দেখিয়াই রামানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্রামকান্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনিই রূপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়াছেন । রামানন্দ হইতেছেন—ব্রজের বিশাখা সখী ; ব্রজলীলার স্বীয় মাধুর্য্য আশ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষাময়ী লালসার কথা তাঁহার অবিদিত ছিলনা । রায়-রামানন্দরূপে তাঁহার পূর্ব-স্বরূপের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও প্রভুর রূপাতেই তাঁহার পূর্ব-অনুভূতি এক্ষণে জাগ্রত হইয়াছে । তাই তিনি বলিলেন—“স্বীয় মাধুর্য্য আশ্বাদনের অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করার নিমিত্তই প্রভু তুমি শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ ।”

২৩২ । কপট কর—আত্মগোপন করিয়া কপটতা কর । উদ্দেশ্য ও কার্য্য এই দুইয়ের মিল না থাকিলেই কপটতা প্রকাশ পায় । রামরায় বলিলেন—“প্রভু তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হইতেছে আমাকে উদ্ধার করা ; অর্থাৎ আমার প্রতি রূপা প্রকাশ করা ; কিন্তু তুমি সম্যক রূপা তো প্রকাশ করিতেছ না ? তুমি তোমার স্বরূপ-তত্ত্বতো আমার নিকটে গোপন করিতেছ ?”

২৩৩-৩৪ । তবে হাসি—রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন । হাসিয়া প্রভু রামরায়কে নিজের স্বরূপ—গৌর অবতারে যাহা তাঁহার স্বরূপগত নিজস্ব রূপ, তাহাই দেখাইলেন । কি সেই স্বরূপ ? রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ—রসরাজ (অর্থাৎ অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ) এবং মহাভাব (অর্থাৎ মাদনাথ্য-মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা)—এই দুইয়ের মিলিত একটা অপূর্ব রূপ । সর্বরস-শিরোমণি শৃঙ্গার-রস এবং কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের চরমতম বিকাশ মাদনাথ্য-মহাভাব—এই দুইয়ের সম্মিলনে এক অপূর্বরূপ । এই অপূর্ব রূপ দেখিয়া রায়-রামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিতে—আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন । এই আনন্দের উদ্গাদনা এতই অধিক যে, রায়-রামানন্দ ধরিতে না পারে দেহ—আনন্দের আবেগে আর দেহকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতে, স্থির রাখিতে, পারিলেন না, তিনি পড়িলা ভূমিতে—বাতাহত কদলীবৃক্ষের ছায় মাটীতে পড়িয়া গেলেন ।

প্রভু রামানন্দের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল । প্রেম-রসকে উচ্ছ্বাসিত করিবার জন্তই রসিক শেখর ভগবান্ প্রেমিক ভক্তের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাহেন ; ইহা যেন তাঁহার এক লুকোচুরি খেলা । কিন্তু তিনি আত্মগোপন করিতে চাহিলেও প্রেমিক ভক্ত স্বীয় প্রেমবলে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন । প্রেমিক ভক্ত রামানন্দও প্রভুকে চিনিয়া ফেলিলেন । ভগবান্ চতুর-চুড়ামণি ; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত বোধ হয় সেই চতুর-চুড়ামণি অপেক্ষাও বেশী চতুর ; প্রেমিক ভক্তের নিকটে তাঁহার কোনও চালাকীই টিকে না ; সব ভারিভুরি চুরমার হইয়া যায় ; এইরূপ ভক্তের নিকটে ভগবান্ হারিয়া যান । ভক্তকে হারাইয়া তাঁহার বেশী আনন্দ নাই ; প্রেমিক ভক্তের নিকটে হারিতে পারিলেই তাঁহার অত্যধিক আনন্দ ; তাহাতেই যেন রসের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠে । রামানন্দের নিকট হারিয়া প্রভু যে আনন্দ পাইয়াছেন,

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হাসিধারা তাহাই তিনি প্রকাশ করিলেন । প্রভুর এই হাসি রামরায়ের নিকটে পরাজয়-জনিত আনন্দাধিক্যের পরিচায়ক । প্রভুর এই হাসির ব্যঞ্জনা বোধ হয় এইরূপ—“রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই প্রায় ঠিক ।”

প্রভুর হাসির মধ্যে আরও একটা ব্যঞ্জনা বোধ হয় অস্তুর্নিহিত আছে । তাহা এইরূপ । “রামানন্দ, আমার স্বরূপ তুমি প্রায় ঠিকমতই চিনিতে পারিয়াছ; তবে একটু ক্রটি আছে; আমি যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, একথা ঠিকই; স্বীয় মাধুর্য্য আশ্বাদনের জন্তই যে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, এবং আনুসঙ্গিকভাবে জগতে প্রেমবিতরণও যে আমার এই অবতারের উদ্দেশ্য, তাহাও ঠিক । আর স্বীয় মাধুর্য্য-আশ্বাদনের জন্ত আমি যে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাও ঠিক । তবে তুমি যে বলিয়াছ,—আমি শ্রীরাধার গৌর-কাস্তিধারা আমার শ্রাম-কাস্তিকে আচ্ছাদিত করিয়াছি, একথা সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক নহে; আমি শ্রীরাধার কেবল কাস্তিধারা আচ্ছাদিত নই । এস্থলেই তোমার একটু ক্রটি আছে । আচ্ছা, আমার স্বরূপটী কিরূপ, তাহা তোমাকে দেখাইতেছি, তুমি তাহা দেখ ।” প্রভু তাঁহার হাসিধারা বোধ হয়, রামানন্দের এই সামান্য ক্রটিটাই ব্যঞ্জিত করিলেন ।

তাঁহার রূপাব্যতীত কেহই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি পাইতে পারে না । “যমেবৈষ বৃণুতে তষ্ট্রৈবোলভ্যঃ ।” যেরূপ রূপা উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব, প্রভুর চিত্তে যে সেইরূপ রূপাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, হাসিধারা তাহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে । তাই রামরায়কে কৃতার্থ করিবার জন্ত প্রভু তাঁহাকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন । কি সেই স্বরূপ ? না—রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ; শৃঙ্গার-রস-রাজমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমঘন-বিগ্রহা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত একটা অপূর্ণ রূপ ।

কিন্তু এই যে রসরাজ-মহাভাব রূপ—যাহা দেখিয়া রামানন্দ-রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহা কি রকম ? পূর্ববর্ত্তী ২২১-২৩ পয়ার হইতে জানা যায়, রায়-রামানন্দ প্রথমে প্রভুর সচ্ছাসিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি মূর্ছিত হয়েন নাই; তারপর তিনি প্রভুকে শ্রামগোপ-রূপে দর্শন করিলেন, তাহাতেও তিনি মূর্ছিত হয়েন নাই; তারপর আবার সেই বংশীবদন শ্রামগোপ-রূপের সম্মুখভাবে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাতুল্য গৌরান্ধী শ্রীরাধাকে দেখিলেন, তাঁহার হেম-গৌরকাস্তিতে শ্রামগোপরূপের শ্রামকাস্তিকে আচ্ছাদিত হইতেও দেখিলেন; তখনও তিনি মূর্ছিত হয়েন নাই; ইহারই পরে “হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ । রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥”-দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে রামানন্দ-রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন । বংশীবদন শ্রামগোপরূপ দেখিয়াও রামানন্দের অবশ্যই খুব আনন্দ হইয়াছিল; কারণ, শ্রামসুন্দর-রূপও আনন্দময় রূপ । শ্রীরাধার গৌরকাস্তিতে আচ্ছাদিত শ্রামগোপরূপ দেখিয়া তাঁহার সম্ভবতঃ অধিকতর আনন্দই হইয়াছিল; যেহেতু, এইরূপেতে আনন্দময় শ্রামসুন্দর-রূপ আনন্দ-দায়িনীশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধার আনন্দজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছিল; কিন্তু এই দুইটা রূপের দর্শনে রামানন্দের দেহে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া থাকিলেও তাহা এত প্রবল হয় নাই, যদ্বারা তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িতে পারেন । কিন্তু রসরাজ-মহাভাব রূপটী দেখিয়া তাঁহার এত অধিক আনন্দ হইয়াছিল, তাঁহার দেহে এই আনন্দ-তরঙ্গের আলোড়ন এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি আর তাঁহার দেহকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা, দেহের প্রতি রক্ত, প্রতি অণু-পরমাণু—সেই আনন্দ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে এমন ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িল—তাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়, তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি—সেই আনন্দরসে এমন ভাবে পরিনিষিক্ত হইল যে, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন । প্রভু রূপা করিয়া তাঁহাকে যে রূপটী দেখাইলেন, তাহাই প্রভুর স্বরূপ; তাহা এক অপূর্ণ বস্তু; রামানন্দ-রায় আর কখনও তাহা দেখেন নাই—বুঝি বা ধ্যানেও কখনও তাহা চিন্তা করেন নাই । যাহা দেখাইলেন, তাহা সন্ন্যাসীর রূপ নহে,—ভাব-তরঙ্গধারা চঞ্চল-নয়ন মুরলীবদন শ্রামসুন্দর-রূপও নহে—সাক্ষাতে কিঞ্চিদুরে অবস্থিতা হেমগৌরান্ধী শ্রীরাধার গৌরকাস্তিতে আচ্ছাদিত শ্রামগোপ-রূপও নহে । ইহা

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

তদপেক্ষাও এক অতি অপূর্ব, অতি আশ্চর্য্য রূপ । ইহা রসরাজ ও মহাভাব—এই দু'য়ের অপূর্ব মিলনে—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবনয়ী শ্রীরাধা এই দু'য়ের মিলনে—এক অতি অনির্বচনীয় রূপ । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-শ্রামরূপ, শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কাস্তিমাাত্রদ্বারা প্রচ্ছন্ন নহে—শ্রীরাধার গৌর অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত—নবগৌরচনাগৌরী বুধভাষু-নন্দিণীর প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমে গলিয়া, নন্দ-নন্দনের প্রতি শ্রাম-অঙ্গে, তাঁহার ভিতরে বাহিরে সর্বত্র, বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে । অথচ মহাভাবনয়ীর দেহরূপ গৌর-আবরণের ভিতর দিয়া রসরাজের শ্রামতন্তুও যেন লক্ষিত হইতেছে । স্নিগ্ধকাস্তি নবজলধর যেন শারদ-জ্যোৎস্নায়-ছানা সৌদামিনী দ্বারা সর্বতোভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অথচ ঐ সৌদামিনীর ভিতর দিয়া যেন নবজলধরের স্নিগ্ধ শ্রামকাস্তির চ্ছটাও অল্পভূত হইতেছে—রসরাজ ও মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন, একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন—যেন যুগপৎই উপলব্ধি হইতেছে । এই অপূর্ব ও অনির্বচনীয় রূপটী শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহন রূপের—যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পরমস্বরূপের—চরম-পরিণতি । মহাভাবদ্বারা নিবিড়রূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গার-রসরাজের এই অনির্বচনীয় রূপটী একমাত্র অমুভবেরই বিষয়—একমাত্র রসিকজন-বেণু ।

রামানন্দ-রায় হইলেন ব্রজের বিশাখা-সখী ; মদন-মোহন-রূপের মাধুর্য্য তাঁহার অপরিচিত নহে ; সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-জনিত আনন্দের উন্মাদনাও তাঁহার অপরিচিত নহে ; সেই উন্মাদনা সম্বরণ করিবার শক্তি তাঁহার আছে । তাই শ্রীরাধার গৌরকাস্তিদ্বারা আচ্ছাদিত গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর-নটবর-রূপ দর্শন করিয়াও তিনি মূচ্ছিত হন নাই । কিন্তু এই “রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ” দেখিয়া তিনি মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । ইহাতেই বুঝা যায়, এই রূপের মাধুর্য্যের অমুভব-জনিত আনন্দের উন্মাদনা এত অধিক যে, রামানন্দ-রূপী বিশাখারও তাহা সম্বরণ করিবার সামর্থ্য নাই । সুতরাং এই রূপের মাধুর্য্য যে মদন-মোহন-রূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অত্যধিক, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে । ইহার হেতুও আছে । শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্বভাবতঃই আত্মপর্য্যন্ত-সর্বচ্ছিত্ত্বর, শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক । কিন্তু এই মাধুর্য্য সর্বাতিশায়িক্রমে বিকশিত হয় একমাত্র শ্রীরাধার সান্নিধ্যের প্রভাবে ; তখন সেই মাধুর্য্যদর্শনে মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায় । “রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ । অচুখা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥” শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত নিবিড় হয়, এই মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশী । কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই নিবিড় হউক না কেন, তাঁহাদের দেহের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়না । এই “রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপে” উভয়ের সান্নিধ্য এতই নিবিড় যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায়—তদ্ব্যকৈক্যমাশ্রম্ । এস্থলে উভয়ের সান্নিধ্য নিবিড়তম ; তাই মাধুর্য্যের বিকাশও সর্বাতিশায়ী । এই রূপেতে আছে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আত্মপর্য্যন্ত-সর্বচ্ছিত্ত্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, সেই শ্রীরাধার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর হড়াহড়ি করিয়া বর্দ্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ (মগ্নাধুর্য্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি । ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥—শ্রীকৃষ্ণোক্তি) । তাই এই অপূর্বরূপের মাধুর্য্য অনির্বচনীয়, অতুলনীয় ; বুঝিবা এই অপূর্ব-রূপটী মদন-মোহনরও মনোমোহন । শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যুগলিত রাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ । এই “রসরাজ-মহাভাব-দুইয়ে একরূপে” উভয়ের যুগলিতত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ । এজন্তই বোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর লিখিয়াছেন—ন চৈতৎখ্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ । এবং এজন্তই বোধ হয় শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে । সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥”

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রীমদমহাপ্রভু বলিয়াছেন—মাধুর্য্য ভগবদ্ভাসার । “রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ”—গৌরস্বরূপেই বখন মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেই ভগবদ্ভার চরমতম বিকাশ বুঝিতে হইবে । তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ংভগবান্ নহেন ? “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং”—বাক্য কি বিচারসহ নয় ?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা ।

উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর দুই পৃথক্ তত্ত্ব নহেন । রাধাকৃষ্ণমিলিত বিদ্যহই গৌর । শ্রীকৃষ্ণই গৌর হইয়াছেন । উভয়েই স্বয়ংভগবান্ । তবে কি স্বয়ংভগবান্, দুই জন ? তাহা নয় । একই স্বয়ংভগবান্ রস-আস্বাদনের জন্ত দুই রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন । ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন কখনও কখনও দিয়াশিনী, নাপিতানি, যোগী প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই দিয়াশিনী বা যোগী যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক কোনও তত্ত্ব নহেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণই রসবিশেষ আস্বাদনের জন্ত গৌর-রূপ ধারণ করিয়াছেন ; গৌররূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন । একই স্বয়ংভগবান্ দুইরূপে অভিব্যক্ত—শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়-প্রধান এবং শ্রীগৌররূপ আশ্রয়-প্রধান । শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়ত্বের প্রাধান্ত, শ্রীগৌরে প্রেমের আশ্রয়ত্বের প্রাধান্ত । (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীমদ্ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণম্”—শ্লোকে বর্তমান কলির উপাশ্রু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে ; এই শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেই জানা যায়—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন শ্রীরাধাকর্তৃক সর্বদাঙ্গ আলিঙ্গিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (১৩।১০-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । শ্রীপাদ স্বরূপদানোদরের “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহর্লাদিনীশক্তিঃ”—ইত্যাদি (১।১।৫) শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণম্”—অংশের ভাষ্যস্বরূপ । আর শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপা করিয়া রায়-রামানন্দকে যাহা দেখাইলেন, তাহা এই ভাষ্যেরই মূর্ত্ত অর্থ । প্রকট-লীলাতেই শাস্ত্রার্থের মূর্ত্ত রূপ দেখা যায় ।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, স্বয়ংভগবানের দুই রূপের কথা কোনও শাস্ত্রে আছে কি ? আছে । স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং গোপাল-তাপনী-শ্রুতি-আদিতে প্রসিদ্ধ । শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথাও শ্রীমদ্ভাগবতের “আসন্ বর্ণাস্তয়ঃ”—ইত্যাদি এবং “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণম্”—ইত্যাদি শ্লোকে এবং মুণ্ডকোপনিষদের “সদা পশুঃ পশুতে রুক্মবর্ণং কৰ্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ । তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাণে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩৩”—বাক্যে দৃষ্ট হয় । মুণ্ডকোক্ত “রুক্মবর্ণং—গৌরবর্ণং”—পুরুষ যে স্বয়ংভগবান্, “ব্রহ্মযোনিঃ”—শব্দই তাহার প্রমাণ । (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ।

যহাউক, এক্ষণে আর এক প্রশ্ন দেখা দিতেছে । ২৩০-৩১ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা সত্ত্বেও রায়-রামানন্দ স্বীয় প্রেমের প্রভাবে প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন । যে কয়দিন প্রভুর সঙ্গে তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠি হইয়াছে, সেই কয়দিন তিনি স্বীয় প্রেম-প্রভাবে প্রভুকে চিনিতে পারিলেন না কেন ? ইহার উত্তর ২।৮।১০২-৩ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামীই দিয়াছেন । “যত্বপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে । রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল । জানিতেহো রায়ের মন করে টলমল ॥” প্রেম-প্রভাবে তখনও রামরায় প্রভুকে চিনিতে পারিতেন ; কিন্তু চিনিলেই—প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইলেই—রামরায় আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন । তাহা হইলে আর আলোচনা চলিতনা । তাই প্রভুর বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল—রায় যেন তখনও তাঁহাকে চিনিতে না পারেন । তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কিরূপে তাঁহাকে চেনা যাইবে ? মহাপ্রেমী রায়-রামানন্দের বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল-চিত্তদর্পণের সাক্ষাতে প্রভুর তত্ত্ব মাঝে মাঝে চপলা-চমকের ছায় ভাসিয়া উঠিতে চাহিত ; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তাহা তাঁহার চিত্ত হইতে অপসারিত হইত ; তাই আলোচনাও বন্ধ হইতনা । এক্ষণে সমস্ত আলোচনা শেষ হইয়াছে ; বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়া রায়-রামানন্দকে কৃতার্থ করিবার জন্ত প্রভুর ইচ্ছাও হইয়াছে । তাই এখন আর তিনি রায়ের প্রেম-প্রভাবজনিত উপলব্ধিকে অপসারিত করিবার জন্ত ইচ্ছা করিলেন না ; তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপা করিয়া রায়-রামানন্দকে সাধ্যতত্ত্বের চরমতম বিকাশময় রূপটাই দেখাইলেন । সাধ্যতত্ত্বের অবধির যে তত্ত্ব তিনি রায়ের মুখে প্রকাশ করাইয়াছেন, এই রূপেতেই তাহাকে প্রভু মূর্ত্ত করিয়া দেখাইলেন ।

প্রভু তারে হস্ত-স্পর্শে করাইল চেতন ।
 সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥ ২৩৫
 আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন ।
 তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনজন ॥ ২৩৬
 মোর তত্ত্ব লীলা-রস তোমার গোচরে ।
 অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥ ২৩৭
 গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন ।

গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অণু জন ॥ ২৩৮
 তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন ।
 তবে নিজমাধুর্য্য-রস করি আশ্বাদন ॥ ২৩৯
 তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুণ্ড নাহি কস্ম ।
 লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমস্ম ॥ ২৪০
 গুণ্ডে রাখিহ, কাঁহী না করিহ প্রকাশ ।
 আমার বাতুলচেষ্ঠা—লোকে উপহাস ॥ ২৪১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৩৫। সন্ন্যাসীর বেশ—প্রভুর সন্ন্যাসি-বেশ ; রসরাজ-মহাভাব-রূপ এখন আর নাই ।

২৩৮। গৌর-অঙ্গ নহে মোর—আমার অঙ্গ গৌরবর্ণ নহে । রাধাঙ্গ-স্পর্শন—গৌরান্ধী-শ্রীরাধা নিজ অঙ্গদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া, তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গকাস্তিতে আমার দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে ।

গোপেন্দ্রসুতবিনা—শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না ।

মহাপ্রভু রামানন্দ-রায়কে বলিলেন, “আমাকে তুমি গৌরবর্ণ দেখিতেছ, আমার বর্ণ বাস্তবিক গৌর নহে । তবে আমাকে গৌরবর্ণ দেখায় কেন তাহা বলি শুন । গৌরান্ধী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতিঅঙ্গ দ্বারা আমার প্রতিঅঙ্গকে স্পর্শ করিয়া আছেন । তাই তাঁহার অঙ্গকাস্তিতে আমাকে গৌরবর্ণ করিয়াছে । শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না ।” ব্যঞ্জনা এই যে—“আমাকে যখন তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝিতে পার, আমি স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গের সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও ছিলনা, যাহা গৌর নহে ; সুতরাং শ্রীরাধা যে স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া—আলিঙ্গন করিয়া—আছেন, তাহাই রামানন্দকে প্রভু জানাইলেন । ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের “প্রতিঅঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে ।” স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা প্রাণবল্লভের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রাখার জন্ত ব্রজে শ্রীরাধার বাসনা হইয়াছিল ; সেই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে—গৌর-লীলায় । শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্য-আশ্বাদনের বাসনা পূরণের আশুকুল্য করিতে যাইয়া শ্রীরাধা নিজের বাসনাও পূর্ণ করিলেন । (ভূমিকায় “প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়”, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । প্রভু বলিলেন—তিনি কেবল শ্রীরাধার কাস্তিদ্বারাই আচ্ছাদিত নহেন ; পরন্তু শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত, শ্রীরাধার অঙ্গের কাস্তিই বাহিরে দেখা যাইতেছে ।

প্রভু ভঙ্গীতে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন ।

২৩৯। তাঁর ভাবে—শ্রীরাধার ভাবে । পূর্ব পয়ারে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকর্তৃক প্রতি-অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া গৌর হইয়াছেন । এই পয়ারে বলিলেন—তিনি শ্রীরাধার ভাবও গ্রহণ করিয়াছেন । ভাবগ্রহণ করার উদ্দেশ্যও বলিলেন—স্বমাধুর্য্য-আশ্বাদন করা, শ্রীরাধার ভাবব্যতীত যাহা অসম্ভব ।

২৪১। বাতুল—পাগল । যাহা দেখিলে বা যাহা শুনিলে, তাহা কাহারও নিকটে বলিও না ; শুনিলে লোকে ঠাট্টা করিবে—কারণ, আমার আচরণ তো পাগলের আচরণের তুল্যই (ইহা আবার প্রভুর দৈত্বোক্তি) ।

অথবা, আমার বাতুলচেষ্ঠা ইত্যাদি—প্রভু নিজেকে পাগল বলিয়া আবার আত্মগোপন করিতেছেন বা ভক্তভাবে দৈত্ব প্রকাশ করিতেছেন ; কিন্তু সরস্বতী প্রভুর দৈত্বোক্তি সঙ্ঘ করিতে না পারিয়া, “বাতুলচেষ্ঠা”দির অগ্র রূপ অর্থ করিতেছেন ; তাহা এই—শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করায় প্রভু শ্রীরাধার ছায় প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন ; প্রেমোন্মত্ত-লোকের আচরণও অঙ্গ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ পাগলের আচরণ বলিয়াই মনে হয় । তাই

আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল ।
 অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ ২৪২
 এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে ।
 সুখে গোড়াইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৪৩
 নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার ।
 অনেক কহিল—তার না পাইল পার ॥ ২৪৪
 তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন-চিন্তামণি ।
 কেহো যেন পোঁতা কাঁহাঁ পায় এক খনি ॥ ২৪৫
 ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম-বস্তু পায় ।
 ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥ ২৪৬
 আরদিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা ।
 বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা—॥ ২৪৭
 বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ।
 আমি তীর্থ করি তাহাঁ আসিব অল্পকালে ॥ ২৪৮
 দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে ।

সুখে গোড়াইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ২৪৯
 এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন ।
 তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥ ২৫০
 প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্ ।
 তাঁরে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ ॥ ২৫১
 বিছাপুরে নানামত লোক বৈসে যত ॥
 প্রভুদর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত ॥ ২৫২
 রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহবল ।
 প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ২৫৩
 সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন ।
 বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥ ২৫৪
 সহজে চৈতন্যচরিত ঘন-ভুঙ্কপূর ।
 রামানন্দ-চরিত তাতে খণ্ড প্রচুর ॥ ২৫৫
 রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে কর্পূর মিলন ।
 ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আশ্বাদন ॥ ২৫৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টকা ।

রামানন্দ-রায়কে বলিলেন—“কাহারও নিকটে এসকল কথা বলিও না ; কারণ, সাধারণ লোক এসব বিষয়ে অজ্ঞ—
 প্রেমের বা প্রেম-বিকারের মর্ম্ম জানে না, বুঝে না ; তুমি এসকল কথা বলিলে—পাগলের আচরণ বলিয়া তাহারা
 প্রভুকে ঠাট্টা করিবে, তাহাতে অপরাধী হইয়া পড়িবে ।”

২৪৫-৪৬। তাঁমা, কাঁসা. ইত্যাদি বস্তুর যেমন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ, তদ্রূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া
 মহাভাব-পর্য্যন্ত সাধ্যবস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ।

পোঁতা—মাটির নীচে রক্ষিত । প্রভু রামরায়—প্রভু এবং রামানন্দ-রায় ।

২৪৮। বিষয় ছাড়িয়া—এই স্থানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া । রামানন্দ-রায় বিদ্যানগরে রাজা প্রতাপরুদ্রের
 রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন ; রাজ-প্রতিনিধিস্ব ছাড়িয়া দেওয়ার জন্ত প্রভু তাঁহাকে আদেশ করিলেন । তাহাঁ—নীলাচলে ।
 অল্পকালে—অল্পকাল মধ্যে ।

২৫১। হনুমান—শ্রীহনুমানের বিগ্রহ ।

২৫২। বিছাপুরে—বিদ্যানগরে । নানামত লোক—বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক । বৈসে—বাস করে ।

২৫৩। বিষয় ছাড়িয়া সকল—সকল বৈষয়িক কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ।

২৫৪। সহস্রবদন—অনন্তদেব ।

২৫৫-৫৬। সহজে—স্বভাবতঃ । শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বা লীলা স্বভাবতঃই ঘনাবর্ত্ত-ভূঙ্কের ছায় মধুর । তাতে
 রামানন্দ-রায়ের চরিত্র-রূপ উত্তম মিষ্টদ্রব্য মিশ্রিত হওয়াতে আরও মধুর হইয়াছে । তাহার উপর আবার ঐ সঙ্গে
 শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ কর্পূর মিশ্রিত করাতে অতি সুগন্ধি এবং উন্মাদনাময় হইয়াছে ;

খণ্ড—খাঁড় ; রাঢ়দেশ-প্রসিদ্ধ গুড়বিশেষ ।

যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ।
 তার কর্ণ লোভে—ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ ২৫৭
 সর্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে ।
 প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে ॥ ২৫৮
 চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ।
 বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিতে ॥ ২৫৯
 অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ।
 বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর ॥ ২৬০
 শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ ।
 যাহার সর্বস্ব—তারে মিলে এই ধন ॥ ২৬১

রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার ।
 যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ২৬২
 দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে ।
 রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে ॥ ২৬৩
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৬৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
 রামানন্দরায়সঙ্ঘোৎসবো নাম
 অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥

—০—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

২৫৭। পিয়ে—পান করে ; এস্থলে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামানন্দ-রায়ে চরিত্র সম্বলিত শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করে। লোভে—লোভবশতঃ ; এই লীলাশ্রবণের জন্ত এতই লোভ জন্মে যে, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিলেও কেবল শুনিতাই ইচ্ছা করে—এমনই অপূর্ণ মধুরত্ব এই লীলার।

২৫৫—৬০ পর্যায়ে এই অষ্টম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যচরিতের কথাই বলা হইয়াছে।

২৫৮। ইহার শ্রবণে—শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত মিলন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে চরিত্র, তাহা শুনিলে।

২৫৯। চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব—শ্রীচৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ, তিনি যে রসরাজ-মহাভাব, এই তত্ত্ব।

২৬৩। এই পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, শ্রীলস্বরূপ-দামোদরের কড়চাই তাহার ভিত্তি।

— ০ —